HISTORY
OF
BENGAL;
TRANSLATED INTO BENGALI,
BY
GOVIND CHUNDER
বাঙ্গালার ইতিহাস।
ইংরাজি ইতিহাস অনুবাদিত হইয়া।
গোপুর রূপান্তর নগর দ্বারা চৌরবাগানের
ংগ্রহ ইতিহাস বলতে মুদ্রিত হইল।
বাংলা ১২৪৬ সাল।
ইং ১৮৪৬ সাল।
নির্ণাট

ইংরেজিতে।

বাঙালাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের
অনিচ্ছয়
গৌড় সূর্যগুপ্ত ও সশ্রুগুপ্ত এই তিন
প্রাচীন রাজধানীর বিবরণ
আদিশূর বল্লাসেন এবং অপর বৈশ্য-
বংশীয় রাজারা।
বাঙালার প্রাচীন বিভাগ
ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের শক্তিবৃদ্ধি
১২০৩ বখতিয়ার খিলিজীকর্তৃক বাঙালার জয়
১২১০ আলিমদরন শাসনকর্তা ও তাহার চরিত
১২৩৭ তমালখা স্নাদার
১২৫৩ মুলীকান্নাকে শাসনকর্তা হইয়া আসাম
জয় করিতে গিয়া পরাস্ত হইলেন
১২৭১ অদীনতগরল রাজবিদ্রোহী হইয়া পরাস্ত
হন
১২৮২ নাজিজউদ্দিন ৪৩ বৎসর বাঙালা
শাসন করেন
১৩৪৩ সমন্ত উদ্দিন বাঙালালায় প্রথমে স্বাধীন
রাজা।
১৩৫৮ দেষুকদর রাজা হইলেন
নির্ণায়ক

পৃষ্ঠা

1. গণেশনামক একহিন্দু রাজ। হইলেন।

2. কিন্ত তাহার পুত্র মুসলমান হইলেন।

3. গণেশের পৌত্র হইলেন। অহমদসাহ রাজ।

4. ১৪২২ নাইর শাহ রাজ। হইলেন।

5. ১৪৮৯ নবুদ্ধ হিবিনসাহ রাজ। হইলেন।

6. উত্তরে বাঙ্গালায় মিল করেন—

7. তাহার পৌত্র মহম্মদ সাহ ঐ রাজা প্রাঙ্গ হন।

8. সেরসাহের উন্নতি।

9. ১৫৩১ সের সাহ বাঙ্গালী জয় করিতে উদ্দেষ্ট

10. করিলে তখাকার সাহায্য পৌত্রু

11. গিসরিদের অপ্রি করেন।

12. ১৫৪১ সেরসাহ দিল্লীর মহারাজ। হইলেন।

13. ১৫৪৫ তাহার মৃত্যু।

14. ১৫৯৪ সলিমনানাক এক পান্থ বাঙ্গালার

15. রাজ। হইলেন।

16. ১৫৬৮ তাহার রাজত্বকালে কালাপাহাড়ের

17. দ্বার। উড়িষ্যার উচ্চতে।

18. ১৫৭৩ তাহার পুত্র দাউদ। বাঙ্গালায় অর্থিন

19. রাজ। হইলেন।
নির্ণাট

১৫৭৪ অক্বরের মোগলসৈন্যাদার বাংলাদেশ পরাজয়
১৫৭৫ গৌড়নগর মনুযায়শুন্য হইল
১৫৭৬ দাউদখানা পুনর্বার মুহুর্তে করিয়া পরাজিত হওয়াতে বাঙ্গালাদেশ দিল্লীসাম্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হয়
১৫৮০ মোগলসৈন্যদিগের বিদ্রোহহীন অক্বরের বাঙ্গালাদেশ নষ্ট হইল
অক্বরের হিন্দুসেনাপতিদিগারা বাঙ্গালার উদ্ধার
১৫৮২ রাজাতারলানলকত্কুক বাঙ্গালাদেশের রাজপরিকল্পন
১৫৮৯ উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্বার বিদ্রোহহীন হইয়া রাজা মানসিঙ্গহীরা পরাজিত হয়
১৬০৬ সেহাজির সুন্দরী নুরজেহানকে আশ্রয় তাহার স্বামি সেহাজির বর্ধানে কুতুব উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা করিলেন

সেহাজির অপরাহ্ত মৃত্যু

৪৮
৪৯
৫০
৫১
পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ
নির্ণায়ক

১৬৩৮ ইংল্যান্ডের শুধুমাত্র হইয়া দুইশতাব্দীর অধিকার ও আসামদেশীয়দের এখান করেন।

১৬৩৯ সুলতান সা সুজাক শুধুমাত্র হইয়া ঢাকা হইতে রাজধানী রাজাধানী নামিয়ে গঙ্গার রোদের পরিবর্তন ও মৌলনগরের উচ্চে ইঙ্গরাজেরা বাল্যের হুগলি ও গঙ্গা লীতে কার্বাচার স্থাপন করেন।

১৬৫৭ সা সুজাক বাংলালার রাজস্বের নুতন খাতা করেন।

সুজা সামুদ্রিকের নিমিতে উদ্বোধনে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়ে।

১৬৫৮ মীরজামল। তাহার অনুরূপ হওয়াইতে তিনি আরাকান পলায়ন করিয়ে পরে সুপরিবারে অপরাধিতনূত্যতে মারা পড়িয়ে।

১৬৬১ মীরজামল। শুধুমাত্র হইয়া কুচবিহার জয় করেন।
নির্ধারণ

পৃষ্ঠ

১৪ শাল

১৬৬২ তিনি আসাম আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া মরিলেন

১৬৬২ সাইন্টথা শুবাদার হইয়া আরাকানের শীর্ষদের ও পোতা গিয়াদের যুদ্ধে পরাজিত করেন

১৬৬৬ চট্টগ্রামের শেষ জয়

১৬৬৮ ইংরেজের জাহাজের সহিত হংগলি পর্যন্ত যাইতে আমরা পাইলেন

১৬৬৪ করাসির ইষ্ট ইথিয়া কোম্পানিন্ধাপন করেন

১৬৬২ করাসিরের অনেক জাহাজ হংগলি যাইতে আসিয়া করেন

১৬৭৫ ওলন্দাজের হংগলি কারখানাহ্রাপন করেন

১৬৭৬ ডিনেগারের দিনেগারের বাণিজ্যার্থে আসেন

ইংরেজের চিরকালবাণিজ্যার্থে সলন্ড পাইলেন

১৬৭৩ আরঙ্গেবকৃত্তক সাইন্টথার প্রতি হং- নুদিগের নিয়ে করিতে আমাহয়
নির্দেশ

১৬৮১ বাঙ্গালায় কোম্পানিতে অপরাধীর কারখানা করেন
কোম্পানির নদীমুখে দূর্গ করিতে প্রাথমিক

১৬৮৭ ওলন্দাজেরা চুন্ডায় গুপ্তাবস্থানক দূর্গ
করেন
ও ইংরাজি নাবিকেশনাগতি নিকল সন্দেহের অধীনে দশখান যুদ্ধজাহাজ
জ আইসে

১৬৮৭ যুদ্ধজাহাজের লেগলিস্ট দরাই ও ইংরাজ
dের সকল কারখানার অটফ চার্ল্স সাহেব প্রথম সৃষ্টান্তের পরে
রে ইঞ্জিলিতে পলায়ন করেন

১৬৮৮ ইংরাজদের সুযোগ হইলার উপক্ষে
হীরাসাহেবের আগমনে পুনর্বার

বিপদ

তিনি কোম্পানির ভালবাস্য ও সম্পত্তি
লাইয়া বাঙ্গালাপরিবেশগুপ্ত মাঝাজে

gমন করেন

১৬৮৯ সাইন্টিখার সুদররাজের মেহের
নির্ণায়ক

১৩৮৯ ইব্রাহিম শুবাদার হইয়া ইম্রাজ-পুনরায় করেন ৯৯
১৩৯০ ইম্রাজেরা সূতানুটিতে আপিয়া কলিকাতাগর অর্জন করেন
১৩৯২ চোরক সাহেবের মৃত্যু ১০১
১৩৯৫ বর্ষানন্দে শোভাসিংহের উপদেশ ১০২
ইম্রাজেরা কলিকাতায় দুর্গ অর্জন করেন ১০৪
শোভাসিংহ মারা পড়েন ১০৫
১৩৯৭ উপেক্ষাকারিদের অতিশয় বৃদ্ধি এ
জবরদস্তকর্তৃক বিদ্রোহকারিদের পরাজয় ১০৬
১৩৯৮ আজিম ওয়ালু শুবাদার হন ১০৯
রহিমখান যুদ্ধে মৃত্যু ১১০
১৭০০ কলিকাতার সৌভাগ্য ১১০
১৭০১ বাঙ্গালীর দেওয়ান মুরসিদকুলিখার
উপাধ্যায় ১১১
১৭০৩ শুবাদারের সহিত তাহার বিবাদ ও
মহারাজের আজ্ঞানুসারে শুবাদারের
- বাঙ্গালপরিবর্তায় পূর্বক বেহারে রায় ১১২
পিপল কোম্পানিয়া প্রায় চৌধুর্য সর্থির ১১৩
পৃষ্ঠ ১১৪

ঐতিহ্য

১৭০৭ মহারাজার মৃত্যুতে আজিম-ওয়াল সামুরাজ্যের নিন্দিতে যুদ্ধগার্থে যাত্রা করেন ।

১৭১৩ আজিমওয়ালের পুত্র ফরকুন দিল্লীর সমাপ্ত হইলেন নুবোহ কুলিখিল। ইন্দ্রাজিইগৎ অপকার করেন ।

১৭১৫ ইন্দ্রাজিইগৎ দিল্লীতে উত্তেজিত পরে করিয়া অনেক বেক পাইলেন ।

১৭১৭ নুবোহ কুলিখিল। কলিকাতার নিকটর্ব ৩৮ গুয়া ইন্দ্রাজিইগকে দিতে বাধা দিলেন।

১৭১৮ নুবোহ কুলিখিল। বাঙ্গাল বেহাল ও উড়িশা। সার দেওয়ান ও আজিম হইলেন তিনি বাঙ্গালীর রাজ্যবিষয়ে রীতির পরিবর্ত করেন ।

বাঙ্গালীর রাজ্য ও দিল্লীতে বার্ষিক কর।

প্রথাগত

ভারত সৈন্য ও জমিদারদিগের প্রতি কঠিনতা ও চারিত।
নির্ণায়

পৃষ্ঠ ১৮

১৭২৫ তাহার মৃত্যু
১৭২৫ তাহার জানাতা সুজাউদ্দিন বাঙ্গালার শুবদার
আলিবদ্দিখার উন্নতি
১৭২৬ কলিকাতায় নগরাধ্যক্ষের বিচারাধান স্থাপন
১৭২৭ আলিবদ্দিখার বেহারের শুবদার হইলেন
১৭৩৩ আস্তেন্দ্র ইঙ্গ ইঞ্জিয়াকোম্পানির ডুজন পাটন
১৭৩৩ সীরুল্লুবির শিপুরা জয় করিয়া মুসলমানি রাজ্য যুক্ত করেন
জসুস্ত্রারায়ের উত্তর চরিত্র
রাজবল্লভের দুশচরিত্র
kলিকাতায় ইংরাজদিগের সুভোগ
১৭৩০ চন্দনগরে ড্রাপাকসের উত্তর কর্তৃত্ব
kলিকাতায় সহাবাংড় ও সুনিকম্প
kলিকাতায় সুজাউদ্দিনের রাজত্ব, তাহার মৃত্যু,
এ ও তৎক্ষণ্টে সফররাজখানার নিয়োগ
১৭৩৯ আলিবদ্দিখার রাজদেহী হইলেন
ইং শাল

১৭৪১ জরিয়ার মুদ্রে সফরজন‌কে সারা পড়াতে আলিবন্ধির্য। শুবাদার হইলেন ১৪০ পৃষ্ঠ
জয়ের পর তাহার নমুনা। ৭
মুরসিদ কুলিখার অধীনে উড়িশ। ১৩৬
আলিবন্ধির্য। উড়িশ। তাহার হস্ত- ১৪১
হইতে নিজ ভূমিগুলির হস্তে অর্পণ
করেন

মহারাজীরদের বাঙ্গালায় প্রথম উপ- ১৪৯
অর্থ
আলিবন্ধি পরাজিত হইয়াও কাটোয়ায়
শক্তিপূর্বক পলায়ন করেন ১৫২

নীরহীব মহারাজীরদের সহিত যুক্ত 
হইয়া জগৎসেটের বাঁচাহইতে দুই
কোটানুমাহারণ করেন ১৫৪
নীরহীব ও ভাকরপন্থ বাঙ্গালার
পশ্চিম লুট করেন ১৫৫

ইংরাজের কলিকাতার চতুর্দিকে মার-
হাট খালকালকি করেন ১৫৬
বর্ষাবশেষে মহারাজীরদের পরাজিত
দিনাঙ্ক

১৭৪৩ দুই প্রকৃত নূতন মারহাট্টারৈনী বংশ-লায় আসিয়েন

১৭৪৪ তাহার পাণ্ডিত্য পুনর্বার মারহাট্টারৈনীর সহিত বাঙ্গালায় আসিয়েন।

আলিবদ্দী শঠতাপুর্বক তাহার প্রতি দৃঢ় করেন।

তাহার প্রধান সেনাপতি মুস্তাফারিয়ার বিদ্রোহ

মারহাট্টারা পূর্বে বাঙ্গালায় গ্রহণ করেন।

১৯৪৪ মুস্তাফা বেহারের যুদ্ধে মারা পড়াতে মার-হাট্টারা তাড়িত হইল।

১৭৪৮ মীরজেফর মারহাট্টারিয়ার প্রতি প্রেরিত হইয়া প্রথমে বিদ্রোহী ও পদচূড়ত হইলেন।

১৭৪৮ আলিবদ্দীর তৃতুপুত্র জিনউদ্দীন বি- দ্রোহ করিতে চেষ্টা করেন।

তিনি দুইবার বিদ্রোহী প্রধান নোককে আবার করেন।

তাহার তাহার করা মারাত্মক পরিবর্তন হয়।

১৬৪
নির্ণায়ক
শুক্লার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত করেন। ১৬৬
আদিরি বিদ্রোহী হইয়া মুরসিদাবাদ হইতে যাইতে হইত। ১৬৯
আলবাদি উড়িয়াহইতে মারহাটা দিগকে ডঃ ইতে যাত্রা করেন। ১৭০
প্রিয় দোহিত্র বিদ্রোহী হওয়াতে শুবাদার পাঠন্য যাত্রা করেন। ১৭১
১৭৫১ উড়িয়াহকে শান্ত হওয়াতে শুবাদার মারহাটাদিগের সহিত সম্মিলিত করিয়া। ১৭৩
বাঙ্গালার চৌটে উড়িয়াহর রাজবংশ দিলেন।
১৭৫৫ পঞ্চাবৎসরপর্যন্ত নবাবের, উত্তরকেপে করুণরায়। ১৭৬
১৭৫৬ তাহার দোহিত্র সরাজউদ্দৌলার শক্ত- মান হইয়া হরিন কুলিখার হত্যা করেন। ১৭৭
১৭৫৬ শুবাদারের দুই প্রাঙ্গণের মরিলে তিনি স্বয়ং মরিলেন। ১৭৮
১৭৫৬ সরাজউদ্দৌলার ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৮
তিনি গিতঃপ্রতীয় ধনহরণ করেন। ১৮১
এ
নির্ণয়

ইংরেজ-ইস্তানবুল কলিকাতায় ইংরেজ দিগের নিকটে দূতপ্রেরণ করেন ।

ঠাকুর বোধশূন্য ও কৃতকরণচরিত্রে ভদ্র লোকেরা বিরুদ্ধ হন ।

পূর্ণীয়াস্থিত শোকতজ্জনের প্রতি যুদ্ধার্থে গণন ।

ইংরেজ

কলিকাতার বড় সাহেব ঠাকুর আঙ্কা না শুনতে তিনি কলিকাতায় যুদ্ধার্থে আগমন করেন ।

কলিকাতাগুরু ও গর্ভ্যারা হত।

সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতাহইতে মুর- সিদ্বাদে যাইয়া শোকতজ্জনের প্রতি যাত্রা করেন ।

শোকতজ্জন পরাজিত হইয়া নারা পড়েন ।

১৭৫৭ নাবিকেনাপতি রোটন্ সাহেব ও কর্নেল ক্রাইব সাহেব নামাজহইতে আসিয়া কলিকাতার উদ্ধার করেন ।

১৭৫৭ ক্রাইব সাহেব হুগলি লুট করিয়া লই-লেন ।

সেরাজউদ্দৌলা যুদ্ধার্থে কলিকাতায় আ- সিলেন ।

১২৬
নির্ণীতি

তিনি পরাজিত ছিলেন। সম্প্রতি করিলেন ইংরেজেরা চণ্ডুনগর আক্রমণ করিয়া গৃহীত করিলেন।

সেরাজউদ্দৌলায় ইংরেজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধায় করেন।

তাহার আমলার। তাহাকে পদচ্যুত করিয়া লাট্টাকে অগ্রণী করেন।

আমলাদিগের সহিত ও মীরজেফকের সহিত নিয়ন্ত্রণ করিয়া নীলাবর সাহেব নবাবের সহিত যুদ্ধায় যাত্রা করেন।

পলাশীর যুদ্ধ মীরজেফকের ক্ষুদ্রবাদার। নবাব হইলেন মুরসিদাবাদস্থিত কোষের সংবিধান।

ইংরেজদিগের পারিতোষিক সেরাজউদ্দৌলায় রাজসইলহইতে আনাতে মীরজেফ। তাহার প্রাণাশ করেন।

১৭৫৮ মীরজেফকের দুরাচারদার। তিনিতে হস্ত উপস্থিত হইয়া কিছু ক্রাইন তাহার দন্ত করেন।
নির্ণায়ক

পৃষ্ঠ

মহারাজের পুত্র বেহার আক্রমণ করেন।

২১৭

ক্রাইব, তাহার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন

২১৮

১৫৯ গুল্মজাহার। বাঙ্গালায় প্রদুষণার যোগ্য সৈন্য প্রেরণ করেন।

২১৯

ক্রাইব তাহাদের জাহাজহরণ ও সৈন্য-দিগের পরাজ্য করেন

২২২

১৭৬০ ক্রাইবনাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন

২২৩

মহারাজের পুত্র পুনর্বার বেহার আক্রমণ করেন

২২৪

ইশ্রাজার। ও মীরজেফরের পুত্র নীরণ তাহার প্রতি গমন করেন

২২৫

মীরজেফরের নামে। সাহায্য প্রকৃতি গর্ভবতি। বাটিতি মূরকার। আসেন। তিনি পুনর্বার, পাটিনায়, সাহায্য শাসনকর্তা তাহার সহিত বিলিত হইলেন।

২২৬

কাস্তান নাঙ্গানাহেব অতি সাহসপূর্বক তাহাকে পরাজয় করেন।

২২৭
নির্ণায়ক

১७৬০ সালে কর্ণেল কালিয়া ও মীর পুনর্গামার শাসন কর্তার অনুমোদন করেন ।

১৭৬১ সালে মীরকাসিম তিনি দেশের নবাব হইলেন ।

তিনি ইংরাজদিগের অনধীন হইবার আশায় সুচেরে শাসন করিয়া রাজধানী করিয়া সৈন্য বৃদ্ধি করেন ।

তিনি রাজনীতিকরণের সমর্নাশ করিয়া ইংরাজদিগের অনুমোদি পাইয়া তাহা করিলেন ।

১৭৬২ বিনামাসুলে বাণিজ্য করিয়া । ইংরাজিদিগের মীরকাসিমের সহিত বিবাদ ।

সুবাদারী পাইলেন ।

১৭৬২ বিনামাসুলে বাণিজ্য করিয়া । ইংরাজিদিগের মীরকাসিমের সহিত বিবাদ ।

করিলেন ।

১৭৬২ বিনামাসুলে বাণিজ্য করিয়া । ইংরাজিদিগের মীরকাসিমের সহিত বিবাদ ।

এ বিষয়ে কর্তিকায় সভায় বাণীরূপ করেন ।

১৭৬৩ ইলিস সাহেব পাইলেন আক্রমণ করেন ।
নির্ণায়ক

১৭শ শতাব্দী।
অসিয়াটিস্ম সাহেব মারা পড়েন
নৌকর কর্দম আলির সহিত ইংরাজদের সুরক্ষিত
গেতের যুদ্ধনিষ্ঠয়
মীরজেফর দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র হইলেন
ক্ষদ্রযুদ্ধে কর্দম আলির সর্বনাশ
তিনি এদেশীয় অনেকলকের প্রাণনাশ করেন
তাহার আঘাতানুসারে সমস্ত ইউরোপীয়
বন্দীলোকদের প্রাণনাশ করে

১৭৪৫ মীরজেফরের মৃত্যু
নজরউদ্দেলা তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন

১৭২৫ ক্রাইব সাহেব বড়ভাঙ্গা হইলেন
রাজসভাপতিদিগের দুর্ভাগায়
ক্রাইব সাহেব কোম্পানির নির্দেশে
দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন
tিনি ভূতাদের বাণিজ্য ক্রমাগত রাখিয়া এক বাণিজ্যের ভাব করেন
ডিজেক্টরের। ঐ বাণিজ্য নিবারণ করিলেন

২৫২
সাহেবের সৈন্যবিভাগের দায়ের লাঘব করেন এবং অনেক উপ-পুনর্নিম্ন তাহাই নিবারণ করেন ২৫৩

১৭৬৭ ক্রাইয়ের সাহেব ইংল্যান্ড যাত্রা করেন ২৫৭

১৭৭৪ তাহার অপরাধ মূতু ভাঙাইত ও নিকরভূমির উৎপত্তি ২৫৫

১৭৬৭ ক্রাইবসাহেবের পরিবর্তে বরিলঞ্জ বড় সাহেব হইলেন ২৫৭

১৭৭০ অতি দুঃখিত ২৬০

১৭২২ ওয়ারেন হুটিংস বাহারার বড়সাহেব হইলেন ২৬১

কোম্পানিতে স্বহস্তে কফ্র চালাইতে ইচ্ছা করিলেন ২৬২

নূতনরীতি ২৬৩

মহামন্দরেজার্ধায়াকে দোষী করিয়া কলি-কায়াং আম্বিয়ন ২৬৪

রাজাস্বতবরায়কে দোষী করিয়া পাঁচ-নাহইতে আম্বিয়ন ও বিচারে তাঁহার নির্দেশিতাপ্রয়ুক্ত নোচন ২৬৫

মহামন্দরেজার্ধায়ার নির্দেশিতা ২৬৬

ইংল্যান্ডে কোম্পানির বিপদ ২৬৭
নির্ণায়ক

পার্লিয়ামেন্টের মনোযোগে রাজনীতি
রাজনীতির পরিবর্তন

১৭৭৪ বড় আদালতের স্থাপন
হৃষ্টিংসাহেব সুন্দরীয়ভারতবর্ষের বড়
সাহেব হইলেন

নূতনসভাপতিদের সহিত হৃষ্টিংস
সাহেবের বিবাদ

তদদেশীয়লোকের। হৃষ্টিংসসাহেবের

নামে অভিযোগ করেন

নব্বইকৃমার হৃষ্টিংসসাহেবকে দোষী করেন ২৭৫

কমল উদ্ধিন নব্বইকৃমারের নামে কৃত্রিম
স্বাক্ষরকরণবিষয়ে বড় আদালতে অভি-
যোগ করেন

১৭৭৫ নব্বইকৃমারের কাঁথি
ভূমিজরাজদের নিয়ন্ত

১৭৭৮ হালহেতুসাহেবের বাঙ্গালার আকরণ

বড় আদালতের বিচারকর্তাদিগের সহিত
রাজসভাপতিদের বিবাদ

বড় আদালতের বিচারকর্তারা রাজস-
ভার সংকল্পিতে হস্তাংশ করিতে

আরবিস্ত, করিয়েন

২৭৭
এ
২৭৯
২৮১
২৮২
২৮৩
নির্ণান্ত

১৭ শাল

বড়ো আদালতের পাঠনায় দুরাস্চার
ষ আদালতের চাকায় ব্যবহার

১৭৭৯ কাশীযোড়ার রাজার নামে আধ্যাত্ম পত্র
বড়ো আদালতের ব্যাখ্যা আর্থিক করেন

১৭৮০ বড়ো আদালতে বড়ো আদালতের প্রতি অর্থাত তিনি তাহা অনুমা করেন।

বড়ো আদালতের আক্রমণবিষয়ে ইংল্যান্ডে আবদেন

পার্লিয়ামেন্টের ঐ আদালতের শক্তি-ক্ষয়

বড়ো আদালতের প্রণাম বিচারকর্তা সদর-ফেরাণিতে নিযুক্ত হইলেন

১৭৮০ সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ

১৭৮৫ হ্যাঁস সাহেব ইংল্যান্ডে গস্মন করেন

ক্রেবিলসাহেবকের উদ্দেশ্য ও মূল্য

১৭৮৪ সরবলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক্সোই ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন

হ্যাঁস সাহেবের প্রতি ইংল্যান্ডে লোকের

ব্যবহার
পৃষ্ঠা ১১৮

নির্ণায়ক

১৭ শাল

১৭৮৩ পার্লিয়ামেন্টের কোম্পানির সনদের নিয়ম

১৭৮৬ লোর্ডকরওয়ালিস শাসনকর্তা ও সেনা-পার্চ হইয়া আসিয়ান

১৭৮৪ ইংল্যান্ড হিস্ট্রিয়াসাবের নামে অভিযোগ

১৭৮৮ রাজস্বের চিরকাল চুক্তি

কর্পোরেশনের নিয়মগুচ্ছ

দেওয়ানী-আদালতের রীতি

১৭৯৮ লার্ড ওয়ালেন্স ব্রহ্মচারের হইয়া আসিয়ান

১৭৯৬ শুধু পাটায় আক্রমণ ও টিপুসুলতানের

নৃত্য

শ্রীরামপুরতে খুষ্ঠ ধর্মের উরক

১৮০০ কেন্দ্র ইনেরলনামক পাঠালার স্থাপন

১৮০৩ পশ্চিমের জয় এবং দিল্লীপুরের

বূড় নিয়ন্ত্রণ

উড়িয়াপাড়া

১৮০২ গঙ্গাগাঁওরে স্থান্ত্রিয় সংক্রান্ত বহু স্থাপন

১৮০৫ লার্ড ওয়ালেন্স প্রতি ইনিয়ার্কর্টরদি-
নির্ণায়ক

ইং শাহ

দেশ কৃষ্ণবর্ধমান্দি যিনি ইংল্যান্ডে
প্রত্যাগমন করেন

লার্ড কর্নওয়ালিস দ্বিতীয়বার বড়মাহের
হইলেন

গণ্তীপুরে তাহার মৃত্যু
তাহার পরিবর্তে সরকার বাংলায় হইলেন

১৮০৭ লার্ড মিউট তৎপদে নিযুক্ত হইলেন

১৮১৩ কোম্পানির নূতন সনদ

লার্ড মিউট ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করেন

১৮১৩ লার্ড মহরা ভারতরাজের বড়মাহের
হইলেন

১৮১৫ নেপালদেশে যুদ্ধ

পিন্ডায়িতদের সহিত যুদ্ধ

১৮১৮ এদেশীয়লোকের বুদ্ধিপ্রকাশার্থে উত্তর

dোগ

১৮২৩ লার্ড হ্যারি সদাহেবের বাংলারায় গমন

করিল সাহেবের বিবরণ

১৮২৫ লার্ড আর্মস্ট্রঙ্গ বড়মাহের হইলেন

আদম মাহের ভারত ছাপাখানার পক্ষ

হাস

পৃষ্ঠ

৩১৪

৩১৫

৩১৬

৬৭

৬৫

৩১৭

৩১৮

৫

৩১২

৫

৩২০

৩২২

৫
নির্দিষ্ট

১ঃ শার

রূপদেশীয় যুদ্ধ

১৮২৬ অর্থনৃপুরের অধিকার

১৮২৭ ইংরাজেরা তিমিরঘণ্ডের অধীনভাবে ত্যাগ করিলেন

১৮২৮ লাউলিয়মেবিনিক বড়সাহেব হইলেন ।

তিনি স্মায়লায়ের চেষ্টা করিলেন ।

১৮২৯ সতীগনন্দোধ

১৮৩১ আদালতের পরিবর্তে

রামমোহনরায়ের ইংল্যান্ডে যাত্রা তাহার

বাঞ্চা ও বাঞ্চার অন্যথা ।

১৮৩৩ বড়ো বণিকসকলে নির্ধার হইলেন ।

কোম্পানির নতুন সনদের নিয়ন

১৮৩৫ ইংরাজিভিকায় উৎসাহরুক্তি

বৈদ্যকশাদের পাঠশালাস্থাপন

সেবিংস্বাক্ষরসাপন

ভুমিজগুলোরের উদ্যোগ

বাম্পনোকা চালাইবার চেষ্টার

লাউলিয়মেবিনিকের অধিকারের শেষ

এই গুলির সমাপ্তি
দেশহীতেমিবিবিধাব্যক্তিমহাশয়দিগের প্রতি গৃহস্তকারের বিবর্ণসূচনায় এই নিবেদন যে সন্তানাদিকরণার্থে এদেশীয় পুরাতন লিপিবদ্ধ নাথাকাতে নুপুর হইয়াছে এবং যেকোন বুদ্ধিমন্ত্রের নৌকির শ্রবণাত্মক অর্থে তাহাতে স্থানে এমন নিখিল৷ ও নূতনভাধার হইয়াছে যে সত্য নিখিল৷ নিশ্চয় করা দূঃসাহস৷ হয় এবং অন্যান্যভাষায় এবিষয়ের যে সকল লিখিত আছে তাহাতে শ্রেণীকৃত এবং সম্পূর্ণকরণ নাই। অতএর মার্ক্সমাত্রের বলযোগ্যতায় ইংরেজীভাষায় এদেশীয় ইতিহাসের সংগৃহি করিয়া চুড়ি অদ্ভুত অনেক লোক ইংরেজীভাষায় অজ্ঞাতকাতে তাহাদের উপকারার্থে আকাশের গুল বাঞ্ছালাভোন্ন অনুবাদিত করিলাম ইহাতে কম-বিকল্প ও অসুস্পষ্ট প্রযুক্তিবর্গি কোনও স্থানে উত্তো হইয়া থাকে তাহা বিশ্বমৃত্যুঘাতীর অনুগৃহের পূর্বক শোধন করিবেন এবং একজনের হানিপ্রযুক্ত সমুদায় তাহা করিবেন না যেহেতু হস্তগুরুদাদি কোন অবয়বের হানি হইলে সমুদায় শরীরের ত্যাগ্য হয় না ইতিহাসের ভূমিকা।
বাঙ্গালার ইতিহাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু রাজ।

ভারতবর্ষের মে প্রদেশে বাঙ্গালার ঢাকা লিখনে ও কথনে চলিত আছে তাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলা যায়। 'ইহার' দক্ষিণে সমুদ্র উত্তরে এবং পূর্বে অনেক পক্ষ্টর ভূত্ত ও বন আছে আর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দৌর্ধ্ব মহিষাশুর অনেক বন ও পশ্চি তীর জাতির বাস করিয়াছে ইহাতে পারিতে তিন কোটি মনুষ্য আছে।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ইতিহাস অতুলনীয় দুর্দান্ত এবং এইন্তে কোনকার হিন্দৌর্ধ্ব লিখিতে আরোহ আছে। আমরা ত্রিপুর বলিয়া পাই না কিন্তু ইহা বোধ হইতেছে যে অতি পূর্বকালে একাধে হিন্দু ছিল না কেবল পশ্চিমদেশাক্ত পশ্চি তীর জাতির নগর একজাতি বসতি করিত। মূল মানের যে কোথায় তেমনি আগুন মহ-
শ্রদ্ধায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন সেইরূপে বৃদ্ধিকেন্দ্রে। এক্ত-দেশে আহগান করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এক্ষণে চলিত যে বাঙ্গালাভাষা তাহা কোন সংস্কারে আর্থিক হয় ইহা স্থির বলিতে পারি না। অপর ঐ সংসার মধ্যে সংস্কৃতি ও আরবীয় ও পারসীক ভিন্ন ভিন্ন কথা পাওয়া যায় অতএব বোধ হইতেছে যে ইহার আদিভূত কোন ভাষা প্রাচীনেরা ব্যবহার করিতেন কিন্তু এক্ষণে তাহা নষ্ট হইয়াছে এবং বর্তমান বাঙ্গালা। অন্য প্রায় নাগরের তুলা কেবল কোন হলে আকৃতির কিছুই বৈলম্বিত আছে বোধ হয় যে বাঙ্গালার মধ্যে গৌড় অতি প্রাচীন নগর ছিল এবং কেহ ২ কহেন যে ঐ নগর দুই সহস্র পঞ্চম বৎসরের পূর্বে নিঃশ্লেষ হইয়াছে এইরূপে যে সমুদায় দেশকে কখনই গৌড় বলা যায়। ঐ গৌড় নগর বাঙ্গালার উত্তরাঞ্চলে আছে বাঙ্গালার পূর্বদেশে সূর্য গুলম অথবা সোণারগাঁ। নামকে যে স্থান তাহাতে রাজধানী ছিল ঐ গুলম আধুনিক ঢাকা শহরহইতে চারি লক্ষ দূরে আছে অনেক কলাভূমি বাঙ্গালার এ অঞ্চল উত্তর কার্পাস বস্ত্র নিঃশ্লেষ কথা আছে। আইশাদেশ শত বৎসরের অধিক হইল। ইউরোপের মধ্যভাব গিয়া। তাহার প্রাচীন নাগর মহানগরে ঐ মন্দির বস্ত্র ব্যবহার হইতে এবং রোমানের। ঐ বস্ত্র বহুমূল কলে কিছুত করিত
ও তাহার নাম তাহার কাপোর কহিত বাঙ্গালাভাষায় যাহাকে তুলা বলা যায় এবং ইহাও সম্প্রসার বোধ হইয়া তেছে যে এই বাণিজ্য নিযুক্ত নেকা। সকল ঐ বস্তু ক্রয়ের নিমিত মহান উদ্দেশ্য হইয়া সোহার গাঁ গমন করিত।

বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমস্থ লুগলির অতি নিকট উত্তর রাঙ্গে প্রধান নগর সাত্গঞ্জ ছিল ও রোধানেরা তাহ। জানিত এবং পুরাণেও সংগুনি নামে নির্দেশ আছে। এবং ঐ স্থলেই সামুদ্রিক বাণিজ্য বল আনীত হইত সম্পর্কে তথ্য ও সাতগাঁ এই তিন নগর সম্পূর্ণ বুঝি নষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশ মগধধার্য মহারাজের এক অংশ ছিল ঐ রাজ্য সংলগ্ন দক্ষিণ বেহার নামে খ্যাত আছে। ঐ মহারাজের রাজধানী বোধ হয় পালিকুট্টু অথবা পাটলিপুঞ্জ ছিল যাহাকে কেহু পাটিনা বোধ করেন। মগধরাজা নাশনন্তরে বৌদ্ধ মন্ত্রসমি পালরং শোভাবর্ণ অনেক রাজা ছিলেন, তাহার বাঙ্গালা দেশের রাজা ছিলেন কিন্তু সমুদায় স্থান শাসন করিয়াছিলেন কি না তাহি স্থির করা যায়না। ঐ বংশের আদিপুরূপের রাজের আরম্ভ থেকে চিহ্ন দিনাজ পুর অঞ্চলে এক বৃহৎ পুকুরগীয়া আছে যাহাকে সকলে মূহুর্ত পাল দীঘী বলিয়া থাকে। অনুমান হইতেছে যে পাল-
বংশীয়দিগের রাজত্বের পর বৈদ্যজাতি সেন বংশীয়দের রাজা ছিলেন কিন্তু তাহাদের ইতিহাস অতি দুর্ভুক্ত এবং তদন্তের আর কেহ হিন্দু রাজা হন নাই।

হিন্দুমতানুসারে সেন বংশের আদিপুর্ক্ষ আদিশুর তিনি ইংরাজী ১৮৩৩ সালে রাজত্ব করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক্ষণে অহুশত বৎসরের কিছুটা নূৰ্বে। বাঙ্গালা দেশস্থ বৃক্ষগুলো নিজ ধর্মে কর্ম না করিয়া তিনি তাহাদিগের উপরে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন কেহ২ কহেন যে পাল বংশীয় বৌদ্ধমতাবলম্বী ভূপতিদিগের রাজ্যকালে বুদ্ধের সকলের, লুপ্ত হইয়াছিলেন আদিশুর রাজা কান। কুমু লূপ্তির নিকটে উত্তম শান্তিপূৰ্ত্ত বুদ্ধের প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দুর্দশ্রেণ করিয়াছিলেন। কান কুমু বাঙ্গালী ইংরাজ তাহার প্রার্থনা মিলিয়া করিয়াছিলেন এবং ঐ পথে বুদ্ধের পথে পথোপত্তি সমাবিশ্বাসঠারে আসিয়াছিলেন ও তাহাদিগের সমাবেশে। উত্তম কুলীন বুদ্ধের হইয়াছেন অত তাহাদের লোকবর্গের সমাবেশের কায়স্থ হইয়াছেন।

কেহ২ বলালসেনকে আদিশুর রাজার পুত্র বলিয়া থাকেন কিন্তু অতি অল্পকাল হইল পুর্ণদেশে মূৰ্ত্তিকা খনন করিতে২ তাহার মধ্য হইতে এক তামুকাল প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা। ঐ বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে কোনো হইয়াছিল এবং তাহাতে লিখিত আছে যে বলালসেনের পিতা বিজয়সেন ছিলেন অপর
আইন আকবরীতে বলে যে বড়লালের পিতা শুঁক সেন হিলেন কিন্তু ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে আদিশূর বড়লাল সেনের পিতা নহেন কারণ কান্তকুর্ম রাজা হইতে আদিশূর পঞ্চ বৃক্ষ আনয়ন করেন ঐ ব্রাহ্মণ দিগের সন্তানেরা যখন নানাধারে বিস্তৃত হইলেন তখন বল্লালেন তাহাদিগের ধারাতে শ্রেণী ও কোলিল। স্থাপিত করিলেন এক ব্যক্তির রাজশাসনের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের একত্র অধিক বঞ্চনাকারে হইতে পারে। অতএব আলোচনা স্থির করিতে পারি যে আদিশূর বড়লাল সেনের পিতা নহেন কিন্তু কোন পুর্বপুরুষ ছিলেন এবং বিজয়নেন বড়লাল সেনের পিতা ও ঐ রাজবংশের আদিশূর ছিলেন।

এবিষয়ে এক নিধৃতি আছে যে বুক্তপুঁর নদ ব্রাহ্মণের বৃন্ধ ধারণ করিয়া বল্লালেনের জন্ম দিয়াছিলেন, বাঙ্গালী রাজ্যের মধ্যে বুক্তপুঁর অতি পরাক্রমশালী হইয়া পঞ্চাশ হস্ত রাজস্তন্ত্র করিয়াছিলেন তিনি সৌভাগ্য স্বর্গীয় বিন্দুপুরে অতিক্রম করিয়া দেন এবং কদাচিৎ গৌড় নগরে কার্য বিশারদ স্থির করিতেন ঐ নগরকে সকল লোকে রাজধানী জান করিয়া দিতেন বল্লালেন ব্রাহ্মণ ও কান্তকুর্ম নানাধারে তাহাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়াছেন সে ভাগ অদায় তাহাদিগের মনে চলিত আছে, তাহার মধ্যে উত্তম ধার্মিকদিগকে তিনি
কুলীন করিয়াছেন কিন্তু ঐ কৌলীন মর্যাদা। তাহাদের
সম্প্রদায় ক্রমে রক্ষা করাতে এদেশের অতিশয় দূর
বস্ত্র। হইয়াছে কারণ এক্সরা কুলীন মহাশয়দিগের
pূর্বপুরুষের তলা সম্মান আছে কিন্তু সেবার সিঁড়ি কিছু
নাত্র নাই বললাসনের রাজধানীয় এদেশ ৫ অংশে
বিতর্ক হয়।

১ বরেন্দ্র, যাহার পশ্চিম ভাগে মহানন্দান্তর দক্ষিণে
পদান্তার পূর্বাংশে করতোয়। নদী এবং উত্তর ভাগে
অন্য রাজ্য আছে।

২ বঙ্গ, করতোয়াহইতে বুকপুত্ত পর্যন্ত পূর্ব ভাগে
আছে, বাঙ্গালিদেশের রাজধানী বিবর্তপূর নামক স্থান
বঙ্গের মধ্যে ঢাকার সন্নিকে আছে।

৩ বর্মীলীলা, অথবা উপমাড়, ঐ স্থান টিরোণ
ভূমিতে ইহার পশ্চিমভাগে ভাগীরথীনদী পূর্বতলে পাড়া।
নদী এবং দক্ষিণাংশে সমুদ্র আছে।

৪ রাট্টু, যাহার উত্তর এবং পূর্ব ভাগে ভাগীরথী ও
pূর্বাংশ এবং পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভাগে অন্য রাজ্য
আছে।

৫ খিয়ালা, যাহার পূর্বভাগে মহানন্দান্তর ও গৌড়
দেশ দক্ষিণে ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ
ভাগে অন্য গান দেশ আছে।

ইংরেজী ১১১৬ সালে বললাসনের রাজ্যান্তর
তাহার পুণ্যলক্ষ্য সেন ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং গৌড় নগরকে উত্তরবর্তী সুশোভিত করিয়া নিজের নামাস্তারে লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন। তাহার পরে মহুসেন রাজা হইয়াছিলেন তদন্তর কেশব সেন সর্ব পশ্চাৎ সুষেণ, হিন্দুরা কহেন যে সুরেশের পর তত্ত্ব- শীঘ্র আর কেহ রাজা হয় নাই কিন্তু মুসলমান জাতীয় ইতিহাসকেরা নুজ্জ ও লক্ষ্মণীয় নামক দুই অধিক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন এ বিষয়ে আমরা কিছুই স্পষ্ট করিতে পারিলাম না। ইংরাজী ১২০৩ সালে যখন মুসলমানেরা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলেন তখন লক্ষ্মণীয় অথবা লক্ষ্মণনামক রাজার বিচার স্থান নব- স্বীপে ছিল।

মুসলমান কতৃক বাঙ্গালা দেশের জয়।

এক্ষণে আমরা মুসলমানদিগের জয়বর্ণনা করি। তাহার দিগের আদি ধর্ম্ম স্বাধীন নহিম্বাবর্তী তাহদের রাজ্য আরম্ভ হয় ঐ নহিম্বাবর্তী ইংরাজী ৬৪০ শালে নোকাখান গত হয়ে তাহার মরণের কিছু কাল পরে মুসলমানেরা ইউরোপ ও আসিয়া এবং আফ্রিকার অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। ইংরাজী শালের ১০০০ বৎ- স্রের পূর্বে তাহার। বিদ্ধ নদীর পশ্চিম সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন সিঙ্কুনদীর ত্রিশক্রোশ পশ্চিমে গম-
নেন নগর আছে তাহার রাজা মুহাম্মদ ঐবৎসরে অনেক দৈনের সহিত হিন্দুদের আগমনপূর্বক অনেক উপ-লোহা ও লুট করিয়া স্বীয় নব্যীতে প্রস্তান করলেন। পরে হিন্দুদেরের জয় করণ অতি সহজ দেখিয়া গণ্ডের নিঃশতি বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বার ঐ দেশে আসিয়া সহনুর তদেশে বাসিদগের প্রাণে আয়িত করত হিন্দুদের সন্ধির ও দ্রষ্টা সকল খণ্ড করণ পুর্বক, ঐ দেশ লুট করিয়াছিলেন কিন্তু সিক্কুন্দরীর নিকটবর্তী তিন অন্য কোন দেশ অধিকার করেন নাই এবং তাহার রাজধানী ও অদ্বিতী সিক্কুন্দরীতে পশ্চিমাঞ্চলে গজনেন্দ্রের ছিল। তাহার উত্তরাধিকার করণে দুর্বল হওয়াতে হিন্দুরা প্রবর্ত হইয়া তাহার জিত অনেক দেশ পুনর্বাক অধিকার করিয়াছিলেন।

অবশেষে মুসলমান জাতীয় এক প্রধান ব্যক্তি ঐ রাজত্ব বিনষ্ট করিয়া। সিক্কুন্দরী পশ্চিমাঞ্চলে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়া ঐনিখে গোরীয় মহম্মদ ছিলেন মুসলমানদিগের ২ শতবর্ষ রাজ্য ভোগান্তর গজনন্দ্রের উচ্ছেদে গোর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল । ঐ-কালে ঐনিখে ১১২১ সালে অতি প্রবল সৈনিক সহিত ঐ গোরীয় মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তৎকালে উত্তরাঞ্চলের হিন্দুরাজ্য ও অাংরেম শুভ- কালে উভয় দিল্লী এবং কান্তুকুর দেশের রাজ্য পরস্পর বিবাদ
করিয়া মুসল্মানদিগের বাধাদিতে একা হয়েন নাই।
মহামুন্দ তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমুদায়
উত্তরাধিকার জয় করিয়া তথাকার পুত্রের শাসনশালী
হিন্দুরাজার সকল একুশ্চি উচ্ছিষ্ট করিয়াছিলেন।
ইহার পূর্বে যদ্যপি মুসল্মানেরা এদেশে পূর্বঃ ২ আ
ক্রম করিতেন তথাপি দিল্লী নগরীতে হিন্দুরাজা
ছিলেন। মহামুন্দ আপনার জিত দেশ রক্ষণার্থে প্রতিষ্ঠা।
করিয়া নিজ সৈন্যাধিকৃত কুতুবদিনকে দিল্লীর শাসনকর্তৃত্ব
পদে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে আজ্ঞা দিলেন যে সমুদায়
দেশ জয় করিতে সৈন্য পুরুষ করহ। কিন্তু প্রভুর মরণে-
নলের কুতুব স্বাধীন হইলেন ইনিই যথার্থব্লেন ভারত
বর্ষের মধ্যে মুসল্মানদিগের প্রথম মহারাজ ছিলেন।
পরে কুতুব নিজ রাজ্য বৃহ্দি করণার্থ ইহুদী হইয়া
বেহার দেশ জয় করিতে তাহার সৈন্যাধিকৃত বখ্তিরার
খিলজীকে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ সৈন্যাধিকৃত ঐ দেশের
অনায়াসে জয় করাতে কুতুব বাঙ্গাল। দেশ জয় করিতে
তাহাকে আজ্ঞা করিলেন। যখন ঐ আজ্ঞা হইল তখন
প্রাচীন পৰী বলংশেওর লক্ষ্য সেনেই বাঙ্গালা দেশের
রাজা হইলেন যাহাকে মুসল্মান ইতিহাস লেখকেরা
লক্ষ্যীয় বলিয়া থাকেন। এবং তাহার পর বাঙ্গালায়ের
অন্য হিন্দু রাজা হয়েন নাই। লক্ষণ সেন প্রায় নবদীপে,
কদাচিত গোড়নগনে থাকিতেন। তাহার পিতার মরণের।
পর তিনি ভূমিতে হইয়াছিলেন অতএব জন্মার্ধি রাজা ছিলেন। যখন মুসলমানেরা এই দেশ আক্রমণ করেন তখন ঐরাজাদান ও সবিচার দ্বারা সর্বজন সমীপে প্রচুর পুশঃসা পুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তখন অশীতি বর্ষার হইয়াছিলেন ইংরাজী ১২০৩ শালে বখতিয়ার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে বুক্কার রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন যে শাস্ত্রে অগু কথিত আছে যে তুর্কী জাতীয়েরা বাঙ্গালা দেশ জয় করিবে সেই জাতীয়েরা একে আর্সিয়াঢ়ে অতএব মহাশয় নিঃসন্তাপ ও পরিবারের সহিত পলায়ন করন তাহাতে রাজা উদ্দীপ করিলেন যে আমি অতিরুদ্দি হইয়াছি একের নবধীপ পরিতাপ করিব না। তাহাতে অনাতুর্বর্গ ও বুক্কার বুদ্ধ রাজার সাহায্য না করিয়া আপনার সম্পত্তি লইয়া উড়িয়াতে পলায়ন করিলেন। বখতিয়ারকে বাহাদিতে কেন উদ্দীপ না করাতে তিনি অনায়াসে সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার সেখানে নবধীপে উঠিয়াছিলেন। নগরের নিকটবর্তী হইয়া এক বনমধ্যে সকল সৈন্য স্থাপন করিয়া সগৃহে অস্থায়ীর সহিত রাজবাটীতে আপনি প্রবেশ করিলেন। ঐ রাজা ভোজন করিতে বিপক্ষের আগমন শ্রবণ করিয়া এক পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বহির্ভূত হইযা নৌকারোহণপূর্বক উড়িয়াতে দেশে
পলায়ন করিলেন কিন্তু কেহূ বলেন যে ঢাকার নিকট 
বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে গমন করিয়া -
ছিলেন নবদ্বীপস্থ লোকের। বখ্তিয়ারের অধীন হইলেন 
ও তদবধি হিন্দু রাজার শেষ হইল। ইন্দোরাজ্য শালের 
১২০৩ বৎসরে নবদ্বীপের পরাজয় অবধি ১৭৫৭ বৎসরে 
পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত সাদর্পঞ্জাত বৎসর হইতে ও 
অধিক কাল বাঙাল। দেশস্থ হিন্দুরা। মুসলমানদিগের 
অধীন ছিলেন তাহাতে ও স্বাধীন হইতে কোন চেষ্টা 
করেন নাই। বখতিরার নবদ্বীপ হইতে গোড়া নগরে 
যাত্রা করিল। অনায়াসে তাহার জয় করিলেন এবং হিন্দু 
দিগের মন্দির সকল ভাঙিয়া। সেই এবং দরাজার মসজিদ 
নির্মাণ করিলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমুদ্রায় 
বাঙাল। দেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন কিন্তু 
কোনও লোকেরা কহিয়া যে সোনার পাঁচ পত্র প্রথমত 
অধিক হয় নাই অনেক বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। 
এবং ইহা ও বোধ হইতেছে যে সমুদ্রস্থ কতক দেশ 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। বাঙাল। দেশ পরাজয়ের 
একবৎসর পরে বখতিরার সস্তে। হইয়া আসাম দেশ 
জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এবং দরজাদের মধ্যে 
বুক্কপুঁত নদের বামপাশ্চে উপস্থিত হইয়া। বাইসফুকুরে 
পাশাময় সাঁকে। নির্মিত করিয়া পার হইলেন সেই 
সাঁকে। অদেশস্থি বর্তমান আছে। পরে তিনি পর্যন্ত 
মেন।
আরোহণ করিয়া পরাজিত হইলেন অতএব লজ্জিত ও ভর্তরচিত হইয়া। প্রত্যাগমন করিয়া বাঙালিদেশ জয়ের তিন বৎসর পূর্বে লোকান্তরগত হইলেন। এই তিন বৎসর মধ্যে দিল্লী হইতে অধিক দূরে থাকাতে তাহার সেবাপ ইচ্ছা হইল তদনুসারে কর্ষ করিলেন তিনি অন্তঃ করণে স্বাধীন হইলেন এবং আপনার নামে খুঁতবা পাঠিলেন ও হিন্দুদিগের যে সকল ভূমি জয় করিয়া ছিলেন তাহী আপনার খিলিজী বংশীয় ভূতদিগকে দান করিলেন এইবারে তাহারা এমত পরাক্রমশালী হইল যে যে জন তাহাদের মনোনীত হইত তাহাকেই বাঙ্গালা দেশের অধ্যক্ষ করিত।

রুখতিয়ার লোকান্তরগত হইলে তাহার সৈনেরা তৎক্ষণাৎ আপনারদিগের মধ্যে এক জনকে অধ্যক্ষ করিলেন এবং তিনি আপনিই রাজারনায় মর্যাদায় প্রাপ্ত হইলেন দিল্লীর মহারাজ এই দম্পাদ শুনিয়া কতক শুলিন সৈন। প্রেরণ করিলেন যাহার দ্বারা বাঙালিদেশ পুনরায় জয় করিলেন এবং আলিমদর্দকে শুবাদার করিলেন। কিন্তু বিশেষতঃ দিল্লীর মহারাজ কৃতবিষ্ণুদ্বিগন্ধ মরাতে আলিমদর্দ স্বাধীন হইলেন। তাহার অত্যন্ত অহংকার প্রযুক্ত খিলিজী বংশীয় প্রধান লোকেরা তাহাকে প্রাণে নষ্ঠ করিয়া গুরুস্তম্ভিত করিল। গুরুস্তম্ভিতানানাবিধ উত্তম অতু-
লিকা নির্মাণ দ্বারা গৌড় নগর সুশোভিত করিয়া
সেখানে বিচার স্থান করিতেন তিনি ঐ দেশের নানা-
ঋকার উপকার করিয়াছিলেন, বীরভূমের রাজধানী
নগর হইতে গৌড়ের পূর্বদিকে দেবকোত পর্যন্ত দশ
দিনের গমনাহী বিস্তৃত এক পথ প্রস্তুত করিতেন এবং
ঐপথের দিয়া বর্ষাকালেও লোকেরা অনায়াসে গমনাগমন
করিতে শক্ত হইল। তিনি বিচার করিতে কোন মতে
পক্ষপাত করিতেন না এবং ঠাহার নিকটে হিন্দু ও
মুসলমানদিগের কিছু বিশেষ ছিল না। অপর তিনি এক
পরাক্রমশালী ছিলেন যে আসাম ত্রিহর্ষ এবং ত্রিপুরার
রাজাদিগকে নিজ কর্পোরেশন করিয়াছিলেন এইভাবে দশ
বৎসর রাজত্ব করিয়া দিল্লীস্থ মহারাজের বিদ্রোহ
করিতে মুহারম করিতে সান। পুনর করিতেন ঠাহার
দ্বারা আলীর পরাজিত হইয়া ইংরাজী শাসনের
১২২৭ বৎসরে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরণ পরিতুষ্ট করিতেন।
তদন্তর দশবৎসরের মধ্যে তিন জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত
হইয়াছিলেন পরে ১২৩৫ শালে ভাগান ছিল। শুভাদর
হইয়াছিল। হয় বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যায় যাত্রা
করিয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন ঠাহাতে হিন্দুরা
ঠাহাকে পরাজিত করিয়া ঠাহার পশ্চাৎ আসিল।
ঠাহার রাজধানী গৌড় দেশ ও বীরভূমের মধ্যে এাঁচে
যে নগর গত্তদু ভয় বেষ্টন করিতেন। ঠাহারদিগের আক্রমণ
 হেত্ত তথ্য থাক। অবিশ্বাস্য কাতর হইয়া মহারাজের নিকটে সাহায্য প্রাপ্তন। করাতে মহারাজ কতিপয় নৈনের সহিত তিনি খাঁকে তাঁহার সহায্যতা করিতে পাঠাইলেন। তিনি খাঁ বাঙ্গালার দেশে অবিশ্বাস্য অনন্যজনক দেখিয়া। আপনির অধীন রাখিতে মানস করিলেন তন্মধ্যে তথ্য থাকে সহিত তাহার এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল হিন্দু। দুই মুসলমান অধিকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি তথ্য তথ্য করিলে আজ্জ করিলেন যে আপন সম্পত্তি লইয়া এদেশ হইতে যাত্রা করহ। তিনি বাঙ্গালা দেশ দুই বৎসর শাসন করিয়াছিলেন। পরে তিনি অষ্টাদশ শ্রীরাণী হইলেন।

"১২৫৩ সালে মল্লর মহেন্দ্রক মণ্ডলকে বাঙ্গালার অধ্যুস্থ হইয়া উড়িয়ীর রাজর পুত্র পুত্র হিৎসাকরিতে স্থির করিয়া ক্রমিক দুই জন জয়ী হইয়া। তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং তাহার হস্ত সকল বিনষ্ট হইল মল্লর মণ্ডলকে তথা হইতে গৌড় রাজে। আগমনোত্তর শ্রীহৃদ আক্রমন করিয়া বহু সম্পত্তি পাইলেন। পরের দিনের মহারাজকে দুর্বল শুনিয়া আপনি স্বধীন হইলেন। অনস্তর আসাম দেশ জয় করণার্থে যাত্রা করিয়া তথায় পরাজিত হইলেন এবং অন্ত্রাণাতে পুনঃত্রাণ করিলেন অতএব মুসলমান দিগের আসাম আক্রমণ করিয়া যুগার
সহিত পলায়ন দ্বিতীয়বার হইল। মনীকের নরাণনস্তর বাঙ্গালার শাসন করিতে দিল্লী হইতে জেলাল নিযুক্ত হইলেন। যখন জেলাল কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজা-দিগের জয় করিতে বৃগু ছিলেন তখন করার শাসনকর্তা আসিয়া গৌড় নগর লুঠ ও অধিকার করিলেন। এবং জেলাল যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়াতে তাহার শত্রুই দিল্লী-তে অনেক উপচৌকন পাঠাইয়া বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন।

১২৭৭ শালে অদালী তাগুরল এদেশের শাসনকর্তা হইয়া ত্রিপুরা দেশ আক্রমণ করিল অনেক দিন ও এক শত হস্তি লুঠ করিয়া। আনিলেন পরে দিল্লীর মহারাজ মনিয়াছেন এইরূপ শুনিয়া তিনি অপারি বাঙ্গালার রাজা হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ অতিরুচ্চ কিষ্ক জীবদ্ধশায় ছিলেন অতএব তিনি ঐরাজবিরোধী দুরা-চারিকে জয় করিতে হ্রমে । দুইপুষ্কত সৈন। পাঠাইলেন তাহাতে সূর্যচারী সৈন। রায় পালানিয়া হওয়াতে মহারাজ অত্যন্ত ক্রোধান্ত হইয়া। অধিক সৈন। সংগৃহ পুরক ঐ শুরু দিয়া কতক দিয়া তরীক করিলেন তাহাতে তগ্রুল নিজ সৈন। সম্পতির সহিত উড়িসায় এক সৈন। পলায়ন করিলেন তাহাতে মহারাজ পশ্চাদগামী হইয়া তাহার নিকটে কিছুদিন তাবু ফেলিয়া রহিলেন । এক দিবসেই মহানাদী সাহ নামক অতি সাহসী এক মহারাজের
সৈন্যাধিক চলিয়া জন অশ্রাব্ধের সহিত তগরলের
tালুযুদ্ধে। পুষ্পেশ করিয়া। বালিনরাজার জয়হোক এই
থুনকরিয়া। সমুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই কাদিয়া
কেলিলেন কিন্তু ঐ বিদ্রোহিশ্বুবাদার নিকটস্থ নদীতে
পলায়ন করাতে মহারাজ তাহার অনুর্বরী হইয়া সূত্র
নথে। তাহাকে নিমগ্নকরিয়া নমকচেদ করিলেন।
তগরলের সৈন্যের। পুষ্পেশ মৃত্যু শুনিবাবাদে সকলে
পলায়ন করিল। মহারাজ অনেক সম্পত্তি নূতে পাইয়া
গৌড়দেশে আসিলেন এবং ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিজ পুত্র
নাজিরের উদ্দিনকে বাঙালার শাসন কর্তা। করিলেন ইহার
চারি বৎসর পরে নাজিরের পুত্র কেইকোবাদ দিল্লীরের
মহারাজ হইলেন কিন্তু তিনি সরবদ। আনন্দে নিয়ুক্ত থা-
কাতে তাহার পিতা। তাহাকে এক পত্র লিখিলেন যে
তিনি আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া। কম্বে মনোযোগ করেন
তাহাতে ঐ পত্রের ফল নাহওয়াতে তিনি কিছু সৈন্যের
সহিত দিল্লী যাত্রা। করিলেন কেইকোবাদ ও সুরজেলীত
হইয়া বহির্ভূত হইলেন। যখন পরস্পর উভয় পক্ষের
সৈন্যের। দৃষ্টিগোচর হইল তখন নাজির পুত্রের সহিত
সাংসারিক করিতে পুর্বে। করাতে কেইকোবাদ তাহাতে
দমন হইলেন কিন্তু দুর্বলনিপ্পিত দিগের পরামর্শানুসারে এই
অদৃষ্ট। করিলেন যে যখন তাহার পিতা সিংহাসনের
নিকটে আসিয়া তখন তিনি বার ভূষিষ্ট হইয়। পুণাম
করিবেন পরে ঐ বৃদ্ধ মনুষ্য তাহার সমুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে তাহার পুত্র ঐ অবস্থায় দেখিতে অসহিষ্ণু হইয়। নিৰ্দোষ হইতে লম্ব দিয। পিতার ঘাড়ের বিশ্বাস হইতে নিকটে পড়িয়। কর্ণম করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে সামুদ্র হইল। নাজিরউদ্দিন পুত্রের সহিত অনেক দিবস বাস করিয়। তাহাকে উদ্দেশ্যমাত্র বহ পরামর্শ দিলেন কিন্তু যখন তাহার পুত্র পুনর্বার দিল্লীর সুখ তোগে নিয়ূক্ত হইলেন তখন সমুদায় বিষুীত হইলেন। এবং কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে তাহার নিজস্ব তাহাকে পাণে নষ্ট করিল। এই সকল দৃঢ় সময়ে নাজিরউদ্দিন বাঙ্গালাতে স্বাধীন ছিলেন।

১২৯৩ সালে দিল্লীর নিৰ্দোষে আলাউদ্দিন স্মারক এক নুতন রাজ। হইলেন তিনি দক্ষিণদেশীয় লোক দিগের জয় করিতে স্থির করিলেন। নুজির মহারাজের নিকটে অধিনতা স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহার অস্থায় অন্তর্বত্ত বহ হইতে ভীত হইল। স্বীকার অধ্যুষ পরিবর্তন করিলেন তাহাকে মহারাজধরা। তিনি পুনর্বার তৎপদে স্বাধীন হইলেন। আলাউদ্দিন বাঙ্গালাদেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বাহাদুর খাকে দক্ষিণ পূর্ব ভাগের শাসনকর্তা। করিয়াছিলেন যিনি পুরাতন সম্রাট পুনর্বার দিল্লী নগর সোনারগাঁকে নিজ রাজধানী করিলেন। বাহাদুর অতিমনুকালের মধ্যে দৌরাট্য। পুকাস্ত। করিয়া স্বাধীন।
হইলেন, তাহাতে দীর্ঘনিবন্ধ সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন তাহাতে মহারাজের সৌনারগৰ্গ। যাত্রাকালে নাজির অনেক উপ- চৌকান দিয়া পাষাত করিলেন তৎকালে মহারাজ বাঙ্গালাদেশে অধিকতর দূরত্ব করিলেন নাজিরউদ্দিন ৪৩ বৎসর বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়া ১৩২৫ শালে লোকান্তরগত হয়েন। বহুদূর মহারাজার সহিত যুদ্ধেতে অসমৃত হইয়া শরণাগত হইলেন তাহাতে মহা-
রাজ তাহার সমূদায় সম্পত্তি পুদান করণে দ্বিতীয় করা-
ইয়া পুণে রঙ্খ। করিলেন পরে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালায় দুইজন রঙ্খান শাসনকর্ত্তাছিলেন কিন্তু যখন নাজির সহিত মহারাজ সকল পুজার নিকটে যুদ্ধ হইলেন তখন ফকিরউদ্দিননামক এক জন সৌনারগৰ্গার শাসন করতে যুদ্ধের সুজ্জ্বলাভকায় ছিলেন, সেই ব্যর্থি তৈরী দিগের পশ্চিমবাট করিয়া বাঙ্গালার পুত্তল হইলেন, তিনি আপনার মৃত্যু পড়িলেন ও টাকা মৃত্রিত করিলেন কিন্তু মহারাজ অত্যন্ত জীন্তি প্রয়োক্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। ফকিরউদ্দিন প্রায় সৌনারগৰ্গায় থাকিলেন অনন্তর সমূদায় দেশের লোকে গোড়াদেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন কিছু পথিমধ্যে। ধূত হইয়া মার। পড়িলেন, তাহার রাজা সমূদায়ে দুই বৎসর হইয়াছিল, তাহার পর মৃত্রিকালের রাজা হইয়া সমূদ্রশুমারের
পরে সমস্তদিন্দায় মারা পড়লেন তাহাতে সমস্তদিন্দিন সমূহায়রাজ অধিকার করিলেন নূত্রাং মুসলমান দিগের মধ্যে যথার্থভাবে পুথনে তিনি বাঙালার স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই উপলে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদিগের এ দেশ জয়করণ অবধি এক শত চলিষশবৎসর পর্য্যন্ত বাঙালাদেশ দিন্নীর অধিনে থাকিয়া পরে স্বাধীন হইল এবং ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে অবধি ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্য্যন্ত সমূহায়ে দুই শত ত্রিশ শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশ স্বদেশীয়।

স্বাধীন মুসলমানদিগের অধিনে ছিল পরে দিন্নীর নোগল মহারাজ শ্রীযুক্ত অকবরশাহুদারা পরাজিত হইয়া দিন্নীরাজার এক শূন্যা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙালার স্বাধীন রাজাদিগের

ইতিহাস।

সমস্তদিন্দিন সিংহাসনে স্থির হইয়াই ত্রিপুরার রাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রানি করিলেন এবং তথাহইতে অনেক ধন ও হস্ত লূঠ করিয়া আনিলেন। বাঙালার পূর্বভাগী শ্রীহুত হইতে ত্রিপুরা ও চত্বরগ্রাস পর্য্যন্ত বনেতে অনেক হস্ত পাওয়া যাইত। সমস্তদিন্দিন সোনারগাঁ হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পেলুনীগুলীর রাজধানী লইয়া গেলেন। তাহার রাজত্ব প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে মহারাজাদিগের নিযুক্ত 'বেহার'।
দেশীয় অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করাতে ফেরোজানামক দিল্লীর মহারাজ তাহার দণ্ড করিতে এবং বাঙালী দেশ পুনরায় জয় করিতে স্থির করিয়া এক প্রস্তুত সৈনের সহিত আগমন করিলেন। সমস্ত দিন সৈন্য পূৰ্ব্বকে পেরুয়া রক্ষা করিতে তাহার দিয়া আমি সোনার গায় প্রত্যাগমন করিলেন, মহারাজ অনায়াসে পেরুয়া জয় করিয়া সোনারগাঁতে নিকটস্থ আকর্ষণামক এক কুষ্ট গড় জয় করিতে গমন করিলেন, সেখানে বাঙালীর রাজা লুকারিত হইয়াছিলেন। মহারাজ ঐ গড় পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া বর্ষাক্ষণযুক্ত সংস্থ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৩৫৭ শালে বাঙালীর রাজা দিল্লীতে অনেক উপচোকরণ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ঐ দেশ জয়করণ দুঃসাহসী জানিয়া উহার অধীনতা মীকরি করিলেন এবং সীমার নির্দেশ করিলেন। ইহার পরে সমস্ত দিন নিষিদ্ধ হইয়া পাঠানর সম্মুখে হাজরাপুর নগর নির্মাণ করিলেন যাহা। এই কারণে মেলার নিমিত্তে খাত্ত আছে। তিনি যোদ্ধশ বংশবান্ধ বাঙালীর রাজবংশ করিয়া নোকাস্তিত হইলে তাহার পত্র সেকন্দর ১৩৫৮ শালে ঐৰাজ্জে নিষিদ্ধ হইলেন।

'সমস্ত দিনের মূল সমাচার পাইয়া, মহারাজ এক প্রস্তুত সৈন্য সংগৃহ পূর্বক বাঙালী দেশে আসিলেন, পিতার রীত। দুই সালে সেকন্দর আকর্ষণামক দুর্গের
লুকায়িত হইলেন, মহারাজের সৈন্যেরা ইহা আক্রমণ করিলেন কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তাহাদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল এবং মহারাজ ও কর্তিপ্যর হস্তি ভেট পাইল তথাহইতে গমন করিলেন। ১৩৬১ সালে পেরুয়ার নিকটে সেকন্দর আদিনা নামক এক বৃহৎ মসজিদ করিয়াছিলেন যাহার অদ্যাপি কর্তিপ্যর চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নচারী বোধ হয় যে সে মসজিদ অতি-চমৎকৃত ছিল। তাহার দুই পত্তীর মধ্যে একতে সূর্য পুঁজহয় প্রভাবে এক পুঁজ মাত্র। ঐ সহায় বলিতে পুঁজ তাহার বিভ্রাত। তাহাকে নিহত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা জানিয়া রাজবাটীহইতে পলায়ন করিয়া এক প্রস্তুৎ সৈন্য সংগুহি করিলেন তাহাতে তাহার মৃত্যু পিতা। তাহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজ সৈন্য নাই। গমন করিলেন, কিন্তু একযুদ্ধেই বৃহদৰাজ। মারা পড়িলেন। গাসেন্দিননামক পুঁজ রাজসিংহসেনে অতিক্রম হইবার মাত্র অন দ্বারাতাহিদের চক্ররতপাটন করিলেন, কিন্তু তাহারপর ছয় বর্ষসূচন্তে মর্যাদা বিচারবাহী ঐ দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি অতি খাত্তাপম্প পাণ্ডীক কবি হারিকে নিজ সভায় আস্থান করিয়া ছিলেন কিন্তু অতিশয় দূরতা প্রয়োজ্য তিনি আসিলেননা। ১৩৭৩ সালে মহারাজের মরণান্তে তাহার পুত্র তৃদন্তর তাহার পৌঁছ রাজা হইলেন কিন্তু বিচূর্তিয়া।
অগরের শুভাদার গণেশনামক এক হিন্দু তাহাকে রাজ্যচুত করিয়াছিলেন। অতএব মুসল্মানদের নথি এক হিন্দু রাজ। হইলেন তাহাতে তাহার দেশস্থ মনুষ্যের সুত্র। আশা করিলেন যে তিনি তাহারদিগের ও হিন্দু ধর্মযুদ্ধের পক্ষে অনেক উপকার করিবেন কিন্তু মুসল্মানদিগকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া পাঠান জনিদরদিগের সম্পত্তি তাহাকে ফিরিয়াদিতে হইল তথা পোঁপেরূয়া। নগরে তিনি অনেকহিন্দুদেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার সর্বমূর্তিতে প্রজারা তাহার প্রতি এক অনুরক্ত ছিল যে তাহার মূর্তিভারের মুসল্মানেরা তাহার শরীরকে গোর দিতে পূর্বক। করিয়াছিলেন। এবং হিন্দুরা দুঃখ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার পুস্ত চৈতন্য রাজ। হইয়া। হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং গেলুয়া হইতে গৌড় নগরে রাজধানী নাইন। উত্তরেমত গূহ নির্মাণের। ঐ নগরকে এমত োভি করিলেন যে পূর্বে ২ রাজারা কেহ সে বুপ করিয়ান নাই। তাহার আক্ষানূৰ্তে অপূর্ব মসজিদ মুন্নুকুল, চৌবাঢ়া, সরাই প্রুভূতি নিষ্ঠিত হয়। তিনি পথার্থ বিচারপুর শাসন করিয়া ১৪০৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন পরে তাহার পুত্র মহম্মদশামাহ এই রাজ। পুনঃহইলেন ইহা কিঞ্চিত্তাপ পূর্বে তেনুর অথবা তামরলেন নামক এক ব্যক্তি অতি বুঝিতে এক পুষ্টত নোগল সৈন। লইয়া সিদ্ধু
নদীর পার হইয়া দিতে জয় করিলেন এবং সহস্রং লোকের
পুণ নষ্ট করিয়া। আপনি মহারাজ হইয়াছিলেন। কিন্তু
ভারতবর্ষে এক বেতস থাকিয়া গমন করিলেন পুনরায়
তাহার পুত্র গমন হয় নাই। তৈমুরের উপন্দে হিসাবের কুই
দিল্লীরাজ। অনেক অংশে বিভক্ত হইল। একবার
অধিকর্ণের স্বাধীন হইলেন। মারবা, গুজরাট। খাংগান
এবং জোয়ানপুর পূর্বে রাজা। হইল এই কয়েক নতুন
রাজন্যের মধ্যে জোয়ানপুর রাজা বাঙ্গালার অন্তিমভাবে
ছিল, অতএব ইহার রাজা ইবুহিম বাঙ্গালা। দেশ
আক্রমণ করিয়া অনেক লোককে বন্দি করিয়া নাই।
গিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় রাজা অহমদ শাহ শক্তিতে
ঠাহার অন্যতম। হইয়া হিরাতের রাজা তৈমুরের পুত্র
সাহোরের নিকটে সাহায্য। প্রার্থনা করিয়া এক পত্র
পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজা ইবুহিমকে শীঘ্র লিখিত
লেন যে আপনি তিনি না নিবৃত্ত হয়েন তবে সর্ব্বাত্মি
তাহার প্রাণ নষ্ট করিবেন তদন্তর ইবুহিমের বাঙ্গালা
দেশের আক্রমণ বিশেষে আমার কিছুই আমার শুনিতে পাই
না। ১৪২৩ সালে অহমদের নিরপত্ত। হইয়া মরাতে
তাহার সহিত এই অনুষ্ঠিত হইয়া হইল। এই রাজন্যের কেবল সৈন্য তালাতনায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং
এই সাম্বুকের হিন্দু ধর্ম পুনঃশ্রমণ জনে। কিছুসাত্ত্বিক চেষ্টা
হয় নাই। কারণ তাহার পরে বিবিধ রাজা মসলমান
ধর্মীকারস্ত হইয়া অনেক হিন্দু পুজাদিগকে স্বীয় ধর্মীয়-ব্যায়ম্য করিয়া ছিলেন।

১৪২৬ সালে মুসলমান কুলীনের। নাজির শাহকে রাজা করিলেন তিনি একত্রিত বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাহার দ্বারা গোড়নগরের চতুর্দিকে একগাড় হয় এবং অতিসুদৃশ। গোপুর (ফটক) হয় এতদ্রুত তিরিক্তুক আর কিছুই ভারতীয় নাই তদন্ত্র তাহার পুষ্প বাবুক্সাভাষ শাহ রাজা হইলেন তিনিই ঐ সকল আরবিনিয়া দেশী, ও কাফি ভূতাঙ্গিকে রাজসভায় প্রথম আনয়ন করেন বাহারা। পশ্চাত এরাজের বিষ্ঠার অপকার করিল তিনি সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকসাত্র হইলে তাহার পুষ্প সপ্ত বৎসর রাজত্বের পরে নিরপত্তা মৃত হইলে কুলীনের। ফতেশাহকে রাজা করিলেন। এই রাজ্য কালে আরবিনিয়ানের। অতি অহংকার ও শক্তিমান হইল অতএব রাজা তাহার শাসন করিতে চেষ্টা করিয়া তাহার তাহাকে পুণান লষ্ট করিলে। তাহার পরে প্রধান ষষ্ঠ (অর্থাৎ খোজা) রাজা হইয়া সুলতান শাহজাহান। নাম পাইলেন অটমাজ পরে মল্ক আর্ন্দল নামক এক জন অতি ক্ষমতাপন্ন আরবিনিয়ান জাতীয় যিনি প্রধান সেনাধীন ছিলেন, রাজাকে মারিয়া যুগ—বাঙালায় রাজা হইলেন। তিনি গোড় নগর মধ্যে অনেক নুতন সুন্দর নিষ্ঠাক করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার
( ২৫ )

ওঁতাহার পুত্রের রাজ। সমুদায়ে চারি বৎসরের অধিক হয় নাই তাহার পুত্রের পরে মজুকর শাহীমানক এক অতিদুরাদা রাজ। হইয়া সকল পুজার নিকটে ঘৃণিত হওয়াতে তাহার উজীর হইল্লিনাহারা যিনি তৎকালে সকার নামের ছিলেন, রাজার বিপক্ষ হইয়া রাজযাত্রায় তাহাকে বেষ্টনকরিলেন তাহাতে রাজ। বহির্ভূত হইয়া মুক্তকরিতে গৌর্ণগরের নিকটে রান্ধানে বিপণিত সহস্র মনুষ্য মারাগেল এবং তাহার মুখে। স্বয়ং রাজাও মারাগেলেন এ—

সৈয়দ হইল্লিন সাহ ১৪৮৫ খ্রীঃ শালে গুজ্জালার রাজ। হইলেন তিনি বাঞ্জালার বাবদীয় রাজার মধ্যে। নিম্মিততরমে অর্জিশ্বর পারাক্রমশালা এবং ভারত- দ্বন্দ্বের সহায়তায় সম্প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন প্রথম বাঞ্জালার আসিলেন তখন অতি কূট পদে ছিলেন কিন্তু ঠাঁড়পুরের কাজি তাহার উজ্জীল বংশ ক্ষত হইয়া তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন তিনি ক্রেমং প্রধান মন্ত্রী হইয়া অবশেষে বাঞ্জালার রাজ। হইলেন। যেখানে তাহার এতঃ মজুর- কর সাহ মরিলেন সেই যুদ্ধের পরে হইল্লিন তাহার সৈনিক দিগকে গৌর্ণগর লুট করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু কতিপয় দিনের পরে নির্বৃত হইতে আজ্ঞা দিলেন ও তাহারা না শুনিয়া তিনি বারহাজার লোক হইত।
করিলেন। তিনি রাজা প্রাপ্তহইয়া রাজসভা গুরুরিতে স্থির করিয়া। প্রথমত ঐ সকল পুরুষ দিগকে বহি-শূন্ত করিতে চেষ্টা করিলেন যাহারা সার্ব্ব। রাজার রাজাচুতিতে সাহায্য করিত পরে আবিসিমিয়ান দিগের বহিভূত করিতে উদ্দেশ্য করিলেন। তাহারা উত্তরহিন্দুহান হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণে গিয়া সিডিসি নামে খাতাপশ্চিম হইল।

এই প্রকারে রাজকোষের নিয়ম করিয়া চতুর্দিকিশতি বৎসর পর্যন্ত সদ্ধিকার পূর্বক শাসন করিলেন। তিনি পণ্ডিতরোকদিগের অধ্যাপক উত্তরাহ বৃদ্ধিকরিয়া ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার অতি নিকটবর্তী আসাম দেশের কিয়াদংশ ও উড়িসা আক্ষম করিয়াছিলেন। তাহার রাজকালে জোয়ানপুরের স্থানীয় রাজাদিগের শেষাবস্তু হৃদয়ান্তর রাজা হইতে তাড়িত হইয়া বাঙ্গালায় বসতি করিতে পার্থন করিলেন তাহাতে ঐ রাজা তাহাকে রাজপুত্রের উপযুক্ত মাত্রিক স্থির করিয়া দিলেন দিল্লীর মহারাজ হুসেনের অনুভূত হইয়া বাঙ্গালার নিকটে আসিলেন তাহাতে তাহার সহিত ঐ রাজার সদ্ধিশেষ এবং ঐ সঙ্গমিতার। বেহার বিরাহ্ষূদ সরকার ও সারণ ঐ কোন দেশ মহারাজকে দম্পতি হওয়াতে তিনি বাঙ্গালায় দেশ আক্ষম করেন নাই। ১৫২০ সালে হৃষ্ণিয় মরাতে তাহার পুত্র
নবরিত সাহ রাজাহইলেন তাহার রাজকালে কাবল হইতে সুলতান বেবর আসিয়া। দিন্নিজয় করিয়া ১৫২৬ শালে ভারতবর্ষে নোগল রাজ্য স্থাপন করিলেন নবরিত বেহার জয় করিলেন এবং দিন্নিরাজ্য হইতে বহির্ভূত মহারাজ মহামার্দ লিঙে সাহায্য। করাতে বেবর তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার রাজার বিচেন। পূর্বক অধীনতা দ্বীপক করিলেন। তিনি রাজ-বাটীর খোজদিগের প্রতি অতি নিঃসৃত প্রকাশ করাতে তাহাদিগের ঘরে হইলেন। তিনি গৌড় নগরী ঐ উত্তর স্রোতস্বল্প মসজিদ করেন, যাহার অদ্ভুত সৌন্দর্যমূলক নামে খ্যাত আছে। তাহার পুঞ্জ মহামার্দসাহ রাজা হইলেন কিন্তু অতি প্রসিদ্ধ সের সাহ তাহাকে পরাজয় করিয়া রাজা চূড়া করিলেন।

বাঙ্গালায় এখনো যত মুসল্মান দিগের বর্ণনা করা গিয়াছে সেসকল অপেক্ষা সেরসাহ অতি প্রাধান্য সন্ধায় ছিলেন। পূর্বে তাহার নাম ফরিদ ছিল পরে এক সিঙহের সহিত একাকী যুদ্ধকরিয়া। তাহার সন্তক ছেদন করাতে তাহার নাম সেরহইল বের অর্থাৎ সিংহ। তিনি প্রাচ্যজাতীয় ছিলেন, তাহার পিতামহ কর্মকাণ্ডের হইয়া ভারতবর্ষে অসিলে দিল্লীর মুহারাজ বেল্লিলদ্ধী তাহাকে নিয়ুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পিতা অবশেষে বেহার দেশে মধ্যে সাঝরন জেলার শাসনকর্তা। হইয়া।
ছিলেন। পিতার মরণান্তর, সের পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া আগ্নেয়দিগের বাধা প্রযুক্ত দুইবার হারাইলেন। এই সময়ে বেবর দিল্লীর মহারাজ হওয়াতে সের তাহার সত্যা প্রতিষ্ঠা হইয়া। রাজার সহিত বহুকাল রহিলেন অতএব পরিশ্রম পূর্বক মোগল দিগের বিবাহার ও শক্তি শিক্ষা করি। পরে দেখিলেন যে মোগলদিগকে সহজেই ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করায় এবং বিবেচনা করিলেন। যে তিনি ইহা করিতে পারেন। সের রাজসভা তাহার করিয়া বেহারে গসন পূর্বক নিজেদ্বী ও চেষ্টা দ্বারা সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে। সি-হাসনচুড় মহারাজ সেকন্দরলীর পুত্র মহানাদী বেহারে আসাতে তথাকার কুলিনের। তাহাকে রাজা করিলেন। সের তাহাতে বাধাদিতে অসমর্থ। পুরুষ দিনীর মহারাজ বেবরের পুট্র হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধার্থে তাহার অধীনহই। যাত্রা করিলেন। যখন সেইদিন যুদ্ধকরিতে লাগিল তখন তিনি মোগল দিগের পক্ষে হইয়া। তাহারদিগের জয়ী করিলেন হুমায়ুন গুজরাটে যাওয়াতে সের বেহার অধিকার করিয়া বাঙ্গালী। পরাজিত করিতে যাত্রার্থে উদ্দেশ্য করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার, রাজা। অত্যন্ত ভীত হইয়া ১৫৩৭ খানে গোনাদেশে পৌত্রগিসদের নিকটে সাহায্য। প্রাথমিক করাতে তথকার প্রধান অধ্যক্ষ
তাহার সাহায্যার্থে নতুন খান যুদ্ধ জাহাজ পুরুষ করিলেন কিন্তু তাহাদের আসিতে অতিশয় বিলম্ব হইল। খুচিত্যানের। অন্তরালে করিয়া বাঙ্গালাদেশে এই সময়ে পুথমে আসিলেন। সেরের আগমনে বাঙ্গালার রাজা সহায্য গৌড়নগরের মধ্যে লুকাইয়া হইয়া রহিলেন কিন্তু খাদ্য প্রদেশের অতিশয় অপুষ্টত্ত হওয়াতে নৌকায় আরোহণ পূর্বক পুথমত হাজিপুরে পলায়ন করিয়া। সেস্থান হইতে চূনারে গমন করিলেন তৎকালে ঐ চূনারে হুমায়ুন সৈনিক। হইয়া ছিলেন। সেরের আগমনে গৌড়স্থ সকল লোকে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিলেন কিন্তু হুমায়ুন তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিতে তাহাকে সানরমদেশে পলায়ন করিতে হইল এবং ঐ সময়ে তিনি ধূততা করিয়া রতাস অধিকার করিয়াছিলেন ঐ স্থান এক উচ্চ পর্বতের উপরিভিত্ত মেঘস্থান হইতে শোভস্ন স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া এবং ঐ স্থানকে ভারতবর্ষের মধ্যে এক দূর গড় বলায়াইত। যখন রতাসে খাদ্যের সের সবল হইতে ছিলেন তখন গৌড় দেশ লুট করিতে হুমায়ুন। তিন নাস যাপন করিলেন। পরে বৃষ্টি আরস্ত হওয়াতে সুতরাং তাহাকে দিল্লীতে প্রতাগমন করিতে হইল। প্রত্যাগমন কালে নহারাজের যে পথে অবশ্য যাইতে হইবে সেই পথে নদীর তীরে সের মজ সৈন্য স্থাপন। করিয়া,
ভাইহার আগমন রোধ করিলেন। মহারাজের সৈনিক তিনি মাস পর্যন্ত নিকটস্থ হইয়া তাহাতে রহিয়া অগ্রসর হইতে রাপ্ত গমন করিতে অসমর্থ হইল। অবশেষে হ্রমাতুন সেনের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, যে যদি সের পথ ছাড়িয়া দেন তবে মহারাজ বাঙ্গালা ও বেহার দেশ ভাইহারে দিবেন। সের ভাইহারে সমস্ত হইয়া কোরান সম্পর্শ করিয়া। শপথ করিলেন যে তিনি মোগলদিগের অপকার করিবেন না। কিন্তু সেইদিন রাত্রি কালে যখন বিপক্ষের নিজ ভাইহার সুখভোগ করিতে ছিল যখন সেরি প্রথা তথায় উপস্থিত হইল। ভাইহারের অগ্রসর নিন্দায় নষ্ট করিলেন কেবল মহারাজ নিজের বন্ধবরোপস্থ সহিত পলায়ন করিলেন। ১৫৩৯ সালে এই ঘটনা হইল। সের তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাস গৌড় দেশে আসিয়া আগমনকালে দিনেই বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজকীয় শক্তি গ্রহণপূর্বক রাজা হইলেন। এক বৎসর পর্যন্ত রাজকর্ষের নিয়ম করিয়া পঞ্চাশং সহসা পাঠান সন্ত্রাসকালে মহারাজের প্রতি অক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। কনজের নিকটে একদিনেই মহারাজ পরাজিত হইলেন সেরি দিরুক্ত মহারাজ হইলেন এবং ভাইহার নাম সেরি সাহ হইল।

যদ্যপি হইলেন সেরি বাঙ্গালায় আসিয়া বহু অংশে বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিলেন। তিনি এমত উত্তমক্ষেপ...
রাজ্য দূত করি ছিলেন যে তাহার রাজত্ব কালপর্যন্ত বিরোধের রোধ হইয়াছিল। ১৫৪১ সালে তিনি আগাসিয়া গিয়। মহারাজের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৫৪৫ সালে এক গোলা কাঁটায় পড়াতে তিনি মারাপোক্ত তিনি পঞ্চনা বৎসর রাজ্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন কিন্তু পঞ্চনা সর ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি গত হইলেও অনেক সুখদী কর্মচারিছিল। রাজ্যার অন্তর্গত সোনারাজ। ইনি সিঙ্গুণাতর তীরপর্যন্ত সহস্রক্রোশ দূরহইবে কেবল সর্ব সাধারণ উপকারের নিমিত্তে ইহার মধ্যে ২ প্রতি আড়াই এক সরাইরেখা করিয়াছিলেন এবং এক ক্রোশ অস্তার এক কুপ খাই করিয়াছিলেন। এবং আজ্ঞা করিয়াছিল যে প্রতি সরাইতে যেকোনো জাতির হউক সকল পথ দিগের বেব তাহার নিক্ষেপ যায় হইবে এবং নানাবিধ বুকশেনীশ্রীবং। এই পথ সুশোভিত করিয়াছিলেন। ভূরতবর্ষের মধ্যে এখনে তিনিই যানের ডাক করিয়াছিলেন তাহার রাজ্যকালে রাজপথে ভাকাইলো ছিল। সাপুরায় গুনে অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্ধতীর্থ বিস্তারে এমন এক দীর্ঘিকার মধ্যে অতি চমৎকৃত তাহার গোরস্থান আছে। তাহার মন্ত্রীকে ভারতবর্ষ্যাবধান অর্থিকর মধ্যে গণন করা যাইতে পারে কিন্তু এক্ষণের রাজ্যের অধীন হওয়াতে ক্রোশোই নষ্টহইতেছে।
সেরসাহের মৃত্যুর পরে নোগল কর্তৃক বাঙালী দেশ জয় পর্যায় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫৭৬ বৎসর পর্যন্ত একত্রিত বৎসরের মধ্যে ঐ সিঙ্গাহসনে চারিজন রাজার হন সেরের পেলি সেলিম নিজ কুটুম্ব মহারাজাদের সাথে বাঙালীদের অধিক্ষেত্র করিলেন তিনিও প্রভুর জীবন দেশাপর্যন্ত অধিন থাকিয়া পরে স্বাধীন হইলেন এবং জোহানিপুর অঞ্চলে অনেক স্থান জয়করিয়া ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজের সৈনিক ক্ষমতা দ্বারা পরাজিত হইলেন। তাহার পূৰ্ব যুদ্ধের সাহ তাহার পক্ষাত্য রাজাহইয়া দ্বিতীয় বৎসরে দিল্লীর মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া মুঘলদেশে এক যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিলেন। ততক্ষণ তাহার স্থান জয়করিয়া ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনিন্ধন হইলে তাহার ভূতা রাজা হইয়া তিনি বৎসর পরে গোড়ে বাসকিয়া লোকান্তর গত হইলেন। তাহার পূৰ্ব যদ্যপিও অতি বাসক ছিলেন তথাপি ঐ সিঙ্গাহসন সকলে তাহাকে রাজা করিলেন, কিন্তু কিংক কান্ত পরে তাহার পৃথিবী আঘাত হইল। কার্যান্তি বংশীয় সলিলানামক একজন খ্যাত। পর্য পাঠান ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ সিঙ্গাহসন আক্রমণ করিয়া মহারাজের প্রতি যথার্থ মর্যাদা ও আঘাত প্রাক্ষ করিতে নানা প্রকার
বন্ধমূল্য উপচৌকের সহিত একজন নিজলোক গ্রেনার কলিনারেই সুন্দর উপায়ের সাধন। সলিমান বাংলাদেশ নির্বাচন রাজ্য অন্যান্য স্থান জয় করিতে সক্ষু হইলেন।

ঈহার পূর্বে উড়িষ্যার রাজ্য। তাহাদিগের রাজ্যের সীমা বাংলাদেশ পর্যন্ত আচিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগের উড়িষ্যার অহংকার করিয়া থাকে যে তাহাদের রাজ্য একবার ভাগীরথীর তীরবর্তি ত্রিভুবন পৃষ্ঠা বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে মুকুন্দদেব নামক একজন তীর্ত্তজ উড়িষ্যার সিংহাসনে আবর্তী হইলেন কিন্তু তিনিই ঐ দেশের স্বাধীন রাজ্যর শেষ ছিলেন এবং তিনি অতিশয় সাহসী ও শুভবান রূপে বর্ণিত আছেন তাহার রাজ্যের প্রথমকালে সাধারণ লোকের উপকার জনক কর্য অথবা কালুক ধর্ষ হ্রাসিতহৃষ অন্যান্য অটুলিকার মধ্যে তিনি ত্রিভুবন তীর্থে এক মন্দির ও এক ঘাট নির্মাণ করেন ঐস্থান তাহার রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। বাঙ্গালার রাজার সলিমান উড়িষ্যার জয় করিতে স্বীকারিতে মুকুন্দদেবকে আক্ষরণ করিতে এক প্রস্তুত সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার প্রথম উদ্যোগ নিঙ্কুল হওয়াতে কালাপাহাড় নামক তাহার অভি ভোলান সৈন্যাধিকারকে তথ্যে পাঠাইলেন এতদ্দিনের সোকের। কহিয়া যে তাহার নৌহারজয় ঢকার দুর্লভতে।
দেববিগুহ দিগের হস্তপদাদি বহুক্রোধ দূরে বিকিন্তু হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণের কুলে জমিয়াছিলেন কিন্তু গৌড় নগরের কোন যোদ্ধা রাজের কন্যা তাঁহার প্রতি কামাত্তরা হওয়াতে তিনি মুসলমান হইয়া। ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তন্মিত্রে ইতিহাসে গর্বিত নিষ্ঠুর যুদ্ধক হিন্দুদিগের অপকারি ব্যাপ্তিরা ছিল তাহাদিগের মধ্যে তিনি প্রধান হইলেন। তিনি নিজ প্রভূর কারণ এক প্রস্তুত পাঠান অর্থাৎ সেনাপতির মহিলার উদ্বেগ। এবং ভিক্ষু তদ্ভিন্ন করিয়া তথাকার রাজাকে পরাজিত করিয়া ঐ দেশের স্বাধীনতা একবারে নষ্টকরিলেন। মুসলমান ইতিহাসের লেখক দিগের মতে ইহার সময় হয় কিন্তু উড়িষ্যা লিখনাযুক্ত প্রচীন বিভিন্ন শাস্ত্রকে বিভিন্ন বহুক্রোধ পূর্বক মূর্তির প্রতি বিশেষত হইল। ইহার পূর্বে দুইবার যখন ভিন্নদেশীয় শত্রুরা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল তখন তথাকার পুরোহিতের। ঐ বিগুহ লইয়া পর্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন কালাপাহাড় মন্দিরের দিকে আসিলেন তখন পুরোহিতের।
তাহাদের ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিয়া একশকটি দ্বারা চিলকনামক দীর্ঘকাল তীরে একগতে পূর্ণতারাখিলেন। তদ্রূপেও এ বিজ্ঞা এ বিগুহু লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পরে ঐ স্থল স্থান জানিতে পারিয়া। ঐ বিগুহুকে খননকরিয়া তুলিলেন যাহাকে উড়িয়াকে ঐ জগন্নাথের কালাপাহাড় পুরীমধ্যে সমন্বয় বিগুহু থেকে করিয়া বিগুহু তথ্যকরিয়া। একক্ষ্যিকগুলো জগন্নাথকে গঙ্গা নিত্য আনিয়া অধিক কাঠ স্পৃষ্ট পুষ্কার একচিত্র নির্মাণ করিয়া তাহাতে অম্বোধিয়া ঐ বিগুহুকে তথ্যের নিঃক্ষেপ করিলেন। উহার নিকটস্থিত একবারে ঐ দণ্ড বিগুহুকে অগ্রহীতে আকর্ষণ করিয়া নদীমধ্যে ক্ষেপকরিতে যেমন ঐ অত্যন্ত বিগুহু সৌভাগ্যের অবিনাশী চালিয়া জগন্নাথের এক দৃঢ়ভক্ত তাহারে পশ্চাত বস্তু, হইয়া যখন বিরল দেখিলেন তখন উহার মধ্য হইতে ঈশ্বরীয় ভাগ অর্থাৎ বিষ্ণুগ্রামের লইয়া সতুপূর্বে উদ্ভিদিত উপনিত হইলেন। অতএব গজপতি ও গজারণ্ডীয় রাজাত্তা যে স্বাধীনতা এমন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা একবারে নষ্ঠহইল। কালাপাহাড়ের জয়ের পরে এক বিশ্বাস বংশের ঐ রাজারা অরাজক ছিল পরে উড়িয়ারা একেকারু ধূঢ় রাজের পূর্বপুরুষকে ঐ সিংহসনে স্থাপিত করিলেন। ফলতঃ ঐ দেশে মুসলমান দিগের সম্পূর্ণ শক্তি
থাকাতে এই রাজা কেবল খমিদার মাত্র হইলেন।

১৫৭৩ বৎসরে সলিমান লোকান্তরগত হইলেন। মহারাজ অকবরের অতি বৃদ্ধিশাল সামর্থ্য থাকাতে তিনি কদাচ স্বাধীন রাজা হইতে পারেন নাই তিনি দিল্লীতে অনেক উপচারক রাজনীতি আপনি অতি কৃতজ্ঞ প্রজা ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদৃসিদ্ধতে তাঁহাকে তদ্রুপ অধিকারে রাখিতে অনুমতি হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দাউদ খাঁ ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাহারে অধিক ধন আছে এবং তাঁহার সৈন। তৎকালে ১৮০,০০০ ছিল এবং জনঃক্রমে দ্বারা অবগত হওয়ায় যে তাঁহার ২০,০০০ কামান ছিল তিনি আপনার শক্তি পরীক্ষা করিলে নিকটস্থ মহারাজের সৈনের প্রতি আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহারাজ অকবর এই বৃদ্ধার্থে অবগত হইয়া জোমান্ডারের অধিপতি মোনাইমখানকে একপ্রস্তুত সৈনের সহিত বাঙ্গালা ও বেহার দেশে পাঠাইলেন।

তারের নামক এক হিন্দু রাজা তাঁহার অধীনে সৈন্য স্থান ছিল। দাউদ খাঁ। পাটনায় স্থিতির মহারাজের সৈন্য স্থানকের উহাবেষ্টন করিলেন এবং অকবর আপনি তাঁহাতে আসিলেন পরে হাজীপুর হইতে বিপক্ষের সৈনেরা খাদ্য দ্রব্য পায় এমন দেখিয়া অগে এ স্থান আক্রমণ করিয়া নিজের অধীন করিলেন যাহার।
উহার রঙ্ক ছিল তাহারা সকলে মারাপড়িল। উহার সম্ভবত পুধান সৈন্যাধিকার ছিলেন। সকল মৃতব্যক্তি দিগের শরীর এক নৌকায় আরোপণ করিয়া। ঐপুধান সৈন্যাধিকারের মস্তকের সহিত দাউদ্বর্তকে তীব্রকরিতে তাহার নিকটে পেরিত হইল তাহাতে তিনি যথার্থ রূপে তীব্রহইয়। দ্রুতগামি নৌকায় আরোহণ করিয়া বাণ্ডালায় পলায়ন করিলেন পাটন। সুপলো মহারাজাদের হুমকত হইল। মহারাজ তীর্য্যাগনিবারা সৈন্যে। যাতাকরিলেন সেপথ দাউদের সৈন্যে। হাজীপুরের রঙ্ক দিগের মত হইবার তলে পরিত্যাগ করিল। দাউদ এইমত উপচার শুনিয়া। আপনার ধন ও সৈন্যে। সহিত উত্তীর্ণ পলায়ন করিলেন তখন অকবরের মোগলসৈন্য দিগের সহিত দাউদের পাঠান সৈন্যদিগের যোগবর্তা যুদ্ধ হইল তাহাতে মোগলদিগের পক্ষে হইল। কিন্তু দাউদ করিলেন পলায়ন করিয়া সর্বত্রমাত্রে জয়ের আশা। রহিত হইয়া। মহারাজাদের অনুগুহ পুর্ণর্থে। করিলেন মহারাজ ও অনুগুহ করিলেন তাহাতে তিনি মোগল দিগের তারুতে আসিয়া। পুনর্বাক কদাচ অকবরের পুত্র বিরূপদৃঢ় করিলেন। এইজন্ত পুত্র পত্রে ঘাঁচর করিয়া নিজমূর্তি রূপে করিলেন এবং এইস্থায়িত্ব। তাহার সম্পত্তি সকল উত্তিষ্ঠ রাখিয় মহারাজ অনুমতি করিলেন।
মোনাইনখাঁ মহারাজের সৈন্যের সহিত গৌড়মগলে আসিয়া স্মরণ তথায় বাস করিয়ে মানস করিলেন। ১৫৭৫ সালে কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধুত্ব অতিশয় গর্বকাজ অঙ্গিতে শহীদ হইলে পতিনিদিন সহসা মনুষ্য মরাত্ম অবশিষ্টের। গোর দিতে অক্ষ হইয়া সকল শব নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়ে লাগিলেন তাহাতে এমত দুর্গন্ধ হইলে যে ক্রমে পীড়ক বৃদ্ধি হইলে এবং এই পীড়কেই তথাকার অধ্যক্ষ নহেি- শায় মারাত্মক লেন এই সময় তদমধ্যে মনুষ্য শূন্য হইয়া। পদ্ষ্যের আছে এবং এই স্থান এ মরকের পূর্বে দুই সহসা বৎসর ভারতবর্ষের মধ্যে অতিজন্মূচ্ছন্ন নগর ছিল উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনুরূপ অপেক্ষা অধিক ছিল এবং উহার মধ্যে অতি উন্মূলন অগ্নিকাণ্ড। অধিক নানা পুকার ধন ছিল এবং উহাতে একশত রাজা ক্রমে বসতি করিয়া ছিলেন আর উহা এক পরমসূক্ত ভোগের স্থান ছিল কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সকল ভূমিসাহ হইয়া একখণ্ডে বায়ু বানর প্রভূতির বাসস্থান হইয়াছে অতিদৃঢ়তর পালাণনায় অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দুই এক অদ্ধনী আছে কিন্তু ইঙ্গিতকারিত্ব গৃহস্থ ভূমিকায়। মুরুগিডাবাদীর অগ্নিকাণ্ড নির্মাণ হয় এবং যে বৎসরে বাজালাদেশের ঐ অতিপুষ্টচন্দন ও অতিউত্তম রাজধানী নির্মাণ পর্যায় সেই বৎসরে উহা দিল্লীরাজের এক অংশ হইল।
নোনাইমহার মৃত্যুর পরে বাঙ্গাল। দেশ অতিঅনিবার্য়-
মিত হওয়াতে দাউদখান। শপথ ভঙ্গ করিয়া। অর্থ
প্রত্য পূর্বক মোগলদিগকে বাঙ্গাল। হইতে বহিলেগুলি
করেন পরে পঞ্চাশটি সহস্র অট্টাকু সেন। সংগৃহী
করিয়া রাজসাহেলে স্থিরিত করিলেন। অকবরের সেন। স
কল চন্দলকৃ হইতে একটি হইল। ঐ স্থান বেষণ করিল
তাহাতে পাঠানের। সাহস পূর্ক আগ্রহ করিল
কিন্তু তাহাদের অধ্যক্ষের। কমে সারাপদাতে
তাহার। বীরত্বহইয়া পলায়ন করিল। দাউদ মোগল সেনের
থাকার হস্তে পড়াতে তাহার। তাহার মন্ত্রকচ্ছেদ
করিয়া অকবরের নিকটে পাঠাইল। দাউদের মৃত্যুতে
যে রাজশেষী স্বাধীন হইল। এই দীর্ঘ দুইশত দুর্বীশ
বৎসর পর্যাপ্ত শাসন করিতে স্বপ্ন তাহ। একবারে
নির্বাচ হইলেন এবং পাঠান দিগের শক্তিও দাউদের
সহিত বিনষ্ট হইল কখিয়ার খিলিজি বৈদ্যসরে পুরুষ
বাঙ্গালাপ্রায় করিলেন জব্ধিয় মোগল দিগের পুনর্নিয়
পর্যন্ত তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের ও অধিক হইবে
পাঠানের। বাঙ্গালায় অতিশয় বলবান ছিল। ১৫৭৬ সালে
বাঙ্গাল। ও বৈদ্যসর দেশে মোগল রাজধান এক অন্ত্যহইল।
পাঠানের। যে চাঁদি শত বৎসর বাঙ্গালায়
ছিল তাহাতে এই বৈদ্যসর রাজকর্ম নিবারা হইয়া
ছিল। রাজা অথবা পুরুষ অধ্য নিজরাজতের
নিমিত্তে কোন বিশেষ প্রদেশ শুধুমাত্র করিতেন। অন্যান্য প্রদেশ ও হিন্দুদের হইতে বলাৎ গৃহীত সম্পত্তি সকল তাহার সেনাপতিদিগের দত্তহইত তাহারা। ঐতিহ্য নিজে অধীন ব্যক্তি দিগের মধ্যে বাণ্ডন করিতেন। ঐসকল সৌমিদীতে যে কর উৎপত্তি হইত তাহার সেনাপতিদিগের নিয়িমিত সংখ্যাক সৈন। রক্ষা করিতে হইত এবং তাহাদের নিজে ব্যর্থকরিতেহইত অবশিষ্ট রাজার কোষে পুরুষ করিতেহইত। হিন্দু জনিদানে। আংশক ভূমি হারাইয়া অত্যন্ত দুঃখদায়িত ভোগ করিতেন এবং সবার। পাঠান দিগের নিমিত্তে সম্পত্তি আহরণ করিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দাউদখাঁ। পরাজিত হইলে মহারাজের সৈন্যাধিক্য বেহার দেশজয় করিয়া। রতাসের দূর্গ গড়ে দখল করিলেন। এবং মুতরাজর সম্পত্তি আটকরিতে একপ্রস্তুত সৈন। উড়িসায় প্রেরিত হইল পরে তাহারাই কুচ বেহারের রাজাকে করদিতে বাধা করিলে।

ইহার কিছুই কাল পরে বড় দুর্বল। উপাসিত হইল মোগল সেনাপতির। পাঠান দিগের সম্পত্তি হৃদয় করিয়া। তাহাদিগকে দূরীযুক্ত করিল। অকবর রাজার আদায় কারণ এক উত্তমরীতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া। নবজন সম্পত্তি ভোগ মোগলদিগের আদায়কর্তিত। ভোগায়-
শিষ্ট তাহাকে দিতে আশা করিলেন এবং যাহাকে রাজস্ব আহরণ করার হইয়া জমিদারের স্তলে বর্মাহার করিত তাহার দিকে ক্রমে পরিবর্তে করিতে থাকিলে করিলেন ঈহাতে মোগলের অসম্ভব হইয়া মন্ত্রক মুখন করিয়া। খেদপূর্বক মূতন প্রাণ সম্পত্তি রক্ষার স্থির করিল অতএব অকবরের নিজের ত্রিশ হাজার অষ্টাধ্যায় সৈন্যের। একবার তাহার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং মুহুর্তের ব্যাঙ্গালার রাজধানী বেঞ্চন করিল এবং ঐ কারণে বহুরাক্ষিত সাগলের। তদেশে গৃহার্থে অনিষ্ঠার করিল এই বর্ষে ১৫৮০ সালে সম্রাট বাঙ্গালার ও বেহার পুনর্বাচন মহারাণ। হইতে পুর্বক হইল। এই রাজবিদ্রোহের দ্বারা অকবরের বিপক্ষে কর্মিত হইল। ঐ বিদ্রোহের তাহার নিজ সৈন্য ও নিজ জাতি ছিল একারণ সর্বত্র কৃতীতা সঙ্কেত করিয়া। তিনি কোন আপনারু লোকের উপর নির্ভর করিতে পারিলেন। এই সচিন্ধ বিষয়ে তাহার নামক এক হিন্দু রাজকো সৈন্য সঞ্চয় করিয়া একপ্রকার রাজপুত্তজাতীয় হিন্দুসৈন্যের সহিত ঐ বিপক্ষদিগের দেশসকল পুনর্বাচন জয় করিতে পাঠাইলেন। তিনি অতিসাহস পুর্বক কর্মরত হইলেন তিনি নিজসৈন্যের সহিত বহুরাক্ষিত ও প্রবৃত করিয়া। তথাকার হিন্দুজমিদার দিগকে বিদ্রোহকারিদিগের কারণ খাদ্য।
এবং আহরণ করিতে অষ্টীকার করাইলেন তাহাতে বিদ্রোহকারি দিগের মধ্যে অনেকেই আপনার দিগকে তাহার সহিত যুদ্ধে অভিলা জানিয়া। এই দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু তাহার অধীন মুসলমান কর্মকারকের। তাহার প্রতি অতি শয় ঘনিষ্ঠ না হওয়াতে সৈন্য সকল একত্র রাখা। রাজ। অতি দুঃসাধ। জানিলেন ইহি মধ্যে দিল্লীর উজির উপদেহ কারিদিগের অনেককে আঘাত করিয়া তাহাদিগের হইতে প্রুপুঠ যে অবশিষ্ট ধন তাহা দিতে কহিলেন ইহাতে ঐ রাজার আর অধিক অসম্ভব হইল অতএব তিনি মহারাজের নিকটে ইহ নিবদ্ধ করাতে মহারাজ প্রধান মন্ত্রিকে পদচুষ্ট করিলেন। এই সময়ে অকবরের রাজকীয় কর্ম সকল এমন কঠোর হইল যে সেকল বুদ্ধলোকের। তাহার কর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি তাহাদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার রাজসরকারে আনিতে প্রার্থনা করিলেন। আজিম খাঁ। বেহারের শাসন কর্ত। হইয়া বিদ্রোহ কারিদিগকে বিনয় দ্বারা ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কলোদিয়া না হওয়াতে অকবরকে রাজকোষের দূরবস্থা জানাইতে তিনি আগুয়া আসিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় আঞ্জাদায়কের। মিল-পূর্বক কর্ম করিতে অঙ্গ ইহ। জানিয়া। মহারাজ রাজা।
তারল্মলের পরিবর্তে আজিম খাঁকে বাঙ্গালার শাসন করতো। করিলেন এবং তৎকালীন যুগে সকল সৈন্যের অনুগৃহ ছিল তাহাদিগকে তাহার সহিত যুক্ত হইতে আদ্ধ করিলেন। ঐ নূতন শুক্লায় উপদেশ কার্যদিগের মধ্যে পরম্পর হিংসা। উপাধি করিয়া একে অন্যক হইলেন কিছু কাল পরে তুন্দ্রানীকরণ নগর তাহার অধিৰ হইল পরে ১৫৮২ খৃশেলে সমুদ্রায় দেশ পরাজিত হইল এবং বিবাদের ও শেষ হইল।

রাজা তারল্মল বোধহৃষ্ট সৈন্য দিগের আজিম দানে রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বুঝিলেন এবং তাহাতে সর্বত্র সকলে দেশের তারল্মল বলিবল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালার জমিদারির নূতন প্রধান করিয়া ছিলেন মোগলরাজের অধীনে বাঙ্গালার বাজারের স্থিরতা প্রথমে এই হিন্দু রাজাদের হইয়াছিল অনেক বৎসর পর্যন্ত প্রথম হয়। বাঙ্গালার সকল খোলাশা ও দুর্ভাবির খাজানাকে ওয়ার্সাইল ভূমির খাজানার কর্তায় হইয়াছিল কেবল এই একদিন হইতে প্রায় এক কোটি সাতলক টাকা খাজানার আদায় হইত।

যদ্যপি বাঙ্গালার দেশ পরাজিত হইল তথাপি নিরিক্রোধ হইল না। উড়িষ্যায় পাঠানের বার-ম্বার রাজবিধৃনোহী হইত। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে অক্বর মান-
সিঙহাসনকে একজন খ্যাততাপমম রাজপুতকে বাহালা ও বেহার দেশের শাসনকর্তা করিলেন ঐ মানসিংহের ভগিনীর সহিত রাজপুত্র সেলিমের বিবাহ হয় যিনি পরে জেহাঁজিলি মহারাজ হইলেন। মানসিংহ শাসন কর্তৃত্ব প্রাঙ্গণহইয়া পাঠান দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন পাঠান দিগের প্রধান করণের। এই সময়ে মরাতে তাহারা ভগোৎসাহ হইয়া সম্মেলন প্রারম্ভ করিলেন। লীলায় করিলে মানসিংহ তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদিগকেই দিলেন কিন্তু তাহারা তাহির বৎসরের মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথের মন্দির বুঝিত করিলে মানসিংহ অবিলম্বে ঐ দেশে গিয়া সূর্যর রেখান্দীর তীরে এক যুদ্ধ করিলেন তাহাতে পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পুনর্বার সম্ভ্র প্রারম্ভ করিলে তাহাতে এইরূপে সম্ভ্র হইল যে তাহারা তাহাদিগের সমুদায় হৃদয় ও রাজস্ব দিবে। মানসিংহ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিল রাজমহলে রাজধানী করিলেন ঐ নগর পূর্বকালে, রাজাদিগের ও শাসন কর্তাদিগের আবাস ছিল কিন্তু নুসরান্‌দিগের আগমনাবধি অপহৰল। প্রযুক্ত নষ্ঠা হইয়াছিল ইহা এক্ষণে পুনর্বার উজ্জ্বল ও খ্যাততাপম হইল। ঐ রাজা এক উত্তম পুরী নিম্নাঙ্করিত তাহার চতুর্দিগে ইহোকা ঔ পাষান দ্বারা।
দুর্গ করিলেন পরবর্তীতে উডঃসাহার পাঠানের। তৃতীয় বার রাজবিদ্রোহী হইয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার মধ্যে তৎকালীন প্রধান বাণিজ্যরস্থান সাতগঞ্জ আক্রমণ করিয়া। অনেক অর্থ লুটকরিয়া। লইল কিন্তু মহারাজের সৈন্য আসিবাসন্তে অধীনতা। ঘীরকর করিল ১৫৯৫ সালে কুচবহারের রাজা মহারাজের প্রজাতি ঘীরকর করাতে তাহার নিজ কৌশলের। তাহাকে একরূপ মধ্যে খুদ্ধকরেন তাহাতে তিনি মানসিঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি সৈন্যের। তখন যাত্রা করিয়া। ঐ দেশকে করপ্রদ করিলেন মোগল দিগের কুচবহারে এই পুথস গমন হইল ১ ১৫২১৭১৮ সালে অক্ষর দেকানে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে স্থির করিয়া। মানসিঙ্গের তাহার সহিত যাইতে আজ্ঞা করিলেন। উডঃসাহার পাঠান দিগের মধ্যে তৎকালীন প্রধান ওসমান ইহুদীনবাগাতে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে দূর্শ। হইলেন তিনি মহারাজের সৈন্য দিগের জয় করিয়া। বাঙ্গালার অনেক অংশ জয়করিলেন মানসিঙ্গ অতিতরূপ সেরা পুরুষ শান্তিদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে চিন্তভিত্ত করিলেন। মানসিঙ্গ পঞ্চদশ বৎসর পঞ্চদশ স্বার্থ রূপে ও জানপুরকে বাঙ্গাল। শাসন করিয়া ১৬০৪ সালে নিজকর্মণ্য তাগক করিতে চাহিলেন পরবর্তে তাহার প্রভূ ঐ মহান অকবর মৃত হইলেন এবং জেহু-
ছির তৎসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এই সময়ে মান- সিংহ ঐ রাজার প্রাণবর্ধনে অভিশয় বলবান্ত ছিলেন। তিনি অর্থ দানে স্বভাবতীত ও স্বদেশীয় অতি সা- হস্তী ২০ হাজার রাজপুত সেনা রাখিয়াছিলেন এবং তাহারা তাহার কর্ষণের নিতান্ত রত ছিল অতএব ঐ রাজার হেম দিঘের মধ্যে তিনি সকলের প্রধান ছিলেন মানসিংহ যদি পিও নতুন মহারাজার শালিক ছিলেন তখন পি তিনি ইহাইতে অত্যন্ত ভীত হইযা ভাবিত নিরাবরণার্থে তাহাকে রাজসভা হইতে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন।

আট মাসের মধ্যে জেহাঙ্গির তাহাকে পুনরায় করিল। অতিসুখাত সেরাহাকে নষ্ট করিতে করিলেন তাহাতে মানসিংহ এমত কর্ষণে সাহায্য করিলে অমূলীকার করাতে কুতুব উদ্ধিনকে বাঙ্গালার শাসন করিলেন সরেন্দ্রনারের প্রধ- নিন্সা ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালে অতি পুরান। সুন্দরী ছিলেন এবং তাহার স্মৃতি সেরো অতিউচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ছিলেন। এই বিবাহের পূর্বে যূবরাজ জেহাঙ্গির ঐ রমণীর দর্শনে মৃদু হইযা পিতা অকবরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহের সমস্তো অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে কিন্তু মহারাজ নিজ পুণ্ডরের নিমিত্তে ও অবি-
চার করিতে অস্বীকার করাতে ঐ সুন্দরী সেরের পত্নী হইলেন। তাহাকে নষ্ট করিতে জেহাঁজির যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন সেরের অত্যন্ত সাহস ওবল দ্বারা সেসকল অন্যথা হইয়াছিল সের রাজসভায় নিজ রক্ষা অস্বীকার ভাবিয়া। পত্নীর সহিত বাঙ্গালীর আসিয়া বন্দুমানের প্রধান হইলেন অকবরের পরলোক হইলে জেহাঁজির ভারত বর্ষের প্রভূ হওয়াতে ঐ সুন্দরীর কারণ তাঁহার পূর্বাপেক্ষা অতিশয় বাসনা হইল সকল। আপাদ ভোগ করিতে হইলে ও তিনি ঐ নারীকে গুহণায় করিবেন ইহাঁজির করিয়া। কুতুব বন্দুমানে গাজারালির গুজাদার করিয়া। পাঠাইলেন যে তিনি সেরের মৃত্যু। যাহাতে হয় এমত করিবেন কুতুব বন্দুমানে আসাতে সের দুর্ভাজন অশ্বারোচের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বহির্গমন করিলেন ঐ শুভাদরী মর্যাদা। পূর্বক তাঁহার সম্বর্ণা করিয়া হস্তীর উপরে আরোহণ করিলেন। একজন পিয়াদ। সেরার প্রতি পূর্ণে উপদেশ ছিল শুবাদারের পথে সেরের অশ্ব আসিয়াছে এইকথা বলিয়া। তাহাকে আরোহণ করিলে ইহাতে অতিশয় গোল-যোগে উপস্থিত হইল সের দেখিলেন যে তাহার। তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে চাহে একাস্ত সাহসী ব্যক্তির নয় মরিতে স্থির করিলেন। যেহেতু তাহার জ্ঞান অতিশয় সুন্দরী ছিল তেমনি তাহাকে সকলে ভারতবর্ষের মধ্যে।
অভিশাপ বলহাম জানিত। তিনি সাহস পূর্বক এই হস্তী আক্রমণ করিলেন এবং শুবাদার তথাহইতে নীচে পড়াতে তিনি তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া। কাটিয়া ফেলিলেন অন্যক্ষণ ভুললোক তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়া। ঐ রূপ হইলেন অবশিষ্ট লোকের। চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দূর হইতে তাহার প্রতি তার ও গুলিক্ষেপ করাতে তিনি ক্ষত বিক্ষত শরীর হইয়া। অবশেষে পড়িলেন তাহার পত্নী তাহার মূৰ্ত্তি তে খিদ্রামানা না হইয়া শীত্যু জেহাজিলের ভাষা। হইলেন পরে সব লোকে সুবিদিত নুরজেহান নাম ধরিয়া। অনেক বৎসর পর্যন্ত তাহার সহিত ঐ নারী ভারত বর্ষের রাজ শাসন করিলেন।

১৬০৮ সালে সেক ইঞ্জলাম খা। বাঙ্গালার শুবাদার হইয়া। রাজধানী দক্ষিণ আসিয়া। ঢাকা-শহর নির্মিত করিলেন কারণ বাঙ্গালার নদীর ধারে গোত্রগীত জাতীয় নাবিক তখন তার। অভিশয় দুঃখ দায়ক ছিল। ভারত বর্ষে বাণিজ্য সমুদ্রপথ দ্বারা ইউরোপিয়ান দিগের মধ্যে প্রথমে গোত্রগীতির। আই-সেন। ১৪৯৬ বৎসরে বেস্কোবিগী নামক সামুদ্রিক সাহাজাতে জাহাজদার। উত্তরামা অন্তরীপ বেষ্ট করিয়া ভারত বর্ষের পশ্চিম তারে কালিকাতা নগরেরর প্রথমে উপস্থিত হইলেন। গোত্রগীতির তথায় বা-
গিজে বহুলভ দেখিয়া ধারাবাহী জাহাজ পাঠাইতে লাগিলেন অবশেষে স্থান পাইয়া দূর্গ নির্মাণ করিলেন তাহার লক্ষ। উপদীপ জয় করিয়া পুরুষসেনের উপদীপে কারখানা স্থাপনা করিলেন, ভারতবর্ষে প্রথমে আগমন অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বাঙ্গালায় আইসেন নাই এমন বোধ হইতেছে কিন্তু কোন সময়ে তাহার। প্রথমে হুগলিতে বসতি করিয়াছিলেন তাহা সহজবর্ধে নির্বাচন করা যায় না কিন্তু ১৫৯৯ সালে তাহার। যে দুই গিরিজার তথ্য নির্ধারণ করেন তাহার একাধ দেবতাকর্মী ছিল ইহাতে বোধ হয় যে ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বকালে তাহার। তথ্য বসতি করিয়াছিলেন তাহাদের আবাসস্থান অতিদূর্বল বৰ্ধে বোঝিত ছিল চতুর্দিকে ভিতরের উপরে কাসান সকল সজ্জিত ছিল এবং তাহাতে ইউরোপিয় গোল্ডাজ অনেক নিযুক্ত ছিল। তাহাদের শক্তি ও বাণিজ্যেতে এদেশে তাহাদের অধিক সমাদর জন্মিয়াছিল এই সময়ে সমগ্র রাজকীয় বাণিজ্যস্থান অতিউজ্জ্বল ছিল ইহার তুলনা বাণিজ্যের নগর বাঙ্গালায় আর ছিল না পোর্ত গিসের। ইহার অতিনিয়নতে গোলিন কিশোর নামের বাণিজ্যস্থান বসতি করিতেন এই স্থান অনেক দেশীয় লোকের বাণিজ্য চার। বৃদ্ধিপ্রলয় হইয়া পূর্ণ হুগলি নামে খ্যাত হইল।
পোত্তগীলের সপ্তগুম্ব হইতে বাণিজ্যের অনেক অংশ আকর্ষণ করাতে ঐ নগর অতিশীঘ্র ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং ঐ নগরের ক্ষেত্রে প্রতি অন্য কারণ পণ্য লিখায়া ইতেছে। অতিপূর্বকালে ভাগীরথীর প্রধান শাখা ঐ নগরের ভিতরের নীচে দিয়া। আম্বা ও তমোলক হইয়া সমুদ্রে যাইতে এবং বোধ হয় ঐ সময়ের কিংবা পূর্বে সপ্তগুম্বে ঐ নদী শুক্র হইতে আরম্ভ হইল এবং ঈহার প্রধান সুত্র ফুলির খাল দিয়া। বহিতে লাগিল যেখানে অদ্রাপি আছে। চূড়ায় ওলন্দাজদের মধ্যে। অনেককালে পর্যন্ত এক জন-শ্রমী ছিল যে ঐ নদী পূর্বকালে ঈহার পশ্চাৎকার দিয়া। চলিত একে যেকোথা সমুদ্রশে। আছে একে ছিল না। ঈহার কারণ সত্য নিধা যাহা হউক ঈহা নির্দিষ্ট বটে যে সপ্তগুম্ব ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল এবং ঈহার নামাকার ফুলি বৃদ্ধি হইল।

কতিপয় ভূমঢ্যার পোত্তগীলের চুট্টি ও আরাকান দেশে ১৬০০ শালে বসতি করিয়া। তদ্দেশীয় রাজাদিগের কর্মে নিযুক্ত হইল তাহারা। সমুদ্রের কর্মে অতি বিখ্যাত ও অতি সাহসী ছিল একারণ প্রতিবাদিগের অতি-শূন্ত দুর্দায়ক হওয়াতে ১৬০৭ শালে আরাকানের রাজা আপন রাজা হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে নামাল করিয়া। অনেককে প্রাণে নষ্ট করিলেন।
অবশিষ্টান্য দশ খান কুমির নৌকায় পলায়ন করিয়া সমদৃপ উপদ্বীপের উপস্থিত হইল পরে তাহারাই নাবিক তফসর হইল। যোগল শুবাদার যে সকল পোত্তর্গিসিদিগের নিকট পাইলেন তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়া নাবিক তথ্যদিগের অনুরূপে যখন যাত্রা করিলেন দক্ষিণ স্বা- জগুরু তাহাদিগকে নৌকার করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক নৌরহুড় করিলেন কিন্তু তাহাতে যোগলের সম্পুর্ণ পরাৎস্বরহ হইল পোত্তর্গিসির। জয়পুর্বক পুনরায় সমদৃপের অন্তর্গত গঙ্গালিসকে তাহাদিগের সৈন্য ধারী করিলেন যিনি যোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া আঘাত করিলেন এবং প্রতি হিঁসা করিলে তাহাদিগের সহস্র ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট করিলেন গঙ্গা- পিস হঠাৎ এক শক্তিমান রাজা হইলেন তাহার অধীনে এক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য ও দুই সহস্র এত- দেশীয় সৈন্য ছিল আর দুইশত অশ্রুজড় সৈন্য ও অর্থমাত্র জাহাজ ছিল। পদার্থদীর সমুদ্র যে সকল উপদ্বীপ ছিল তাহ। তিনি সকল অধিকার করিলেন তাহার নিকটবর্ত্তি প্রধানলোকের। তাহার সহিত বন্ধুত্ব প্রাপ্ত করিলে নাগিলেন ১৩১০ সালে আরাকানের রাজা তাহার সহিত মিল করিয়া। উভয়ে জল ও ভূমি উভয় দ্বারা বাঙ্গাল। দেশ আক্রমণ করিলে ঐ- কন্তুত করিলেন তাহাদিগের মিলিত। সৈন্যের। ভূলুয়া।
এলাকাগুলোতে আক্রমণ করিয়া আর্থিকার করিল। কিন্তু অতিবলবৎ এক প্রাক্তন মোগলদের সৈন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া আরাকানের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। পৌর্বগিসিদিগের কামনযুক্ত নৌকা দ্বারা সমুদ্রতীরে রক্ষা করিতে অপারেলা হওয়াতে মোগলেরা চত্বরাবরণ্যস্ত তাহাদিগের পক্ষাংশ- বন্দী হইয়াছিল। এই সকল উপদ্রোহের নিমিত্তে বাঙ্গালার শুদ্ধ রাজাদিগী ঢাকায় লইয়া যান যে তিনি এ আক্রমণকারিদিগকে তথা হইতে তাড়াইতে পারেন। আরাকানের পরাজয়দারী ও শুদ্ধদারীর সতর্কতায় পূর্বদিকে বিরোধ রহিত হইল কিন্তু পশ্চিম দিকে তৎক্ষণাৎ নূতন বিরোধ উপস্থিত হইল। চিরবিরোধী উড়িস্যাহিত্য পাঠানের তাহাদিগের পূর্ব প্রভূতপূর্বে ওসমানের অধীনে পুনর্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে স্থির করিলেক এই শুদ্ধদারী প্রথমে তাহাদিগকে কারণ দেখাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূত গিয়া কহিলেক যে পাঠানেরা প্রায় চারিদিক বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বর এক্সেন্ট এই দেশ মোগলদিগকে দিয়াছেন ও যদি তোমরা পুনর্বার যুদ্ধকর্ম তবে আপনার দিগের সমর্নাশ আপনারাই করিবে। অহকারী ওসমান আপন, অধীনে বিশালতি সহস্র পাঠান দেখিয়া।
যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন মোগলের। সুবর্ণরেখার তীর পর্যন্ত অগ্নিসর হইল তথায় অতিসাহসপূর্বক এক যুদ্ধ হওয়াতে পাঠানের সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইল। এই যুদ্ধ ১৬১২ শালে হয় এবং বাঙ্গাল। উদ্ধার করিতে তাহাদিগের এই উদ্যম শেষ হইল পরে পাঠানের। নির্বিশেষভাবে হইয়া ঐ দেশের প্রধানে গ্রামে বাস করিলেন তাহাদিগের একেবার অসংখ্য সন্তানের। পাঠান নামে খ্যাত আছেন।

শুধুদারবাড়ির পোর্তোগিস ও আরাকানদেশীয়ের। পরাজিত হইলে পরে গঞ্জালিস আরাকানজাহাজসকলের কর্তৃত্ব দিয়া আসন জাহাজ আহ্বান করিয়া বিনাপ্রকারে প্রাণদণ্ড করিলেন তদনন্তর তিনি তাহাদিগের সমুদায় জাহাজ লইয়া কিনারা দিয়া লুট করিতে চলিলেন পরে আরাকানের শহর অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে পরাজিত হইলেন। আরাকানের রাজা এই বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যোমর্শ্না হইয়া তাহার নিকটে যে গঞ্জালিসের ভাগিনীর প্রতিভা ছিল তাহাকে পোর্তোগিসিদিগের চক্ষুগোচর হয় এমন এক উচ্চ পবিত্রতাপরি কাফি দিলেন এই সময়ে গঞ্জালিস গৌরীবাসি পোর্তোগিসিদিগের যে শাসনকর্তা ছিলেন তাহাকে পত্র লিখিলেন যে একেবারে অনায়াসে আরাকান জয় করা। যাইতে পারে তাহাতে তিনি তৎক্ষণাত করিওয়া,
নৌকা প্রস্তুত করিয়া আরাকানের নিকটে পাঠাইলেন তাহার আহোম্বাহায়ক গঙ্গাসিদ্ধার অপেক্ষা না করিয়া। নদী মধ্য দিয়া যেখানে আরাকানীয়ের। সুরক্ষিত ছিল সেই স্থানে, উপস্থিত হইলেন গঙ্গাসিদ্ধার তাহার সহিত পরে মিলিয়া উভয়ে একত্র হইয়া। আরাকান নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাহাতে বিলম্বি আগাত পাইলেন পোতবাসিদ্ধারের নাবিক হিন্দুখ্যাক ও দুই শত তাহার লোকের মারাপড়িল এক অবশিষ্ঠ লোকের। পালায়ন করিল এই পরাজয়েতে গঙ্গাসিদ্ধারের সর্বনাশ হইল তাহার পুত্র সকলের বিশ্বাস একে-বারে ভগ্নহইল তিনি সন্নীপে আসিলেন কিন্তু তাহার অনুরোধ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আরাকানের রাজা তাহার অনুমতি এক পুস্তক সৈন্য ও কতিপয় তোগ লইয়া সন্নীপে উপস্থিত হইলেন এবং তদেশ ও তাহার নিকটস্থ তীর সকল অধিকার করিয়াইতস্বতঃ সর্বত্র লুট করিলেন পরে শহর ও গুয়ান সকলে অধিপুর্ণ করিয়া তত্ত্বাবধি লোকদিগকে দান করিয়া। আরাকানের ইহা উত্তম কারণ বশত বোথ হইতেছে যে এই ও ইহার উভয়রোভের আরাকানীয়ের উপদেশে তাহা মুক্ত হইয়া ঐ স্থানে পূর্বকালে অনেক খনী ও পরিত্যাগঞ্জী লোকের বসতি ছিল। যে সকল মুথৃ অনন্ত পাওয়া যায় ও অনেককালের বৃহৎ অট্টালিকার
স্তায়িত্বাগ এবং যে সকল উভয়োত্তম সরোবর ঐ বন মধ্যে দৃষ্টি হয় তাহাতে বিলক্ষণরূপে জানা যাইতেছে যে তথায় পূর্বকালে বসতি ছিল কিন্তু যখন অনুষ্ঠান রহিত হইল তখনি বনময় হওয়াতে বন্যা জন্তু সকলের বসতি স্থান হইল।

১৬১৮ সালে মহারাণী নূরজেহানের ভগিনীপতি ইবুহিম খাঁ বাঙ্গালার শূবাদার হইলেন এবং তাহার অধিকার কারিয়া ইন্দ্রাজেরা এরূপে বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন।

১৬০০ সালে ইলিজাবেথ নামে ইংল্যাণ্ডের রাণী পূর্বদেশে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। কতিপয় রূপিক্ষে এক অনুমতি পত্র দেন ইংল্যাণ্ডের কোম্পানির মূল এই যে কোম্পানিতে ভারতবর্ষের এই মহারাজার একনে শাসন করিতেছেন। প্রথমত তাহারা সূত্রের এক কারখানা স্থাপনা করিলেন তথা হইতে বাণিজ্যার্থে আগুন গমন করিলেন তৎকালে ঐ স্থানে মহারাজার বসতি ছিল। পরে বেহারদেশে বহু মূল্য বাণিজ্য অর্থো আনিয়া ইহা শুরু হইল। ১৬২০ সালে তাহারা দুই জন পুত্রিনিধি পাটনায় পাটাইলেন যে সকল দুই ঐ পুত্রিনিধিরা কয় করিতেন তাহার তরণিদার এই নদী দিয়া আগুন পাটাইলেন পরে তথাহইতে ভূমিপথে সূত্রে পেরিত হৃষ্ট এবং সে
স্থানে জাহাজেরদার। ইংল্যাঙ্গে পুষ্টাপিত হইত দুর দেশ বহনজন্য বয় এমন অধিকবোধ হইল যে তাহারা একার বাণিজ্যের মানস শীঘ্রপরিত্যাগ করিলেন।

ইহুদিমের অধিকারের পুথম পঞ্চ বৎসর বাঙ্গালায় নির্বিভূত ও সৌভাগ্য হইল আগামদেশীয়েরা ও আরাকানদেশীয়েরা দুরীভূত হইয়া ছিল এবং উড়িষ্যায় পাঠানো সম্পূর্ণতর পরাজিত হইয়া ছিল বাণিজ্য পুনরায় উজ্জ্বল হইতে লাগিল ঢাকায় বন্দত এবং মালদার রেসম সম্পূর্ণতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল ইতিমধ্যে এক দৈবঘটনায় এই দুর্ভাগ্যদেশ পুনর্বাচ দুর্গোৎসব মধ্য হইল জেহাঙ্গিরমহারাজের তৃতীয় পুত্র সাজাহান দেকানদেশে এক দ্বুই হিন্দুবিবাহণা পুরুষে পরিচিত হইয়া সুবিধা হইলেন জেহাঙ্গির তৎকালে তাহাকে অতিশয় সেহ করিতেন তাহার পত্নী ঐ সঙ্গীতের নুরজেহান ঈচ্ছা করিতেন যে মহারাজের চতুর্থ পুত্র মহারাজের পরে রাজা হয়েন যে রাজকবার তাহার পুত্রম স্বামী সৌভাগ্য পাঠানদেশ জাত কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহারাণী সাজাহানের সৌভাগ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন এরাজকবার বুঝিলেন যে তাহার ভূতাত্ত্বিক জীবনে থাকিতে তিনি আত্মচেষ্টা ব্যতিরেকে কদাচ রাজা প্রুষ্ট হইবেন না অতএব অতিশয় চেষ্টা করিতে স্থির করিলেন ইতিমধ্যে পার-
সীমারা হঠাতকার রাজ্যে আক্রমণ করাতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে তাহাকে দেকানহইতে যাত্রাকরিতে আচ্ছাদিত সে আচ্ছা না মানিয়া তিনি স্পষ্টঃকৃপে বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর অভিয়ন যাত্রা করিলেন এবং অহকার পূর্বক পিতার নিকটে সেকল দাওয়া করিলেন তাহাতে জেহাঙ্গির তাহার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এক যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান পরাজিত হইয়া পুনরায় দেকানে পলায়ন করিলেন। তাহার জেহাঙ্গির নর্ম্মান্দিনী পর্যন্ত তাহার পশ্চাৎ যাওয়াতে তিনি হঠাৎ ফিরিয়া বাঙ্গালায় যাত্রাকরিয়া উড়িষ্যার অধ্যাদানে বাধ্য হইলেন।

সাজেহান বাধ্য হইলেন অস্বাভাবিক হাস্যপরিমিত পোড়ানগরাদির শাসনকর্তা মাইকেল চিকেন রাহিলে তাহাকে আমানকরিতেন এবং ঐ রাজকুমার যুদ্ধার্থে তাহার নিকটে গোলমজাজের সাহায্যা প্রার্থনা করিতে তিনি অভিশাপ বিদ্রোহপূর্বক তাহার সহিত মিলা-লাপ করিলেন কিন্তু সাজেহান তাহার প্রতিহার্ষিকা করিতে পারিলেন না এমতামনে বুঝিয়া ঐ শাসনকর্তার তাহাকে সাহায্য দিতে অভীকার করিলেন রাজকুমার এবিযর্থ মনে রাখিলেন এবং যখন দিল্লীর সিংহাসনে আকাশ হইলেন তখন এই নগরকে তাহার প্রতিভিঞ্চা তোগ করাইলেন। সাজে-
হান একেবে বাঙালীয় উদ্দীপনায় রাজমহলে উপ-স্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার ইবুরাহিম তাহার পণ্ডিত যায়ী হইয়া এক যুদ্ধকরিলেন তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া মারাপঁড়লেন ঐ বিজয়ী পরে ঢাকায় গিয়া তথাকার কোষ হইতে চলিবেক কোষ মৃদুলা লাইয়া তফস্বারির কমের নিয়মকরিয়া দিলির প্রতি যাত্রা করিলেন পথিনথে ক্রমে মুঢ়ের পাটনা এবং রোতস অধিকার করিলেন এবং নিরাপদে রাখিতে রোতসে তাহার পরিবার প্রেরণ করিলেন পরে বাড়িতে গমন করিয়া। শুনিলেন যে মহারাজের সৈন্য তাহার সহিত যুদ্ধাথে আসিতেছে একারণ তৎসন্দরে সেই নিজৈন্য স্থান করিলেন তথায় এক কাটাকাটি যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান সম্পূর্ণতর পরাজিত হইলেন এবং যে পথে তাহার তিনি বাঙালীয় আসিয়াছিলেন সেই পথে পথে পথ পথ পথ তিনি দেকানে গমন না করিয়াছিলেন সেই পথ পথ পথ পথ তাহার পণ্ডিত মহারাজের সৈন্য গমন করিয়াছিল তথাহইতে তিনি পিতাকে এক খেলপ্রকাশ শবক পত্র নিখিলেন তাহাতে তাহার অগ্রাধ্য নাগর্ম হইল তিনি যে দুইবৎসর পর্যন্ত নিজ অধিনীর বাঙালী দেশ রাখিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। ।

সাজেহানের উপরোধ নিধারণের পরে খানেজাদের খাঁ।

শুবাদার নিয়ুক্ত হইলেন তাহার অল্প শাসন কালের
মধ্যে অন্যকোন বিষয় লিখনের যোগ্য নাই কেননা তিনি বাইশলক্ষ মূল্য রাজস্ব দিলাতে প্রেরণ করেন অনেক বৎসরের পরে এইটাকে প্রেরণ হয় কারণ আরাকানদেশীয় দিগের ও পোত্রগীরদিগের, উপদ্রোহ দ্বারা ও রাজকুমারের বিদ্রোহ দ্বারা। সন্তায় রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল বাঙ্গালাদেশ এমত নির্ভর হইলে যে ১৩২৭ শালে ফেডাই খাঁ এই নিয়মে শুবদার হইয়া বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন যে তিনি প্রতিবৎসরে পঞ্চ লক্ষ নগত টাকা মহারাজকে ও পঞ্চলক্ষ মহারাণীকে প্রেরণ করিবেন।

চতুর্থো অধ্যায়।

১৩২৮ শালের প্রথমে জেহংগির মৃত হইলে সাজেহান মহারাজ হইলেন এবং তিনি তৎক্ষণাং কাসিমক্খাকে বাঙ্গালার শুবদার করিয়া। পাঠাইলেন তাহার ঐ কর্মে নিযুক্ত হওনের পরে দুই এক বৎসরের মধ্যে মহারাজকে লিখিলেন যে কতি-পায় ইউরোপীয় পোত্রগীরের। অর্থাৎ পোত্রগিসের। যাহাদিগকে বাণিজ্যার্থে হুগলিতে থাকিতে অনুরূপ। হইয়াছে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া অতি অনুকূলীন হইয়াছে তিনি আরে। লিখিলেন যে যেকলানেকা তাহাদিগের কারখানায় যায় তাহা হইতে বাহার মাসুলগুহ্কের ও তাদীর সংস্থে সকলনৌক।
ছইতে লুটকরে এবং সগুগুম হইতে বাণিজ্য অার্পণ করিয়া। আপনারদিগের হস্তগত করিয়াছে ও তাহাকেও কর্ষ্টব্যক্ষে ব্যাগাতকরে। মহারাজ সর্বনা করিলেন যে নাইকেল রন্ধিরে বন্ধমানেতে তাহাকে যুদ্ধক্ষ-যোগিত্বের প্রদানকল্যাণ নাই এবং পোড়িতে দিগকে তাহার রাজ্যহইতে বহিত্তুত করিতে গুরুদায়ের প্রতি আম্বাকরিলেন।

কিন্তু না। ১৩৩১ শালে পোড়িতে দিগকে আক্রমণ করিতে এমত শুঙ্গভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন যে তাহার উইঁর কলন। কিছুন্তু বোঝাকিয়ে পারেনাই। তিনি এইদিনের ভিন্ন স্থানে ভূমিপ্রক্ষত সাহ। সংগৃহীত সেরুপের কিন্তু কথা- ধর্ষণে শ্রীরামপুরে নদীর উপরে নৌকাদর। এককালের করিলেন ১৩৩২ শালে মহারাজের সাহের। হুগলী নগরের চক্টিতে বেষ্টনগুলি তিনের এ বেষ্টনগুলির পরে পোড়িতে দিগকে লক্ষ্যতাকর। করিতে বাণিজ্যি করিতে ত্বক্ষকরী। পোড়িতে হইতে সাহায্য। প্রায় আবুনায় পোড়িতে দিগে দ্রুতাগুর্গুত্তর রত্নাকরীন এবং বন্দুকেন্দ্র। পোড়িতে দিগকে অতিশয বিরক্ত করিতে লাগিল অবশেষে এই স্থানে উপদ্রোহ করিতে মোগলের অক্ষতহইল। উইঁর নিচে এক শোভঙ্করী। বারুদ্ধার। পোড়িতে শিবরকিলেন যখন এ গত্ত
গুপ্ততহশিল তখন উহাতে অধিপ্রদান করিয়া ঐ দূর্গ ও তৎস্থিত লোক দিগকে পোড়াইয়া মারিলেন ঐই বৃস্ত এক মহৎ অপকার করিয়া নোগলের। উহার মধ্যে এবং কঠিন আঘাতে এককৃত্ত জাহাজি তাহাতে দুইসহস্র মনুষ্য উহার পরে উহার প্রতি মুসলমানের আক্রমণ করাতে তাহার কার্য্য অধীন না হইয়া নিজ অস্ত্রাগারে অধিপ্রদান করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন। অন্যান্য অনেক জাহাজ তাহাদিগের নিজেদের এবং এসকল জাহাজ নদীতে ভাসিতেন।

নৌকার নাম কোথায় পোড়াইল। ছোটোয় বড়োয় তিন শত হইতে অধিক হইবে যেসকল নৌকা ঐ নগরের প্রান্তভাগে নোঙ্গর করিয়াছিল তাহারমধ্যে তিন খানি মাত্র বঙ্কাপাইল। ঐ জয়ির ঐ স্থান লুটকাতিয়া তাহাদিগের গিরিজা ও দেবমূর্তি ধূসর করিলেন। সহস্র পোড়াইয়া গিয়া। ঐ স্থানে মারিলেন এবং লুটপার ও বালক বালিকা সমূদ্রের চারি সহস্র চারি শত বন্দী হইলেন পরোচাহতের। রাজসভায় প্রেরিত হইলেন এবং পরম সুদরীর সাজেহানের দিল্লির অন্তাঙ্গ থেকে প্রেরিত হইলেন ছোইলশিল দুইপুকারে নোগলদিগের হৃদয়ে বাক্সলার মধ্যে রাজকীয় বাঁধিয়া স্থান হইল এবং

(৩১)
সপ্তগুলি হইতে সরকারি দপ্তরখানাও কাগজপত্র অনুমতি হইল এবং ঐ স্থান পঞ্চদশশত বৎসর পর্যন্ত সৌভাগ্য ভোগকরিয়া অবশেষে পলিগুলের দুরবস্থায় মমহইল। একজন কোজ্জিয়ার অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ হুগলিতে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহার দোষবিষয় বিচার করিতে তার থাকাতে তদবধি বিচারস্থানে যাইতে দোষের সম্বন্ধ আছে তাহাকে কোজ্জিয়ার বলায়া। ঐ ১৬৩২ শালে কাসিমখুরি গাহাদার মরিলেন।

হুগলি ধৃঢ়সহওনের দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা সমৃদ্ধিবাদ্য বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুমতিপত্র পাইলেন। ঐহঁ কেবল বোটন সাহেবের মহাজাতে সম্পন্ন হয়। ১৬৩৪ শালে মহারাজ সাজেহান দেকানদেশে তাহুতে ছিলেন তৎকালে তাহার এক কন্যা বল্পে অপ্রিলাগ্নেতে অভয়ার্থ কোপে দুঃখ হইয়াছিলেন একারণে সুরতে ইংরাজদিগের কারখানায় তাহাদিগের চিকিৎসকের সাহায্য প্রাপ্ত নায় সম্পূর্ণ পুরুষ পেরিয়া হইল। কোপানির এক জাহাজের চিকিৎসক বোটন সাহেব তথায় পেরিয়া হইল। সম্পূর্ণ কোপে রাজকন্যাকে অনন্দিত হইলেন। পরে ঐ কৃতজ্ঞ মহারাজ তাহাকে কহিলেন যে তিনি বে পুরস্কার পুরস্ক করিবেন তাহাই পুণ্ড হইলেন ত'হাতে ঐ মহারাজের আগনার লিনিতে কিঞ্চিত্তাত্র
প্রার্থনানাকরিয়া এইমাত্র যাত্রা করিলেন যে জ্ঞাতিদিগকে মাসুল ব্যাটিলারকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে ও কারখানা স্থাপন করিতে অনুরুপ করুন মহারাজ তাহ। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি পোন্তগিরিকের বিষয়ে দেখিয়াছেন যে উরো-ইপিয়ন্তোকদিগের এদেশের মধ্যে বসতি করিতে দিলে কিন্তু বিপদ হইতে পারে একরাণ বালেশ্বরের নিকটে পিপলী গ্রামে তিউহাদিগকে কারখানা করিতে স্থির করিয়া দিলেন ঐ স্থানে ইংরাজের। ১৬৩৪ শতাব্দীর পুরুষ জাহাজ নোঙ্গর করিলেন যাহারা এই দেশের মধ্যদিয়া আমিবার কানে অনায়াসে দ্রুত-অর্থের নিয়ম করিয়া। আসিলেন ইংরাজের। পিপলীতে কারখানা। করিলে চারি বৎসরের পরে ওলন্দাজেরাও তথায় কারখানা স্থাপন করিতে অনুমোদন কৰিলেন।

১৬৩৮ শতাব্দীর ইঞ্জিলাম খ্রীষ্টীয় মুসলমানদের একজন পুরুষ ও বিচ্ছিন্ন মাসুল বাঙ্গালায় গুরুত্বপূর্ণ হইলেন। তাহার অধিকারের পুরুষ বৎসরে চতুর্থাব্দের আরাকানের রাজার নামের মুক্ত রায় পুরুষ বিসবাহারীর। হইয়া ঐ স্থানে নোঙ্গরের করিলেন যে ঐ স্থান পূর্বকালে তিনি বাণিজ্য
রাজ্যের এক অংশ ছিল পরে মুসলমানেরা জয় করিয়া ছিলেন কিন্তু নোগল ও পাঠানদিগের পর-স্পর বিরোধকালে। ইহা আরাকানরাজের হস্তগত হইয়াছিল ঐ বৎসরে যিনি তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন তাহার নামানুসারে ঐ স্থানকে ইজলামাবাদ বলাহার। ঐ সময়ে আসামদেশের রাজা বুক্ষপুঁপ নদে পঞ্চাশ নৌকা প্রস্তুত করিয়া তদারোহণঘাত। প্রতিগৃহ ও নগর ঘুট করিয়া সোতোবৎ বেগে বাঙ্গালায় উপনিষ্ট হইলেন। বাঙ্গালার শুবদার কানান যুক্ত যুদ্ধার্থ নৌকার সহিত তাহার অগ্রে বিগুহার্থে গমন করিলেন। আসামীয়েরা তাহার শক্তিতে পরাজিত হইলেন তাহাদিগের জাহাজে অথ্যশ্রম করাতে কিয়ৎ লোক তীরে আসিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের চারিসহস্রলোকের প্রাণ হরাইলেন। ইজলাম খাঁ। তাহাদিগের স্বদেশ পর্যন্ত পশ্চাতগামী হইয়া পঞ্চদশ দূর্গ অধিকার করিয়া অনেক লুটকরিয়া লইলেন। ইজলাম খাঁর অধিকার একবৎসরের অধিক ছিল কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে ঐ রেপে মুসল-মানেরা কুচবহার আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সুলতান সামুজ।

১৩৩৯ শালে মহারাজাসাধের দ্বিতীয়পুত্র সুলতানসুমুজ্জি চতুর্বিংশতি বর্ষবয়সে বাঙ্গালার শাসন
কর্তা হইয়া। প্রথম বিশেষত বৎসর পর্যন্ত অতি-বিবেচনাপূর্বক এইস্থান শাসন করিলেন । কোন ভবিষ্যৎ বিবেচনাধারা। বেহার দেশ সত্যত্র রাজ্যাংশ কৃতহইল । সুজা প্রথমত রাজধানী ঢাকা হইতে রাজস্থান আসিলেন ও এ স্থান নানাপ্রকার উন্মত্ত অটুলিকারার সুশোভিত করিলেন । ঐ স্থানের বর্তমান রক্ষা-কারণ যেসকল উপায় মানবিন্য করিয়াছিলেন তাহ। ইনি বদ্ধিত করিলেন কিন্তু অনন্তর বৃষ্টির অগ্নি বাণিজ্যজ এই নগরের উত্তরতাত্ত্ব অঞ্চল নষ্ঠহইল এবং গঙ্গার গুলিত অর্থান্যাদিতে বহিতে নাগিল ঐ এতে পূর্বে গৌড়নগরের ভিতরের নিকট দিয়া যাইত কিংবা তৎকালে অভিব্যক্তি রাজনগরের ধারাদিয়। যাইতে আরতভাবিল এবং ঐ নগরের অনেক অটুলিকার গুলিতে নিমিত্তকরিল । গৌড়নগর হইতে রাজসভা পূর্বেই স্থানীয়র হইয়াছিল সম্প্রতি নদীসম্পদ নষ্ঠ হওয়াতে তৎস্থান একবার বন হইল অগ্নি ও নদীদিবারা রাজমহল নগরের বক্ষতি হইয়াছিল তাহ। গৌড়নগর রাজসভা পূর্বেই স্থানীয়র হইয়াছিল সম্প্রতি নদীসম্পদ নষ্ঠ হওয়াতে তৎস্থান একবার বন হইল অগ্নি ও নদীদিবারা রাজমহল নগরের বক্ষতি হইয়াছিল তাহ। গৌড়নগর রাজসভা পূর্বেই স্থানীয়র হইয়াছিল।

সুজা রাজসভার আসিলে পরে বোটসাহেব তাঁহার সম্বন্ধে করিতে তথ্য গমন করিয়াছিলেন । তৎকালে একজননাইর অভিশায় পীড়াহইয়াছিল বোটন্সাহেবের সূত্রাতি ভাগতর্ষের সমস্ত বিষ্ণুর হষ্টাতে সুজা ঐ
পৌরোধার ব্যবস্থা করিতে তাহার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। এবিষয়েও বোটনালবেঙ্গ সুসিদ্ধ হওয়াতে তিনি
রাজসভায় অতিশয় প্রিয় হইলেন এবং এতদেশের
শাসনকর্তা মহাশয় বালেশ্বর হুগলি ও পিপুলী এই
ধন্য স্থানে কারখানা স্থাপন করিতে ইংরাজ দিগকে
তাহাদের অনুমতি করিলেন। আটবৎসর পর্যন্ত
অতিশয় পৃথিবীপূর্বক সুজা বাঙ্গালাদেশ শাসনকর্তার
পরে তাহার পিতা হিরুসা ও ভয় প্রবৃত্ত তাহাকে
পুনরাষ্ট্রিয় করিয়া কাবল দেশের শাসনকর্তা করিলেন।
কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পুনর্বার বাঙ্গালার
শাসনকর্তা হইল। নববৎসর পর্যন্ত উত্তরূপে শাসন
করিলেন তাহার অধিকারকালে এদেশে অতিশয়বৃঙ্গ
সৌভাগ্যবুদ্ধি হইয়াছিল। ইহার কারখানা সকল উন্নতि-
শীল হইল বাণিজ্য পুনর্বার বিস্তৃত হইল ইউরোপিয়া-
নেরা। অতি বৃহৎ পরিমাণে ব্যাঙ্ক ও রূপত আনয়ন
করিলেন যাহার বদলে রাজনীতিকর্তা দিল্লীর রাজার
সভার প্রতিকূল হইল উত্তরূপে বিচার হইতে লাগিল
এবং ঐ শুভদার বিনয় ও বৈধীভাব। সকল প্রজার
প্রিয়পাত্র হইলেন এইরূপে সৌভাগ্য ও নির্বাচনে
নববৎসর গভীর এদেশের একুশ অবস্থা। অনেক
শতবৎসর পর্যন্ত হই নাই।

অতঃপরে এই আনন্দ লক্ষণ একেবারে যদ্যপি ও দুঃখে মনো
হইল। এই দুঃখের সময় বর্ণনার পূর্বে আমাদিগের বলা উচিত হয় প্রায় ১৬৫৭ সালে সাসুজা এতদেশের রাজ্যের নতুন খাতে। করিলেন মোগলদিগের রাজ্যকালের মধ্যে প্রথমত ১৫৮২ সালে দেওয়ান তারকুলু রাজকরের নির্নাতন তাহাতে এককোটি সপ্তলক্ষ টাকা জমা বদ্ধ হয় ইহ। আমার পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। তদন-স্তর ঐ রাজ্যের ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া সাসুজার নতু খাতায় এককোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা হইল অতএব পঞ্চশতিতি বৎসরের মধ্যে প্রায় চতুর্থিংশতি লক্ষ মুদ্রা অধিক হইল। উড়িষ্যা কুচবইহার ও ঠিপুর নতুন জিত এই তিন স্থান হইতে ও মুদ্রালয় হইতে চতুর্দশশতক উৎপন্ন হয় এবং যেসকল পুরাতন ভূমিরক তারলুল ঘির করিয়াছিলেন তাহার দশ লক্ষ মুদ্রা বৃদ্ধি হইল। এই এক কোটি একত্রিশ লক্ষ মুদ্রা হইতে নাবিক যুদ্ধার্থ ও বিচারার্থ সমূদায় রাজকীয়ব্যয়ে চতুর্থচতু-রিংশত্তলক্ষ মুদ্রা হইলেই যথেষ্ট হইত অতএব বাঙ্গালা হইতে বায়বশিক্ত সপ্তাশীতি লক্ষ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন ফেলেই থাঁ। দশ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে দ্বীপার করিয়া। শুভাদার হইয়াছিলেন তাহা নার্ণ করিলে বোধ হইবে যে এদেশের অবস্থ। অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ বৃদ্ধি শুভাদারের উত্তরবাণী রাজকীয়বর্ধমান হইতে।
ও বিশেষত ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য হইতে হইয়াছিল।

১৫৫৭ সালে দিল্লীর মহারাজ সানুজার পিতা সাজেহান আশারহিত পীড়ার মন্ত হওয়াতে তাহার চারি পুত্রের গ্রেহেকে ঐ সিপ্রানসন লইতে সচেষ্ট হইলেন। সুজা বোধ করিলেন যে বর্তী তাহার জেষ্ঠ ভুতি দারা মহারাজ্য প্রাপ্ত হয়েন তবে তিনি উঁচিকে বন্ধ রাখিতেন বা নষ্ট করিবেন এইজন্য ঐ সিপ্রানসন অপনার প্রাপ্তির কারণ অভিসার চেষ্টা করিতে স্বরূপ করিলেন। এবিষয়ে তাহার বিলক্ষণ উপায় ছিল। তাহার অধিক সাহসী সৈন্য ছিল এবং কোষ পরিপূর্ণ ছিল এবং আপনিও সকল প্রাপ্তির প্রিয় ছিলেন। তিনি সর্ববিদিত করিলেন যে তাহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাতে যে সকল বিপরীত লিপি পাইতেন যে সকল তাহার ভুত溆ত কৃত্রিম করিয়াছিলেন এই বগল প্রকাশ করিতেন। তিনি সৈন্য হইয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। দারা তাহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজপৃতি সলিমান ও জয়সিংহামক রাজপুত সৈন্যাধিকারকে পাঠাইতে নির্দেশ করিলেন কিন্তু জয়সিংহার প্রস্থানের পূর্বে মহারাজ তাহাকে আহ্মানকরিয়া কহিয়াছিলেন যে তিনি সৃষ্টি নিবারণ করিয়া তিনি স্বয়ং ভুতাদিগের বিরোধ ভঙ্গ করিবেন। যখন সুজা বারাণসীয় নিকটস্থনদিয়
পার হইবার কারণ এক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া ছিলেন তৎকালে তাহার ভ্রাতার বৈনেয়। অপর তীরে উপস্থিত হইল জয়ন্তী তৎক্ষণাৎ সৃষ্টির সৃষ্টির কথাপট্টন আরও করিয়া। পিতা ও ভ্রাতুর সৃষ্টির বিরোধেগুলো তাহার নির্দিষ্ট। দুর্ভাগ্যে লাগিলেন সৃষ্টি। তাহার হেঁতুৎ দারা। এমত বুঝিলেন যে নির্বিচ্ছেদে বাঙালীর প্রত্যামন্ত্র করিতে প্রতিষ্ঠা। করিলেন কিন্তু যুবরাজ সলিমান যুদ্ধায় ব্যাপুর হইল। জয়ন্তীর অগোচরে নদীর যে অংশে অম্প জল আপনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া। রাত্রিযৌগে নিজ সৈন্য পার করিলেন এবং সুষ্ণায় পরিত্যাগ করাতে সৈন্যদিগের অগ্রসর দারা। সুষ্ণ সতর্ক হইল। তৎক্ষণাত নিজ হস্তে আরোহণ করিলেন কিন্তু তাহার সৈন্যদিগের অক্ষম্য অসংবিধায় হইল। পলায়ন করিল তিনি তাহার দিগকে সুষুরুম করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে সকল বৃথা। হওয়াতে অবশেষে তাহাকে পলায়ন করিতে হইল। প্রথমত পাঠালৌগ পরে মুক্তের আসিলেন সলিমানঞ্চ আক্রমণ করিতে সহ। করিলেন কিন্তু মরণ ও আরঞ্জের এই দুই পিতৃত্বের সম্প্রতি যুদ্ধায় তাহার পিতা তাহাকে আক্রান্ত করিলেন আরঞ্জের দারাকে পরাজিত করিয়া বৃদ্ধ মহারাজ সাজেহানকে কারাগারে রাখিয়া যুদ্ধ দিল্লীর সিংহসনে আকার হইলেন।
অরঞ্জেবের মহারাজ অধিকার করিয়াছেন এই সময় সাধারণ বংশীয় ছিলেন খুলে জানি। তিনি তাহাকে অভিনন্দনের জানিতেন তথ্যপী এবং অনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহার নিকটে বাঙালিয়া অধ্যক্ষতার হ্রাস পুনর্জালঞ্জন করিয়া তাহার নিকটে তাহার লুপ্ত উত্তর করিলেন যে তিনি পিতার কেবল কর্মধার হইয়াছেন অতএব সাধারণ নিমিত্তে নূতন নিরোগ আবির্ধ্যক হয় না সেখান হইতে সাধারণ ভূতাত্ত্বিক বিশ্বাস হইতে হইবার উপযুক্ত ছিলেন না তিনি উত্তর জানিতেন যে অরঞ্জেবের মহারাজ হইলে কোন ভাস্তে তাহার মন্ত্র নাই একরণ মহারাজপদপ্রাপ্তির নিমিত্তে পুনর্জাল যুদ্ধ করিতে স্থির করিয়া। ১৬৫৯ সালে এক প্রধান বিপুল সৈন্য সংগঠিত পূর্বের হিন্দুস্তানে যাত্রা করিলেন।

সুজার সৈন্যদিগের মহারাজের সৈন্যের সহিত কর্মান্তরিত হইল যুদ্ধের পূর্বে আরঞ্জেবের অনেক সৈন্য তাহার ভূতাত্ত্বিক পক্ষে অসিল তাহাতে যদি সুজার সৈন্যাধিকার। ব্যবহার করিতে পারিতেন তবে তাহার জয় হইত পরিমিত যুদ্ধে তাহার সৈন্যের।

যুদ্ধকরিল প্রথমত জয়িত হইল এবং সুজার হস্তে আরঞ্জেবের।

বের পরিনিকটে আনাতে উমাদূর্বল এক যুদ্ধ হইত ভালাতে মহারাজের হস্তী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে তিনি উহার পরিদায়ক করিলেন এমত সময়ে তাহার সৈন্যাধিকার।
মীরজুমলা কহিলেন ওহে আরঙ্গে তুমি আসনহইতে অবতরণ কর তাহাতে মহারাজ তৎক্ষণাৎ হৃদ্যীর গণিতৰোধ নিনিত্তে পাদবদ্ধন করিতে আহ্ত্যকরিলেন এবং অবতরণ করিয়া স্বর্ণ মুদ্রকরিতে কল্পিলেন সুজার সৈন্যেরা অক্ষম হইয়া তাহাকে পথপ্রদান করিল ইতিনেম্বে সুজার হস্তী অকর্মণ্য হওয়াতে তিনি অতি দুঃস্বখে তাহাইতে অবরোধ করিয়া অশেখরি আরোহণ করিলেন 'তাহার' সৈন্যেরা। প্রভুর অদর্শন্মর্য ইতস্তত পনায়ন করিল সুতরাং তিনি একাকী প্রথমত পাটিনায় তথাহইতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন আরঙ্গে নিজপুঞ্জ নহাইদম ও সৈন্য। ধন্য মীরজুমলাকে সুজার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং অঙ্কুশ করিলেন যে তাহাকে গুহন না করিয়া। কোনমতে না নিবৃত্ত হইলেন তাহার। আরিয়া মুছের বেষ্টন করিলেন তৎকালে সুজার সৈন্যেরা। পুনরায় তাহার নিকটে আসাতে ঐনগর তাহাদিগের বেষ্টন অপিরকাল সহিতে পারে এমত দৃঢ়তর রক্ষাকরিলেন কিছু মীরজুমল। গুহিলেন যে সারগতি পক্ষত্বার্থ বাঙালায় পুরবেশ করিতে আর একপথ আহে একারণ এক পুকুরত সৈন্য সেইদিগে পৌঁছর করাতে তাহার। শান্ত পুকুরস্ত ভূমিতে বিশীর্ণ হইল।

সুজা এই অবস্থা অবগত হইয়া তথাকার রক্ষা পরিত্যাগ
করিয়া রাজমহলে পারায়ন পূর্বক ছয়দিন আখ্যায়ক। করিলেন পরে অতি অফলকৃত পুলিস বায়াইপুত রাথি সুমোগে নিজ সৈন্যদিগকে নোকায় আরোপণ করিয়া নদীপারে তদ্দা পুষ্টন করিলেন নেই রাথি অর্ধি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে মীরজুমল। দেখিলেন যে রাজমহলের নিকটে বর্ষাকাল পর্যন্ত সৈন্যদিগকে তাঁবুতে রাখিতে হইল এইকালে সুজা নিজ সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন এবং অর্থ দ্বারা অনেক ইউরোপীয় গোলমাঝ সন্ধু করিয়া সৌজিতির আশা করিলেন মহারাজের পূর্ণ মহান্দ্র সুজার কন্যার সৌন্দর্য্যাধার। সুম্ভ হইয়া নিজসৈন্য পরিভাষা করিয়া। তাহার পক্ষে বুক হইলেন মীরজুমল। দূরহইতে এই সমাদ শুনিযা বোধকরিলেন যে সন্দায় ইন্ন্যা রাজকুমারের সহিত গিয়া থাকিবে তিনি শান্ত তাঁবুর নিকটে আসিয়া। দেখিলেন যে সন্দায় বিশৃঙ্খল হইয়া তে কিন্তু সরু পক্ষে যাহাতে পুষ্টত হইতেছে অপরাশ বন্দ্রব্যালু করিতেছে কিন্তু তাহার আগনে সন্দায় সুশুষ্ক হইল তিনি সৈন্যদিগকে কহিলেন যে বালক রাজপুত নির্দিষ্টাপুর্যুক্ত পিতার ক্রোধের বিষয় হইলেন। তিনি বর্ষাকালে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে স্বহি পুর্তিচ্ছ হইয়া নেকা সন্ধু করিতে আচ্ছা করিলেন। মহান্দ্রের আগনে সুজা অতি সন্ত্র্ভ হইয়া রাজকুমার কন্যার বিয়া ঘটা-
পূর্বক সম্পর্ক করিলেন তাহাতে সমুদায় রাজসভাস্থের। অনন্দিত হইলেন অনস্ত্র নদী কিঞ্চিৎ শুক্র হওয়াতে মীরজুম্লা। সূত্রতে আপনার সম্পর্ক সম্প্রতি করিয়া ঐ স্থানিত। নিজস্ব পার করিয়া তন্দ্রায় উপস্থিত হইলেন সুজ। অবধি পূর্বক যুদ্ধের আগে সম্পূর্ণ হইতে স্থির করিলেন একারণ তিনি সম্পূর্ণস্তরে পরাজিত হইলেন ও তাহার বিষয়কর্ম সকল একেবারে নষ্ঠকুল পরে তিনি ও তাহার জানাতা ডাকায় পলায়ন করিলেন অতএব বিনা বাধায় মীরজুম্লা তন্দ্রায় প্রবেশ করিয়া প্রথমত তথাকার রাজকর্ম স্থির করিলেন অনস্ত্র ডাকায় গমন করিলেন তথায় সুজ। পঞ্চদশ শত মনুষ্যের অধিক সংখ্যা করিতে পারেন নাই তৎকালে তিনি জগাতীয় যুদ্ধনৃদ হওয়াতে মন্তব্যায় গিরা যাবজ্জীব ভঙ্গনায় যাপন করিতে স্থির করিলেন চত্বার- রিঃশৎ জন তাহার শিক্ষার্থ ও অন্বেষিত সম্পর্ক হস্তিন উপরে এইরূপ তৃপ্তি দেশো হইয়া। চক্রুন্মের উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি দেখিলেন যে মন্তব্য গমনের কোন নৌকা নাই এবং অতি ভয়াবহ সমস্ত পুরুষক সমুদ্রের নৌকা থাকিতে পারেন অথবা শত্রুর তাহার প্রতি আক্রমণ করিতেছে অতএব আরা পলায়ন বাহিনীর অন্যক কোন উপায় ছিল না এই পুরুষক তথাকার রাজার নিকটে আপনার অগমনের, সম্ভাব
জানাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে ঐ রাজা
তাহাকে বন্ধবৎ ব্যবহার করিবেন এই উত্তর পাঠাই-
লেন তিনি সপরিবারে সুখপূর্বক আরামানন নগরে
রহিলেন এবং তথাকার লকেটে। প্রথমত তাহার প্রতি
দ্যায়লুক্তে ব্যবহারকরিয়াছিল অনুরাগে রাজাতাহার
প্রতি তাছাদ্য এককা করিয়াছিলেন অবশেষে তাহার
কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করাতে সূজ। অতিক্রাদ-
পূর্বক উত্তর করিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে তিনি নান্দে-
কের সহিত বিবাহহীন। তিনি বংশের অপমান করি-
বেন না ইহাতে রাজা ঐ হতভাগ্য রাজাকে আক্রমণ
করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন সূজ। জীবনের শেষ
পর্যন্ত অতিশয় সাহসপূর্বক আন্তরঙ্ক করিলেন
তাহার পারিবারিক লকেটে অধিকাংশ নষ্ট হইলে পরে
তিনি এক গুরুতর ক্ষতি পাশ্চাত্যত। আহত হইলেন
এবং তৎসঙ্গে তাহাকে গুহুম করিয়া নিরস্ত করিয়া
বন্ধন করিল অনন্তর এক কাণ্ড ভঙ্গ্য আরোপণ করিয়া
নদীমধ্য দিয়া বাহিয়া। চলিল এবং তথায় ঐ নাবিক
ভঙ্গার চির্যা খোলাতে সূজা ও ভঙ্গা ধর হইল অন্য
নৌকাত। নাবিক লকেটে গৃহীত হইলে পরে পারার-
বানীনাম্বু সূজার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজা
যাওয়াতে ঐ সাধু কুললিন্দা নির্দেশার্থে আপনিদের
অভ্যাস্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাহার
(১২)

দুই কন্যা নিবাসামলারা পাণিবিভাগ করিলেন কিন্তু কন্যাকে রাজা বলপূর্বক বিবাহ করিলেন তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রমে কষ্টই হইয়া মরিলেন এবং রাজা সুজার দুই পুত্রকে জন্ম নিমগ্ন করিয়া মরিলেন এই ক্ষেপে হত-ভাগ্য সুজা সমুল সমাধান নষ্ট হইলেন যিনি বাঙ্গালায় এমন পুত্র ছিলেন যে মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেবা হইলেন নাই বখন তাহার পিতা বুজা নদার কারাগারে থাকিয়া। এই দুর্ঘটনার সাহায্য পাইলেন তখন কহিলেন যে এই বুঝি নাশিক সুজার এক পুত্রকে রক্ষা করিল না যাহার দ্বারা তাহার পিতামহের দোষ উদ্ধার হইত।

মীরজুমলা। এই কারণে শাসনকে নষ্ট করিয়া বাঙ্গালার শুদ্ধকরণ হইলেন যেসকল উপদ্রব আমরা বর্ণনা করিতে রাজ্য তাহার মধ্যে অনেক নিকটস্থ রাজারা বিদ্রোহায়চারী হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে কুচবিহারের রাজা স্ত্রী হইয়া। অমাস দেশের কিছু অংশ করিয়াছিলেন এবং বুজা নদ পর্যন্ত এক পুস্তক মূল শৈল্পিক পাঠাইয়া। ঢাকা শহর লুট করিতেছিলেন ১৬৩১ সালে মীরজুমলা। এই সকল অপকার শোধন করিতে তাহার দেশে গমন করিলেন তথায় রাজা বনমধ্যে পলায়ন করাতে মীরজুমল। ঐ রাজধানীর অধিকার করিয়া আলমগীর নগর এই নামে তাহার পুরাতন নাম পরিবর্ত করিলেন।
কিন্তু এই পরিবর্ত বহুকাল স্থায়ি হইল না মীরজুমলা। অতি ভক্ত মুসলমান ছিলেন তিনি আপন মুদ্রাভাঙ্গার। অতিপ্রসিদ্ধ নারায়ণের বিগুহ ছেদ করিলেন এবং এ মন্দিরের ছাতের উপরি অনেক মুসলমান দিগকে আহ্বান করিয়া ভজন। করিতে কাটিলেন পরে কুচবেহার শাসন করিতে যেজনকে নিযুক্ত করিলেন তাহার পুতি এইরূপ উপদেশ করিলেন যে তিনি হিন্দুদিগের মন্দির ভঙ্গ করিয়া তাহার পরিবর্তে যুদ্ধ নিশ্চাপ করিলেন। অন্যান্য বিবেচনা এই শুবাদার অতি সন্ত্রিবাদ করিতেন তাহার সন্যাসী। লোটকরিলে তাহাদিগের দণ্ড করিতেন এইরূপে পুজায়। করিলেন তাহার অর্থনীতি সৃষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলেন এবং রাজার পুত্র বিদারায়ণের মুসলমান হইতে পূর্বুক্ত দিলেন। পর্ব্বতীয় দেশব্যতীত সুলতানের কুচবেহার রাজকোই একাক্ষ করিলেন এবং তথাকার রাজধানী দেশলক্ষ মুসরা নিদ্রামরিত করিয়া চতুর্দশ শত অশ্বারোহণ ও দুইসহস্র বন্দুকবাহী সৈন্য তথাকার রক্ষার্থে রাখিয়া আসাম দেশজ করিতে পুষ্ট করিলেন।

বুঝপূর্বে নদরয়ন পুষ্ট করিতে খাদ্যসুন্দৰ ও অস্ত্রাদি নৌকায় আরোপণ করিয়া রঙ্গনুভূতিতে ঐ নদ পারহইয়া। এক নূতন পথি নির্মাণ করিয়া সনদন্তী স্বর্গপথের চিত্ত অদ্যাপি আছে। এইরূপে গমন অতিরিক্তক হইল এবং সমস্তদিনে
অন্ধক্রোধ বা একক্রোধের অধিক হইত না ও আসাম দেশীয়েরা মধ্যে ২ সৈন্যদিগকে পথে বিরক্ত করিত ৷ এবং নৌকাসকল আকর্ষন করিতে 'সৈন্য দিগের' অন্যতম ক্রেতাকর হইত কিন্তু মেরুজমূলা তাহাদিগের সহিত সমান, পরিশুম করাতে ও পুরুষ সর্বদা সমন্দিন পদবুজে গমন করাতে সৈন্যমধ্যে কোন কথার উপহিতি হয় নাই অবশেষে মোগল সৈন্যেরা ৷ সিমরাই উপস্থিত হইলেন যেখানে কুঠাপর্বতোপরি একদূর্গে বিশিষ্টি সহস্র মনুষ্য ছিল ও যেমন মুঝোপযোগি অনেক নৌকাবারী মুরক্ত ছিল আসামদেশীয়েরা রাজত্রিয়ে তথাহইতে পলায়ন করিলেন অনেক ঐশ্বুদার গর্গনামক রাজধানীতে উপস্থিত হওয়াতে তৎস্থান অনুমান সংগত হইল তথাকার রাজা পর্থি। পরি,পলায়ন করিলেন এবং অনেক পুলাঙ্গলোকেরা মোগলদিগের সহিত সঙ্ক্রমিতে শপথ করিলেন অতএব মীরজমূলা সাহসপূর্বক মহারাজাজকে লিখিলেন যে তিনি চীনদেশপর্যন্ত 'পথ' করিয়াছেন ও আগামিবৎসরে পেকিনগরের ভিতরিতে মুসল্মানদিগের জয়পতাকা স্থাপন করিলেন মহারাজ জেঙ্গিন্থার স্বল্প তাহার জয়বিচে করিয়া স্নেহপূর্বক তাহার বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষকে নূতন খাতি দিলেন।
কিছু অতঃপর এক দৈবদূর্ঘটনা উপস্থিত হইল ১৬১২ শালে অভিশাপ বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে বৃষ্টির সকল চর জলপাইত হইল একারণ অন্য দিগের আহারের অভিকট হওয়াতে যদি সৈন্য সকল নির্ধারিত হইল তথাকথার রাজা পর্বতের গুপ্ত-স্থান হইতে বহির্ভুত হইয়া মুসলমানদিগের আহার রোধের চেষ্টায় করিতে লাগিলেন এবং, শিবিরস্থে একসরক উপস্থিত হইয়া অনেকস্যক সংহারকরিল। যাহারা অপূর্ব হইয়াছিল ও যাহারা পশ্চাৎছিল উত্তমই ত্যল্যক্ষে মরিতেলাগিল। এই দরবস্ত্র বর্ষ-কাল যাগন করিয়া বর্ষাবসানে পুনরায় সহস্রহইয়া শধেদিগকে তাজখকরিলেন পরে রাজা সম্পূর্ণনা করিতে মীরজুলী অনন্দপূর্বক তাহা দীক্ষার করিলেন কারণ তিনি ময়ূরণ্ডিত হইয়াছিলেন ও তাহার সৈন্যরা অবাধা হইয়াছিল। এইসম্ভি আহারদীপ্তীরূপে বিশিষ্ট সহস্রতলক সূর্বন লক্ষ-তলক রৌণ্ড ও চতারি-শষু হঠিয়া দিলেন এবং এরূপ মুসলমান রাজার একপুঁতের সহিত নিজকন্যার বিবাহ দিতে ও বার্ষিক করিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু হিন্দু ইতিহাস বেহতারকাহে যে মীরজুলীর সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে তিনি সমুদ্রায় কাম- একৰ্ণ আহারদীপ্তীরূপে দিয়াছিলেন।
এইসময়ে মৌর্যমন্ত্রী কুচবেহারে যে অধ্যক্ষকে রাখিয়াছিলেন তিনি পুণ্ডরিকের পূর্তিতাঃপরিত্যাগী করিয়া সকলপুরুষার। পুণ্ড্রীন রা জাকে আক্ষানকরিল যে তিনি তাহাদিগের শাসনকর্তা হউন তাহাদিগের পূর্বার্থনা তিনি সম্মান হইয়া। বর্ত্তমান শাসনকর্তা নির্বাক পুনঃস্থান করেন এইপূর্বার্থনা এক নমুনো প্রেরণ করিলেন তাহা। তিনি মুখীকারকরিতে এক রাজা ও প্রজার সৌভাগ্যের দিগেরপ্রতি আকৃষ্টকরণ প্রাপ্ত সূত্রাচার্ম তাহাদিগের পরায়ণ করিতে হইল মৌর্যমন্ত্রীর পুত্রাং মনোর্ণ অপেক্ষা করিয়া তাহার। নোঁয়াহাটীতে রহিলেন যখন তিনি গর্ভাহিত করিয়া তথায় আসিলেন তখন তাহার সৈন্যের। এমত পীড়িত ছিল যে দশহরের মধ্যে একজন কর্ষ্যক্ষোভ ছিল না। তখাপি তাহাদিগের মধ্যে অর্থ বলঃবান নৈন্য ও কর্ষাদিগকে কুচবেহারে পাঠাইলেন এবং অবশিষ্টের সহিত স্মৃত ধাকায় আসিলেন পরে তথায় তাহার কালপুন্ড্রী হইল তিনি অতিমহৎ ও শক্তিমান ছিলেন নিজভাগ। স্মৃত বর্ধিত করিয়াছিলেন তাহার বিচার সকলে যথার্থবলিত ও প্রজাদিগের প্রায় ছিলেন আর যেসকল ইউরোপীয় লোকদিগের সহিত তিনি কখনও বিবাদ করিয়াছিলেন তাহারাও তাহার নিমিতে কে করিয়াছিলেন এবং সহারাজ যদি তাহারাজ রা রাজ অপ্রস্ত হইয়াছিলেন
তাহার মৃত্যুশ্রুবণে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইলেন।

পাঞ্চম অধ্যায়

মৌর্য্যমূলার নরাণন্তর আরঘেব সাইস্থাকে বাঙ্গালার শুধুমাত্র করিলেন তিনবৎসরকাল দুই অন্য শুধুমাত্র তাহারক্ষণ করিয়াছিলেন তত্ত্বা ১৬৬২ শাল অবধি ১৬৮৯ শাল পর্যন্ত তিনি বাঙ্গালার শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় বিলক্ষণ বর্ণনার আবশ্যক কারণ এইকালে মোগল রাজাধিকারী ও তিনি দেশীয় বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন দিগের মধ্যে বিশেষত যেমনে একে কলিকাতানগর আছে, ঐস্থানে সাইস্থার অধিকারের শেষে পুরুষম বাঙালির যেসকল ইংরাজ লোক তাহাদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ হয়। সাইস্থার পুরুষ নূরজাহানের ভগিনীপুত্র ছিলেন।

১৬৬৩ শালে তাহার পদপুরোকালে ইংরাজ কোম্পানি মাদুরাজের শক্তিনান্তের বাঙ্গালার প্রথম কারখানা স্থাপন করিলেন এবং বালেশ্বর ও কাশীম্বাজারের ইহার স্বাধীন কারখানা স্থাপনকরিয়ে উপদেশ করিলেন। ১৬৯৩ শালের প্রথমে কাশীম্বাজারের কারখানা হয় যেমন শুধু সেখানকার কর্মচারী ছিলেন তিনি এদেশীয় ভাষায় শিক্ষকরিয়াছিলেন তাহার নাম নারানায় ১৬৭৪ শালে তিনি সংস্কৃত হইতে প্রথম স্থায়ী করিয়াছিলেন ইংরাজী লোকের
মধ্যে প্রথমে তিনি এইপাঠ্য ভাষা শিক্ষাকরিয়াছি-লেন।

সাধারণ প্রথমত আরাকানদেশে মনোযোগ করিলেন তথাকার রাজা দেখিলেন যে সূত্রান্তসুচিত প্রাণ-নাশে ও মোগলেরা বিরক্ত হইলেন না এবং আসাম দেশে নীরবতায় দূরভাগ্য গুণিয়া অতিশয় সাহসী হইলেন তিনি নিরাশ্রয় ইউরোপীয় লোক যাহা প্রাপ্ত হইলেন নিজ কৰ্ম্মার্থে সংগৃহীত করিলেন এবং তাহা-দিগের সহায্যার। পদার্থগুলির সম্বন্ধে উপরনিষ্ঠ আকৃ মণ করিয়া ঢাকাগণের দ্বার পর্যন্ত লুটকরিলেন ঐ নগরস্থ লোকেরা। নগরনামে ভীত হইত বর্ণিয়র नामक तोऽकाले भारतवर्ष निबासी एकजन इउरौ-पीय एकेपे आराकान ओ चउङ्गाम वर्ण। करিয়াছেন।

গোয়া কলিন মাজাকা প্রভূতি স্থান হইতে যেসকল নিরাশ্রয় পোতার্গিরা আরাকানে অশ্রুয় নইয়াছিল তাহারা ইউরোপীয় দিগের মধ্যে অতিক্রমের লোক ছিল আরাকানের রাজ। মোগলহইতে আমেরিকার্থে তাহাদিগকে নিয়ূক্ত করিলেন তিনি তাহাদিগকে চউঁ-গুথাম বাসস্থান দিলেন এবং ইতস্ততে ভুগন। করিয়া বাঙ্গালা দেশ লোট করিতে 'সাহস দিলেন এইরূপে তাহারা সমুদ্দে নাবিকত্বক, হইল বিশ- পাচিং ক্রোধ পর্য্যন্ত নদীদ্বার। আলিয়া সকলগুলান
নুষ করিত ও দক্ষ করিত এবং পুজাবিগকে দাস করিয়া। লইয়া যাইত কিঞ্চিৎ মূল্য পাইলে বৃদ্ধব্যক্তি দিগকে পরিত্যাগ করিত যুব। দিগকে লইয়া নৌকার দাড়িকরিত এবং অপনার। যেকোন খুঁটিয়ান্ত সেইগুলি খুঁটিয়ান তাহাদিগকে করিত তাহারা এবিষ্করণ অনুষ্ঠান করিয়াছিল যেখুটিয়ান করিতে যে মহাশয়ের। নিকুল ছিলেন তাহারা দেশবৎ-সব্বে যাহাতে প্রথিতযোগ করিয়াছেন তাহারা একত্রে তাহৎ করিয়াছে।

সাইন্ধু। বিদ্যমান ও পরাক্রমণ্য ছিলেন তিনি অবিলম্বে এক পুষ্পত বহর ও ৪০ সহস্র সামনে সংগঠ করিয়া আরাকান দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন তাহার নাবিক দিনেরা। উপরিষ্ট হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল এবং লম্বা অর্থ সুরক্ষিত ছিল তথাপি অবশেষে তাহার হন্তগত হইল পরে যেকল পোত- গীনের চতুর্থাং রন্ধকরিত তাহাদিগকে আরাকানের কর্ম ত্যাগকরিয়া মোগলদিগের অধীন হইতে আস্থান করিলেন এবং ভয়প্রদর্শন করিলেন যে যদি তাহার তাহার আজ্ঞা লঙ্কনকীত তবে তাহাদিগকে তাঁহাতর্বে হইতে নিগৃহ করিয়া বহিষ্কৃত করিলেন। ঐতিহ্যপুরুষ হুগলিতে যেপুকার ক্ষেটোঁগ
করিয়াছিল তাহার। তাহা অরণ করিয়া শুরুদারের পুস্তাবে সমস্ত হইল পরে সব বাজির। তাহার সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট হইল এবং অবশিষ্টেরা বাল বনিতা সম- ভিক্ষাটার ঢাকাহইতে চয়কোশ্চুরে একস্থানে রহিল ঐস্থান তদবধি এপর্যায় কিছু বাজার খ্যাত আছে।

সাইয়ের। ভূমির সৈন্যের সহিত আনন্দের তীর পর্যায় অগুসর হইলেন যে নদী পূর্বকালে বাঙ্গালার ঐ দিগন্তের সীমা ছিল আরাকানদিগের। তাহাকে নদী আ- সিল কিন্তু যখন তাহার মোগলদিগের অস্থায়ী সৈন্য অধিক দেখিল তখন সহর হইতে পলায়ন করিল। ঐসম যে মোগলদিগের নাবিক সৈন্যের। আরাকানদিগের
tিন্দু যুদ্ধার্থের কারণ সহিত যুদ্ধকরিয়া জয়পুর হইল�বং তৎক্ষণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিল তৎস্থান যদ্যপি সরক্রিয় ছিল তথাপি তাহার রক্ষকের। যুদ্ধ- নৌকা সকল ছিন্নভিন্ন দেখিয়া। ভেগোৎসাহ হইল। ঐনগর পরিত্যাগ করিল মোগলের। তাহাদিগের পশ্চাৎ
বহু হইল। দুই সহস্রাধিক আর্য করিয়া নিজস্ব করিলেন। ইহা কথিত আছে যে কোন ও বৃহৎ দ্বাদশ শতকের তত্ত্বাবধি অর্থিক কানান ঐদূর্গন্ধে ওপর হইল কিল্লা যেখন
প্রথির আশার তাহা কিঞ্চিৎ করিয়া দূর্শ্বত হইল। ঐ রূপে একুশ শতকে চট্টগ্রাম নগরে ও তৎপুরে আরাকান- নী দিগের বিভুত হইতে বাঙ্গালার এক অংশ হইল।
সাইন্টফিক ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত সূর্যস্থিতিপূর্বক এদেশ শাসন করিয়া আগুনর শুধুমাত্রক নিয়োজিত হইলেন। তাহার অধিকারের প্রথম ইউরোপীয় বাণিজ্য বাঙ্গালায় উন্নতিশীল ছিল ইউরোপীয় দিগের প্রতি তিনি বক্তব্যবহার না করাতে তাহারা তাহাকে নিন্দা করিতেন কিন্তু কদাপি তাহার দোষ দেখিতে পারেননাই ১৫ সোলারা। সনেহ প্রমুক্ত ইংরাজদিগকে জাহাজের সহিত হুগলি পর্যন্ত যাতে দিতেন না তাহাদিগের নদী মুখে নৌকরিয়া থাকিতে হইত এবং তথাহইতে সুলুপ্ত্বার। দুখ্য আনন্দ ও পরেক্টের হইতে ইহাতে অত্যন্ত অসুসার হওয়াতে তাহারা সাইন্টফিক নিকটে আবেদন করিলেন যে জাহাজের সহিত একে-বারে কারখানায় যাতে পারেন তিনি তাহাতে অনুমতি করিলেন একারণে কোট আবিষ্কারের। ১৯৬৮-শুলাে অনেক তাড়াতে কর্ন্দার করিতে আক্রান্ত হইলেন এককোর নাবিক বিধানের আদি এইছিল। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীর। কল্যাঞ্চাক সক্ষম মর্সের উপদেশকের এক ইহিন্দিয়া কোম্পানি করিলেন ১৬৭২-শুলাে কতিপয় ফরাসীর লোক হুগলিতে আসিয়। উপহিত হইল চন্দ্রনগ্রে বাসের সময় এই আমার স্থির করিতে পারিত। তিনবৎসর পরেঅর্থাৎ
১৬৭৫ সালে ওলন্দাজেরা হুগলিতে কারখানা স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন ইহার পূর্বে তাহারা কেবল বালেশ্বরে ছিলেন কিভাবে তাহাদের হুগলিতে নদীর ভঙ্গুর আরও হওয়াতে তাহারা। হুগলি হইতে এক ক্রোশ দূর দুধালুমানে বাসকরিতে আজ্ঞা পাইলেন। ১৬৭৬ সালে দিনেমারের বাঙ্গালায় আসিয়া বাণিজ্য করিতে অনুমতি পাইলেন যদ্যপি তাহারা হুগলিতে বাণিজ্য করিতে, পরিতেন ইহার বর্তমান তথ্যাপি তাহাদিগের প্রধান কারখানা। বালেশ্বরেই ছিল। এই স্থানে সাইন্ডাক্স অধিকার কার্যে ইউরোপীয় দিগের বাণিজ্য পূর্বকাল অপেক্ষা অতি বিপুল হইল।

সাইন্ডাক্স যে পর্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তবে কাল ইউরোপীয় দিগের বন্ধ ছিলেন এমন নহে যেখানে তিনি স্থানান্তর কুটি হইলেন তখনও তাহাদিগের মন্দন করিয়াছিলেন যখন এক নূতন শুরু দিলেন আগতিন ইহি-রাজ দিগের তখনি নূতন আঙ্কাপত্র হইতে হইত এবং তাহাতে অধিকরেণ্ড ভোগ করিতে হইতেও প্রতিবাদে নোগল কম্পার্কাফ দিগকে অধিক অর্থ দান করিতে হইতু যখন সাইন্ডাক্স বাঙ্গালা। হইতে মাত্র করিলেন তখন ইহি-রাজী বার্নারের কর্তৃ। বাণিজ্যময় চিন্তামিত আজ্ঞা প্রার্থনায় তাহার সহিত মহারাজের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন ইহ। অধিক ক্র্যাক্ষ কেবল
সাইন্থখান দ্বারা পুনর্গ হইল যখন ইহার সমাদ আজিন
ইংরাজাজেরা তাহার প্রতি অতিশয় আদর পুকাশ
করিতে তিনশত কানান করিলেন।

১৩৭৮ সালে আরঞ্জের তাহার তৃতীয় পুত্র মহামুন্দ
আজিনকে বাঙ্গালীর শুবাদার করিলেন এইসময়ে আ-
সান দেশীয়ের। পুনরায় পুর্ববর্তী বিবর্ত করিতে লা
গিল নূতন শুবাদার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে গমন
করিতে পারিলে তাহার ইংরাজ এবং ওলন্দাজ দিগকে যুদ্ধ-গফুর। মনুহাদিতে করিলেন তাহাতে তাহার সংক্রান্ত
নাম। করিয়া মনুহার পরিবর্তে অধিক মুহাদিতে
নীলন দিগকে লাগাতে রাজকুমার ও সম্পত্তি হইলেন পরে তি
নি আসানে উপস্থিত হওয়াতে রাজার সৈন্য হইতে তাহার
সমুখ হইতে পলায়ন করাতে তিনি বোধ করিলেন যে
তদেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং আসাম দে
শীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পিতার অনুজ্জ। প্রার্থনা করি
লেন তৎকালে আরঞ্জের নূতন যুদ্ধকরিবার উচিত সম
য় ছিল। তিনি হিন্দু দিগের প্রতি কোনানিত হইয়া
রাজপুতানার প্রধান লোকগণের সহিত তথা
নামহাউড়ের প্রধান শিবজীর সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত ছিলেন
অতএব পুত্রকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্ব তাহার
সিদ্ধে উপস্থিত হইলে তাহাতে মহামুন্দ আজিন
চাকাহইতে পঞ্চবিংশতি দিনে বারাণসীতে উপস্থিত
হইলেন তৎকালে এমত শীঘ্রগমন অতি আশ্চর্য্যের বোধ হইত।
সাইন্ট খন। ১৬৭৯ সালে পুনর্বার বাঙ্গালায় গুরুদাস হইলেন। আরণ্যের হিন্দুদের নিকুঠিতে তাহার নিকটে আসিয়া পাঠাইলেন যদ্যপি তাহার স্বভাব অতি নমুনা ছিল তথাপি হিন্দুদিগকে নষ্ট করিতে তিনি বাধ্য হইলেন আগমন মাত্রে যেসকল লোকেরা হিন্দু ধর্মের বাথি। করিতেন তাহার দিগের কর নিয়ম করিলেন তাহার ভূত্যের অধিকর্ণের প্রচলনের ইউরোপীয় নোকহাইতে সেইরূপ করপ্রার্থনা করিল কিন্তু ওন্নদাজেরা ও ইংরাজের তাহ। নির্দেশ করিলেন নবাবের ব্যবহারের নিমিত্তে কতিপয় পারসিক অথবা উপচারিত দেওয়াতে তিনি সকলে হইলেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দুদের মন্দির নষ্ট করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমুকু মল্লিকচন্দ্র রায় অতির্থন হিন্দু ছিলেন বলপূর্বক অর্থনৈতিক কারণ তাহার পাদে বেড়াদিলেন এইসকল কর্মচার। আরণ্যের ও তাহার নামের অতি যুক্তি হইলেন।
বাঙ্গালায় কোম্পানির বাণিজ্য তৎকালে বড় উত্তম হইলেন চিরকাল বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুর্গ। পত্র পাইয়াছেন একারণ কোট আব দিরেক রের বাঙ্গালায় মান্দাজ দেশীয় অধিনায় মুক্তকরিতে স্পৃহকরিলেন। ১৬৮১ সালে তাহার এক অপরাধীন কারখানা।
নির্মাণ করিলেন ও হাজেজ সাহেবকে তাহার প্রধান কর্তৃক করিলেন এবং তাহার সহিত বিশেষ বিশাল পদার্থ ও একজন আঙ্গ্রাজীয় রুক্ষার্থে পাঠান ভারত-বর্ষে ইংরেজ দিগের সেনাগমন এই পথে হইল পরে ক্রমে দুইলক পর্যন্ত সথ্য। হইয়াছিল ইহার পূর্বে জাহাজ সকল পথে মাদ্রাজে আঙ্গ্রাজী বাঙ্গালায় অসিত কিন্তু অতঃপর ত্রাভিতেরকে গঙ্গা দিয়া। আসিতে লাগিল এবং সর্বাঙ্গে এক জাহাজে, ব্রিংস্ট্র্যান্ড থাকিয়া।

এই সময়ে অন্যান্য গুল্ম বনিক দিগের উপরে হেহে কোম্পানিতে অতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ইংরেজ সেনাবাহিনী ছিল। কোম্পানিকে যে আঙ্গ্রাজী দিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের লোক ব্যাধিত অন্য কোন ব্যক্তির পূর্ব দেশে বাণিজ্য করিতে কমা ছিল না কিন্তু এখানে বাণিজ্য দ্বারা অধিকলাভ হওয়ায় অন্যান্য বনিকেরা ঐ আঙ্গ্রাজী অন্যান্ত করিতে ত্রিকী চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কোম্পানিকে অষ্ট করিয়া। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেন এইসকল উপরে নিবারণ অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সফল কিছুই হইল না অর্থে কোনো আব বিরেক্টরেরা। দেখিয়ান যে তাহাদের গঙ্গা প্রবেশ নিবারণ হইলেই বাঙ্গালায় বাণিজ্য নিবারণ হইতে পারে একারণ গঙ্গার মুখে দূর্গ
নির্দেশার করিতে নবাবের আজ্ঞাপ্রাধান্য করিতে গুণগত স্থিত কর্তব্য করিয়া জানাইলেন কিন্তু সাইছন্থা। রূপালি এই হইলে সমুদয় নদী তাহার আর্ধনে বাধিতে একারণ অমহার্ক করিলেন। ঐসময়ে বেহারে অনেক উপদেশ উপস্থিত হইল তাহাতে পাটনা স্থিত যে কোম্পানির নিযুক্তলোক তাহার পুতি এমত সন্দেহ হইল, যে তিনি এবিষয় উক্তাপন করিয়াছেন একাশে ইংরাজদের পুতি নবাবের চিন্তভঙ্গ হও-রাতে মহারাজ যে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা শুল্ক বিদ্ধিত রূপন করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তে তিনি আজ্ঞা করিলেন যে কোম্পানির সকল দুবো শতকরা সাধ্য তিনমুদ্রা। শুল্কদিতে হইলে যখন নবাবের এই অধিকতর বিদী হইল তখন তাহার মহারাজ ইংরাজ-দের বিক্ষার করিতে আরম্ভ করিল কাশ্যার এর কৌশলার কোম্পানির নিযুক্ত জাব চার্টক সাহেবকে অকারণে সাধ্য মুদ্রা পাঠাইলে আজ্ঞাকরিলেন যেমুদ্রা। কোম্পানিরা। তরলবাদে নিকটে হাজি- রাতেন এবং ত্রিহর্ষবিশেষ সহস্রমুদ্রা। অধিকাধিকতে আজ্ঞা করিলেন তিনি তাহাতে অমহার্ক করিয়া নবাবের নিকটে অভিযোগ করিলেন এবং তাহার মূর্ত্তিদিকে উৎকোচ পাদান করিলেন কিন্তু বিকল ঈসা। নবাব এই সকল বিষয় মহারাজের নিকটে এমত স্পষ্টকরণে
জানাইলেন। যে তিনি ইংরাজদের উপরি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেন এইরূপে তাহাদের বাণিজ্য সর্বতোভাবে বিশৃঙ্খল হইল তাহাদের জাহাজ সকল অভিক্ষ হইতেও অপ্রতাপ লাইল। প্রত্যাগমন করিল এইবিবাদ দ্বারা গুলন্দাজ দিগের নিজবাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে অনেক উপকার হইল এই সময়ে তাহারা চুড়ায় বসতি সৃষ্টি করিলেন ১৬৮৭ সালে ঐ দুর্গ সমাপ্ত হইল তাহাতে চারি বর্গ ছিল এবং এ ভূতের কণা অক্রমণে ভয় ছিল। ঐ দুর্গের নাম গন্তেবস রহিল গুলন্দাজের ঐ স্থানে দুটি রাজকীয় কেন্দ্রের নিয়ম করিলেন কিন্তু তৎকালে ইংরাজের বাণিজ্য থাকিতে পারেন কিনা এমত সুনিধি হইলেন। চুড়ায় অধীনে গুলন্দাজদের আর দুই স্থান ছিল একে বর্ণন অপর ফলত কল্যাণে প্রায় তাহাদের জাহাজ নেঙ্ঘর করিয়া থাকিত।

অতঃপর ইংরাজের দেখিলেন যে তাহাদের দুই গতি আছে 'এক বাণিজ্য' অর্থাৎ করুন অর্থাৎ শুক্লিপ্রকাশ করুন ইহার শেষ বিষয়ে স্পীরপ্রতিক্র হইয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের নিকটে প্রার্থনা করিয়া তিনি বাঙ্গালার নবাব ও তাহার প্রধু মহারাজ আরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন বিকল্পনার নামক নাবিক সৈন্য দ্বা-
ফ্রে অধিনে দেশখান যুদ্ধজাহাজ প্রেরিত হইল তাহাতে হয়েশত সৈন্যছিল এবং ঐ কর্তৃর প্রতি আচ্ছা ছিল যে কোনোনিউ ভূতায়ন ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া চুড়াগামে যাইবেন ও তৎস্থান আক্রমণ করিয়া সুরক্ষিত করিবেন একারণে তাহার সহিত দুইপর কাম্যন প্রেরিত হইয়াছিল তাহার প্রতি অপর আচ্ছা ছিল 'যেনোয়গুল দিগের চিরপ্রস্তর আরাকানের রাজার সহিত সংঘ করিবেন হিন্দুজামিদার দিগের সামৃত্য করিবেন ও কর আদায় করিবেন এবং মুদুলায় স্থান করিবেন ফলত রাজ্য আরিষ্ট করিবেন।
কিন্তু এই সকল বাসনা বিপরীত হইল ইংরাজদিগের হিন্দুস্থান শাসন করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই এবং তাহাদিগের মানস অন্যা করিতে সকল বিষয়ের ঘটন। হইলে সমুদ্র মধ্যে একমাত্র উপস্থিত হইলো তাহাদিগের নৌকাস্কল ছিল তিন্ন করিল এবং বিপরীত বায়ুদ্রারা কতিপয় পাত্র আসিতে অক্ষ হইলকে কিন্তু কতিপয় জাহাজ পঙ্ক্ষান্ন উপস্থিত হইলো হুগলী গমনো-দ্যাত হইল এবং ইহারি অল্পকাল পূর্বে মাদুরাজষিং করত। মহাশয় তথায় চারিশত পদাতিক প্রেরণ করিয়াছিলেন এইসোকল সমুদ্র ও ভূমিতেই উপক্রমদার। নবাব অবশ্য তীত হইলেন একারণ যিনি ইংরাজ দিগের সহিত মীল করিতে সচেষ্টত হইল। মধ্যস্থতা দ্বারা তাহা-
দিগের যে বিষয় প্রাপ্ত হয় তাহা দিতে স্বীকার করি-লেন, কিন্তু তাহারা যস্তিলক্ষ মুদু। প্রার্থনা করিলেন এইরূপ সম্ভবপ্রস্তাব কালে এক দৈবভঘটনাধারা সমুদায় তাহাদিগের কর্ম দুঃপরিধান পাইল ।

১৬৮৯ শালের ২৮ অক্টোবর হুগলির বাজারে তিনজন ইংরাজদিগের পদাতিক নবাবের সৈন্যের সহিত বিবাদ করিয়া । বিশেষ রূপে, প্রহৃত হইল তাহাতে তাহাদিগের সাহায্যার্থে কতিপয় সৈন্য প্রেরিত হইল এবং তৎপরে অপর এক প্রস্তুত প্রেরিত হইল অবশেষে সমুদায় ইংরাজী সৈন্যদিগের গমনে নগরের বহুসংখ্য নবাবের সৈন্য সকল আহুত হওয়াতে বিলক্ষণ মুদ্রা হইল । যস্তিলক্ষ মোগল সৈন্য মঞ্জুরি হইল এবং অনেকের কোনও অবৃত্ত আয়াত হইল । এই যুদ্ধ সময়ে নাবিক সৈন্যাধিক্য নিকলসন জাহাজ হইতে নগরমধ্যে কামানাঘাত করিয়া লাগিলেন তাহাতে পঞ্চনাট অটলিকা ধুঃস হইল তাহার মধ্যে এক কোম্পানির গুদাম যাহাতে ত্রিশঞ্চল মুদুর দ্বাব ছিল তাহাতে নষ্ট হইল এই সকল ঘরনায় কৌজল- ধার অভিশাপ ভীত হইয়া যাহাতে যুদ্ধ নিবারণ হয় এমত চেষ্টা করিলেন তাহাতে ইংরাজের সম্ভ হইয়া তাহার সাহায্যার্থে তাহাদিগের সেরা সকল নৌকায় আরোপণ করিলেন এবং ঐ কৌজলের মহারাজ হইতে বে
পর্যাপ্ত কোন আছে অথবা প্রাগীত নামায়েন তদবধি ইংরাজ দিগকে পূর্ববৎ বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন নবাব এই সকল সম্বন্ধ অবগত হইয়া পান। মার্ক্সের কাশীম্বাজার এই কয়েক স্থানে শাখা-অর্থ করাতেন। রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং এভাবে হইতে ইংরাজদিগকে চুক্তি করিতে ছগলি নগরে পদাতিক ও অর্থাদি নীতি প্রেরণ করিলেন।

ছগলিনিখ্য অধিকৃত আগনার প্রাগীত নামায়েন তদবধি ইংরাজদিগকে পূর্ববৎ বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। নবাব এই সকল সম্বন্ধ অবগত হইয়া পান। এক কাশীম্বাজার এই কয়েক স্থানে শাখা-অর্থ করাতেন। রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং এভাবে হইতে ইংরাজদিগকে চুক্তি করিতে ছগলি নগরে পদাতিক ও অর্থাদি নীতি প্রেরণ করিলেন।

ছগলিনিখ্য অধিকৃত আগনার প্রাগীত নামায়েন তদবধি ইংরাজদিগকে পূর্ববৎ বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। নবাব এই সকল সম্বন্ধ অবগত হইয়া পান। এক কাশীম্বাজার এই কয়েক স্থানে শাখা-অর্থ করাতেন। রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং এভাবে হইতে ইংরাজদিগকে চুক্তি করিতে ছগলি নগরে পদাতিক ও অর্থাদি নীতি প্রেরণ করিলেন।
এবং গমনকালে তানার দুর্গধূপস করিয়া মোগলদিগের জাহাজ গুহণ করিলে।

নদীমুখে ইঞ্জিলী উপদীপ এমত কুৎসিত স্থান ছিল যে ইঞ্জিল দিগের কোন না মনোনীত নাহ ঐসান নিস্ত জলময় ও দীর্ঘতৃঙ্গদার আহ্সাশিত ছিল এবং তথায় একবিবর্ত উত্তম জল ছিল না তথ্যাপি চার্ক সাহেব সেই স্থানে ছাড়িনি করিয়া দুর্গকরিলেন তাহাতে তিনগণের মধ্যে অন্তঃক্রিয়া নারাপত্তিল মাগল সৈন্যাধ্যক্ষ 
তাহার অনুশ্রুতি হইয়া। তৎস্থানে নামাজে অাক্রমণ 
করিলেন কিন্তু প্রতিবারে পরাভূত হইলেন তথ্যাপি 
ইঞ্জিল দিগের সোভাগ্যাশ। এমত সমূঢ় হইল যে পুরী-
মালালের মধ্যে তাহাদিগের বাশালা পরিতাক করিতে 
হইয়ে এইরূপ বোধহইল ইতিমধ্যে শুরু দার সন্ধি প্রস্ত-
ঞ্জ করিতে দুর্গগমন করিলেন চার্ক সাহেব আমল পুর্বক 
তাহাতে সমাপ হওয়াতে ১৬৮৭ সালের ১৬ আগস্ট 
 এক সংবিধ নিষ্পত্তি হইল তাহারদার এদেশের স্থানের 
কারখানা দেখিতে ইঞ্জিলদিগের প্রতি অনুমতি হইল 
এবং তাহাদিগের ভাষার ও জাহাজান্তি নিরামিত করি-
বার কারণ উল্লবেড়ে দত্ত হইল এবং শতকরা সাড়ে বিশ 
টাকা করিয়া কর দিতেন তাহা রহিত হইল। আর চার্ক 
সাহেব যে সকল মোগল দিগের জাহাজ গুহণ করিয়া 
ছিলেন তাহাকে এ'তাহ। প্রতিদান করিতে হইল ঝটিতি
ইংরাজদিগের উভয়াবস্থা হইবার কারণ পঞ্চাং বর্ণিত হইতেছে। বাঙ্গালায় বিপদ আরবাবধি কোটি আব ডিরেকটরেরা বলপূর্বক সমুদায় নির্দেশ করিতে। স্থির করিয়া সুরতহইত অধ্যক্ষেরপ্রতি তথাকার কার্যালয় তুলিয়া মহারাজের সহিত সমুদ্রে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সুরতে কোম্পানির কার্যালয়। তৎক্ষণাৎ রহিত হইল ভারত বর্ষের তীরে। যেসকল জাহাজ ছিল ও আসিতে লাগিল কোম্পানির লোকে তাহা বলপূর্বক গুহিতকরিতে লাগিল। সুরত হইতে ধ্বংসিত মুসলমানেরা জাহাজ দ্বারা মহা। তীরে গমনকরিতেন অতএব মোগলদিগের যুদ্ধার্থ জাহাজের প্রধানকম্প্লে তীরঘাতিদিগের রক্ষণই ছিল কিন্তু ইংরাজের ঐস্থান রক্ষাকরিয়া সমুদ্রে প্রাধান্য পাইয়া তৎপর রোপকরিলেন। অতএব অ- রঞ্জের নিজ দর্প খর্ব করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সং- ক্রিকরিতে বাধ্য হইলেন সঙ্গম সম্পন্ন হইলে চারঘু- সাহেব ইঞ্জিলীহইতে উন্নীতে তথাহইতে সুতানুটী আসিলেন।

কিন্তু নবাবপূর্বে দুরাচার অবিলম্বে আরম্ভ করিলেন তিনি তাহাদিগকে হংগরিতে আরম্ভ করিয়া আজ্ঞাকরিলেন এবং সুতানুটীতে পাষণিরিত কিংবা ইঞ্জিল।

দ্বারা গুহিতনির্মাণ করিতে নিষেধকরিলেন তাহাদিগে-
ক্রম দুই লুটকরিতে নিজস্বনের প্রতি ইচ্ছিত করিলেন তথা স্বয়ং চার্কসাহেব হইতে এমত অধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন যেতিনি নবাবকে সন্ত্সরকরিতে অক্ষর হইলেন এবং সৈন্য ভাবপ্রযুক্ত বাধাদিতেও অক্ষর হইলেন অতএব নবাবের সামনাবর্তে ও সুতানুষ্ঠিতে ক্রমাগত বাসের অনুম্ভার্তে নিকটদিন দুইকিনকে চাকায় পাঠাইলেন বহুক্ষরপূর্বক তাহার। মনোবাধ্য পৃষ্ঠকরিলেন এমত সময়ে তাহীরদিগের ব্যাপার পুনরুল্লাভ অন্ধকার হইল।

কোন আবার ইংরাজকর্তার। লূগলির সহর তথা সৈন্যদিগের ইঞ্জিলটে পলায়ন শুষ্ক করিয়া অধিক সৈন্যপ্রকাশ করিলেন তাহার। প্রতিষ্ঠানকরিলেন যে অথবা তাহার নগর ও মুদ্রালয় স্থাপন করিতে ও পান তাহার। তবে বাণিজ্য মোটচনপূর্বক একবারে অতিশয় তার্ক করিলেন অতএব কাপ্তানহীর্ষ সাহেবের সহিত দুইপূর্বত পাঠাইলেন তাহার একতে জ্ঞানপূর্বক কাপ্তান হীর্ষ সাহেবের অতিশয়ক্ষুধায়া ছিল তাহার প্রতি এমত অন্ধকার করিলেন যে যথার্থ বাণিজ্য প্রকল্প নাহিয়ে তবে সমুদ্রায় ভূত্যকর্ম লইয়া। মাদক প্রস্তাকবিদেহ কাপ্তান হীর্ষ সাহেব অতিশয়ক্ষুধায়া ছিলেন আমৃতবাসনামত ভিন্ন করিতেন না ১৬৮৮ সালের আক্টোবর মাসে তিনি বাংলামায় আসিয়া। 'কোম্পানির ভূত্যকর্মকে সরকারি
সম্ভবত লইয়া জাহাজ আরোহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে ৮ নবম্বর বালেশ্বরে জাহাজ চালাইলেন চার্কসাহেব তাহার অতিথি। নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা। করিলেন কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। যখন তিনি বালেবরের পথে উপস্থিত হইলেন তখনকার শুবাদার দুইজন কোম্পানির কর্মাধ্যক্ষকে প্রতিভূত পে অটিক করিয়া রাখিলেন যদ্যপি এই দুইজন বণ্ডী ছিলেন এবং দুইজন নায়েব ঢাকায় নবাববর হস্তগত ছিলেন তথাপি হীরসাহেব ২৯ নবম্বর বালেশ্বরে সৈন্য অবতরণ করিয়া ঐহীন লুট করিলেন ঐদিনে তথাকার শুবাদার ঢাকায় নবাববরের নিকটে নায়েবেরা।

যে সকল স্থির করিয়াছিলেন তাহার প্রতিকূল পত্র পাইলেন যাহাতে স্থির ছিল যে মোগলদিগের আরাকান দেশ আক্রমণ করিতে ঈর্ষাভূত রাজ্যে সাহায্য করিবেন। হীরন বাহার তদন্তে লুট করিয়া চুড়িগামে চলিলেন এবং যেকোনো তিনি আশা করিয়াছিলেন তাহাতে অধিক দুর্ঘটন। দেখিলেন অতএব ঈর্ষাভূত যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তাহ। ঢাকায় নবাবকে লিখিতে সমস্ত হইলেন কিন্তু ঐদিনে খানায়িম মহাশার, পত্র প্রমুখ হইলে উত্তরাগমন অপেক্ষা না করিয়া সকল জাহাজ আরাকানে চালাইলেন তথায় উপস্থিত হইয়া। রাজার নিকটে সমস্ত পাঠাইলেন। যেখানে
তিনি তাহার রাজ্যে ইংরাজদিগের বন্ধি করিতে দেন তবে, ইংরাজদিগের অক্ষরণ করিতে তাহার সহিত যুক্ত হইবেন। তাহার উত্তরচতুর্দশ দিবস পর্যন্ত না আসিয়ে বীরসাহেব অধৈর্য হইয়া যে পঞ্চদশ পঞ্চদশ পঞ্চদশ তাহাতে সাশস্ত্র ও সমুদ্র সভাসৎ এবং কোম্পানির ভূতাকর্ষ ও বাণিজ্যদ্বয় সমুদ্র লইয়া। মাদুঞ্জে গমন করিলেন। ইংরাজদিগের এতদৃশে বাণিজ্য আরও করিলে পর, প্রায় পঞ্চদশ সংসারময় এইরূপে তাহাদিগকে বাঙ্গালার পরিত্যাগ করিতে হইল। মাদুঞ্জে ও বোম্বেদেশ অতি সুরক্ষিত থাকাতে তৎস্থান বাতিলেকে নিজরাজ্যমধ্যে মহারাজ সমুদ্র ইংরাজদিগের কারখানা লইয়া তাহীদের দুই অটিক করিতে আঘাত করিলেন।

নবাবসাইদ্ধক। মহারাজার আঘাতপ্রতিপালনার্থে বাঙ্গালার স্থানে কোম্পানির দুই সকল আটক করিলেন এবং কাজ করিয়া যে চাকাণ্ডিত দুইকর্ণাধ্যক্ষের পায়ে বেড়ি দিলেন কোনো গুল্ম এমন লিখিত আছে যে এই সকল বিষয় তাহার অঙ্কনতারে কোন নায়ে করিয়াছিল। অন্তর্ভাব সাইটক। বাংলার গৃহমুক্ত বাঙ্গালার অধিকতা কর্ষ পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন। যদাস্তি তিনি ইংরাজদিগের সহিত কাজে বাহীর করিয়াছিলেন তথাপি এদেশীয়
লোকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার রাজ্য কালে একটিকায় অষ্ট মন চাউল বিক্রিত হওয়াতে এইসুখবায়ক সময় পুজাদিগের চিরন্তরণীয় করিবার কারণ ঢাকানগরের দ্বার উচ্চকরিয়া তদৃপি একমুদিত পথক স্থাপিত করিলেন তাহাতে লিখিত ছিল যে এমত সুলভ শস্যান। করিতে পারিলে কোন ভবিষ্যৎ নবাব এনগার মধ্যে পুবেশ করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৩৮৯ সালে ইবুলফিহিন খাঁ। এ কর্ষে নিয়ুক্ত হইলেন দিল্লীর নিকটে এক খান করাতে যে অলি মদদের নাম সূচ্য তুলা হইয়াছিল ইবুলফিহিন তাহার পুত্র ছিলেন তিনি অতি নৃতৃপুর্বক অপক্ষপাতে বিচার করিতেন কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে চতুর্তা নানাকারে অতিরুখে বাঙালার অধ্যক্ষতা কর্ষের উপযুক্ত ছিলেন না। তাহার অগুণত শুধারায় যে দুই ইঞ্জার দিগের নায়েকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন তিনি প্রথমত তাহাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন তথাপি ইঞ্জার ও মোগলদিগের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত হইল না। ইঞ্জারের সমুদ্রে পুন্থেত পাইয়া ভারত বর্ষ হইতে যে সকল নৌকা যাত্রা করিত তাহ। সমস্ত বলক্ষে গুহুণ করিতেন অত
এর পুনর্বাস মকানীতে গমন রুদ্ধ হইল সুতরাং আরর্ঙালে অনেক সঙ্কি পুস্কারের পরে ইংরাজ দিগের পূর্ব অপকার বিস্মৃত হইয়া। তাহাদিগকে পূর্বের বাস দিতে স্থির করিয়া বোনের শাসন কর্তার সহিত এক সঙ্কি করিলেন এবং ইব্রাহিম খাঁ। যখন বাঙ্গালায় নিযুক্ত হইলেন তৎকালে তাহার পুতি ইংরাজ দিগকে আহ্বান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন অতবধি ঐ মহাশয় মাদ্রাজে চার্ক্সে সাহেব কে মহারাজের অভিপ্রায় অবিলম্বে লিখিলেন এবং পূর্বদিকে না দেখিয়া। অনেক তাহার সঙ্কি করিতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন চার্ক্সে সাহেব ঐ লিখনানুসারে সমুদায় ভূত্যবর্গের সহিত ১৬৯০ শুলের ২৪ আগষ্ট মুখানুটীতে জাহাঙ্গির হইতে অরতরণ করিলেন আমরা ঐ দিবস অবধি কলিকাতা নগরের উত্তর গণন। করিতে পারি। পরের সোরে দিল্লাহইতে মহারাজের আজ্ঞা আদি যে ইংরাজেরা যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তাহার ক্ষমাতে তাহারা। অতি ননুতাপূর্বক আবেদন করিয়াছেন অতবধি মহারাজ তদন্তুসারে প্রুজাদিগের পুরুত্বাহিক অনুগ্রহমধ্যে তাহাদের ক্ষম। করিলেন এইরূপ তিন সহস্রসুক্ত। বার্ষিক করণ পুর্বদানে বাণিজ্য করিতে। ইংরাজ যদি নূতন অনুজ্জ্ব পাইলেন অনন্ত বাস্তত সুরক্ষার লিখনে বাগু হইলেন কারণ।
তাহারা দেখিলেন যে তদ্যুতিরেকে আপদ মোচন নাই। পরে কোট আবর্তকরের পুঞ্জ অধ্যক্ষের পুত্র আক্ষা দিয়াছিলেন যে একদূর্গ নির্ধারণের অনুমতি লইতে চত্বারিংশৎ সহস্র নুুদাপর্য্যন্ত দিবেন এবং কহিয়াছিলেন যদি একদূর্গ ও নুুদায় স্থাপন করিতে না পারেন তবে বাঙ্গালার কর্ষের বাহ্য করিতে তাহাদিগের যতু নাই কিছু মসলিদিগের রাজনিয়মানুসারে সন্দেহ পুুুঢ় ইংরাজদিগকে তদুভয়ের একত্রে অনুমতি হইল না। কলিকাতা নগরোপক্রমের দুইবৎসর পরে চুর্ণকসাহেব লোকাংশ গমন করিলেন এসিয়া। দেশের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের পুধান নগর কলিকাতার সূচকক্ষাতীয় ঐ মহাশয় একেল ঐ নগরের বড় গিরিজার অঞ্চল মধ্যে নিখাত আছেন ঐগুলি উপাকরণের উন্নতির আদিকারণ তিনি ছিলেন অতএব তাহার নামানুসারে অদ্যাবধি এদেশীয়সোকেরা ঐস্থানকে চাঙ্ক বলিয়া থাকেন।

অতঃপর নির্বিবাদে কষ্ট চলিল বাঙ্গলায় বাণিজ্য যদাপিও সংক্ষিপ্ত তথাপি দৃঢ়ভাবে ছিল এই সময়ে কোম্পানিরা দেখিলেন যে যাবৎ তাহার। অতিক্রু সুতানাটী প্রাপ্ত বন্দু আছেন তাবৎ কোন কষ্ট করিতে পারিবেন না। ১৬৯৪ লাখে ঐস্থানের মাসিক রাজস্ব একরিং ষষ্ঠী নুুদার অধিক ছিল না। অতএব
তাহারা নিকটবর্তি কতিপয়গুলি পুষ্প হইতে এবং তথা হইতে রাজ্যের উৎপত্তি করিতে নিম্নাংশ ইষ্ট্যক হইতেন কারণ তাহ। হইলে অধিক রক্ষার সম্ভাবনা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে কাপ্তান কিংসাহেব কোম্পানির অধীনতা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনেক ভ্রমরোগলাল। পেরিত হইয়া নাবিক তার হইলেন এবং মসন্দাগামনাদাত অনেক তার বাবির স্বভাব দ্বিধাগাম মোহনদিগের জাহাজপথের বলপূর্বক গুহন করিলেন ইহাতে সহারাজ অভিষিক্ত কোম্পানি হইলে কোম্পানি ও অন্য ইংরাজি বাণিজ্য দিগের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান না করিয়া সমুদায় কোম্পানির কারখানা আক্রমণ করিতে এবং তাহাদের বাণিজ্য রোধ করিতে পারিলেন বাঙ্গালার শুধুমাত্র ইব্রাহিম খাঁ কলিকাতায় ভ্রমরোগলালকে রক্ষাকরি। গুণভাবে আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

১৫৮৫ সালে এক দৈবমতনাত্যায় ইংরাজের ও অপর ভিন্নদেশীয়ের নিজের মানস সম্পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ আপনি করিতে সুরক্ষিত করিলেন যে মানস নিম্নে করিতে উৎকোচকরিয়া ও বিনয়রিয়া অনুষ্ঠান হয় নাই। বদ্ধমান অঞ্চলে জীব ও বেদনেহ নামক দুই গুমের অধিগতি শোভাযুক্ত সঞ্জ কোম্পানির তথাকার রাজার সহিত অকৌশল হওয়াতে বিদ্রোহাচারী মানস সম্পূর্ণ করিলেন।
হইয়া উদ্ভিদস্বরূপ পাঠান্ডগুরুর প্রধান বৃহত্তম করিলে অন্যতর
তাহাদের সহিত যুক্ত হইতে আর্থন করিলে অন্যতম
তাহাদের সেনায়া। পরস্পর মিলিত হইয়া রাজার
সহিত যুদ্ধ করাতে রাজা পরাজিত হইয়া মারাপ-রিলেন তাহার সম্পত্তি ও পরিজ্ঞ ঐ উপরাশ-
কারিগরের হস্তগত হইল তাহার পুত্র জগত্রায় ঢাকায়
পলায়ন করিয়া নবাবের নিকটে আবেদন করাতে
তিনি ঐবিদ্রোহাচার্যের জয় করিতে তিন সহস্র
লোকের সহিত তথ্যে গমন করিতে যশোহরের
কোন কার্যের প্রতি আক্তকরিলেন। ইহুদিনের দূর্বল
শাসনকালে এতদ্দেশের রাজত্বক্ষে নিয়ম ছিল
না কারণ এমন অপরাধের অতি ক্রোধে সংস্কৃতি হইল
এ সেনায়া। উপর উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে
দেখিব মাত্রে ভীত হইয়া পুনরায় নদী সতরণ পুর্বে
পলায়ন করিল ঐসম্পর্কে নানা বিধবাযজ্জ নগর শীত্র
উপরাশকারিগের হস্তগত হইল।

ওলন্দাজ ও ফরাসীরা তৎক্ষণাৎ এবং ইংরাজেরা
কিছু পরে শুবাদারের পক্ষে হইলেন। যখন ঐ উপ-
দোহ আরম্ভ হইল তাহার নিজ সম্পত্তিরক্ষাতে অর্থ
দ্বারা কতিপয় পক্ষ সংগৃহীত করিলেন এবং কারখানা
মালকারিগে শুবাদারের অনুরূপ প্রার্থনা করিলেন তিনি
তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে অনুরুদ্ধ দেওয়াতে
তাহার। তদনুসারে সোবাসস্থান দুর্গ করিলেন ইহার পূর্বে চুড়ায় ও নদীর জলস্থলের কারখানা। দুর্গগুলির ভিতরে হইয়াছিল এবং তৎকালে উত্তমরূপে শুধুমাত্র হইলে কলিকাতায় ইংরাজেরা নতুন পীরামাদের সুরক্ষায় যাবৎ সুরক্ষা ভাবে দুর্গ নির্মাণকায় তাবৎ পর্য্যন্ত এতেক জনকে দিবারাত্রি পরিশম করাইলেন এই পীরের লাল দীপ্তি ও গঙ্গার রেখায় প্রাচীন দুর্গ নির্মিত হয়। প্রায় ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা রক্ষাসেবী দুর্গ করিয়াছিলেন পরে মোগলরা সম্ভাবনা পায় না। পরেন এমত শুক্লকুলে নয়ো নূতন রোগ করিলেন।

‘এই উপদ্রোহকারিতা হহল আক্ষণ করিয়া অতি সঞ্চালন হইয়া দেশ লুট করিতে চতুর্দিগে সৈন্য পাঠ-ইলেন হত ভাবা প্রাণার। দলে চুড়ায় উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রাপ্ত হইল। এই সকল উপদ্রোহের শেষ করিতে ওল্ডারের দুই খানা যুদ্ধ জাহাজ হুগলিতে প্রেরণ করিলেন। এই জাহাজে এমত খোলা বর্ণ করিল যে বিদ্রোহহৃদয়িতা তৃষ্ণায় তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগুণে পলায়ন করিল। শোভা সিঙ্গহ নবদ্বীপ লুট করিতে তথাহইতে রক্ষাবদ্ধকে প্রেরণ করিলেন।

বন্দুর্মানের যে সকল লোক বস্ত্র হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই রাজা এক পরম সুদীর্ঘ কন্যাকে শোভা সিঙ্গহ
আম্বোদাকারে রাখিয়াছিলেন অতএব রহিমখাঁ। যাত্রাকরিলে পরে তিনি ঐ সুখভোগ করিতে স্থির করিলেন কিন্তু তিনি তাহাকে আলিছে করিব। নাত্রে ঐ বার্নিক। এক তীক্ষ্ণ চুরিকা বহিষ্কৃত করিয়া অগ্নী তাহার উদরে নিমগ্ন করিয়া পশ্চাত নিজেদের প্রবিষ্ট করিলেন ঐ আয়তে শুভসিংহ শীতু পুণ্যতাগ করাতে সকল উপজ্যোতিসকারি। রহিমখাঁকে পুধান করিলেন তাহাতে তিনি এক দেশ হইতে অপর দেশ অনস্তর অন্য দেশ ক্রমে জয় করিতে লাগিলেন তাহার উপজ্যোতি শ্রবণ ব্যতিরেকে শুরুর এক দিন যাপন করেন নাই তথাপি এবিষয়ে তাহার চৈতন্য হইল না যখন তাহার তৃতৈরা যুদ্ধ করিতে উপরোধ করিতেন তিনি তাহার দিগকে উত্তর করিলেন যে যদি শত্রু দিগকে কিছু না বলায়ায় তাহার। স্বয়ং ছিন্ন ভিন্ন হইবে যদি যুদ্ধ করায় তবে পরমেশ্র সূর্য জীব সকলের হিংস। করিতে হয় এই বল তাহার আলস্যাবারে তাহার দিগের সাহসবুদ্ধি হইতে এক প্রকৃত সৈন্য মূরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া। তথাবিক্ষিত নোগল দিগের পঞ্চ সহস্র সৈন্যকে পরাজিত করিয়া। এ নগর লুট করিল অপর এক প্রকৃত সৈন্য কলিকাতায় অসিয়া কিন্তু তৎক্ষণাং তাড়িত হইল। ১৩৯৭ সালের মার্চ মাসে তাহারা রাজন্যহল অধিকার করিয়া। মালদা
গমনকালে বিপুল ধনযুক্ত ইংরাজ দিগের কারখানা লট করিল এইসময়ে তাহার। যে দেশ অধিকার করিয়াছি-লেন তাহার বার্ষিক রাজমূল লক্ষ মুদ্রা ছিল এবং তাহাদের দ্বাদশ সহস্রা অশ্বার ও ত্রি শত সহস্র পদাতিক ছিল।

এই অত্যন্ত ঘটনার সমাধি যখন প্রথমে মহারাজ আরেকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি সুত্রাপ্ত অত্যন্ত ক্রোধান্ত হইলেন এবং অবিলম্বে নিজ পৌত্র আজিম ওষাণকে শুবাদার করিলেন ও ইবু-হিমকে আচ্ছা করিলেন যে তাহার সাহসীপুত্র জব-দর্শন থাকে সেই সময় সকল দিবে ঐশক্তিয়ান্ত সিৈন্য-ধার্য্য তৎক্ষণাং সেই সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহকারি-দিগের অনেকাংশের ভগবানগোল। পর্যন্ত আলিলেন প্রথম মুন্দু দিগের কারান সকল বিকল করিলেন দ্বিতীয় দিনে যুদ্ধ করিয়া। তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন তাহাতে রহিম খাঁ। তাড়িত হইয়া মূর-বিদাবাদ হইতে প্রথম বর্ধমানে অনন্তর উড়ি-ঈদ পালায় পরাজিত করিলেন জমিদারেরা পুনর্বার মোগল দিগের পক্ষে। হইলেন অতএব দেশে নির্বিশেষ হই-বার উপক্রম হইল।

নুতন শুবাদার আজিম ওষাণ পাটনায় আসিয়। জবদান খাঁর সাহসিক কর্ম শুলিয়া বিবেচনা করিলেন।
(১০৭)

ঘো তিহার করিবার কারণ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। একরণ যুদ্ধের আপন পুনরুদ্ধার সন্ধি হইতে তাহাকে বারণ করিলেন জব্দস্ত খাঁ। বুঝিলেন যে এই অঞ্জা হইসা প্রযুক্ত হইয়াছে একরণ ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন জব্দস্ত খাঁ। নিজ অনুরূপ ও অধীন প্রায় ৮ নাইসু সৈন্য আপনার সহিত লইলেন এই সকল বাঙ্গালাহিস্তিত সৈন্যের সাহায্য সমন করিলে বোধহয় এদেশের রক্ষা প্রায় ছিল না আজিম ওয়াহ বর্ধমানে আসিল। স্বীকার করিলেন, এবং জমিদারদিগের ও অপর লোকের সহিত সম্পূর্ণ করিলেন। রহিম খাঁ জব্দস্তকে লৌহবৎ কঠিন হাতে খেয়াল ভয় করিয়ে তেন রাজপুত্রকে রেখে তুলো কোমল হাতে একপার তুচ্ছ বোধ করিলেন অতএব রাজস্ব যে সময়ে আনন্দ ভোগে মর ছিল ততকলে তিনি লুকিয়া ও নদীরীন্ত কনিয়া বর্ধমানের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন।

আজিম ওয়াহ বর্ধমানে আসিলে ইংরাজের। ইটান্ডি সাহেবকে তাহার নিকটে নায়েব পাঠাইলেন তাহার অভিপ্রায় ছিল যে কলিকাতার নিকটস্থগুম্বাম ও গোবিন্দ পূর গুহা করিতে আহারোঁয়ে একরণ রাজপুত্রের উপায়নাথে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং তাহার দেওয়ানের নিমিত্তে ৮ শতটাকার বনান্ত লইলেন। আজিমু
ওষণের মানস কেবল অর্থ সংগৃহ বাটীরকে ছিল না অতএব উপাদান বিনা কার প্রতি কোন অনুগুহ করিতেন না। তিনি ইংরাজদিগের নায়েবকে সমাদরপূর্বক গৃহণ করিয়া অর্থ লইলেন ১৬৫৮ শতকের জুলাইনাথে ঐসকল ভূমিক্ষয় করিতে আহ্বাদিলেন যে স্থা হ এক্ষে নগর হইয়াছে পরবর্তী কোটে অর্থাৎ বাঙ্গালার এক রাজ্যাঙ্ক করিলেন এবং সর-চরৎসাহিত্যের সাহেব দূর্গ সম্পন্ন করিয়া ইংরাজীয় রাজার নামানুসারে কোট উইলিয়াম নাম রাখিলেন।

রহিম খাঁ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া রাজপুত্রের অবিলম্বে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন উচিতছিল কিন্তু তিনি তাহার করিয়া এক দুর্ত পাঠাইলেন যে দুর্ত তাহার নিকটে কহিল যে যদি তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম দেখিবেন তবে রাজপুত্র তাহাকে কমাকরিতে তাহাতে ঐ বিরুদ্ধচারী উত্তর করিল যে যদি তাহার প্রধান নিজের মাতা খাওয়াইতে আমার কর্ম দেখিবেন তবে তিনি অধীন হইবেন রাজপুত্র অস্পুদ্ধ প্রমাণ তাহাই করিলেন বিদ্রোহচারীর তাবুতে ঐমতির আগমনকালে অতি সম্মান হইল কিন্তু প্রথানকালে তিনি খণ্ড করিয়া কাটা পড়িলেন অনন্তর রহিম খাঁ দেখিলেন যে রাজ-পুত্রের কোষের শুভ্রা নাই একারণ যখন তিনি
সুরক্ষিত নাথাকেন এমত সময়ে তাহার সৈন্য আক্রমণ করিতে স্বর্গ করিলেন এক প্রথম বৃহৎ পাঠান সৈন্য আজিম ওয়ানের সৈন্যস্থান আক্রমণ করিল বয়স্প্রযুক্ত তিনি দ্বিতীয়েরে করিতেছেন। করিবারের অভি প্রচুর তাহার প্রভু আক্রমণ করিল। যদি হামিদ খাঁ নামক একজন সেনাপতি চত্বরতা প্রকাশ না করিতেন তবে তিনি নিশ্চিতরূপে মারাপাড়িতেন হামিদ খাঁ। উল্লেখিত কহিলেন যে আজিম রাজপুত্র রহিমখাঁর সহিত বাহ্যমুখ করিতে প্রার্থনা করি তাহাতে এক অকূল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হামিদ খাঁ শত্রু মস্তকচ্ছেদ করাতে তাহার সৈন্যের। প্রভুর নাম দেখিয়া চত্বরঘটে পলায়ন করিল ঐ উদার হামিদ এই কর্মে পারিতোষিকস্তরূপ এক উপাধি পাইয়া কৌজদারীকর্মে নিযুক্ত হইলেন। আজিম ওয়ান কিছু কল বদ্ধমানে থাকিয়া এক নতুন বাহার করিয়া। আজিমগঞ্জ তাহার নাম রাখিলেন তথা হুগলিতে শত্রুরা মুসলমানদিগের সাঙ্কেতিক হিন্দুদিগের পাক ও পুষ্টিযোগ্যদিগের সাঙ্কেতিক তিন মূল মাসুন স্ত্রী করিলেন ইঁদুরাজের। কিন্তু এথিয়নে বদ্ধ ছিলেন না কারণ তাহার। মহারাজের আজানুসারে তিন সহস্র মুদু। বার্ষিক শুল্ক দিতেন অপর কথিত আছে যে তিনি ঐরূপ স্ত্রী শুল্ক স্ত্রী করিয়াছিলেন।
এই সময়ে কলিকাতায় ইংরেজদিগের বাসস্থান
দীর্ঘ পরিপাটী হইয়াছিল তাহার। যেতিন গ্রামের
সন্দ্র পাইয়াছিলেন ঐতিহ্যগুলো নদী তীরে সাদা ক্রোশ
দীর্ঘ এবং অঙ্ক ক্রোশ বিস্তৃত ছিল নিজস্ব সম্পত্তি
রক্ষার নিমিত্তে এতদ্দেশীয় অনেক ধনী হিন্দুলোকের।
তৎস্থানে আসিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া বাসকরিতে উপ-
দিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে হর্ষগীর্জিত কৌশলার
সন্দিক্ষ হইয়া। ভয় প্রদর্শনার্থে ঐনবিন নগরে একজন
কাজি রাখিয়া স্থির করিলেন কিন্তু এক উপচালনাদার।
তাহার মানস ফিরিল।

আমরা একেবারে মুরসিদকুলী খাঁর বর্ণনা করি তাহার
অন্য একনাম ছিল জাফরখাঁ। তিনি মুরসিদাবাদ
নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদিগের যে
সকল শুদ্ধার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সকল
অসংখ্য। শতক্ষণ ছিলেন তিনি এক দরিদ্র ব্যক্তির
পুত্র ছিলেন হাজি সফিয়ানামক একজন মুসলমান
বিপ্লবী তাহাকে বাল্যকালে ক্রয়করিয়া রুখ করিলেন
eবপ্পাহান দেশে লইয়া। উত্তরকোপে বিদ্যাধ্যায়-
হার প্রভুতি শিক্ষা করাইলেন ঐউপকারিকির
পরলোক হইলে তিনি দেকানদেশে গিয়া। বেরারের
দেওয়ানের নিকট ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইলেন তথায়
তিনি কল্যাণের হৃদয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধিনিঃস্ত এমত প্রকাশ

( ১১০ )

( ১১০ )
করিলেন যে মহারাজ আরঞ্জেব সুখাতি শুনিয়া তাহাকে হাইদুবাদের দেওয়ান করিলেন তিনি তৎক্ষণে অতি বিখ্যাতের পাত্র হইয়া ১৭০১ সালে বাংলার দেওয়ান হইলেন অকবরের রাজ্য অবধি আরঞ্জেবের ও তাহার পূর্ববর্তী মহারাজাদিগের রাজ্য কালে বাঙ্গালায় নাজিম ও দেওয়ান এই দুইজন পর-স্পর দন্তে খোঁজিয়া এনিমিত্তে তাহাদিগের দশকের সতত্র হইয়াছিল। সৈন্যবারা দেশরক্ষাকরণ বিরোধ ভঙ্গ করণ এবং কোন নিয়মকরণ এই সকল কর্মকর্তা নাজিমের কর্তৃক ছিল দেওয়ান সমুদায় রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিতেন নাজিম আত্মবেতন ও সৈন্যদিগের ব্যয় দেওয়ান হইতে পাইতেন কিন্তু তন্নিমিত্তে তাহাকে অনুরগ্ন লিখিয়া পাঠাইতে হইত। দেওয়ান নাজিম হইতে কুদু কর্ম করিতেন কিন্তু তথা প্রদত্ত অতি সুন্দর ছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ। কর্মপ্রাপ্তি কালে রাজসভা চাকায় থাকাতে তথ্য গমন করিলেন এবং রাজসভার অতি-শর অনিয়ম থাকাতে শুধুরিবার কারণ যথেষ্ট চেষ্টা-করিলেন তিনি রাজকীয় ধন ব্যয়ে এমন সাবধান ছিলেন যে রাজকুমার ও তাহার সভাস্থলোকের যাবত্য প্রার্থনা করিতেন তিনি তাহু কেননা দিতেন না একারণ রাজপুত্র তাহার। হস্ত হইতে মুক্ত
হইবার চেষ্টা করিলেন। একদিন দেওয়ান সভায় যাইতেছেন এমতকালে রাজপুত্রের কতিপয় সৈন্য নিজের বেতনের আপনি করিয়া। তাহার পথ রোধ করিল তিনি শিবিকা হইতে অবরোধ করিয়া কোষ হইতে অসী বহিষ্করণপূর্বক ভূত্যদিগকে বহ্নিরোধ ভঙ্গ করিতে আহ্বাকরিলেন সৈন্যের। তাহার দূর প্রতিক্ষা দেখিয়া ছির ভিন্ন হইল। দেওয়ান রাজবাটী উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রের সম্মুখে কহিলেন যে এই কুমন্ত্রণার মূল কারণ তিনিই হইয়াছেন অনন্তর হোর।

ধরিয়া কহিলেন যে যদি তুমি আমার প্রাণ প্রার্থনা কর আমি মৃদুকরিতে প্রস্তুতআছি নতুন। এমত কর্ম আর কদাচ করিবে না। রাজপুঞ্জ মহারাজের কাঠিন স্বভাব জানিয়া অতি ভীত হইলেন এবং কহিলেন যে তিনি এবিষয়ে কোন দোষী নহেন কিন্তু দেওয়ান তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া। এই বিষয় বিশ্বাসপূর্বকে লিখিয়া মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন মহারাজ রাজপুঞ্জকে এমত কাঠিন রতিকে লিখিলেন যে যদি তিনি দেওয়ানের শরীরে কিন্তু সম্প্রতি হস্তক্ষেপ করেন তবে তিনি যুথৌতিব দণ্ড বাগিয়া হইবেন এবং মহারাজ তাহাকে বাংলায় পরিষ্ঠাণ করিয়া বেহারে বাস করিতে আচ্ছা। করিলেন অতএব তিনি রাজ নহেন গমন করিলেন কিন্তু তথাকার বারোতে শরী-
রের পীড়া হওয়াতে ১৭০৩ সালে পাটনায় গমন করিলেন এবং তাঁহার নামঘর। তদবধি ঐ স্থানের নাম আজিমাবাদ হইল।

১৭০০ শত বৎসরের পরে পাল্লিয়ামেন্ট নানক সমাজ দ্বারা এক নূতন ও বিপুল কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উদ্যোগ হইলেন তাঁহাদের নাম ইংলিশ কোম্পানি রহিল এবং পুরাতন কোম্পানি লাগুন কোম্পানি নামে বিদিত হইল। ঐ নূতন কোম্পানির ভারতবর্ষের নাম। স্থান এবং হৃদভিতে অধ্যক্ষ পুলিন করিলেন এই বিষয়ে উভয় কোম্পানির মধ্যে এমন শত্রুতা হইল যে উভয় পক্ষের অতিশয় হানি জন্মাইল এবং পুরাতন বৎসরের মধ্যে। ইংলিশ রাজসভাকে উভয় পক্ষের নিল করিতে হইল। ঐ উভয় কোম্পানি তদবধি উভয় কালে ইউনাইটেড ইস্টইঙ্গিয়া কোম্পানি নামে বিদিত হইল।

১৭০৩ সালে মূর্সিদখার। এক বৎসরের রাজসভার হিসাব পরিকার করিয়া মহারাজের সমুদ্ধে দেখাইতে দেকানে গমন করিলেন আরজের সিংহাসনের পবিষ্ট হওনাবধি বাঙ্গাল। ও বেহার দেশে কদাচ এমন অধিক উৎপত্তি হয় নাই অতএব দেওয়ানের চতুরতা হার। তিনি অতিশয় সম্পূর্ণ হইয়া। তাঁহাকে বাঙ্গাল।
ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম করিলেন এবং অতি সম্ভবত এক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন তাহাতে আজিমওয়াল অতি কৃপণ হইলেন কিন্তু তিনি মহারাজের সত্তার জানিতেন একারণ সুতরাং সম্ভবত হইলেন।

১৭০৭ খানের ২১ ফিরুজাবাদ মহারাজ আরঞ্জেব একাধিক নবতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন তাহার জীবদ্দশায় মোগলদিগের রাজা বৃদ্ধিশাল হইয়া তদবধি হুমকি হইতে আরম্ভ হইল তিনি তিন পুত্রের মধ্যে আপন রাজা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন আজিমওয়ালের পিতা জেহেত পুত্র ছিলেন মহারাজের মৃত্যুর পরদিন তাহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন আজিমওয়াল পিতামহের পীড়া শুরু করিয়া অবিলম্বে রাজ্যের নিমিত্তে বিবাদ করিতে বাংলার পরিত্যাগ করিলেন তিনি এক প্রস্তুত সুশিক্ষিত সৈন্য ও স্বয়ং নগ্নহীন অষ্ট কোটি মুদ্রা সমভিব্যাহারে লাইলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে তাহার পিতামহের পরলোক হইয়াছে ও পিতৃব্য একাকী রাজা দোষ করিতে প্রতিবেদ্য করিয়াছেন তখন পিতাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্জ্ব হইলেন তিনি প্রথমত আগ্রহ অধিকার করিলেন এবং
রাজ্যালি হইতে বার্ষিক রাজ্য এক কোটি মূল্যের দিল্লী ঘাইতে ছিল তাহ। পথিমধ্যে আটক করিলেন অনমুর্র অরঞ্জেবের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের সৈন্যের। আগুনের নিকটে খাজোর বিদ্রুপে পুত্র রূপে পরাজিত হইয়া মৃত্যুক্ত ভূমিতে মুখো করিল তাহাতে আজিম সাহ ও তাহার দুই পুত্র সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়িলেন। ঐ বিজয়ী বেহাদর সাহ নাম পুরুষ করিয়া সিঃ হাচানে আরোহণ করিলেন। ঐ দিনের বিজয় কেবল আজিম ও যাহা চৈত্র দিয়া সম্পন্ন হওয়াতে তাহার পারিতর্কিক রূপে পিতা। তাহাকে পুনর্বার তিন দেশের শুভ্রাদি করিলেন এবং মুরুলিকে বাঙ্গালায় নায়ের রাখিতে উপদেশ করিলেন। রাজকুমার ভবিষ্যদ্বাণীয় সত্যানূত সায়দ বল্লিশীয় দুই রক্ত দিগকে উপাদিত করিতে এই সময় পাইয়া সায়দ আবদুল্লাহ খাকে এলাহাবাদের ও সম্মুখ হিসাব খাকে বেহাদরের শাসন কর্তা করিলেন।

১৭১২ সালে বেহাদর সাহ পঞ্চবৎসর রাজ্য করিয়া লাহোরের পঞ্চতার পাইলেন তাহার পুত্রের। তৎকালে তাহার নিকটে তাহাতে প্রতোকে রাজ্যের নিমিতে ব্যায় হইলেন। এবং সহায়নে নিঃশ্বাস করিতে অশক্ত হইয়া যুদ্ধের দার। এবিষের সমাহ। করিতে স্থির করিলেন যে যুদ্ধ হইলে। তাহাতে আজিম ও যাহা এক-পক্ষে অপরপক্ষে সকল ভূতাত্ত। হইলেন ঐ নম্বের
আজিম ওয়াজ পরাজিত হইলেন এবং যে হৃদরোগের উপরে তিনি আঁশ ছিলেন, ঐ হস্তে এক কামানের গোলায় অহত হইয়া। প্রধান সন্ততি রাজী নদীতে ভয় হওয়ায় উভয়ের প্রাণ নষ্ট হইল। প্রাই-শুল্ডিন আজিম ওয়াজের একপৃত্তেক নষ্ট করিয়া জেহান্দার সাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ণনা পূর্বে দিল্লী সংক্রান্ত বিষয় সমাপ্ত করিল।

১৭০৭ সালে যখন আজিম ওয়াজ পিতার সহিত যুদ্ধ হইতে এতদেশ পরিত্যাগ করেন তখন আগনার পুত্র কর্কশরের অধিকৃত সর্বমাত্র বাঙ্গালায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐরাজকুমার পরবর্ত্তীতে মূসিদী বাদে গিয়া রাজকীয় কর্তৃত্ব মনোঘোষ না করিয়া গুরুদারের সহিত সৌহাদিকের পশ্চিমাঞ্চল বাস করিয়া লেন পরে। ১৭১২ সালে বেহারার সাহ ও তাহার পুত্রের মৃত্যু হইলে কর্কশর দিল্লীর রাজ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে মূসিদী কুলিখার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ঐনবাব তাহ। অযোধ্য করিয়া সহজে বাঙ্গাল। পরিত্যাগ করিয়া পরামর্শ দিলেন কর্কশর পাটনায় উপনৈতিক হইয়া। এক সরাইতে রহিলেন তাহার পিতার সহিত উন্নতি পাইয়াছিলেন যে সায়দ হাসিম আলি তৎকালে তিনি বেহারার শুদ্ধাদর ছিলেন, কর্কশর
সেই পিতার পুত্র হইয়া তাহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন হয়নি আলি জেহান্দের সাহেবের শব্দের শক্তিতে ভাবিত হইয়া তাহ। অবাকার করিলেন ফরকজফর তাহাকে অনুগুহল করিয়া। একবার দর্শন দিতে প্রার্থনা করাতে তিনি তাহ। অনুষ্ঠান করিতে নাপারিয়া। ঐসরাইতে আসিলেন ফরফর তাহাকে এক বিলকুতৃতে নাহয়। কহিলেন যে লাহোরের যুদ্ধের পরে তাহার পিতৃব্য তাহার জ্যেষ্ঠ ভূতাকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিনাপরাধে নারিয়াছেন অতএব নুতু কিঞ্চি বদন ব্যতিরেকে ঐ নামারাজ হইতে তাহার অন্যকোন আশা নাই। এইরূপে রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ হয়নি।

- আদর্শের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিস্তি তাহার প্রার্থনা। হাসন। হয়নি নর মানস ফিরিল না ইতিমধ্যে। ফরক-ক্ষরের বালিকা। কন্যা। তিরকরিণীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া। তাহার পাদে পড়িল এবং পিতা ও তাহার পরিবারের প্রতি দয়। প্রার্থনা করিল এবং তাহার পিতাহের নিকটে যে উন্নতি প্রাপ্তি। হইয়াছে। তাহ। অরণ করিতে কহিল। এবং অপর নিবেদন করিল যে তিনি ঐ ভাবিবিবাদন সত্তার বাহার আছে।

- আশ্বে যে কদাচ কৃতোপকার ভূলিবে না অতএব সে আ- অজ্ঞায় কিরূপে মনোযোগ না করিলেন ঐ আবেদনকালে আদর্শের ওয়াগের পশ্চাৎ বহিষ্কার করিয়া। বিনয় করিতে
লাগিলেন এবং যদযিকামধ্যে অপর রমণীরা উঠেইং স্বরূপ কন্ডন করিতে লাগিলেন। হস্তিন আলি এই সকল মায়ারোপ করিতে অক্ষ হইয়া ফরক্ষরের প্রতি বদন করিয়া কহিলেন আলি জীবন পর্যব্যত তোমাকে দিতেপারি অতএব তোমার কর্ষে তাহা নিম্প্র করিলাম। হস্তিন পরদিনে তাহাকে পাটনায় লইয়া হিন্দুস্তানের মহারাজ বলিয়া যোগণা করিলেন আলাহাবাদের শুবদার সায়দ আবদুল এ বিষয় শুনিয়া চন্দকারজাতন্ত্রক তঁহার উপকারির পত্র করিতে যে সাহায্য করিতে স্থির করিলেন এই পত্র দুই ভাই তাহাকে সিমাঙ্গনে স্থাপন করিতে সচেতন হইলেন ইতিমধ্যে বঙ্গালীর বাণিজ্যে কর আলাহাবাদে উপস্থিত অথবা সায়দ আবদুল। এটিক করিলেন সায়দ ফরক্ষর রাজ্য প্রাণ হইলে অনেক বৃদ্ধির সহিত দিতে স্বীকার করিয়া পাটনায়ান্ত্রিক বাণিজ্যেক হইতে বহুধন ঋণ করিলেন এই উপায়দার। তিনি বারাসী যাত্রা করিলেন এক তথায় ঐরুপ নিয়মদার। বাণিজ্যেক হইতে কিয়ৎ মূল্য লিলেন অনন্তর সৈন। বৃদ্ধি করিতে আলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন তথায় আবদুল সহিত মিলিত হইয়া দুইভাতায় পঞ্চিবিশ্ব সহস্র অথচি-বাড়। ও একগ্রহন্ত গোলান্দাজ সংগ্রহ করিলেন পরে।
১৭১৩ সালের জানুয়ারি মাসে জেহান্দর সাহের ও ফরাকুরের সৈন্য আগুন নিকটে যুদ্ধের আরম্ভ করিল সমস্ত দিন ব্যাপিয়া। যুদ্ধের পর জেহাদার সাহের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরে তিনি স্বয়ং নারা পাড়িলেন এবং ফরাকুর সুতরাং স্বর্ণে মহারাজরূপে বিদিত হইলেন সুরসিদ কুলিলীর সহিত যদি বিরোধ করিতে বিশিষ্ট হেতু ছিল তথাপি পূর্ণ পুর্ণকার্মে ময়মুক্ত রাখিলেন সুরসিদ পুর্ণবর্ত্ত তিন মহারাজের নিকটে যেবেক বার্ষিক কর পাঠাইয়াছিলেন ঈহার নিকটেও সেইস্থলে পাঠাইলেন ॥

সুরসিদকুলিলির সামুদ্রিক বাণিজ্য দ্বারা বাঙ্গালীর অতি উন্নতি দেখিয়া মোগল দিগকে এবং আরবীয় দিগকে ঐ বাণিজ্য করিতে উৎসাহানিত করিলেন এবং ভিন্ন দেশীয় বিশেষত ইন্দোরাজের দিগের কার্যকান্ত। সুরক্ষিত দেখিয়া ঈরানিত ছিলেন একারণ স্বর্ণকালে প্রিয়তর হইবা সাত্রে ইন্দোরাজের। রাজকুমার সুজা হইতে ও মহারাজ আরঞ্জ হইতে যে সকল সুযোগ পুনঃ পুনঃ হইয়াছিলেন তিনি তাহা অমান্য করিয়া। এতদেশীয় লোকের নায় শুরু বা পুনঃ উপায় পদান করিতে ইন্দোরাজের করিলেন এই 'আপনিতে ইন্দোরাজের। কুদ্দ হইয়া দুইজন পুরুল ভূত্ত ও এতদেশীয় কুম্ভক্রমণে, পুত্র আরমানিদেশীয়
খুঁজাগর্হাঙ্গ নামক একজন এবং তাহাদের চিকিৎসক স্বরূপ উলিয়াম হাসিলটন সাহেব এই চারি জনকে দিল্লীস্থ মহারাজের নিকটে দৌত্যকর্ম করিতে প্রাথমিক তাহারা যে সকল উপায়ের ভিত্তি ও সমতিব্যাহারে লইলেন সে বহুমূল্য এবং দূর্লভ তাহার মূল্য পুনর্বিন্ন তিন লক্ষ মুদ্রা ছিল। কিন্তু ঐ আরম্ভিক দেশীয় মহাশয় দিল্লীতে সম্প্রতি পাঠায়লেন যেতাহারা দশরথ টাকার দ্বারা লইয়া চলিয়া গেলেন তাহাতে তাহাদের যেতে দেশ দিয়া যাতে হইবে তত্ত্বযুগের শাসনকর্তাদের প্রতি নিজের লক্ষ্য রাখা। তাহাদিগকে নিয়মে পাঠাইয়া মহারাজ ফরফরর আকাঙ্ক্ষা করিলেন। সায়দ বঃশহীল যে দুই খুনো ফরফরকে সিঙ্গহসেন স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারা তৎকালে রাজসেনা অতি প্রধানপদ-সিদ্ধান্ত ছিলেন কিঞ্চি মহারাজ তাহাদিগকে দ্বারা যাদৃশ উপকৃত হইয়াছেন তাদৃশ সহযোগ করিতেন না। রাজসতায় খোজ। হিন্দু নামক আর একজন মহারাজের গ্রিসপ্ত ছিলেন তাহাকে মহারাজের খান দৌরান অর্থাং অর্থব্যয়ের কর্তৃক দ্বিতীয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ঐ দুইতের রাজসতায় উপস্থিত হইয়া নিয়মিত সম্মিলিতের নিকটে নিবেদন না। করিয়া। ঐ মহারাজের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন এ।
ষখন ঐ দুইতেরা বাঙালী ও পশ্চিম দেশ দিয়া অতি প্রাগুল্যপূর্বক গমন করিলেন তখন বাঙালির শুবাদার তাহাদের পুতি ঈর্ষাদি হইলেন তাহাদের মানস ঈর্ষাদি দিগকে তাহার কর্তৃত্ব হইতে নোচন করিলেন তিনি ঈর্ষাদিকা ঐ মানস বিকল করিতে পুতি পিতা করিলেন এবং যদি এক দৈব ঘটনা না হইত তবে ঐ পুতি পিতা সকল করিতেন রাজপুত বংশীয় রাজা। অভিজ্ঞ সিংহ-নামক এক হিন্দুরকন্যকে মহারাজ বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন ঐ কন্যাকে দিলীপের আনীত হইল ইতিমধ্যে মহারাজের দৃঢ়তর পীড়া হইল কোন বৈদ্যকী উপপন্থা করিতে না পারাতে সুতরাং বিবাহ তৎকালে বহিত হইল পরে খোঁজ হইলে পরিপূর্ণকা ঈর্ষাদি চিকিৎসক হামিল্টন সাহেব আহত হইল। মহারাজকে সুস্থ করিলেন তাহাতে মহারাজ চিকিৎসকের ঈর্ষাদির পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিলেন ঐ মহাশয় বাণ সাহেবের উত্তম বীর্যিতের অনুষ্ঠায়ী হইল। যে নিম্নলিখিত ঐ দুইতেরা আগমন করিন্ত্রাঙ্গের নিকটে গ্রাহ্যন। করিলেন মহারাজের তাহ। করিতে স্বীকার করিলেন কিছু বিবাহের সম্বন্ধে ছয়মাস যাপন হওয়াতে তথ্যমণ্ডে তাহাদের নিবেদনপত্র স্থত হইল না। ঈর্ষাদির
প্রার্থনা ছিল যে কলিকাতায় অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রে যে রব নিদিষ্ট থাকিবে তাহা এতদেশীয় ভূত্যের। রোধ বা অনুসন্ধান না করেন এবং মুর-সিদ্ধান্তিত মুদ্রালংশে তিন দিন কোম্পানির টাকা মূদিত হইবে যেসকল এতদেশীয় বা উইরোপীয় লোকেরা। ইংরাজদিগের ঝণ্ডা আছেন তাহারা কলিকাতায় অধ্যক্ষের অধীনতায় আসিবেন এবং কলিকাতার চতুর্দিগে অঙ্কিত শং গুম রা নগর ইংরাজেরা ক্রম করিতে পারেন। মণ্ডিত। এই সকল প্রার্থনায় প্রথমত অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু অবশেষে সকলি দন্ত হইল ইংরাজদিগের আগমন কালে তাহারা কথিত হইলেন যে ঐ সনম্ভূত কেবল উজির স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাতে তাহারা পুনঃপ্রার্থনা করিলেন যে মহারাজ স্বাক্ষর করেন কিন্তু ঐ বিষয় নিশ্চিতির জন্য তাহাদিগকে দুইবৎসর অপেক্ষা করিতে হইল এবং যদি সুরতিত ইংরাজ দিগের অধ্যক্ষ তথায় কার্যকাল। ত্যাগ করিয়া বোধ পলায়ন না করিতেন তবে বোধ হয় ঐ সমস্ত মহারাজের মুদ্রা দুর্লভ হইত। মণ্ডিত ঐ বৃত্তাত্ত্ব অবগত হইল পুনর্বাপন যদি ইংরাজেরা মোগলদিগের জাহাজ ও তীর্থযাত্রী দিগকে রোধ করেন একারণ ভীত হইল তবে যায় সম্পন্ন করিলেন।
(১২৩)।

এই দুইতেরা ১৭১৭ সালে সুসিদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন মুরসিদকুলিখা। তাহাদের সুসিদ্ধিতে কুঢ়া হইলেন। ইত্রাজদিগের যে অষ্টক্তিঃশত্গুমার অনুসারী দংস্র হইয়াছিল তাহা কলিকাতার দক্ষিণ নদীর উভয় তীরে গঞ্জনকোশ বিস্তৃত ছিল সুতরাং ইত্রাজদিগের ঐনিদীর কর্তৃত্ব ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রভূত হইতে পারে। মুরসিদ ঐসনদের অন্যবিষয় দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ভূমি বিয়ে বাধা করিতে উদ্যত হইয়া সমস্ত জমিদারকে নিষিদ্ধ করিলেন যে যদি তাহারা একাঙ্কুরি ভূমি ইত্রাজদিগকে প্রধান করেন তবে যথোচিত দণ্ডভারী হইবেন এইরূপে সন্দৰ্ভ অন্যা। বিফল হইল কিন্তু অন্যান্য বিষয় বাহা প্রাপ্ত হইল তাহাতেও বিভ্র উপকার হইল। দুইতেরা প্রত্যাগমনের পর ঐনিদীর ও ইউরোপীয় কলিকাতালীঙ্কের এক প্রকার বাধিত। প্রাপ্ত হইলেন ঐবাহিনীর স্থানান্তরিত করিলে অঞ্চল ছিলেন চতুর্দিকে হইতে বিপনে। তাহার অন্তিম বাসগৃহ ও দত্তরখানা নির্মাণ করিলেন অবলম্বনে প্রায় তিন লক্ষ নৌকা জাহাজে বোঝাই হইল এইরূপে কলিকাতা তারতবর্ষের নথিও কম্ভক্ষু বাণিজ্য স্থান হইল।

১৭১৮ সালে দিল্লীশ্রাজসভাতার। মুরসিদ কুলিখাঁ। বেহার বাহালা ও উড়িষ্যা এই তিন দেশের নাজির।
দুই দেওয়ান কৃত হইলেন আকবরের অধিকারের পর
সৌগন্ধ রাজ্যমধ্যে এমত শক্তি কোন ব্যক্তি পুনর্গঠন
নাই। পরবর্তী হতভাগ্য কর্মকর্তা কোন নিষ্ঠব্যক্তি
ধার। নারাপদাতে মহম্মদ সাহ মহারাজ হইলেন
নুতন মহারাজের রাজ্যপুষ্পিকালে যেকোন করিতে
হয় নাজিম তদনুক্রপ উপায় ও বার্ষিক কর পূর্ণ
করিয়া। নিজক্ষে দুঃখিত হইলেন।
তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত বিনারাধায় বাঞ্চারা
শাসন করিয়া রাজ্য আদায় বিয়ে উপযুক্তকৃতে
রীতি পরিচর্ত করিয়াছিলেন তৎক্ষণে নিযুক্ত যে
সকল প্রাচীন জাইগিরদার ছিলেন তাহাদের
অধিকাংশকে তিনি পদচূড় করিয়াছিলেন তিনি এ-
তম্বেদেশকে ড্রয়াদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন
তাহার মধ্যে দুই চাকলা উড়িশ্যার অনুগত ছিল এবং
পথী চাকলা গঞ্জার পশ্চিমভাগে অপর ছয় চাকলা
পূর্বভাগে ছিল এই সকল রূহু অঞ্চলমধ্যে কুলুরু
জনিদার। তাহ ছিল এই রূপক্ষুদ্র ও বুঝত বিভাঙ্গের
রাজ্য আদায় করিতে জনিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
দিনাজপুর নবদুৈচ রাজসহায় পুষ্টতি স্থানের হিম্মু
রাজ সকল তাহার দ্বারা কৃত হইয়াছেন তাহাদেরের
পূর্বগুলুরের। পুথমত তিন চাকলার পুনর্গঠন হইতে
রাজস্থান, আদায় করিতে নিযুক্ত ছিলেন পরে ক্রমেঃ
ধনবান ও শক্তিমান হইলেন অবশেষে ঐ অধিকার পৈতৃক বলিয়া ক্রমাগত হইল এইরূপে ১৭২৫ শালে রাগজননামক এক বুঝিক্ষের হস্তে রাজসহাই অর্পিত হইল পুঁয়া ঐসময়ে রামনাথনামক এক কুই কিন্তু ক্ষমতাপন্ন জমিদারের নিকটে দিনাজগুর বিন্যস্ত হইল রহুরাম নামে এক বুঝিক্ষের নিকটে নবদীপ সর্বত্র হইল। বীরভূম ও ভাদ্রপূরে সেকাপ হইল নাসের সাহের মহিত যে পাঠান বংশীয় মহলমানের আসিয়াছিলেন তাহাদিগের সত্তার এক জনের হস্তে বীরভূম নিক্ষেপ হইল। তিনি সরকারে অধি অস্পষ্ট রাজস দিতেন কারণ তথাকার পাশ্চাত্য পর্বত-ভূমি দ্বারকিকে নিবারণের তাহার একপ্রকার সৈন্য রক্ষা করিতে হইল। ভাদ্রপূর কুঁড়পোর্গতনস ও কেশরজনক স্থান ছিল একারণ যে পরিবারে সহস্র বৎসর হইতে অধিক কাল পর্যন্ত তৎস্থা শাসন করিয়াছিল তাহাদিগের হস্তেই দত্ত হইল। নবাব পুঁয়া হিন্দু দিগকে রাজস আদায় করিতে নিভক্ত করিতেন কারণ তাহারা সুবোধ ও উত্তম হিসাবে ছিলেন।

এই সকল বিষয় জমিদারদিগের হস্তগত করিবার পূর্বে তিনি নিজেদের আদায়ের উল্লেখ অনুসঙ্গে অনুসন্ধান করিন এবং তাহাদের বিবরণ দ্বারা করেন পরি-
বর্তমানে প্রায় একাদশ লক্ষমুদ্রা। অধিক পাইলেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে তাহার রাজ্যের খাতাসমাপ্ত হইল মোগলদের আগমন জয়ের পর এই খাতা তৃতীয় হইল এবং তাহাতে এককোটি ধনিয়ালিঙ্গ লক্ষ অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা। নিদ্দিত হইল এবং সমুদ্যান্তে ধনমান্তরক্ষক অপেক্ষা কিংবা অধিক রাজকীয় কর্মকার্থে অর্থাৎ দেওয়ানী কোঁজাদারী ও জলখিল সৈন্যরক্ষা এই সকল বিষয়ে ব্যয় হইতে এবং যেস্থান হইতে এই ধন উৎপাদ হইত তাহাকে জাহিরিরেলায় যাইত। বায়ারমিশ্র আলারুল্লাহ উত্তমভি লুন্বো৩০০০০০ মুদ্রা ছিল এবং যে সকল স্থান হইতে এই অর্থ উৎপাদ হইত তাহাকে খল্লাবল। যাইত। মুরসিদুরালি হইলে প্রতিবৎসর এইখানে যথাকালে দিল্লীরাজ নহারাজের ভাগ্যাতে প্রেরণ করিতেন অতএব যে কেহ নহারাজ হউন তিনি এই ভূমি প্রদেশের শ্রীবালার ছিলেন। সমুদায় নগদ টাকা নিয়ম মতে বৎসর অতীত হইবা মাত্রে দুইশত বা অধিক গো-শক্তি নিবিষ্ট করিয়া নবাব মুকুঁল ও মস্তিস্তা মুরসিদুরালি হইতে কিয়ারুর পর্যন্ত রক্ষক দিগের সহিত যাইতেন পরে একজন নায়ের কোঁজাদারীকে নিকটে আপনি হইতে যিনি তিনশত জাহ্নবী ও পঞ্চশত পাদাতিকের সহিত দিল্লীতে লইয়া যাইতেন এইরূপে পঞ্চশত বৎসর ও...
নয় মাস কালের মধ্যে তিনি যে প্রায় সাদ্ধ যোড়াশ কোটীনূর্দ্রা নিয়ে তুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার লিখন অদ্যাপি আছে।

দেশর্কার্থে ও রাজ্যে আদায় করিতে যেসকল সৈন্য ছিল। তাহা দুইসহস্‌র অশ্বাচ্ছ এবং চারিসহস্‌র পদাতিক হইতে অধিক নহে তাহার পূর্ব নাজিম নিজ রক্ষাধর্থে তিন সহস্‌র অশ্বাচ্ছ সৈন্য রাখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া বৎসরে দশ লক্ষ মূল্যে রক্ষা করিলেন তিনি সমৃদ্ধ হিসাব আপনি দেখিতেন কোন জনক এবিয়ং বিখ্যাত করিতেন না। রাজ্যের আদায়ে তিনি অতি কঠিন ছিলেন ঐসকল কৃদ বা বৃহৎ রাজ্যংশে যে সকল জমিদারেরা নিযুক্ত ছিলেন তাহারা কেহ এক টাকা বংশী রাখিতে সমর্থ হইতেন না তাহার শক্তিতে সকলে অত্য ভীত ছিল যে একবার সমাদ দিবামাত্রে সন্নদ্য বক্তা আদায় হইত যদি কোন হইতুরেকেরা শুধু করিত তিনি তাহাদিগকে সমারোহে মুসলমান করিতেন এবং রাজ্য আদায় করিতে যেসকল তৃত্যেরা নিযুক্ত ছিল তাহারা এজারপ্রুতি অতিশয় কৃতৌক্ত প্রকাশ করিত। কিছু এবিষয়, তাহার জ্ঞান পূর্বক ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ হয় যে জমিদার দিগের বক্তা খাকিত তাহাদিগের প্রতি নাঞ্জিয়
অহঙ্গামী নানা পুকুরের ক্ষেপ জনক কর্ম করিতেন কিন্তু ক্রুশ তা বিষয়ে নবাবের দোহিদ্ধী পত্নী সায়দরেজাহাঙ্গ। সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন তিনি রাজ- স্বর্যের আদায় কারণ এক পুণ্ডিতী জ্ঞান করিয়া। বিষা ব্যত্ব ও নানা প্রকার অতিদুর্গম্য দ্বয়ারা পরিপূর্ণ করিয়া যে জমিদারদিগের কর বাকি থাকিত তাহাদের গলায় রক্ষো দিয়া। ঐসার মধ্যে টানাটানী করিতে আরো করিতেন এবং এই মহাশয় পরিহাস পূর্ব তৎস্থানকে বৈকুণ্ঠ করিতেন।

মুরসিদকুলিখাঁ। সগ্ধাতে "দুইদিন বিচার করিতেন তাহার বিচার এমত পক্ষপাত বিহীন ছিল যে হিন্দু স্থান মধ্যে সুখান্ত হইল তিনি একমাত্র জ্ঞান বিকাশ করিয়াছিলেন এবং কদাচ পুরীমধ্যে যথা রাখেন নাই তিনি সবচে। দুর্ভিক্ষ নিবারণে সমুদ্র ছিলেন একারণ কদাচ ধানাদি স্থানস্তর করিতে দিতেন না মুসলমান শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন এবং বিদ্যালোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন তাহার সর্ব সর্বলোকের প্রতি দানশীল ছিল এবং তাহার ব্যব- হার শরীরশূন্য ছিল তিনি অতি সামান্য তারা আহার করিতেন কদাচ সুদ্ধাগোঁ রত্ন-হইতেন না কেবল তাহার জীবন যোগ্যতম সর্বভূতে নিমগ্নছিল। ।

১৭২৪ সালে জীবনের শেষাংশ বুধিয়া অভি
সুদর্শনে নিজ গোরহান নির্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি যেপদ স্বয়ং ভোগ করিলেন ঐপদে নিজ দৌহিত্র সকালজ্ঞক্ষেত্রে স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টাকরিলেন কিন্তু ঐ বালকের পিতা সুজাউদ্দিনখাঁ। যিনি তৎকালে উড়িষ্যার শাসনকর্তা ছিলেন স্বয়ং শুবাদারী প্রাপ্ত হইতে শ্শুয়ের চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যোগ করিলেন তাহাতে তাহার পরমব্যবস্থা দিল্লী-শহর একপ্রধান মন্ত্রী মুরসিদকুলিখাঁর পরলোক হইলে তৎকর্ষ্য তাহাকে দিতে মহারাজের আজ্ঞা করাইয়া। তাহার যত্ন সফল করিলেন। মুরসিদকুলি-খাঁ পরবর্তীতে ইঃঃ১৭২৫ শ্লেল লোকাস্তর গত হইলেন। তিনি চতুর্বিংশতি বৎসর বাঙ্গালা শাসনকরিয়াছিলেন তম্মত্ত্বে অষ্টাদশবৎসর তাহার উপরি কর্তৃত্বকরিয়া লোক ছিলন। সুজাউদ্দিন নবাবের শারীরিক কুশলসম্পদে প্রতিদিন প্রায় হইবার কারণ মুরসিদাবাদে দুই স্থাপন করিয়াছিলেন যখন গুলিলেন তাহার ব্যবধি হইতে মূল্য হইবার অর সভ্যতানাই তৎকালে তিনি মুরসিদাবাদে আসিয়া যাত্রাকরিলেন এবং পথিমধ্যে নবাবের মৃতুর সমাধ ও মহারাজ হইতে তৎকর্ষ্যে নিয়োগ পাত্র পাইয়া। তরাপূর্বক মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে তাহার পুত্র ঐ গোরহি অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কিন্তু যখন ঐ
বালক জানিলেন যে তাহার পিতা দিল্লীর রাজসভার সাহায্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন বিবেচনা পুর্বক ঐ ইচ্ছা পরিযুক্ত করিলেন সুজা। উদ্দিন সুতরাং ১৭২৫ শালে বাঙ্গালার নাজিম ও দেওয়ান হইলেন। মুরসিদ কুলিখাঁ। যদিও ইংরাজদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ও তাহার দিগের বাঙ্গালী ব্যাপার সর্বদা করিতেন তথাপি তাহার। কোর্টের এক ডিজেক্টরের প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারায় তাহারায় বোধহইতেছে যে তাহার। তাহার মৃত্যুতে অতি দুঃখিত হইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সুজাউদ্দিন তুরকীয় খোরাসান বংশের এক ছিলেন তাহার জন্ম তুমি দেকান দেশার উত্তর বুহুশান পুর্বে ছিল তিনি বাল্যকালে মুরসিদ কুলিখাঁর সহিত সোহার্দ্য করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন যখন মুরসিদ বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন তখন জামিনতার উত্তরায় নায়েব পাঠাইলেন অনন্তর মিছর্জ। মুরসিদ নামক এক জন সুজার কুটুম্ব হাজি আহমদ ও মিছর্জ। মহামাম আলি এই দুই পুত্রকে সুজার নিকটে রাখিলেন তাহার। দুই ভুতং বিশেষত মিছর্জমহমদআলি বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে অতি সুখান্ত হইলেন ঐ ব্যক্তি মুরসিদ কুলিখাঁর মৃত্যুর পরে পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত আলি বর্দ্ধ পাঁচ নাম গুহুর করিয়া রাজকীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
তাহারা দুই ভ্রাতা সরকারি কর্মে নিযুক্ত হইয়া শক্তিয়ের ক্ষমতাপ্রয়োক্ত সুঝার নিয়ন সকল সর্বজন মনোনীত করিতেন।

মেগিল রাজ্যের নিয়ন ছিল যে সরকারের মনে কোন লোক যাবদ্ধ সঞ্চয় করিবেন তাহার মৃত্যু হইলে সমুদায় মহারাজগামী হইবে অতএব সুঝা মৃত্যুবাদার তাহার শুন্য যাবৎসম্পাতি রাখিয়া ছিলেন সমুদায় গুহ্যকরিয়া এক্ষণে লক্ষমুক্তি দিলীতে প্রেরণ করিলেন বোধ হয় তত্ত্বাবধান আপনি ও রাখিলেন এইরূপ উপায়নদার। মহারাজ তাহার শুবাদারের কর্ম দুঃখের করিলেন কিস্ত বেহায়তে অপর একজন শুবাদার করিলেন। সুঝা নিজপ্রিয় সর্বরাজ্যথায় বাঙালার দেওয়ান করিলেন এবং রাজ্য আলমচাঁদনামক একতিনুকে রায়রায় উপাধি দিয়া। তাহার নায়েব করিলেন অনেক সমুদায় আবশ্যক কার্য বিবেচনা করিবার কারণ এক সত্য স্থাপন করিলেন তাহাতে হাজি আহমদ নিরব মহান্ত আলি আলমচাঁদ এবং মহারাজের বর্ণিক জগৎ সেই এই কয়েক জন ছিলেন। তিনি দয়াপূর্বক রাজ্যের করিতে আরামকরিলেন তাহার পুরুষ শুবাদার যে সকল জমিদার থিক বাকী প্রযুক্ত বঙ্গ রাখিয়াছিলেন তিনি তাহারিতে মুক্ত করিলেন। এইরূপ নম
স্বভাব থাকিলেও তিনি প্রথম বৎসরে বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার রাজস্বইহিতে এককোটা অষ্টাধিক চতুর্থম-
শত্যুক্ত নুড়া দিল্লীতে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন কিন্তু
উহার মধ্যে তাহার শংসুরের ধন অবশ্যই ছিল ।

মুর্শিদের মূঢ় এক বৎসর পরে ১৭২৬ খ্রীষ্ঠাব্দে
বিচারার্থে মাদাজে যে রূপ নগরাধ্যক্ষের বিচারস্থান
ছিল সেই রূপ করিতে অগ্রল হইল তাহাতে ইংরাজ
জাতীয় একজন নগরাধ্যক্ষ ও কৰ্ত্তিপয় মন্ত্রণ ছিলেন ।
যৎক্ষেত্রে এই রূপ ধর্মাধিকরণ মাদাজে স্থাপিত হয়।
তৎকালে কোথায় আব্র ডিরোকটর দিয়ের ইচ্ছা ছিলেন যে
কৰ্ত্তিপয় তদ্দেশীয় ও গোস্তার্গিস এবং আর্মেনিয়ানেরা
তাহাতে নিয়ুক্ত থাকেন কিন্তু তাহারা নিম্নকো এই কর্ম
অধীকার করিলেন । এবং করিতে যে অধীক
রূপের বিষয়ে তাহারা এত উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার
করিলে যে উহার আধুনিক সহজ
রূপে সংক্ষিপ্ত হইবে নক্তু অধীক বিলম্ব হইলে যথার্থ
বিচারের যুগৈ হইবে ।

স্বকীয়দিন মুর্শিদের নায়ক পরিমিতাওর ভ্যাগ
করিলেন তিনি অতি আধুনিকেতে ও সুঘোচে নিয়ম ছিলেন।
মুর্শিদ কুলিখার্গ পুরী অতিক্ষুদ্র বোধ করিয়া। তিনি
এক নতুন উদ্ধত পুরী নির্মাণ করিলেন এবং ভণ্যস্তে
অর্থাধিক ও পদার্থপূর্ণ সহ্য পঞ্চ সহস্র হইতে পঞ্চ
বিশেষত সহস্র করিলেন কিন্তু তথাপি তাহার শাসন। প্রথমত এমন বিবেচনাপূর্বক ও ধীর ছিল যে সকল লোক কহিতেন যে তাহার সৌভাগ্য উপযুক্ত বটে।
তাহার পদচ্যুতির দুই বৎসর পরে বেহারের শুবাদার দোষী হওয়াতে পদচ্যুত হইলেন এবং ঐ শুবাপুর্বক রাজ্যালার সহিত মিলিত হইল সুজ। উদিন নিজপুত্র সর্ফরাজ খাঁ কে ঐ শুবায় নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাহার পত্নী পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকার করাতে বিরহ। মহামায় আলি তথায় পুরিত হইলেন আলিবদিক্ষা নামে তিনি সুবিধিত ছিলেন এবং তৎ সভায় তাহার তলা, ক্ষমতাপূর্ব জন কেহ ছিলেন না তিনি তদবধি ১৭৪০ সাল পর্যন্ত একাদশ বৎসর ক্রমিক বেহার শাসন করিলেন। প্রথমত পাটনায় আসিয়া দেখিলেন রাজকীয় কর্ম সকলি নিয়ম শুনা। হইলাহে জমিদারের। অবাধা হইলাছেন ও চতুর্দিগে দসুঢা। দেশ লুটকরিতেছে অত এব অতিসাহসী আব্দুল করিমখার অধীনে এক পুনঃতর পাঠান সেই সংগুহ করিলেন পরে তাহাদের সাহায্য দ্বারা ও যে সেই তিনি অনিয়াছিলেন তাহাদের সাহায্য দ্বারা দেশের সুনিবিষ্ণ করিলেন তিনি জমিদার দিগ হইতে অধিক মুদ্রা আদায় করিয়া সেই বৃদ্ধি করিলেন পরে যখন সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা সিদ্ধি হইল
তখন আব্দুল করিমখান অতিশয় অহঃকার হওয়াতে তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন এবং কথিত আছে যে এই কর্মরান্তে অবাধ্য ব্যক্তিরা ভীত হওয়াতে তাহার শক্তি দূরত্ব হইল।

প্রায় এই সময়ে আলিউল্লাহ নির্দলিত নিবাসে ক্ষতিগ্রস্থ বিদেশী লোকের। পূর্বদেশে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আস্তেক দেশে ইষ্টইড়িয়া কোম্পানী স্থাপনাকারিতে জমানিইতি মহারাজ হইতে অন্তর পাইলেন তাহার। বাঙ্গালায় অনেক জাহাজ প্রেরণ করিয়া বহুলাভজনক বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা হিংসক হইয়া এতদেশ হইতে তাহাদের মূলোৎপত্তি পাটন করিতে চেষ্টা করিয়া রত্ন হইলেন ঐ নতুন বণিকেরা চন্দনগড়ের বিপিনীত পারে বীর্ব বাজার নামক এক স্থানে দূর্ঘ করিলেন। পরে ১৭৩৩ সালে তাহারা বাঙ্গালা হইতে তাহার রত্ন হইলেন এবং তাহাদের দূর্ঘটন হইয়া সমুদ্র হইল।

সুজা উমাইল মুরিশ কুলিনামক জামাতাকে ঢাকা অঞ্চলের নায়েব নাজিম করিলেন তিনিও মীরহুসাইব নামক একজনকে নিজ দেওয়ান করিলেন ঐজন পারসীকের অস্তুর্গত সরোজ দেশে জাত এবং হুগলিতে দালানীকর্ম করিতেন তিনি লিখিতে বা পড়ছিলেন

( ১৩৪ )
জানিতেননা কিন্তু উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন যখন তিনি ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ঢিপুরার শাসীন রাজার ভাতুপুত্র পিতৃব্যের সহিত বিরোধ করিয়া। একজন মুসলমান জমিদারের নিকটে আশ্রয় লইলেন ঐ জমিদার তাহাকে মীরছবীরের নিকটে সোপরোধ করিলেন তাহাতে দেওয়ান ঢিপুরা জয় করিতে উত্তর অবসর বুঝিয়া। এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত বুকবুক নদ পার হইয়া রাজা সমর হইবার পূর্বে ঐদেশে প্রবেশ করিলেন রাজা সুতরাঙ্গ পর্বত মধ্যে পালাইলেন। মীরছবী তাহার ভাতু-পুত্রকে ঐদিগকে স্থানিত করিয়া। তথাকার রাজ-কের অধিকাংশ বাঙালীর শুরুতার দিতে প্রবৃত্ত করিলেন ঐরাজ্য অতিপূর্বকালাবধিঃ শাসীন হইয়া ছিল কিন্তু তদবধি মুসলমান রাজ্যে যুক্ত হইল পর বৎ-সর মুরসিদকুলি উদ্ধিয়ার নায়েব শুরুতার হইয়া মীরছবী দেওয়ানকে সমভিত্তে হারে লইলেন তাহার নিয়ন্ত্রক। তদেশের ব্যয় হারাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি হইল এতে পূর্বক শুরুতার অধিকার কালে কুর্সিদার রাজার অপার করাতে তিনি জলাৰাখ বিগৃহ, হইয়া উদ্ধিয়ার সীমা চিলক দীর্ঘ পারে গিয়াছিলেন তাহাতে ভীষ্মে যাত্রিকেরা যে প্রায় নয় লক্ষমুদ্রা কর দিতেন তাহা রহিত হওয়াতে রাজারের নূতন ইংর মুরসিদকুলি
ঔ তাহার দেওয়ান প্রথমতঃ উড়িসায় গিয়া। রাজা হইতে ঐ বিগুঢ় আলিয়া পুরীতে স্থাপন করিলেন তাহাতে তীর্থ যাত্রিকের। পূর্ববৎ তথায় আসাতে ঐ কর উৎপম্ম হইল।

মুর্সিদ কুলির উড়িসায় পরিবর্তকালে সুজাওদিন তাহার পুত্র সরফরাজখাকে গালিবালি নাম দিয়া। চাকার নায়েব করিলেন এবং জস্বন্তরায়কে তদেশের দেওয়ান করিলেন ঐ কৃমতাপন্ন মহাশয় পূর্ব নাজিম মুর্সিদকুলির্কার নিকটে থাকিয়া। তন্ত্রে দয়ালু দানশিল ও কর্মে মনোযোগী হইয়াছিলেন তিনি সকল দোষ নির্বাণ করিলেন এবং তাহার নৈপুণ্য দ্বারা ঐ দেশ ধন্যকৃত্ত ও উজ্জীব হইল এবং অপক্ষপাতে বিচার হওয়াতে জস্বরায় ও তাহার প্রভূর চরিত্র সমুদায় দেশে সুখাত হইল। ইহাপুরে উক্ত আছে যে যখন সাহিত্যিক চাকার দাকিয়া বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তৎকালে চাকায় অষ্টম চাউল করিয়া। চিরকাল্যাণের নগরে দ্বার নির্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে এতদেশে চাউলের ন্যায়মূল না করিয়া কোন ব্যাক্তি দ্বার খুলিবেন জস্বরায় তাহার করিয়া সর্বসাধারণের প্রতি ঐ দ্বার খুলিতে আছাকাবি লেন। অনন্তর শুবাদার সুজাও উদিন বান্ধকা প্রয়োক্ত কর্মে অধিক মনোযোগদিতে অক্ষম হওয়াতে তাহার
পুরু সর্ফরাজ অত্যক্ষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন। তিনি অতিক্রিয়বোধন। নাকেরিয়া গালিক অলিকে ঢাকা-হইতে আগমন করিয়া মরদালিনামে এক জন বালক কূটনীকে ‘তৎক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন ঐ মরদালি রাজ বল্লভকে সহিত লইয়া নিজ পেসকার করিলেন তাহার। অতিশয় দৌরাত্মক করিতে জস্বন্তরাজ যুগ্ম। পূর্বে তৎক্ষেত্র করিয়া মুরসিদাবাদে আসিলেন। মরদ অলির ও রাজফল্কের প্রমাণ হওয়াতে তাহার। মানাপ্রকার দৌরাত্মক করিয়া দেশের দুর্ভাগ্য করিলেন।

সূজিউদ্দিনের রাজ্যকালে ভিন্নদেশীয়েরা অর্থাং ইংরাজ করাসি ও গুলন্ধাতের। নিম্তিরোধে বঙ্গের উপার্জন করিলেন তাহার। মহারাজ হইতে ও পূর্ব গত শূবাদার হইতে যে সঙ্গত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাহার কোনোরা করেন নাই। কেবল এক বিবাদ হুইয়াছিল যে হুগলির কোন দারী ইংরাজ দিগের এককাল রেসের লোক আটক করা তাহার। কিছু পদাতিক প্রেরণ করিয়া তাহার উদ্ধার করিলেন এই বিষয় শূবাদারের নিকটে মহৎ অপকার বলিয়া নিবেদন করাতে কলিকাতায় ও অন্যান্য কারখানায় এতেদেশীয় যে সর্বল লোকের। খাদ্য এবং আহরণ করিতে তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষেত্র নিষেধ করিলেন ইংরাজদিগের।
অধিক মুদ্রা দান করিয়া। তাহার ক্রোধ নিবারণ
cরিতে হইল। ঐ সময়ে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের
অতিশয় বৃদ্ধি হইল কিন্তু উত্তমকাপে নির্বাহ না করাতে
বৎসরে শতকরা। অষ্ট মুদ্রা লভ্য হইল কিন্তু 'কলন্দাজ
দিগের শতকরা। পঞ্চবিংশতি মুদ্রা লভ্য হইল
কোম্পানীর অধ্যক্ষের। নিজঃ বাণিজ্যে। এমত রূপ
ছিলেন 'যে তাহাদের প্রতুল লভ্য বিষয়ে কিছুমাত্র
মনোযোগ করিতে পারিতেন না কলিকাতায় প্রধান
অধ্যক্ষদিগের মাসিক বেতন তিনগত টাকার অধিক
ছিল না কিন্তু তথাপি তাহারা অতিশয় মুভাগে নিরত
ছিলেন তাহাদের নিজ বাণিজ্যের লভ্য হইতে ঐবিষয়ের
নিপীড়িত হইত সর্বপুর্বে ও অনেক তাহার অধীন
রাজ্যিক ও হয়তোর শকটে আরোহণ করিতেন
এবং তাহাদের ভোজন কালে মানবিধি বাদ হইত
অতঃপর কোটে আবিষ্কারকর্তার দিগের ঐসকল হুতা
দিগের পুরী অদিশায় খাঁকাপুকুর তির্কার করিয়া
লিখিতে হইল। ১৭৩০ খ্রীঃ হইতে ১৭৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত
চলানোর ফরাসি দিগের কারখানার অধ্যক্ষ ডোল্ডে
কর্ন ছিলেন পূর্বাঞ্চল অধ্যক্ষ সকল অপেক্ষা তিনি
অতিশয় বিষয় বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন ঐ অধ্যক্ষত। পৃষ্ঠির
পূর্বে তিনি স্বয়ং মহৎ বিপদ ছিলেন এবং আপনার
সাহসিকার। বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রায়
হাদেশ নিজ জাহাজ দ্বারা। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাণিজ্য করিতেন তাহার অধিকতা কালে চন্দু নগরে দুই সহস্র ইষ্টকাল নিমিত্ত হয় এবং বাঙ্গালীর দুর্লভ কিছু প্রভূত বৃদ্ধি হয়।

১৭৩২ সালের ১১ অক্টোবর রাট্রিকালে ভাগীরথীর মুখ অক্ষে অতিশয় ঝড় হয় নদীর শতকোশ পর্যায়ে বিস্ফোরণ অন্যতম হইয়াছিল তাহাতে কলিকা-তাহার লোকদিগের অসুর-ক্রোধ ভোগ করিতে হইল এবং তৎকালে দুইশত ভূ-ক্ষম্প হইবারে ঐ নগরের অপরিমিত হালিন হইল দুইশত গৃহ নষ্ট হইয়াছিল ও অতি চমৎকার গিরিজার যুগ্য না হইয়া তুভূমিমধ্যে সম্পূর্ণ হইল। জাহাজ সরু ও লোক সমুদায়ে প্রায় বিভিন্ন সহস্র নষ্ট হইল নদীনির্ভর নলখান ইংরাজদিগের জাহাজের মধ্যে অঠিহীন নাবিক লোকের সহিত নষ্ট হইল দুইএকশ নেন লোক করণ বৃষ্টিপরি উৎকিঠ হইল এবং নদী হইতে এক কোষ পর্যায়ে দুইশত কিষ্ট হইয়া ছিল প্রায় তিন লক্ষ ব্যক্তিন নষ্ট হইল নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যত্ব বিক্ষিত হইত উদ্ধ হইয়াছিল এই দুঃখে ভোগানন্দের পরায়ণ তদব্যক্ত দুর্ভাগ হইল তাহাতে কলিকা তাঙ্গুত্ব শাসন করত অতি উদ্যুক্ত হইয়া এতদেশীয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অনেক সাহায্য করিয়া লেন তাহাদের রাজস্ব ক্ষমা। করিলেন তাবিকার্ণের
আশায় অগ্রে ধন প্রদান করিলেন চাঁদলের মাসুল
নিরুদ্ধ করিলেন এবং সরকারি ধন হইতে অনেক
খাদ্য দ্বারা ক্রম করিয়া দীনদিগকে বিতরণ করিলেন।
সুলাইহীন চতুদশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিলেন
তথা অতিসৌভাগ্য যুক্ত ছিল তিনি যথার্থ বিচার ও
মৃত্যু। ওদাত্তত্বের মূর্তি স্বর্গে বর্ণিত আছেন। যে সকল
ব্যক্তিদিগের অপকার করিয়াছেন এমত বুঝিলেন
তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাহাদিগহইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি-
লেন তিনি জিন্মানুসারে এক কোটি হইতেও অধিক
মুদ্রা দিরিতে পাঠাইতেন একারণ কর্ষে স্থিততর
ছিলেন তিনি আপনার শেষবাস্থ। দেখিয়া নিজপূর্ব
সর্করাজ খাঁকে আশায় করিয়া প্রতিজ্জ্ব করাইলেন
যে তিনি হাজি আহমদ ও জগতসেত ও রায়রায়ান এই
কয়েক ব্যক্তির পরামর্শ শুনিবেন। অন্ততঃ রাজত্বকর্মে
নিযুক্ত করিলেন। মোগল দিগের এতদেশ জয়ের পর
প্রথমত ঐ শুদ্ধাদি নিজ উত্তরাধিকারী হইল করি-
লেন ঐ সময়ে পারস্যকে দশেশে নাদির সাহ ভারতবর্ষ
আক্রমণ করিতে সমুদায় মোগল রাজ্য ব্যবহৃত করিতে
হইল অতএব মহারাজ গৃহকর্মে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া দুর
দেশ্য কর্ষে মনোযোগ করিতে অক্ষম হইলেন ১৭৩৯
শালে সুমাজুদ্দিন লোকাস্তর গতহইলেন।
সর্করাজ খাঁ বিনা বাধায় সিঙ্গাসনে উপবিষ্ট
হইয়া ষষ্ঠের দুঃখার পাঠানায় দিলীতে দূত প্রেরণ করিলেন তৎকালে নাইরসাহ ঐ হতভাগ্য নগর জয়করিয়া। অবশ্যই রাজস্ব পাঠানায় বাঞ্ছালাতে পত্র পাঠাইলেন সর্কারাজকে। সুজাউদ্দিনের নামের পত্র পাইয়া রাজকর পাঠাইলেন ও ঐ বিজ্ঞাপন নামে মুদ্রা মূল্য করিতে আহ্বাকরিলে তাহার পিতা যে রায় আলমচাদ ও জগৎ সেট হাজি আহমদ এই সন্ত্রিদিগকে সোপরোধ করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের রাখিয়া। ছিলেন কিন্তু হয়তঃ বিষয় কর্ম অপেক্ষা সাধারণ অধিক রূপ ছিল হাজি আহমদের ভ্রাতা আলিরচ্ছু। তৎকালে বেহারের শুবাদার ছিলেন এবং তিন দেশে তাহার বল শক্তিমান লোক কেহ ছিল না। দুঃখার প্রমুখ বাঞ্ছালার শুবাদার হাজি আহমদের পরিবারের বিদেশী তিন চারি তথ্যলোককে বিশ্বাস করিলেন তাহার। তৎপরিবারের বিদ্রোহার্থে কুমারগাণ্ডার প্রভূকে ক্ষত্রিয় করিলেন পরে ঐ শুবাদারের ব্যবহারদার আলি বঙ্গদু ও তাহার পরিবারের স্পষ্ট রূপে দেখিলেন যে তাহার আর তাহার অন্য প্রাপ্ত হইলেন না। অনেকে সর্কারাজকে। অবিলম্বে হাজিকে বিক্রম করিতে আরম্ভ করাতে তিনি নিয়মপূর্বক পাঠানায় ভুতার নিকটে সমুদর সম্মান পাঠাইলেন এবং জগৎ-সেটও তাহার হইলে স্বতন্ত্র হইলেন কারণ সর্কারাজকে।
কামুকতা প্রযুক্ত একদিন জগৎসেটের পরম সুন্দরী পত্র বধুকে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এইরূপে। ঐ পারাক্রমশালি পরিবারের সকলেই তাহার রাজ্যের বিপক্ষ হইলেন এবং তৎকালেই তিনি হাজিআহমদের পরিবারমধ্যে এক বিবাহ ভঙ্গ করিয়া ঐ কন্যাকে নিজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন অনস্তর তাহাকে রাজ্যস্থতি করিতে যড়যুদ্ধ হইল আলিবর্দীখান। দেখিলেন যে যাবৎ সরফরাজের রাজ্য করিবেন তাবৎ তাহার পরিবারের চক্ষু রক্ত নাই অতএব তৎপর স্বয়ং প্রাপ্তহীন কারণ দিল্লীতে সুযোগ করিতে সাহিত্যেন তিনি সরফরাজের সমূদায় সম্পত্তি ও বার্ষিক কর হইতে অধিক কোটি মুদ্রাপ্রেরণ করিতে স্বীকার করিলেন নানারুপে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিলে দশনাস পয়ফ তথা সুজাওয়াদের দূতার ওয়াদশ মাস পয়ফ তিনি মহারাজ হইতে সন্ন্যাস পাইলেন পয়ফ তোপের যদিও সৈন্য সংগৃহ করিলে অনস্তর পদাতিকের কিয়দূর গমন করিলে তিনি সেনাপতিদিগকে একত্র আহার করিয়া মুসলমানদিগকে কোরাণস্ফর্শ পুরুষ ও হিন্দু দিগকে গঙ্গাজলুস্ফর্শ পুরুষক শপথ করাইলেন যে তাহার। অত্মকাল পর্যন্ত ধনেগ্রাণে তাহার পর্যন্ত খাকিবেন এইরূপ দিব্য নিষ্পত্ত হইলে তিনি কহিলেন যে
তাহার পরিবারের প্রতি যে অপকার কৃত হইয়াছে
তাহার প্রত্যক্ষের যজু তাহার মূল দাবাদারে গমন
করিবেন তৎকাল সৈন্যদিগকে বাঙ্গালায় গমন
করিতে আঁধ। হইল আলি বন্ধু তৎসমনে শুভ
চারের নিকটে পত্র পাঠাইলেন যে তাহার পরিবার
যে কয়েক জনের অপমান হইয়াছে তাহাদের স্নানান্তর করিতে তিনি আবিষ্কার কিছু তথাপি তাহার
আঁধাবহ প্রজাঃ আছেন আলিবর্দি তাহার সহিত
মূৰ্ত্তিতে আবিষ্কার করিলেন এই সন্ধান শুনিয়া সরফরাজ
চন্দ্রকুট হইলেন এবং আতিবিশেষে তাহার সেনায়ার
একত্র হইল। রাজা বাহুন হইতে অনিত্যের জরিয়াতে
মাত্রাকরিল তাহার বিপক্ষ যত অগ্রসর হইতেছিলেন
তত পূর্বে লিখিতেলাগিলেন যে যদি তিনি চারিপাদ
প্রিয়লোক তাঃ করিবেন তবে তিনি তাহার অতি বশীভূত
প্রজা থাকিবেন কিন্তু যখন অস্ত্রধারি প্রজার আঁধা
রাজাকে শুনিতে হয় তখন রাজ তাঃ করিতে হয়
যদি তাহার নূতন বন্ধুর। মৃত্যুভয়ে বিপরীত পরামর্শ
না দিতেন তবে সরফরাজ যেন দূর্বল ছিলেন যে তিনি
এ বিদ্রোহীগারির আঁধা শুনিতেন অন্তর উভর
পক্ষীয় সেনার। পরম্পর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রে এক
ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন দৈবাৎ এক বন্ধুকের শুলিদিয়া
সরফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়াতে তাহার সেনায়ার।
পরায়ন করিল আলিবদ্দীয় ক্রমে মুরসিদাবাদে আসিয়া তাহার পরম্পরাগতির সিঙ্গহাসনে আরোহণ করিলেন ঐতিহাসিক যুদ্ধ ১৭৪১ সালে জানুয়ারিতে হইয়াছিল।

অষ্টমঅধ্যায়।

আলিবদ্দীয়। যখন বাঙ্গালা বেহার ও উড়িশা। এই তিনদেশের শুদ্ধার হইলেন যখন পাঞ্জ বর্ষে বয়স্ক ছিলেন তিনি মহারাজের সনন্দবার। বাঙ্গালার রাজত পাইলেন ইহা কেবল নামমাত্র কিন্তু নিজ অস্ত্রবলদারা যথার্থব্যপে পাইলেন। নদীরসাহের আক্রমণপ্রায। মহারাজ ও এমত নষ্ট হইয়াছিল যে তৎকালে দলীলহীন সিঙ্গহাসনে ছিলেন যে দুর্বল মহামায় সাহ তিনি যদি অপর শুদ্ধার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেন তখনো তাহার সেবা করিতে উপায় ছিল না তাহার হউক বাঙ্গালার পরম সৌভাগ্য ছিল যে এমত দক্ষমন্ত্র সর্বার্থমান হইলেন তিনি যুদ্ধ ও সুজ্জি এই উত্তরাভাষ্যে বিশৃঙ্খল বর্ষ অপেক্ষ। অধিক কাল নিযুক্তছিলেন এবং মন্ত্রণায় ও যুদ্ধশক্তিতে স্তরাপে পার্গ ছিলেন আমরা একে যেসকল দুঃখদায়ক সময়ের বর্ণনা করিব তাহাতে তঞ্চ মনুষ্যেরি আবশ্যক হয়।

তিনি মুরসিদাবাদে আসিয়া সরফরাজখার পরিবার ও অনুগত লোকদিগকে প্রাণে আঘাত নাকরিয়া অভিশাপ দেহ করিতে লাগিলেন। মুরসিদকুলিখিরা।
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাহার মরণোত্তর মূর্তি রত্ন ও অপর অস্থাবর ধন মহারাজ গৃহণ করিবেন একারণ নিজ পরিবারের উপকারার্থে কিয়ৎ স্থাবর ক্রম করিয়া। স্বামে লিখিয়া রাখিলেন তাহার মরণোত্তর যখন যাবৎ সম্পত্তি দিন্নিতে প্রেরিত হইল তখন ঐ সকল স্থাবর তাহার স্বামিতার অধিকারে ছিল তাহার লোকান্তর হইলে তৎপত্তী সর্ফরাজের মাতা। প্রাপ্ত হইলেন আলিবর্দি এই ধনে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার রক্ষা ছিলেন এবং তাহাকে এমন সন্ত্রাস করিতেন যে কদাচ অনুশীলন তাহার সম্পুর্ণ বাসিতেন না এইরূপ সুরুক্ষপূর্বক ব্যবহার করিয়া সত্ত্ব দিগের সাধুতা করিয়াছিলেন। এবং যে এক কোটি মূল্য দিল্লীতে পাঠাইতে সীকার করিয়াছিলেন তৎসমস্ত কিয়ৎ উপায়ন ও সর্ফরাজের সম্পত্তির কিয়ৎপ্রধান প্রেরণ করিলেন এইরূপে মহারাজকে স্বপক্ষে রাখিলেন তাহার নিজ পুত্র ছিল না। নিজ ভুতী হাজি আহমদের তিন পুত্রের সহিত তিন দুর্হিতার বিবাহ দিয়াছিলেন তাহার দিগের জেলে নয়াদিবস মহামাদ ঢাকার অধ্যক্ষ হইলেন ও কনিষ্ঠ জিনউল্লভ বেহারের। শুধুমাত্র হইলেন তাহার পুত্রকে আলিবর্দি নিজ উত্তর- রাধিকারিত্ব পুর্ণে পোষ্পত্তি করিয়া। সেরাজ উদ্দৌলা
নাম দিলেন এবং মধ্যমকে উড়িষ্যাজয় হইলে তথা- কার শুবাদারী দিতে স্বীকার করিলেন।

মুজাহিদুন্ন তাহার জানাত। মৃুরসিদকুলির হেতে উড়িষ্যানির্দেশ করিয়াছিলেন তাহার সহিত মীরহবীর নামক দক্ষ মদ্রসী ছিলেন। তিনি আলিবদ্দির পরম সৌভাগ্য হওয়াতে অধীন হইতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু তাহার তাত্ত্ব ও সাহসী জানাতা বাখর আলি বিপরীত পরামর্শ দিলেন তাহাত। সরফরাজের মুতু- জন্য প্রত্যাপকার করিতে ও বহুমন্যত্ব বাঙাল। প্রাপ্তি- কারণ চেষ্টা করিতে অতিশয় অনুরোধ করিলেন তিনি অনেকাতে যে অক্ষিক্ষিতের হইয়াছিল তাহার ভেল করিলেন আলিবদ্দির ইহা শুনিও তাহাকে অবিলম্বে উড়িষ্যার ত্যাগ করিতে আশা করিলেন তাহাতে মুরসিদ সকল সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার। তাহার পক্ষে কাফিবীন কি না প্রধান সেনাপতী আবেদ আলি কহিলেন যে তিনি তাহার দিগের পুনুভাবতায় বিশ্বাস করিতে পারেন অনেক সেনার সকল বাঙালায় যাত্রাকরিয়া। বালেশ্বর উত্তীর্ণ হইল এবং অতি দূরের দূতাড়ে হাট দেখিয়া শিবির করিল আনন্দ। আলিবদ্দির বার সহস্র সেনার সাহিয়া তা হার সহিত মৃদুলার গমন করিলেন যদি মুরসিদ কুলি বিবেচনাপূর্বক এ দূর্গমধ্যে থাকিতেন তবে
আলিবদ্দির্কে অবশ্যই লজ্জার সহিত পুনর্গমন করিতে হইত কারণ তাহার খাদ্যদুন্যের অপুষ্টল হইতে ছিল কিন্তু তাহার জামাতা। বাথরালি যুদ্ধার্থে উদ্বেগে করাতে সেনা সকল বহির্গত হইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইল ইতিমধ্যে ঐ আবেদনালি বিখ্যাতবান পুরুষকে পুনরুত্তীর্ণ করিয়া। আলিবদ্দির নিকটে আসিয়া তিনি সম্পূর্ণ কপে জয়বর্জিতে শক্ত হইলেন মূর্শিদ কুলি যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দৈবরূপে এক সুরক্ষিত দেশীয় বণিকসের জাহাজে আরোহণ করিতে দেখিয়া। তিনি বন্দুর্বরের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া। মাসুলিগাঞ্জে চলিলেন কিন্তু তাহার পত্নী ও অপর পরিবার ও পর কাহার থাকাতে অতিষার উদ্ধিত ছিলেন কিন্তু রতিপরের হিন্দুরাজ। তাহার সৌভাগ্যকালে যে অনুরুদ্ধ পাইয়াছিলেন বিপক্ষকালে ও তাহ। বিস্মরণ হইলেন না। আলিবদ্দির কারণে আচার পুনর্ব্বতে তিনি নিছুড়িনের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া। ঐ উপকারিতার পরিবার ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়া। নিরাপদে দেকানদেশে গিয়াছিলেন ঐ স্থানে শুভদাদারের গমন সুখানন। ছিল না। আলিবদ্দির একমাসের কাহার থাকিয়া রাজকীয় কর্মের নিয়ন্ত্রণ করিলেন পরে দ্বিতীয় ভূতপূর্ত, সায়দ আহস্বাদকে শাসনকর্তা। করিয়া মূর্শিদাবাদে আগমন করিয়া।
লেন কিন্তু এ বালক কুমক্ষণায় রত হইয়া। সকলকর্ম নষ্ট করিলেন এক দুষ্টাৰ্ব্বল করিয়া তাহাকে বহু করিয়া। কুপথ গামী করিলেন তাহাতে প্রজার। আক্রান্ত হইয়া অষ্টির হইল। নিৰ্জাবার্থক এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিৰ্বলস্থে ভুল করিতেছিলেন যদি কোন বিষয়ে রাজ-কর্ষের স্বল্প হয় তবে সুযোগ করিলেন তিনি এই সময়ে দুর্বলার। প্রজাদিগের মনঃপ্রদীপ করাতে ঐ নগরে এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে প্রজার। নিৰ্জাবার্থকে আঘাত করিয়া সায়দ আহা- মাবেক কারণে রাখিলেন সুতরাং উড়িষ্যায় আলি-বর্দ্ধির অধিকার নষ্ট হইল।

তিনি এই বিপরীত ঘটনা শুদ্ধিয়া চমৎকৃত হইলেন এইঃ বোধ করিলেন যে দেকালের শাসনকর্তা নাজিন উলমুলক গুপ্তভাবে নিৰ্জাবার্থকে সহায় দিয়াছেন অতএব যে সেনার সহিত ঐদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ সেন। নহই। তবাপূর্বক তদদের সীমাপূর্ব্বতে অগত হইলেন তথায় আসিয়া যে ব্যাপ্তি তাহার ত্বাত্ত্বিকত্বে উদ্ধৃত করিতে তাহাকে লক্ষ মৃদ্ধ দিতে স্বীকার করিলেন অন্তৰ্য্যামান শহীদীৰ্থে নিৰ্জাবার্থক ও আলিৰ্বৰ্দ্ধি যুদ্ধকরাতে আলিৰ্বৰ্দ্ধি পুন বার জয় হইলেন নিৰ্জাবার্থক সায়দ আহামাকে এক শক্তোপরি রাখিয়া শুল্কবন্দ দ্বারা বেষ্টন করিয়া পঞ্চ
শত বর্ষাধিলোক তাহার চতুর্দিকে নিঃসুন্ত করিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগের পৃতি আছে ছিল যে যদি যুদ্ধে পরাজিত হয় তবে তাহার অত্যাবশ্যক। তাহাকে নষ্ট করিবে ঐ লোকেরা আক্ষরিক, শুধু মাত্র করিয়াছিল যখন সায়দআহমাদ শকট আহত হইতে অবরোহণ করিলেন তখন কোন জন কোন অপরকের
করিল না। একজন মোগল তাহাকে হত্যা করিতে ঐ
শকটে নির্দিষ্ট থাকিয়া স্বীয় মানসিক দিশায় ছিলেন।
আলিবদ্ধে আনন্দার্ণমেত তাহাকে লাইয়া
কতিপয় দিবস যাপন করিলেন পরে তাহার
মাতাপিতার আনন্দার্ণে মূর্সিদাবাদে পাঠাইলেন
tাহার সহিত সৈন্যের কিয়দংশ ও পাথেয় দ্বিপদি
অনেক পাঠাইলেন অনস্তর এক নূতন শুভাদার তথাকথ
স্থাপন করিয়া। যদ্যপি রূপে পঞ্চসহস্র আখাকত
সৈন্য ও সেনাপতিদিগের সহিত মৃগয়া করিতেইং
পূতায়গমন করিলেন।
যেসকল দুঃখ্যন বাঙ্গালায় অনেকমাত্র বৎসর
পর্যন্ত ছিল তাহা এইসময়ে ঘটিতার উপক্রম হইল
প্রায় শতবৎসর পূর্বে মারহাটারা তাহাদের চতুর্দিক
জন্য করিয়া। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে নূতন সাম্রাজ
্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে সকল দেশ, অধিকারের
স্বাধীনতা পাইতেন। তাহার সর্বদা লুটকরিতেন এবং
কিছুকাল পূর্বে তাহার। একপ লুট না করেন একারণ নিকটস্থ জমিদারের। রাজস্তের চতুর্থাংশ দিতে বীর-কার করিয়াছিলেন বাঙ্গলাদেশে তদবধি তাহাদের আক্রমণ হয় নাই কিন্তু অনতুর তাহার। একপ করিতে নিষ্ঠা করিলেন। আলিবর্দী অন্বেষণ লো-কের সহিত যখন নোদিনীপুর নগরে উপস্থিত হইলেন তৎকালে নাগপুরের রাজ। রয়াজীর সেনাপতি ভাষকর পণ্ডিতের অধীনে গঞ্জবিণ্যশতি অশ্রাব্দ্র মারহাটার সৈন্য হটাত তৎস্থানে আসিল শুবাদারের এমন সত্ত্ব-নার উপযুক্ত আহরণ কিছু ছিল না তিনি সৈন্যের কিয়দংশ বিদায় করিয়াছিলেন এবং অনেক অংশ মনসিদাবাদে গিয়াছিল কেবল কত সহস্র অশ্রাব্দ্র গুপ্তদ্বাতিক সহজনাতিহারে ছিল তিনি তৎকালে শিবির ভঙ্গ করিয়া। তুরাপুর্বক বদ্ধমানে যাত্রাকরি-লেন কিন্তু তিনি এক দিগ্দিয়া তথায় উপস্থিত হইবা মাত্রে মারহাটার। অপর দিকদিয়া ঐস্থানে আসিয়া অষ্ঠাস প্রদান করিলেন অনতুর তাহাদিগের সেনাপতি সম্বাদ পাঠাইলেন যে দশলক্ষ মুদ্রা পাইলে তাহার ক্ষণ হয়েন কিছু শুবাদার একপ নিয়মে সঞ্চী রক্ষা করিয়া। ঐ একপ সৈন্য সংগুহি করিয়া মারহাটাদিগের অন্তিম আক্রমণ করিলেন মারহাটার। চক্রবর্তী শেষের করিয়া তাহার তাহু ও পাথ্য সব। অপহরণ করি-
লেন ঐযুক্তে তাহাকে সৈন্য হইতে পৃথক হইয়া কত্ত-পয় অনুমানীর সহিত রাজ্যকলে মাঠমধ্যে বিশাল করিয়া হইল ঐদিবস তাহার প্রতি তাহার প্রধান সেনাপতিদিগের যেকোন সাহায্য করা উচিত ছিল তাহার। তাহাকে নাই ইহাতে তিনি তাহাদিগের প্রতি কৃতব্য সন্মেহ করিয়া সন্ধি সিনিতে প্রদিন সার-হাটাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ভাকরপাণ্ডিত ঐ দূতকে কহিলেন যে তোমার প্রভূ একে সমুদায় পাঠের দ্বারা হারাইয়াছেন এবং তাহার সৈন্যেরা ও সেনাপতিরা। অসন্তুষ্ট হইয়াছেন অতএব তিনি কদাচ আমার হস্ত হইতে মক্ত হইবেন না যদি তিনি এককোটীমুদ্রা ও সমুদায় হস্ত্র পুদান করেন তবে তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রধান রাজ একারণ আঁহার প্রাণ রক্ষা করিব। আলিবদ্ধি এইরূপ আপতিতে কুস্তু হইয়া কহিলেন যে যাহে তিনি জীবদ্দশায় থাকিবেন এইরূপ অপর্যাপ্ত প্রকাশক কর্ম কদাচ করিবেন না। কি তাহার অবস্থায় কোনমতে মঞ্চ ছিল না তাহার শরুতু দৈন্যেরাশত্রলক্ষে যাইতেছিল এবং সেনাপতিরা ও শিখিল হইয়া। সারহাটাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া চেষ্টিত ছিল অতএব এইদূর্ঘটনার আলিবদ্ধিকে সুতৃত্ব নত হইতে হইলেন তিনি রাজ্যকলে বালক দৌহিত্র সরাস্র উদ্দেশ্যে হস্ত ধরিয়া অন্যলোক ব্যতিরেকে পদবুদ্ধে
প্রধানসেনাপতি মুসলমানের তাঁতার তাঁহাতে চলিলেন তাঁহাকে আন্ধান করিয়া কুহিলেন ওহে বাস্তব শ্রবণ কর আমি জানি তোমার অসম্ভব হইয়াছে যদি আমার জীবন প্রাথমিক কর তবে এক্ষণে তাহার গুহ্য কর এবং আমাকে ও আমার দৌহিত্রকে একবারে নষ্ট করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হও যদি তুমি প্রাচীন বন্ধনে কিছু ভরণকর তবে পুনর্বার আমার সহিত বিলিত হও ও চল একত্রে মারহাটাদিগের সহিত যুদ্ধ করি ইহাতে মুন্দাফ অন্যান্য অসম্ভব সেনাপতি দিগকে আন্ধান করিলেন ও তাঁহারা একেক সকলেই শপথ করিলেন যে তাঁহারা জীবনের পর্যান্ত তাঁহার পক্ষে খাকিবেন পরদিন প্রাপ্তকালের আলিবর্দি শত্রুদিগের মধ্যদিয়া। পথ করিয়া কাটোয়ীর ফাইতে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহার। সমস্ত দিন অপেক্ষা যুদ্ধ করিতে চলিলেন রাত্রি হইলে মার-হাটার। পুনর্বার নতুন অক্রমণ করিলেন মীরহূমব আহত হইয়া তাঁহাদের হস্তে পড়িলেন এবং আলিবর্দি তাঁহাকে অতিশয় যুগ। করাতে তিনি তাঁহাদের কর্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক বংসর বাঙ্গালার দুঃখজনক হইয়াছিলেন শুবাদারের সৈন্যের। অতি ক্রেষ্টে একত্র খাকিয়া পরদিন পুনর্বার যাত্রা করিলেন কিন্তু যুদ্ধ বাতিলকে এক অঙ্গুলি গিয়া করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তাঁবু ও পাথেয় দুব্য কানান
ধনক ও খাদ্যদূর্ব কিছুই ছিল না। রাত্রিকালে যখন
শত্রু। তাষাল করিত তখন বৃক্ষুজালে শয়ন করিতেন
কিন্তু শত্রুপক্ষের অশ্বাকাচা সৈন্যের। চত্বরিং বেষিত
থাকিতে 'তাহাদের সুখ্তা প্রায় ছিল না। খাদ্য ভ্রেয়ের
অভাবপ্রযুক্ত তাহার। পত্রমূল ভক্ষণ করিতেন সাত
জন ভুলালার। তিন পোষা। তণ্ডুল পাইয়া পরম
সুভোগ বোধ করিলেন অনন্তর কাঠামো। দূষিতেচর
হওয়াতে তাহার। বোধ করিলেন যে তথয় বিশ্বাস
ও অধিক খাদ্যদূর্ব পাইয়া কিন্তু ভাষ্ক পুর্বেই
তাহার অশ্বাকাচা সৈন্য পাঠাইল। অগ্নিদানপূর্বক তৎ-
স্থানের গৃহাদিবধ্য ও শস্য নষ্ট করিয়াছিলেন। আলি-
বাদ্দি তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক দ্বিতের কারণ
মূর্তিসিদ্ধারালে লেখাতে তথাহইতে অধিকৃতব্য আসিল।

এই স্থানে শুভাদারের এইরূপ ব্যবহার ছায়। মার- হাটার। চন্দ্রকৃত হইল এবং অনুমান করিল যে অপর
বহিষ্কার উপযোগী দুর্যোগের সহিত সৈন্য অসিবে
তাহাতে তিনি অতিভূষিত হইবেন অনন্তর ১৫৪২-
শামার বর্ষকাল উপস্থিত হইলে ভাষ্করপটিত
তাহার প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিলে নিশ্চয়
করিলেন কিন্তু তাহার মুতন বৃষ্টু মৌরাছীব বাঙালা
পরিত্যাগের পূর্বে আর কিঞ্চিৎ অধিক লইতে ইচ্ছক।
চিলেন অতএব কতিসহস্র অথবা সৈন্যের সহিত একদিনে কাটোয়া হইতে মুরসিদাবাদে য ইলেন আলিবদ্ধ তাহার পশ্চাত্তে আসিলেন কিন্তু তিনি আসিবার পূর্বে মীরদ্বীব নগরের বহিদেশ লুট করিয়া। ঐ ধনী বণিক জগৎ সেটের বাটীহইতে প্রায় দুইকোটী টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন তাহার অর্থন প্রযুক্ত মারহাট্টা। সেনাপতি বর্ষাগোমেন ভীত হইয়া বীরভূমিপর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন মীরদ্বীব তথায় তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ববার কাটোয়ার আসিতে উদ্বেজন। করিলেন তৎস্থানে ঐ ছত্তিপ্রয়াস্ত প্রধান সেনাপতির আর্স হইল আলিবদ্ধ ভাগীরথীর পূর্বপারে রহিলেন এবং মুরসিদাবাদ নিবাসি ব্যক্তির। স্বরকায় সন্ধিত হইয়া গঙ্গাপারে নিজূল সম্পত্তি প্রেরণ করিলেন শুতাদারের পরিবারের মধ্যে অনেকেই সেইদিঘিক করিলেন মীরদ্বীব মারহাটাদিগের সহিত আসিয়া। হর লুট করিলেন এবং বালশীর হইতে রাজস্বল পথাপ্ত দেশ নিজঅধীন করিলেন তিনি কলিকাতার নিকট আসাতে ইংরাজের। দুঃখের মেরামত করিলেন এবং শত্রুহইতে উত্তরবাই বক্তর হইবার নিমিতে আরাগনের চতুর্দিকে এক খাল খনন করিলেন যে খাল একান্ত অদৃশ্য হইয়াছে তথাপি তাহার নাম মারহাটাখাল অদ্বাপি আছে।।
অন্তত শুদ্ধার মারহাউদিগের দূরিকরণার্থে অন্তত তচ্ছে এরি নিন নত নুতন সন। সন্ধ্যু করিলেন এবং গোলচ্ছ হইতে নির্মাণ মানুষ রাখিলেন এই সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে বাকি রাজ্যের আদায় কারণ দীর্ঘমস্তে দুই আসতন আলিবদ্ধি মহারাজকে লিখিতে লেন যে মারহাউটারা। এদেশের তৃতীয় অধিকার করিয়াছে এবং তাহাদের নিরাপত্তার্থে তাহারা রক্ষা করিতে হইল তাহার ব্যাপ্তিমধ্যে অবশিষ্ট রাজ্যের আবশ্যক হয় অতএব স্বাভাবিক কর পাঠাইতে তিনি অশক্ত। মহারাজ অনুসন্ধানকারী দেখিলেন যে উহা সত্য বুঝে একারণ অপূর্ণ্যার শুরুর পুত্র আঁশ। করিলেন যে তদোপে সাহায্যার্থে তাঁর অন্তঃসর হইলেন কিন্তু তিনি পাঠায় আসিয়া। এমত লক্ষণ পুকার করিলেন যে আলিবদ্ধি তাহার অগ্রন অপেক্ষা পুত্রাগমনে অধিক আনন্দিত হইলেন মহারাজ মারহাউদিগের পুরুষ সনাপণ বাঙ্গালীয়কে লিখিলেন যে তিনি বাঙ্গালায় গিয়া। নাগারের মারহাউদিগের দূরিকরণের অভাব অন্তর্যায় দিয়া দিতে সমর্থ হইলেন না।
আলিবদ্ধি সন। সন্ধ্যু করিয়া বর্ষাবাদে কাটোয়ায় যে স্থানে মারহাউটারা ছিলেন তথায় চলিলেন তিনি রাজ্যের জন্যে নৌকাম্প্রণ মারাত্মক পার হইল প্রেরণ-
কালে শত্রুদিগের পুতি আক্রমণ করাতে তাহার। সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং পুরুষত্ব পাশ্চাত্য পক্ষের অন্যতর সেদিনীপুরে পলায়ন করিল আলিবদ্ধি তাহাদের বিশ্বাম করিতে না দিয়া। ক্রমাগত অনূর্বর্তা হওয়াতে তাহারা বালশ্চরে অনস্ত ছিল দীর্ঘীপার হইয়া। সকলে তাঁতাবে এতদেশ হইতে বহির্ভূত হইল।

কিন্তু তাহার নূতন উপজাহ ঘটিল তিনি বিজয় পূর্বক, মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে দুইপ্রেষত নূতন মারহাউডিগের সেন্য ঐ নগরের নিকটস্থ সকল হুল্লকের সেনাপতি তাঁহাকের উপদেশানু- সারে নাগপুরের রাজ। রোঘুজী একপ্রধান নূতন সেন্যের আহিত এতদেশ আক্রমণ করিতে আর্দ্রতে ছিল তখন তিনি আলিবদ্ধি যখন উত্তদ্বায় তাহার সেনাপতির পুতি আক্রমণ করিতেছিলো তখন এমহারশয় শয় অন্যদিকত্তি। বাঙ্গালায় আসিয়া রাজধানীর অতি নিকটে শিবির করিয়াছিলেন এবং বাণ্যজিরায় সহা- রাজের পুর্ণাপ্ত নাগপুরের মারহাউডিগের সেনাপতি তাহার সাহায্য নামায়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন তিনি নগরপুর উত্তর হইলে আলিবদ্ধি তাহার সহিত সাঙ্গীত করিতে চলিলেন অতিবন্ধতা পূর্বক পুরুষ দর্শনের পরে শূদাহার রোঘুজীকে তাড়াতাড়িতে ঐনূতন বল্কুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।
কিন্তু বাল্যজী রাজের বাঙ্গালা রক্ষাকর। ব্যাপ্তিরকে লুট করিতে মানস ছিল অতএব তিনি কহিলেন যে নেতার দেশীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ আমি অনেক বৎস-রাবধি পাইনাই তাহাদেহ তাহাতে তিনি যাবতপূর্ণা কহিলেন শুবাদারকে তাহা সন্নদ্ধ দিতে হইল কিন্তু তিনি পুনরায় কহিলেন অন্য মারহাটার্সেনের সহিত যুদ্ধ রাঘবন্ধমন করিলেন না আলিবর্দি কে সুতরাং একাঁকী যাইতে হইল ঐসময়ে রয়াজী বাল্যজীর সহিত শুবাদারের দলে শুনিয়া পিচরি ভঙ্গকর। উচিত বুঝিলেন পরে আলিবর্দির আগমনসাত্রে তাঁহার শঙ্কর করিয়া পর্বতোপরি পলায়ন করিলেন বাল্যজী এই পলায়ন শুনিলাম তাঁহার ঐ সময়ের তৈমূরের অনুসারে শীঘ্র আসি সম্পূর্ণ-ক্ষেপে পরাজয় করিলেন তাঁহার। তবে কল ত্রয়ো লুট করিয়া ছিলেন তাহ। তাঁহার কথায় হইত হইল তাঁহার। তরায় এতদেশ হইতে পলায়ন করিলেন বাল্যজী সময়ের মারহাটার্সেনের ঐ দল প্রাপ্ত হইয়া ও আলিবর্দি হইতে চতুর্থাংশ পুনরায় হইয়া স্বদেশে গমনের উচিত সময় বোধ করিলেন।

১৭৪৪ সালের বর্ষাকাল গত হইলেই ভারশ পাঢ়িত্র সব বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন তাহার পুত্র আঝা ছিল যে গত বৎসরে শুবাদার বাল্যজীকে যাবৎ ধরনী দিয়াছেন
যদি তাঁরা তাঁহাকে দেন তবে তিনি কৃষক হইবেন আলিবদ্ধি পূর্ণঃ আক্রান্তদার। প্রাস্ত হইয়া স্থির করিলেন যে ধুতুর্হাতপূর্বক শতনাশ করিবেন নিজ সেনাপতি নুস্তাকার্থার নিকটে কহিলেন যে তিনি এই পুত্তারাণায় সাহায্য করেন তিনি পুরুষত্ব অধীরক করিলেন কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে বেহাররাজ পুদান করিতে স্বীকার করাতে তিনি সম্মত হইলেন অনন্তর আলিবদ্ধি তাঁহাকে ও অপর সেনাপতিকে মারহাটের নিকট পাঠাইলেন তাঁহার। ভার পণ্ডিতকে কহিলেন যে যদি তিনি একদিবস গুহাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমন্ত হইলেন অনন্তর আলিবদ্ধি তাঁহাকে এবং অপর সেনাপতিকে মারহাটের নিকট পাঠাইলেন তাঁহার। ভার পণ্ডিতকে কহিলেন যে যদি তিনি একদিবস গুহাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমন্ত হইলেন।

তিনি লোভবাদার অথাৎ হইয়া তাঁহারেই সমন্ত হইলেন। স্বীয় করিবার দিবসে তাঁহার চতুর্দিকে অষ্টর্কারী মনুষ্য স্থাপিত হইলেন ভার ও তাঁহার পুজান সেনাপতিরার দুরাচার শঙ্কারায়। খুল্লানি হইয়া আলি-বদ্ধির ভাই তাঁহার আসিলেন তাঁহার আসিবামাত্রে আলি-বদ্ধিশ। সিংহাসন হইতে গাত্রোখান করিয়া তিনৰার কহিলেন মহাসাহসিক ভার কোন মহাশয় অনন্ত তিনি নিদর্শিত হইবামাত্রে উঠিয়া উঠিয়া কহিলেন এই হস্তাবসবে নষ্ট কর তাঁহার লোকের। অস্ত লইয়া তৎ- ক্রম মারহাট্ষ সেনাপতিদিগের উপর পড়িল তাঁহার পুজান করিলেন কিন্তু অবশেষে
পরাজিত হইয়া পুত্তেকে কাট। পড়িলেন তখায় এই
ব্যবহার দেখিয়া মৃদুলকার্থ নিজের লইয়া। কাটোয়ায়
মারহাউ সাহায্যে নিকটে চলিলেন এবং শুবাদারকে
তাহার অনুরোধ হইতে উপদেশ করিলেন কিন্তু তিনি
ভাবিতের মন্তক দেখিয়া। চক্ষুরাঙ্গ না করিয়া। যাইতে
ইচ্ছুক ছিলেন না তাহ। নিপ্পন হইলে তিনি মুস্তাকার
সাহায্যের চলিলেন কিন্তু কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া।
দেখিলেন যে শত্রু। পলায়ন করিয়াছে কারণ সনাপতি
দিগের মৃত্যু। 'শুনিয়া মাত্রে তাহার। তাহার সবলের
প্রস্তান করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়

অন্তর্গ শুবাদার বিশাল্ল পাইলেন কিন্তু তাহার
নিজ শিবির মধ্যে অতি ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইলে
এগুর্যান্ত মুস্তাকার। তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং
তাহার সাহায্য তিনি বাণ্ডালার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন ও মারহাউ দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন
কিন্তু তদন্তির মুস্তাক। প্রাণার্ধে আর খাকিতে
পারিলেন না জনিমদার দিগের কোন প্রার্থনা করিতে
হইলে শুবাদারকে না বলিয়া। তাহার নিকটে নিবেদন
করিতেন তাহাতে শুবাদার বোধ করিলেন যে তাহার
ভূত্য তাহার একটু হইয়াছে মুস্তাক। বেহার দেশের
রাজা দান প্রতিজ্ঞা শীঘ্র সম্পন্ন করিতে কহিলেন
শুনাদার তাহা না দিবার মানস করিলেন তিনি অর্জ করিলেন যে বেহারদেশের উপাস্যান। তিনি যথেষ্ট সরকরাজ্ঞকে দমন করিয়া বাঙ্গালা জয়। করিয়াছেন সেইক্ষণ মুসলমান তত্ত্বাবধানে সন্তুষ্ট না। থাকিয়া বাঙ্গালা গুহিয়ে ইচ্ছা। করিবেন অতএব উভয়কে ঈর্ষা উপস্থিত হইল মুসলমান। অন্তধারী সৈন। ব্যতিরেকে কদাচ রাজসভায় যাইতেন না অনন্তর স্পষ্টক্ষণে ইচ্ছা।  প্রকাশ করিলেন যে তিনি শুনাদারের কর্ষ পরিত্যাগ করিবেন  ও তাহার পুনঃপ্রাপ্তি প্রার্থনা করাতে সিদ্ধ  না দেখিয়াই সন্ধ্যর্ষের লক্ষনুদ্র। দুই হইলে পরে তিনি শুনাদারের সেনাপতিদিগকে পুনঃভিত্তিগ করাইয়া।  ঐ রাজ্য তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু তাহার। আলিবাদর সহিত নিত্যত রক্ষা। করাতে তিনি অষ্টসহস্র অষ্টাক্ষ্কাতির তারা পাদার্থিক লইয়া। রাঙ্গালা পরিত্যাগপূর্বক রাজমহল ১ টি করিয়া। মুহুর অধিকার করিয়া। পাটনায় শিরিবর করিলেন তথাকার শুনাদার জিনিসদিন যে অস্পষ্টন সগুহু করিতে কথা হইলেন তাহার সহিত মৃদুর্ধার্থে আবিষ্কারি কিন্তু মুসলাকাও নগর গুহিয়ে করিতে পারিতেন যতদিত তাহার হঠিয়া আনাত হইত তিনি হঠিয়াহইতে অবরোহণ করাতে সৈন্যেরা প্রভৃতি নাগদিয়া। ভীত ও আহত হইয়া। পলায়ন করিল কিন্তু সন্ধ্যিদিনপর্যন্ত দুই সৈন্যেরা।
মধ্যে ক্রমিক ছন্দু হিল অঠিমিদিবে মুন্তাকাভ। ঐ নগরে পুনর্বার আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাহার নয়নে এক বাদ বিদ্ধ হোয়াতে তথাহইতে অযোধারাজে।
পলায়ন করিলেন।

মুন্তাকাভ যখন প্রভুর বিদ্রোহ করিতে স্থির করিয়াছিলেন তৎকালে বাঙ্গালা আক্রমণাধীত তাহার সাহায্যকরিতে নারহাটাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন রয়ুজী তাহাতে ইচ্ছাপুষ্পক তাহার সেনাপতি ভাস্কর পশ্চিমের নূতুর প্রতি সাকারণ ও অধিক লুট পাইবার কারণ ক্রোধে দথপ্রায় হইলেন অতএব এক প্রশস্ত অধিক সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া। মুরসিদাবাদের নিকটে আসিলেন আলিবদ্দী মুন্তাকায় অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন কিন্তু মারহাটাদিগের আগমন শুনিয়া। সহরে ফিরিয়া আসিলেন মুন্তাকায় বেহারে অসিয়া নতুন বন্দীদের সহিত মিলিত হইতে উদ্যোগ করিলেন অতএব শুবাদার দুই শত্র আসাতে অতিশয় বিপত্তিতে পড়িলেন তিনি নিজ জামাত। জিনউদ্দিনকে উপদেশ করিলেন যে মুন্তাকায় প্রতি নসোয়গ রাখিবেন ও তাহার বাঙ্গালায় আগমনরোধ করিবেন অনুসরণ কালবিচ্ছেদে রয়ুজী এদেশ আক্রমণ না করিবেন এবং দুই প্রেরণ করিলেন তাহাতে রয়ুজী অহিকারপূর্বক উত্তর করিলেন যে
তাহার দৃঢ়তের মূল্য তিন কোটি টাকা দিতে হইবে
শুধুমাত্র তাহাঃ একবারে অগ্নিকার না করিয়া দুইবার
পর্যন্ত অষ্টাদশ সুত্রাপদ রহিলেন ইতিমধ্যে জিনউদ্দিন সুম্ভাকার
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারাত্মক তাহার সেনারা
ছিল ভিত্ত হইল॥

শুধু এই জয়লক্ষণ এক শতূু যুদ্ধে আপনাকে
মুক্ত দেখিয়া মারহাটাদিগের নিকট অহংকারপূর্বক
উভয়ের পাঠাইবারে উভরপক্ষে বর্ষাকালে যুদ্ধ করিতে
প্রস্তুত হইলেন পরে অনেকবার যুদ্ধ হইল তাহাতে
রয়াজী কয় পাইলেন এবং শুধু তাহার সেনাপতি
সমস্ত এবং সরদাররূপে এই দুইজনের বিশ্বাস ঘাতকতাত
না থাকিলে রয়াজী বন্ধী হইতেন। কায়োমার এক নিষ্পত্তিক র্যুদ্ধ হওয়াতে মারহাটার সম্পূর্ব্বাপে পরাজিত
হইল তাহাদের অনেক লোক নারাপত্তা এবং অবশিষ্ট
লোকেরা যদিও পরাজিত করিল অন্তত আলী বদির্দী
যে দুই সেনাপতির। মারহাটাদিগের সহিত মিল
করিয়াছেন এমত বুঝিলেন ঐ বিশ্বাস-যোগ্যকরিদিগকে
বিদায় করিলেন তাহারা হয় সহস্র অনুগতলোকের
সহিত বেহারের অন্তর্গত দুর্বোধ্যক্ষ দ্বারা গমন
করিল। অতঃপর যাহা অপ্যাকার বিরোধ শুনা হইল
তাহাতে শুধুমাত্র তাহার দুই দৌহিত্র জিন উদ্দিনের
পুঞ্জিদের বিবাহ ঘটিত পুঞ্জিদের সমাপ্ত করিলেন।
কটক অঞ্চলে তৎকালে মারহাউডগের অধিকার ছিল আলিবদ্দি তথাহইতে তাহাদিগকে তাড়াইতে প্রতিষ্ঠা করিয়া। উত্তর সেনাপতি মীরজেফকে যুদ্ধার্থে পাঞ্জাবের জেফকে নেদিনীপুরে গিয়া সুভোগে রত রহিলেন এবং শত্রু আগমন করিলে তিনি বর্তমানে আসিলেন কিন্তু ঐসৈন্যের এক সেনাপতি আউটল্যাঙ্কা যুদ্ধ করিয়া। তাহাদিগকে পরাজয় করিলে কিছুকাল পূর্বাধিক এক মহান তাহাকে শিরাদাস হইবার আশা দেওয়া,তিনি এই বিজয়দ্বারা তাহার প্রভুকে পদচূপ করিলে দৃষ্টমন্ত্র করিলেন, মীরজেফকে বহার দেশ দিতে স্বীকার করিয়া। তাহার পক্ষে আসিলেন কিন্তু ঐ সেনাপতি উত্তর বন্ধিদের পরামর্শ দিয়া মানুষ তাহার আসিলেন আলিবদ্দি এই বিশালসমাপ্ত অবলম্বনে বোধ পূর্বক তথায় গিয়া। মীরজেফকে ও আউটল্যাঙ্কা উভয়কে কর্ষ্ণবিহিত বিদায় করিয়া দিলেন এবং ঐ দুই সেনাপতি ও কিয়দংশ সৈন্য হইলেও তিনি যুদ্ধার্থ। মারহাউডগের দমন করিয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালের পূর্বে সুরসিদ্ধি দেখিয়া আসিলেন।

অন্তঃ নূতন বিশালসমাপ্ত, উপস্থিত হইল তাহার ভূতাপুত্র বেহারের শাসনকর্তা। জিনউদ্দিন কিছু পূর্বে রাজধানীতে আসিয়া রাজসভার সৌন্দর্য-
ধ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন তিনি ভুতাদিগের অক্ষমতা ও পিতৃব্যের বাণ্ডীকা অরণ করিয়া রুঁঁকিয়ানে যে অস্প চেষ্টা করিয়া বাণ্ডীকা শুবাদার হইতে পারিবেন অতএব তিনি আলিবদ্ধ কী লিখিয়া যে দূীষেননা পর্যন্ত সমস্ত ও সদারকৃত তিনি বিদায় করিয়াছেন তাহার। দুর্বলতে ক্রমিক সৈন্যবৃদ্ধি করিয়াছে অতএব তাহাদের পরাজয়ে অথবা রাজনিষ্ঠাকারে নিয়োগ করা উচিত যতদিন তাহার আত্মা হয় তবে তাহাদিগকে তাহাদের অন্যতম লোকের সহিত সৈন্যময় নিবিষ্ট করেন তাহার মানস ছিল যে সৈন্যবৃদ্ধি করিয়া সিক্ষাসেনের নিমিত্তে বিবাদ করেন ইহাতে শুবাদার অনিচ্ছা পূর্বক সম্মত হইলেন। জ্ঞিনউদিন এ সেনাপতি দিগকে নিজকে প্রবেশার্থ আহ্স্ত করিতে তিনি প্রস্তুত দূতপূর্ণ করিলেন অনস্তুর সন্ধি নিয়ম স্থিরহইলে তাহার। বহুসৈনিকের সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিলেন এবং ঐ শাসনকর্তাকে নদীপার হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অনুশোচন করাতে তিনি যাইলেন ও তাহার। তাহাকে সমাদরপূর্বক গৃহণ করিলেন এবং তিনি তাহাদিগের ও তাহাদের সৈন্যদিগের পার হইবার কারণ নোট। আহরণ করিলে আজ্ঞা করিলেন অনস্ত ঐ শাসন কর্তার নিকটে একবার ঐ সেনাপতিদিগের সাক্ষাৎ
করিতে যাইবার দিন স্থির হইল কিন্তু তাহার পুত্র
তাহাদিগের বিশ্বাস না করিয়া তিনি কেবল গৃহস্থিত
ভূতের সহিত থাকিয়া তাহাদিগের গৃহণ করিতে
স্বীকার করিলেন প্রথমদিনের সাক্ষাৎকার নিবিরোধে
হইল দ্বিতীয়দিনে ক্রমে তাহাদের সেনাদ্বারা রাজ
পুরী পরিপূর্ণ হইল এবং শাসনকর্তার নিকটে যে
সকল সেনাপতিরা আসিয়াছিলেন তাহাদিগের
তিনি তাঁহাদের বিস্ময় করিয়া লাগিলেন ইতিমধ্যে
তাহাদের একজন একাদিকে তাহাকে মারিয়াফেলিনের
পুরী মধ্যে তৎক্ষণাৎ রাজবিদ্রোহের ঘোষণা হওয়াতে
তাহার ভূতেরা কৃপাণপাণি হইয়া বহির্গত হইলেন
কিন্তু ঐ বঙ্কু দিগের নিবারণ করিবার সময় উত্তীর্ণ
হইল তাহারা তথমধ্যে নগর অধিকার করিয়া,
ছিলেন।

সমসার্থী পুরীলুট করিয়া মুতশাসন কর্তার পিতা
হাজি আহমদের অনেকার্থে রোক প্রস্তর করিলেন
এ বৃদ্ধের দিনের নিমিত্তে এক কৃতবাদী অষ্ঠ প্রাঙ্কুত হইল।
তিনি তাহাদের পলায়ন করিতে পারিতেন কিন্তু
ধন ও দ্বীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া
বিলম্ব করাতে দুর্যোগ ছিল। তাহার অংশকে অক্টুক করিল
অন্তত সমুক্ত দিবস পর্যন্ত ধন একাদিকে তাহার
অতিশয় যত্ন করাতে তিনি অবশেষ দিয়ে প্রাণত্যাগ
করিলেন পরে বিদ্রোহ কারিগরার প্রায় সপ্তাহিলগ টাকায় স্বর্ণ ও রূপ পাইলেন এবং তিনি যদ্দেশায় কাতর হইয়া। ক্রমে যে সকল গুপ্তস্থান প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহার। বাটীর সেইসকল স্থান খনন করিয়া বর্তমান রঘুপাইলেন জিন উদ্দিনের পত্নী ঐ বঞ্চক পাঠানদিগের হস্তে পড়িলেন এই সকল লোট ব্যবহার। তাহার। সেন। বৃদ্ধিরিয়া। চতুর্থিশ্ব সহস্রা অশ্বারোহ। ও তাবৎ পদার্থিত সেন। আত্মানীতে পুনর্গ্রহণ।

“আলিবর্দিয়া। যখন শুনিলেন যে তাহার রোতা ও ভাতপুত্র নারাপত্তি ছিল। তাঁহার। কন। বন্দী হইয়াছেন এবং বেহারদেশ নষ্টনষ্টহইয়াছে তখন অভিশাপ শোকবিষ্ট হইলেন পাটনায় এইরূপ ঘটনার কারণে। তাহার পুরুষতন শত্রু সার হাউর। মীরখবীবের অধীনে অসিয়া। বাঙ্গলায় পুনর্বাচন। রাজনগরে কম্পানিত করিল কিন্তু ঐ বুদ্ধিশূদ্ধবাদের মনের। বৈরব্য। কিছুমাত্র হয় নাই তিনি যাহা যুদ্ধার্থে পুষ্টত হইলেন মুরসিদাব্দাদ নিবাসী লোক দিগের আপনার ধন ও পরিবার নদীপারে লইয়া রক্ষাকরিতে উপদেশ করিলেন অভিব্য যে সকল লোক পালায়নে শক্তিহিনে তাহার। সকলেই ঐ নগর পরিত্যাগ করিলেন।

গুরুদাদার পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহ অর্থ সহস্র পদার্থিত সৈন্য। সংগৃহি করিয়া ঐ হোমিজিদের সহিত
যুদ্ধার্থে গমন করিলেন মারহাট্টা। তৎকালিন ইছা পরিবর্ত করিলেন তাহার। তদীয় লুট নাকিরিয়া গুহাবাস্রের আগমনের পূর্বে পাথানদিগের সহিত মিলিত হইবার আশায় পর্বতীয় দেশদিয়া শীঘ্র চলিলেন সমস্তরেখা। ও সর্দাররা নিজস্বনের সহিত পাটন। হইতে বারে আসাতে মারহাট্টা দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল আমাদের বোধ হইতেছে যে জিন উদ্দী- নের মূর্তু পাটন। লুট ও বাঙ্গালার আগমন কেবল নীর হবীরের কম্পনানুমানেই হইয়াছিল কারণ তখন উপস্থিতি মাত্রে তিনি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান উভয়ে তাহাদের তাঁহুমধ্যে ঐ দুইজন পাথান সেনাপতিকে লইয়া। তাহাদিগের মন্দকাপরি সমুদ্রজনক মূর্ত অর্পণ করিলেন যেমন প্রধান ব্যক্তি। অধীন লোকের প্রতি করিয়া থাকেন পরিদিন মীরহবীর ঐ সেনাপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাদি- গের আবাসে গমন করিলেন তাহার স্বাভাবিক বিন- যায়ের পুরু তাহাকে বলপূর্বক আটক করিলেন। এবং কহিলেন যে তাহারা কেবল তাহার প্রাথমিক এই দুঃখান্ত কর্মে প্রধান হয়েন এবং যে বিষয় স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ শাসন কর্তাকে মারিয়া পাটন। অধিকার করিয়াছেন এবং তাহার। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধকরিতে প্রস্তুত আছেন
কিন্তু তাহাদের প্রাপ্ত এক্ষণে প্রার্থনা করেন তাহতে যদি তিনি চতুরিংশতল্কশ মুদ্রা নামেন তবে তাহারা, কদাচ তাহাকে যাগ করিবেনন। নীর হৃদ্বীর নিরূপনহইয়া। জননবর করিলন যে শূবাদারের সেনা তাহার হস্তগত আছে এই জননব জন্য গোলযোগ হওয়াতে দুইলক্ষ মুদ্রা। মন্তী দানে মোচন পাইলেন উভয় পক্ষে একরূপ বিবাদ শূবাদারের সংক্রান্ত হইল কারণ ঐ বিবাদ দ্বারা। পরদিবসীয় যুদ্ধে ঐ উভয় সন্ন্যাসের এক হইল। ঐ যুদ্ধে শূবাদার সম্পূর্ণরূপে জয়া হইলেন এবং ঐ উভয় বিদ্রোহিতি। আরাপ্তিলেন ও তাহাদের মনস্ত হইল। শূবাদারের হস্ত পাদব্যব বদ্ধ হইল। ইহার যথার্থ বলে যে ঐ যুদ্ধকালে সমদ্য মহারাজাদিয়ের। বাঙ্গালী সন্ন্যাসের বাম পাশের অসুসর হইল কিম্বা যখন সকল বিবগ সন্ন্যাসের। বিদ্রোহ কারিক্ষিদের প্রতি আক্রমণ করিল তখন তাহার এক ক্ষত্রী মধ্যে রহিল নীর হৃদ্বীর শূবাদারের জয় দেখিয়া কোন আঘাত না করিয়া। যূত্ত স্থান হইতে পলায়ন করিলেন অনন্তর আলিবদি শত্রুবিজয় পূর্বক পাতনায় প্রবেশ করিয়া রিপ্রুদিয়ার। যে কলণা ও দৌহিত্রের রূপ্তিনি লন্দ তাহাদিগকে আলিবন করিলেন তিনি এই বিষয়ে অতি মহান প্রকাশ করিয়াছিলেন নিজ সেনাপতি দিগের সকল প্রয়োজন পারিতোষিক দিয়া। বিদ্রোহ-
কারিদিগের ত্রীপুত্রাদিকে দুর্বল্প হইতে আনিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাচারি করিলেন মৌর্য্যবীয় বংশনিবন্ধন নাগরাজের পক্ষে গিয়াছিলেন তদবধি অস্ত্রধর্ম আলি-বদির আক্ষারম তাহার পরিবারের। কারাগারে রুহ ছিলেন আলি বদি। এই উত্তর সময়ে তাহাদিগের স্বাধীন করিতে ঐ বিপক্ষের ঠাবুতে রক্ষক লোক সন্তিব্যাহারে নির্দেশে পাঠাইলেন তিনি জিন-উদ্ধিনের পুত্র তাহার দৌহিত্র সেরাঙ্গ উদ্ধোলাকে বেহারের শাসনকর্তা। করিলেন ও রাজা জানকী-রামের তাহার নায়েব করিলেন অন্তর নিজ ভুট্টপুত্র সাম্ব আহবাদকে পূর্ণীয়ির ফৌজদারী কর্মে নিযুক্ত করিলেন এই সকল নিয়োগানস্তর পাটনা হইতে নিজ রাজধানীতে আসিলেন অতি অপকাল পুর্বে তিনি আউটরাখাঁর ও মৌর্য্যকর্থার অপরাধ মাজারে করিয়া পূর্ববর্ত অনুগুহ করিয়াছিলেন যখন ঐ বিদ্রো- হাচারি সেনাপতিদিগের সহিত মুখার্থে চলিলেন তখন আউটরাখাঁকে মূর্তিযাবাদের কর্তৃপক্ষের রাখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আউটরাখাঁ স্বাক্ষরিত পত্র পথিনথিরো রোধকরিয়া দেখিলেন যে তাহাতে তিনি বিপক্ষের সহিত সাধ্যং মিলকরিতে প্রতিদ্বন্দ্বি করি- যাছেন অতএব ঐ ক্ষেত্রের অধিষ্ঠানের কর্মে শুভা-
দার অতিশয় কুদ্বাহইয়া আঁকাকরিলেন যে তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্বে ঐ বঙ্কুকনগর হইতে দূরীকৃত হয় অতএব ঐছুনারা। প্রায় সম্প্রতি লক্ষ নগত টাকা ও নানাবিধ রত্ন লইয়া। মুরসিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিলেন যখন তিনি ভগলপুরের দ্বিতীয় কোজদার ছিলেন তখন ঐ ধন উপার্জন করিয়াছিলেন অতএব এইরূপে আমরা আলিবদ্দির রাজস্তার অবস্থা বোধ করিতে পারি যে তিনি যে সকল কর্মকারী লোক-দিগকে নিযুক্ত করিতেন তাহাদিগের প্রতি নিজে অধীন দেশলুট করিয়া। ধরনসম্মত করিতে অনুরম্ত ধারিত তাহাতে কর্মকারীরা বদ্ধিকূল হইতেন ও দরিদ্র, প্রজারা মারাপড়িতেন।

- আলিবদ্দি কিঞ্চিতকাল বিশুদ করিয়া। উডঃস্যা-হইতে মহারাণীষামিদিগকে তাড়াইতে পূর্বার সৈন্য লইয়া। যাত্রা করিলেন তাঁহার উপস্থিতি মাত্রে তাহার। পলায়ন করিল তিনি সাম্ভাগ যুদ্ধে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন। কেবল পর্বতের পরি ও বনমধ্যে তাড়া তাড়ি করিয়া। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু তাঁহার অগ্রমন মাত্রে নীরুদ্বীব বন হইতে বহির্ভূত হইয়া। পুরকবৎ লুট আরম্ভ করিলেন।
আলিবদ্দিকে সুতরাং পূর্বার সৈন্য লইয়া। অগুসর হইতে হইল তিনি এপর্যন্ত বর্ষকালের পূর্বে তাগী
রথীতারে আসিতেন কিন্তু তৎকালে ঐ দস্যুদিগের হঠতে তদ্বশে উদ্ধার করিতে অস্বীকৃত ইচ্ছক হইয়া মেদিনীপুরে বর্ষাকাল পর্যন্ত শিবির করিয়া স্থির করিলেন কিন্তু যখন এই সকল উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল তখন ঐ হতভাগ্য শুভাচার নোতন বিশ্বাসযোগ্য কর্ম্মদারী ভীত হইলেন।

তিনি নিজ দৌহিত্র সেরাজ উদ্দোলাকে তাহার পিতা অপেক্ষা, অধিক ভালবাসিতেন এবং ঐ বালক তাহার অতিশয় স্নেহদার। সুষ্ণবৰ্ত্তী হইয়াছিলেন কতিপয় দুর্দায়িত্র মনুষ্য তাহাকে বশীভূত করিয়া।

ঐ প্রিয় মাতামহের প্রতি মন বিরত করিয়া দিলেন এবং তাহার রাজ্য লইতে চেষ্টা করিবার উদ্যোগী করিয়া। দিলেন তিনি তাহাদের পরামর্শে রত; হইয়া আলিবদ্ধি করিয়া তাহার দূর্ঘ ব্যবহার নিমিতে ত্যজিত করিয়া। এক পত্র লিখিলেন এবং ঐ সকল অনুরূপ লোকের সহিত পাটনায় চলিলেন তাহার ঐ স্থানের শাসনকর্তা। নাম্মাত্র ছিল তিনি তথায় সৈন্ত সঞ্চার করিয়া। মাতামহের সহিত মূদ্রাধ্যে গমনকৰিতে স্থির করিলেন আলিবদ্ধি এই যাত্রা শুনিয়া হতভাগ্য

হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন কারণ যদি তিনি পাটনায় আক্রমণ করেন তাহাতে তাহার প্রিয় দৌহিত্র পাছে মারাত্মক তিনি বৈদ্যায়
করিমা সত্ত্বে মুরসিদাবাদে আসিলেন কিন্তু তথায় একদিন মাত্র থাকিয়া ঐ বালকের অনেকগুলো চলিলেন। সেকার উদ্দেশ্যে পাটনার সমুদ্রে আসিয়া জানকীমণ্ডল ঐ স্থান তাগ করিতে আহ্বানকরিলেন ঐ নায়ের শাসনকর্তা। জানিতেন যে যদি তিনি ঐ নগর তাগ করেন তবে শুবাদারের অস্ত্র হইবে কিন্তু যদি ঐ বালক মারাপড়েন তবে শুবাদার তাহাকে কদাচ কম্পিত করিবেন না। তাহাতে তাহার পরম সত্ত্বাহ হইল যে সেরাজ উদ্দেশ্যে তীর হইয়া অতিদূরে রহিলেন তাহার যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই নগরের চত্তির যে এক মূর্ম্মলচালি ছিল তাহার কিয়াদশ ভঙ্গ করিয়া যেমন পরে এবং করিলেন কিন্তু তথা করিলেন। বাঙ্গালিগণ যাহাদের প্রভু পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধকালে অতিদূরে এক গৃহমধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন ঐ নায়ের শাসনকর্তা। তথা হইতে তাহাকে কোন আঘাত ব্যতিরেক রূপ করিয়া নিরাপদে পূর্ণমধ্যে আনিলেন। আলিবদ্ধ ঐ বৃত্তান্ত সুনিয়া আনন্দমধ্যে। এমত কঙ্ক হইলেন যে নিজ ভূত্তাত্ত্বিক উপহাস করিলেন তিনি ঐ বিদ্রোহাত্মারি দোহিতকে দেখিতে এমত বাগ্ন হইলেন যে কোন ইতিহাস তাহার উপপত্তীকে দেখিতে তাদুর্শ কদাচ।
হয়েন নাই যথাস্থল সমক্ষ দর্শন হইল অল্পবর্ধি তাহার, দুরাচর নিমিয়েতে কোন ভর্ত্সনা না করিয়া তাহার গল দেশ ধরিয়া সর্বাঙ্গে চুম্বন করিলেন দোহিত্র প্রাপ্তি-জন। অতিশয় আনন্দ হওয়াতে তাহার জুর হইল ও তাহাতে জীবন প্রায় ক্ষুব্ধ পাইল ইতিমধ্যে উড়িছিল৷ স্থিত মহারাণীয়ের। ও মীরহাবীব তাহার বিপদ সময় গুণিয়া পুনর্বার বাণ্ডালা। আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন অতএব উত্তররূপে সুস্প হইবার পুর্বেই অলিবদ্ধকে সৈন্যে মেদিনীপুরে যাত্রা করিতে হইল তথায় তিনি মহারাণীষ্টিকাদের সৃষ্টিত মৃদু করিয়া। সম্পূর্ণ কুপে পরাজিত করিয়া। উড়িসা। পর্যন্ত তাহাদের অনেকগুলো চলিলেন কিন্তু তাহারা সর্বাঙ্গ তাহার হুহন্ত হইতে মুক্ত হইতে একান্ত সৈন্যে মুলিস্তাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন ৷

যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষেই রাজার হইল ঐ দেশবৎসর পর্যন্ত যুদ্ধের মধ্যে প্রথম বার তিনি সকল বারেই শুবদার বিজয়ী হইয়া ছিলেন কিন্তু তথাপি মহারাণীষ্টিকাদের। এদেশের যে দুরবস্থা করিয়াছিলেন তাহাদের দেখিতে অসহিষ্ণু হইলেন তাহাদের উপদ্রোহধ্বনি। রাজযেভের এমন হানি হইয়াছিল যে তিনি তাহার রাজদের প্রথমবারা দিল্লীতে এক মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারেন নাই মহারাণীষ্টিকাদে। ভাগীরথীর। পশ্চিম কটক হইতে
রাজমহল পর্যন্ত সমূদায় দেশ প্রতিবংসর লুট করিতেন সকল গুলো অগিল পুনরায় করিতেন পুজার দিগকে মারিতেন ও শস্য সকল নষ্ট করিতেন অতএব পুজারদিগের দুঃখ যৎপরে। নার্সি এই হইয়াছিল একারণ তাহার। শুবাদারের নিকটে আসিয়া কহিলেন যেখান তিনি তাহাদিগের বার্ষিক শস্যাদান নিবারণ করেন তবে তাহার। নিয়মিত রাজস্ব হইতে অধিক দিতে ব্যবাহ করেন আলিবদ্ধ পুজারদিগের ও আপনার শোক নিবারণার্থে ইচ্ছুক হইলেন তৎকালে তিনি পঞ্চসুতিবর্ষবয়স্ক ছিলেন ও অতিশয় পরিশ্রমিত্র। কৃষি হইয়াছিলেন এবং দশবৎসর যুদ্ধ করিলেন অতঃপরে মরণের পূর্বে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং মহারাজাদিগের ও নীরহৃদীব সবাদী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত নূতন হইয়াছিলেন তাহাদের নিকটে সদ্ভাব নিমিত্তে এক দৃঢ় প্রেরিত হইলেন তাহার। শুবাদারকে অধিক প্রশংসা করিলেন কিন্তু তিনি চিরস্থায় যুদ্ধ প্রায় তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালার চৌট বলিয়া প্রতিবংসর দ্বিতীয় দিক নুড়া। মহারাজাদিগকে দিতে ব্যবাহ করিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের পূর্বে প্রাপ্ত পরিশোধার্থে রাজস্ব দিবার কারণে নায়েব শাসনকর্তার স্বর্গপে নীরহৃদীবের হস্তে উড়িয়া। দেশ
রাখিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং সুর্বংসরেখা—
নদী বাঞ্চালীর দক্ষিণ সীমা স্থির করিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়ের। কদাচ সে নদী পার হইবেন না অতঃপর নীরহীনীর বাঞ্চু পূর্ণ হইল তিনি আলিবদ্ধির দর্প খর্ব করিয়া। উভিস্যার পুষ্টু হইলেন কিন্তু ঐ বিভব ভোগ অধিক কাল হইল না। ঐ সদ্ধির পরবৎসরে তাহার মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদিগের তাহার আবশ্যকতা না থাকায় তাহার। শয়তাপূর্বক টাঙ্কাকে মারিলেন অন্ততঃ চারি বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫৫ সালে আলিবদ্ধি জীবনের
শেষকর্ম মধ্যে উভিস্যার দেশ একেবারে মহারাষ্ট্রীয়-
দিগকে পুনরায় করিলেন।

তিনি এইবারে ১৭৫১ সালে মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত
সন্ধি করিয়া। কিন্তু কাল সূচক হইলেন তাহার বয়স
যদ্যপি অধিক হইয়াছিল তথাপি তিনি যুবাপুরুষের
নায় যুদ্ধজন্য অপকার শুধুরং পুরুষত্ব
হইলেন না কল পুরান দশ হইয়াছিল তাহা পুনর্বার
সন্দেহ করিলেন যে সকল লোক পলায়িত ছিল
তাহাদিগকে পুনরায় করিলেন কৃষকদিগকে আগামি
ধন দান করিলেন অর্থাৎ কর্মকরিবার পুনরৈত ধন
দিলেন এবং সতর্কতাধারা কৃষিকর্মের উৎসাহ
বুদ্ধি করিলেন। তিনি নির্জনায়ের পুথম দশ বৎসর
মুদ্রবিষয়ে যে রূপ কৃত্তা পুকার্ষ করিয়াছিলেন

( ১৭৫ )
শেষ পঞ্চ বৎসর নির্বিরোধকালেও সেইকুল বুদ্ধি প্রুক্ষ করিয়াছিলেন তিনি সুনিয়মপূর্বক কষ্টে মনোযোগ করিতেন পুর্তিদিন পুরি মূঢ় কিছু নিমিত কষ্ট করিবা ছিল এই রূপ সংবদ। যতদৃষ্টার এতদ্দেশ সবল হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়দের অন্যান্য প্রায় বিস্মৃত হইল।

মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত সংঘর্ষ পরে ১৭৫৬ শাল পর্যন্ত তাহার রাজামত্তে বর্ণারু উপযুক্ত কিছুই ঘটে নাই অন্তর তিনি অধিকতর পূর্বক যে মাহাম্মের মন্দির করিয়াছিলেন তাহা একেবারে মন্দ হইল আলিবর্দির ভুতপূর্ত নেয়াইল মহাম্মদ যাহাকে পৌঁছাইল করিয়াছিলেন তাহার ঐ দৌহিত্র ইকুন-উদ্দেল। ঐ বৎসরের প্রথমে মরাতে মহামাদ বিবেচনাশূন্য হইলেন এবং আমরাপূর্বে বিলিয়াচি যে শুরুরদারের অপর দৌহিত্র সেরাজউদ্দেল। মাতামহের আদর্শদার সম্পূর্ণকেপ দুইচোরিত হইয়াছিলেন তিনি সকল দুঃখেই রত ছিলেন এবং কোন জন তাহাতে কোন বিপরীত কথা বলিতে সমর্থ হইত না তিনি কামুকসহচরদিগের সহিত মুরসিদাবাদের সকল পঞ্চ আদর্শরীপূর্বক বিহার করিতেন এবং স্ত্রীপূর্ণ সাধারণ সকলের প্রতি নানা প্রকার উপদ্রোহ করিতেন নগরের প্রজার। তাহাকে
আসিতে দেখিলে উচ্ছিষ্ঠে কহিতেন হে পরমেশ্বর। আমাদিগকে ইহ হইতে রক্ষা কর। তাহার প্রিয় ও নির্বোধ বৃদ্ধ মাতামহ অশ্রীতি বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়া। এই সকল দৌরাত্ম্যের কোন সম্বাদ লইতেন না। তাহাতে সুভরাং ঐদূরঘাটী অধিক সাহসী হইলেন তিনি ঢাকার নায়ের শাসনকর্তা হসিনকুলিখাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া। তাহাকে সপরিবারে মারিতে প্রতিহাসির করিলেন এই ইচ্ছা। সাকল্যাচ্ছে প্রথমতঃ একবার অনু-গত লোককে ঐ নগরে গেত্যে করিয়াছিলেন ঐ লোক তথায় সেই মহাশয়ের ভাগিনেয়কের সঙ্গে দিবায়ত্তে মারিয়াছিলেন অনস্তর সেরাজ উদ্দৌলার। মাতামহের নিকটে হসিন কুলিখাঁকে মারিতি-বাং অনুষ্ঠিত পুরাতনে করিলেন আলিবন্ধি উত্তর করি-লেন যে তাহার পুত্র নেয়াইস মহম্মদের অনুক্ষণা বাধিত-রেকে ইহ। করা যাইতে পারে না। এবং এই দৌরাত্ম্য করিতে নিষেধ না করিয়া। এবিষে তাহাকে নাদেখিতে হয়। এই নামাতে মূর্শিদাবাদ পরিত্যাগপূর্বক মুভায়। করত রাজন্মহে চলিলেন তাহার বৃদ্ধপত্তী সেরাজ উদ্দৌলার মাতামহী নেয়াইসের নিকটে বহুল গিয়া। তাইশার নিদ্রায় বল্লব এবং ভূতজাগিতে অনুভূত পুরাতনে করিলেন নেয়াইসের পত্তী। বশিকী বেগম অন্যান্যলোকের পুরাতনামদের ঐ বিষয়ে নিজ পুরাতন।
পুকাশ করিলেন নেয়াইস এই সকল লোকের নিবে-
dনধারা পরাজিত হইয়া। অনুমতি করিলেন সেরাজ,
উদ্দোলা ঐ মহাশয়ের সহিত সাঙ্গাৎ করিয়া। বাটা
গমনকালে হসিন কুলিখান গৃহের নিকটে গিয়া।
তাহাকে বাহিরে আবিশ্র নিজসনক্রে স্তুকরাং করিয়া
কাজিতে আন্ত। করিলেন এবং ঐ সময়ে তাহার এক
অস্ত্রদ্বারারকে আনাতে তাহাকে ঐ করিলেন
মুসলমানদের নিহত হইতে আলিবদ্দির পরিবারে পরমেশ্রের শাপ
হইল কিছুদিন নেয়াইস মরিলেন দুইমাসমধ্য
তাহার ভ্রাতা সায়দ আহমদ পুর্ণীয়র শাসনকর্তা।
মরিলেন আলিবদ্দির সৌহিতের চরিত্রায়। তথ্যচিত্ত
হইয়া। এবং দুই ভুতপূজোর নরপ শোকাত্তর হইয়া।
১৭৫৬ খ্রীঃ সালের ৯ আপ্রিলে লোকান্তরগত হইলেন।।
�লিবদ্দির যুগ্ধ ও সঙ্কীর্ণতে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল
এবং লোকযাত্রায় উত্তম শক্তি ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ।
এই যে তিনি পৃথিবীতে বর্ষব্যং উদ্ভিদসামগ্রে।
সৈন্যে মহারাজাদিগের অনুষ্ঠি হইয়াছিলেন
বাঙ্গালার রাজ পুঞ্জির পর দশ বৎসরপর্যাপ্ত ভিন্ন-
দেশীয় শত্র বার্নিজ বঙ্গকেনাপতিদিগের সহিত
মুদ্রে ক্রিমিক নিয়ন্ত্র ছিলেন অনলার অতিম পৃথিবি-
ংখ্যা কোন বিরোধ ছিল না তাহাতেও তাহার কর্ম
অতিশয় পুষ্পসনীয় ছিল তাহার সেনাপতি মুসাফি- খাঁ। কলিকাতার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়ে পুনঃ উন্নতশ্লোক করিয়ে তাহাতে তিনি সর্বদাই উত্তর করিতেন যে স্থল মধ্যে তাহার অধিক কর্তব্য আছে ও এসময়ে সমুদ্রে অগ্নি দিলে কে নির্বাহ করিবে তিনি আব বলিতেন যে ইংরাজদিগের সমুদ্রে যে সামর্থ্য আছে তাহাদের সহিত বিরোধ করিলে সেই শক্তিহীন। এতদ্দেশীয় বণ্যক্ষির সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হইবে তাহার রাজ্যালঙ্কার করালির ওলন্দাজেরা ও ইংরাজেরা। নির্বাহে সুরক্ষিত ছিলেন কেবল দুইবার মহারাজাধিকারিগণ তাড়াইতে ধরে বাবুশাসনের নির্বাহক হওয়ায় তিনি তাহার দেহের সাধারণতঃ হইয়া মাইলা ছিলেন তাহার মনে উদয় হইত যে তিনি যে রাজ্য পাইয়াছেন তাহা তাহাদের হস্তগত হইতে যে হেষ্টু তাহার দৌহিত্র ইংরাজদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা। তিনি জানিতেন একারণ তাহার ভয়পুকাশ করিয়া যে তাহার মরণোত্তর ইংরাজদিগের। হিন্দুখানার নিকট-পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া তাহার রাজ্য মধ্যে এক মহৎ ভূমি এই ছিল যে অতিশয় কূর্ণমালিনী দৌহিত্রের পুষ্পি হস্তভান হইয়া। বেহু করিতেন কিন্তু অত্যন্ত বিলয়ে তিনি ঐ ভূমি বুঝিতে পারিলেন যখন তিনি মরণ শয্যায় ছিলেন তখন তালাহার কোন ভূত তালাহার উত্তরাধিকার।
কারির নিকটে তাহাকে সোপপোর্ধ করিতে পুর্বনা করিলেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমার সরণগোত্তর সেকাল উদ্দৌলাকে যদি তাহার মাতামহীর সহিত তিন দিবসপর্যন্ত নির্বিপীর্দে থাকিতে দেখিতে তবে তোমার আপনার গুরুত্ব করিতে পারিবে।

০ দশম অধ্যায়

এ সময়ে অশিষ্য গোলযোগ উপস্থিত ছিল আলিবদ্ধি। অসীমান্তিক বোধ। ও উত্তর রাজনীতিতে ছিল নহারাইটিরা বাঙ্গালা জয় করিতে নাপারেন একিনিতে দেশবৎসরপর্যন্ত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাতে পুনঃ তাহাদিগকে পরাজিয় করিলেন কিন্তু তথাপি অবশেষে তাহাকে সজ্জিতপূর্বক প্রতিরুৎসর রাজবর রূপে দ্বাদশমাস মুড়া দিতে স্বীকার করিতে হইল তাহার মূৰ্ত্তির পূর্ববত্তের তাহার রাজ্য তিন শূরার মধ্যে উড়িয়া। এসবারে তাহ করিতে হইল অনন্তর তাহার সিংহাসনে চতুর্বিংশতি বর্ষ বায়স্ক অহংকারী কুষ্টী দূর্বল ও দূরাচারী এক বালক আকার হইলেন তাহার কেবল আয়ুসুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল ন। অতএব বাঙ্গালা ও বেহার তাহার অধিকারে রাখা অসাধ্য হইল এ সুখাতি আলিবদ্ধি মরাতে নহারাইটিরা পুনর্বার উপদোহ করিতে আরও করিল এবং অতঃপর এ কুস্তিকের হস্তক্ষেত্রে।
হইবার নানা পুকার সুযোগ হইল কিন্তু ইম্যুরিয়া ইচ্ছা।
তাহার বিপরীত হইল বাঙালির রাজ্য ও অবশেষে
হিন্দুদের সামুদায়িক অতঃপর ইংরাজদের হইবার
উপকরণ হইল আলিবদ্দির মৃত্যুকালে ইংরাজ-
দিগের ভারতবর্ষের পুত্র হইবার কোন আশা ছিল না।
তাহারা যেঙে কল্যান এতদ্রুপ জয় করিতে পুরুষ
হইলেন তাহা আমরা বিশ্বারিত বুঝি বর্ণনা করি।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ আপ্রিলে সেন্টজুডেলো বাঙালির
৩ বেহারের রাজ্য হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ
এমত ক্ষীণবষ্ট্য ছিলেন যে মুতন শূবাদার তাহা
হইতে অনুমঙ্গল প্রার্থনা নিরাবর্ণ রুক্ষিলেন শূবা-
দার রাজ্যের প্রথমতঃ তাহার পিতৃবং নেয়াইস মহামনের
পত্নীর সমস্ত ধন অপহরণ করিতে সেন। প্রিয়ণ করি-
লেন ঐ রমণীর স্বামী বোর্ড বৎসরপর্যন্ত ঢাকার
শাসনকর্তা থাকিয়া। অপরিমেত ধন সঞ্চয় করিয়া
লোকান্তরগত হইলে তিনি পরিধনে অধিকারিণী
হইয়াছিলেন ঐ ধনন্দন তিনি যেকেল সেন। রাখিয়া-
ছিলেন তাহার। আবশ্যক সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ
করিল সুতরাং সমূদায় সামাজিক নির্বিরোধে শূবাদারের
পুরীতে প্রেরিত হইল এই রমণী রাজস্থান হইতে
দুর্লভ হইলেন রাজবল্লভ ঢাকায় নেয়াইস মহম্মদের
নায়েব থাকিয়া মুসলমানদিগের রাজ্যকালে যেপান
স্বীকার চালিত ছিল তদনুসারে সমুদ্রায় দেশ লুট করিয়া। অধিক ধন সঞ্চিত করিয়াছিলেন আমরা। করিয়াছি যে ১৭৫৬ শালের প্রথমে নেওয়াইসের মতু। হয় আলীবদ্রি তখন সিংহাসনে ছিলেন কিন্তু তাহার বুদ্ধিদূর হইয়াছিল রাজবল্লভ তৎকালে মুরাসিদাবাদে থাকিয়া সেরাজ উদ্দেলাতৎকাল তাহাকে কারাগৃহে স্থাপন করিয়া ঢাকায় তাহার সম্পত্তি আটক করিতে চর পেরুণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পুত্র কৃষ্ণদাস ঐ সম্বাদ শুনিয়া সমুদ্রায় ধন ও পরিবারলোক নৌকায় তুলিয়া গেলুই রাখিয়া তাহার করিয়াছিলেন ঐ বছর মার্চ তাহার অনিয়মে। কারী শাসনকর্তা ডুকুয়াহেবদার ঐ নগরে বাস করিতে। অনুষ্ঠান হইলেন এবং পিতার মোচন সম্বাদ যেখানে না প্রবন করিতে তাহা তথ্য থাকিতে স্থির করিলেন সেরাজ উদ্দেলাতৎকাল ঐ ধন বিহৃদ্ধ হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন যে কৃষ্ণদাস, শাহু দুর্লভ হইলেন ঐ মনুষ্য কোন বিদ্যাস জনককলিপিবার্তিতে আগাতে ডুকুয়াহেব তাহাকে নগরহইতে বিহিত হইতে বিদ্রূপ্ত করিলেন।

অন্ততঃ ইউরোপহইতে সম্বাদ আসিল যে অতি.অপকাল্যনের মধ্যে ইংরাজদের করা সহিত যুদ্ধ হইবে করাসিদ। নদিয়ারে অতিবলবান ছিলেন।
এন্ন ইংরাজবিশেষ নিয়মকারী যে সেনা ছিল চন্দু-নগরে তাহাদের তাহার দশকে ছিল অতএব ইংরাজের। দুর্গ শুধুমাত্র আরম্ভ করিলেন এবং এই সমাচার তৎ-কালে সিংহাসন নিয়ে তাহার বালকের কর্ণের শীতা হইল শুবাদার। সেদিনই ইংরাজবিশেষ ব্যবহার করিলেন তিনি কাঠের ব্লক তাহার কা লিখিলেন তাহাতে আঁক্ষা করিলেন যে নূতন দুর্গ কাদার করিলেন। এ পুরুষ দুর্গ ভর্তি করিলেন এবং অবধি তাহাকে কৃষক দাসকে সম্পন্ন করিলেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে সেনাদুর্গের পিতৃবং রায় আহল্যাদ অলিবাক্তর দুই এক মাস পূর্বে মরিয়াছিলেন ও তাহার সমীক্ষা দন সৈন্য এবং পুরুষের রাজ নিজপুত্র শোকতরজিকা দিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহার পিতৃবং পূর্বে শুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন উভয়েই তল্যবাপে কর্ম এবং নিরূপিত ছিলেন অতএব তাহারা পরস্পর মিলপুর্বক অধিক কাল থাকিতে পারিলেন না ইহা জ্ঞাপিত হইল। সেনাদুর্গের পদপ্রাপ্তিতে মাতামহের সমুদায় ভূতা ও সেনাপতি দিগকে বিদায় করিয়া। অতিরিক্তগন্ধীয়া যুবাপুর্বে দিগকে অনুগুহী পাত্র করিলেন তাহারা। সবাই তাহাকে দুর্গের সাহস প্রদান করিল তাহার। প্রতিদিন অবিচার ও লিপিবদ্ধ।
করিতে অনুরোধ করিত এইস্তে কোন মনুষ্যের ধন ও কোন তীৰ্থলোকের সমুদ্র বুকা পাইতেন। এতদেশীয় প্রধান লোকের এইস্তে উপরের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া তাহার পরিবর্তে অন্যকোন লোককে ঐসময় সনে নিযুক্ত করিতে পারেন এমত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন তাহাদের দৃষ্টি শোকভোকের প্রতি হইল বদ্ধপিয়া তিনি সেরাজ উদ্দৌলার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন না তথাপি তাহারা মনুষ্যের আহার করিয়াছিলেন। 
অবশ্যে মৃত্যুদণ্ড হইল এবং তাহাকে এই সকলের শের নাজিম করিতে মহারাজার অনুশীলন প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল ঐ নিবেদন পত্রে প্রতি বৎসর মহারাজাকে এককোটি মুদ্রা পাঠাইতে দ্বিকার ছিল অতএব সুবিধায় হইল।

সেরাজ উদ্দৌলার এইস্তে জানিতেপারিয়া তৎক্ষণ- 
নাগ নিজিনয়। সংগৃহীতকরিয়া পূরণীয় প্রতি চলি-
লেন ও খেলতাতপুড়কে নষ্টকরিতে চিহ্নিত ছিলেন যখন 
ঈসানের। রাজসন্ধল পর্যন্ত সিয়া গঙ্গাপার হইবার 
উদ্দেশ্য করিতেছিল তথন সেরাজ উদ্দৌলার কলিকাতার 
শাসনকর্তা। ভেক্সারেরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহার উত্তর পাইলেন তাহাতে দৃষ্টাপে লিখিত 
ছিল যে তিনি শুবদামের অঙ্গমনে চলিলেন। ঐ 
উত্তর প্রাপ্তিমাত্রে তাহার অনুশীলনে হইল পরে
ইপ্রাকালকে রাজ্যের অপকারিতদের আশুতোষ দান-জন্য ও তাহার রাজ্যে তাহারা আমন্ত্রণ করিয়াছেন এজন্য দেখিয়া করিয়া। তাহাদের মূলনোৎপত্তি করিতে ভয় দেখিলেন এবং তখন শিবির তহলুক নিষেধমাত্র বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন আগমেনকালে কাশিম-বাজারের কার্যক্ষেন্নূত করিলেন এবং যে সকল ইউরোপীয় নৌকাদিগকে তখন পাইলেন তাহদিগকে কাফিয়ালয়ে স্থাপন করিলেন।

কলিকাতায় ইপ্রাকালে মঠে বর্ষহীনতেও অধিক কারণের মনোযোগ নিবৃত্তের থাকিতে মনোযোগের অপেক্ষিতরক্ত তাহাদের দুর্গ নষ্ট হইতে ছিল তাহারা এমত অপরশুনা হইয়াছিলেন যে ভিন্ন অপরাধী হৃদয়হৃদমধ্যে। গৃহনির্মাণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহাদের রক্ষণ একত্র সস্ত্রী মনুষ্য ছিল তাহার নম্বরে সন্তাননগাথ্র ইউরোপীয়। তাহাদের বাড়ি পূর্বতন ও নষ্টপ্রায় হইয়াছিল কামান সকল মলিন হইয়াছিল। সেরাজউদ্দের। এই নগরের আক্রমণক্রা চহরিশ্বর বা পঞ্চাশৎসহস্র সৈন্যের সহিত ও উত্তম একদল গৌণান্তর সহিত আসিয়াছিলেন ইপ্রাকালের। দেখিলেন যে কোনমতে বাধাদিবার উপায় নাই একারণ সম্প্রতি প্রায়। পনেরো পঞ্চতম পর্যায় করিলেন
শ্রবণ অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু শুধু-দার কিছু শুনিলেন না। তিনি স্থিত করিয়াছিলেন যে একে বারে তাহাদের শেষ করিবেন অতএব কেন্দ্রে উভয় নাগাঠাইয়া জ্বলিক আসিতেছিল। ১৬ জুলাই তাহার অগুস্ত সৈন্যের চিত্তের উপনিবেশ হইল কিন্তু ইং-রাজের। গড়ের রহিত্বাশ্চ কত্তিপয় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার। এ সৈন্যমধ্যে এমত গোলা বসন্ত করিল যে তাহার তথাহইতে পলায়ন করিয়া দুর্গাস্থল শিবির করিল।

১৭তারিখ শুভাদারের সৈন্যের। নগরোপকেন্দ্র করিয়া পন্ডিত চতুর্থিং আক্রমণ করিল পরে বিভিন্ন নিক-টে গৃহস্কল অধিকার করিয়া। এমত ভূমাক অগ্নি রক্ত করিল যে কোন জন দুর্গাস্থল বহির্ভূত হইতে পারিল না। ঐ দিবসে অধিক লোক মারা পড়িল এবং অনেকে আহত হইল মুসলমানের। গড়ের বহির্বক্ষ অধিকার করাতে ইংরাজদিগের গড়কালে প্রস্তুত করিতে হইল রাজত্বকালে দুর্গের চতুর্থিং গত কত্তিপয় বৃহৎ শাখায় অধিপ্রদান করাতে অতিশয় উত্তাপ হইল কর্ত্তাব্যের অবধারণার্থে যুদ্ধসভা পুষ্ট হইল সেনাপতির। কর্ত্তাব্য হইতে করিতে নাগাঠাইয়া কহিলেন যে পলায়ন ব্যতিরেকে রক্ত নাই এতদূর্দশিয় বহুলোক দুর্গাস্থল থাকাতে যে খাদ্যহ্রদ্য ছিল তাহা
সপ্তাহের অধিক হইতে পারে না অতএব দূর্গের ধারে যে সকল নৌকা ছিল অদূরপরি পরিচিত প্রতিকৃতে প্রথমতঃ দীর্ঘাকালিক ভূলিয়া পরে পরুষেরা অরোহণ করিয়া এনগর পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলেন কিন্তু এই দূর্গ মধ্যে এমত কোন প্রধান লোক ছিলেন না। যে ঐ যাত্রা নির্বাহ করেন সকলেই আঞ্জা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন আঞ্জা সুনিতে কেহই ছিলেন না। ঐ সময়ে দীর্ঘাকালিক নৌকায় উঠিলেন দূর্গস্থিত লোকেরা ও নৌকায় লোকেরা। ভূল্য পরে হইলেন তারিক্ষিত প্রত্যক্ষেই বেগ প্রাপ্ত হইলেন নাবিকেরা শীতু নৌকা বাহির করিতে লাগিলেন সকলেই আঞ্জার রক্ষা চিন্তা করিয়া যে নৌকা প্রথমে পাইলেন তাহাতেই উঠিলেন শাসনকর্তা। খোকসাহেব ও সেনাপতিরা। প্রথমতঃ পলায়ন করিলেন অতি অস্পকালের মধ্যে সমদায় নৌকা প্রধান করিল কতিপয় জাহাজের নিকটে ও কতিপয় হাওড়ায় চলিল কিন্তু অদ্ভুত অপেক্ষাধিক সৈন্য ও ভূলোকের। পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন যখন শাসনকর্তার পলায়ন বিদ্যুত হইল অবশিষ্টেরা একত্র হইয়া হাওড়া সাহেবকে পুড়ি করিলেন। পলায়িত লোকেরা যে সকল জাহাজে ছিলেন সে সকল জাহাজ নদীর এক কৌশ দূরে গিয়া নৌক করিয়াছিল ১৯ জুন বিপক্ষের পুনরায় আক্রমণ করিয়া তারিখত হইল
অতএব তখন আসিয়া সৈন্যদিগের উক্তরাথে জাহাজ ইঁকিত পেরিত হইল এবং তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইত কিন্তু যে দুইদিনপর্যন্ত দর্শন সংবে ছিল তথমধ্যে পোতস্থিত লোকেরা। যাহাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের রক্ষার্থে কোন চেষ্টা করিলেন না তাহাদের একমুখে আশা ছিল যে রায়লজঙ্জ নামক জ্ঞাহাজ চিত্তপূর্বে নোঙ্গর করিয়াছিল হালকালালের সাহেব ঐ জ্ঞাহাজকে গঠন দ্বারার আসিতে আচ্ছা করিয়া দুইজন ভুদ্রোকে পাঠাইলেন কিন্তু ঐ জ্ঞাহাজ আসিবার কালে পথিমধ্যে রুম্মিতে এমত রুদ্ধ হইল যে পুনর্বার তাহার মোচন হইল না এইরূপে ঐহিত ভাগা সৈন্যদিগের শেষ আশা ও নষ্ট হইল ১৯ তারিখ রাত্রি কালে বিপক্ষেরা দুর্গের চত্বরিগঠনে অবশিষ্ট গৃহসকলে অগ্নিপুদান করিল ২০ তারিখ পূর্বাপেক্ষা। দুঃখতর আক্রমণ করিল হালকালালের সাহেব তাহাদের বাধার চেষ্টা বিফল দেখিয়া শুবাদারের সেনাপতি মানিক- চন্দ্রের নিকটে সঞ্জিনিতে এক পত্র পাঠাইলেন দুইজনের চত্বর ঘণ্টার সময়ে শত্রুদিগের এক জন দাহনবারণার্থে ইঙ্গিত করাতে ইংরাজেরা বোধ করিলেন যে সেনাপতিহইতে উত্তর আসিয়া থাকিবে একারণ কামানে অগ্নিদান বোধ করিলেন কিন্তু তাহারা এইজন্য করিবামাত্রে বিপক্ষেরা
তিনির্দিষ্টে আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে একঘণ্টীর মধ্যে দুর্গে তাহাদের অধিকার হইল অনন্তর তাহার। তথাকার গুহস্কল লোট করিতে ‘প্রায় হইলেন পাঞ্চমোটিকার সময়ে সেইজুড়োল। এক দৌলায় আসিলেন তাহার সম্ভুখে ইউরোপীয়ের। আনীত হইল হালওএল সাহেবের হস্ত বন্ধ ছিল কিন্তু শুধু তাহার মোচন করিতে আচ্ছা করিয়া কহিলেন যে তাহার মধ্যকের এক গ্রাহি কেশ কেহ স্পর্শ করিবেন। এবং কহিলেন কি আশ্চর্য যে অতিহংস মনুষ্য চারিশতো অধিকারের সহিত এতাবৎ কালপর্যন্ত যুদ্ধ করিলে তিনি সহজমূর্তি তে দরবার আরোহ করিয়া কূফদালকে তাহার নিকটে আনিতে আচ্ছা করিলেন ইংরাজদিগের প্রতি আক্রমণের এক প্রধান কারণ এই ছিল যে তাহার। ঐ মনুষ্যকে আশ্চর্য দিয়াছিলেন অতএব বোধ হইয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তির কোন দূর্গ হইবে কিন্তু নবাব তাহার ব্যতিরেকে তাহাকে এক সমুদ্রজনক পারিচ্ছদ দিলেন।

এবং ষষ্ঠাষ্টাদিকার পরে সহস্র ঘটিকার মধ্যে অভ্যর্তা গমন করিলেন ও এতদ্দেশের একসেনাপতির অধীনে। ঐ দূর্গ সমর্পণ করিলেন তথায় ঐ সময়ে একশত ছয়চল্লিশ জন ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন তাহার মধ্যে একজন ত্রী লোক ও বাদশজন অনাহত সেনাপতি
ছিলেন এই অধিকৃত মহাশয় রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে নিরুদ্ধে রাখিয়ে স্থান অনেকে করিতে, লাগিলেন অপরাধি সৈন্যদিগের আসনে দেহের নিমিতে ঐ দুর্গমদের এক গৃহ ছিল তাহার দৈর্ঘ্য ব্যাপ্ত হস্ত ও বিস্তার নয় হস্ত মাত্র এবং বায়ু গমনার্থে প্রতিদিগে একক গবাক্ষ ছিল এই ক্ষুদ্র গৃহের অতিগৃহীত সময়ে মুসলমানেরা সমুদয় ইউরোপীয়দিগকে রুদ্ধ করিয়ে সূত্রাপঞ্চ ঐ রঘনীতে অসাধ্য ক্রেশ হইল বন্ধীর অবিচ্ছেদ্য অনিবার্য পিপাসারূপ হইলেন এবং রক্ষকদিগের যে জলপাত হইলেন তাহাতে কেবল হত্যান করিল প্রতিজন নিঃশাসনিঃজ্ঞাপ্তে গবাক্ষদায়ের নিকটে মাত্রে বিবাদ করিতে লাগিলেন এবং একবারে এই যাতনারেখায় করিতে রক্ষকদিগের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহাদিগকে দখ করেন একে৷ অনেকেই স্থিরিয়া 

পড়িলেন অবশিষ্টেরা ঐবসসমূহোপরি ঘাড়ায় নিঃশাসনিঃজ্ঞাপ্তে স্থান পাইলেন তদৃষ্টা অস্পুলোক বাঁচিয়া ছিল পরদিন প্রাতঃকালে যখন পাতাক মোচন হইল একশত ছয়টি লোকের মধ্যে কেবল ত্রয়োবিশতি জীবন্ধায় ছিলেন রাক্ষস হোল নামে ইত্যা অথো বঙ্গালিতা গত হারা মারিয়া ছিলেন সে এই এ কলিকাতার লুটে বহু ক্রেশিদিয়াছিল এবং সঙ্কলঙ্কে, সঙ্কলনমূলের অভি-
বর্তমান ঐদুর্গের আরণ আছে ও প্রায় এই বিষয়ের নিমিত্তে সেরাজ উদ্দৌলার কার্তিত্য রাক্ষস তুল্য হইয়াছেন কিন্তু তিনি পরদিন প্রাতঃকালাবধি এই ঘোরতর ব্যাপারের কিছুই জানিতেননা। সম্ভবত দোষ মার্কিন-চাদনামক হিন্দু করিয়াছিলেন কারণ ঐ নিশ্চিতে দুর্গ তাহার আধীনে ছিল ২১ জুন প্রভাতে নবাব ঐ অবস্থা গুনিয়া অতিশয় অসম্ভব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেসকলোক রাক্ষসের মৃত্যু হইয়াও বীচিয়াছিলেন হালওয়াল সাহেব তথম্যে একজন ছিলেন শুবদার তাহাকে আহ্বান করিয়া ধনন্ত্র প্রকাশকরিতে করিলেন কিন্তু তথায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুদু। মাত্র পাওনামাত্র শুবদারের আশ্চর্য বোধ হইল। সেরাজউদ্দৌলার নয়দিবসপর্যন্ত কলিকাতার নিকটে থাকিলে ঐ স্থানের নামালিনগর রাধিহামুরসিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন যু জুলাই তিনি গঙ্গাপারহইয়া ওলন্দাজদিগকে ও ফরাসিরাজদের অনুকূল করিতে করিলেন ও যদি তাহার। অধীকার করেন তবে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি যেকোন ব্যবহার করিয়াছেন সেইকোন ক্রিয়া ব্যম দেখাইলেন ওলন্দাজদের। সাধ্য চারিল লক্ষ মুদু ও ফরাসিরা সাধ্য তিন লক্ষ মুদু। দিয়া নিষ্ঠার পাইলেন যেবৎসের কলিকাতায়। অধিকার হইল ও ইংরাজ। বিভূষিত হইলেন সেই বৎসরে অর্থাৎ
1756 সালে জেনেরা ভূগির সনন্দ পাইয়ে। শ্রীকামপুর নগর আরুকরিলেন।

শুবাদার জয়দারা প্রকল্প হইয়া মুরসিদাবাদে আসিয়া।
পুরণীয় শাসনকর্তা। তাহার জ্যেষ্ঠতাতপূর্ব শোকত-জঙ্গের প্রতি নূতন আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন।
তাহার সহিত বিতর্কের খাপ করিতে আপনার এক ভূত্যকে তথাকার কোন সাহায্য করিয়া। জ্যেষ্ঠতাত পুঁজ্যকে আচ্ছাদিলেন যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে তৎক্ষণ্ঠ করিতে স্থাপন করিলেন। তাহাতে ঐ বালক ফেলু উত্তমের হইয়া। উভয় লিখিলেন যে তিনি ব্যবহারের এলাকায় শুবাদার হইয়া দিল্লী হইতে নিয়োগ পাত্র পাইয়াছেন এবং নবাবকে আনা। করিলেন যে তিনি মুরসিদাবাদ পরিলাইশে করিয়া। অভিলভিত স্থানে গমনকরেন সেরাজ উদ্দৌলা। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া। একিনেন বিলম্ব ব্যতি-রেলে সেনাদিগের সহিত একত্র হইয়া। পুরুষীয় যাত্রা করিতে আচ্ছা। দিলেন শোকতক্ষণ ও নিজসেনাদিগের প্রেরণ করিলেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ কিছুমাত্র জানিতেননা।
ও কোন জনেরপর সর্বশুনিতেনন। তাহার সেনাপতির।
সেনার সহিত অগ্রসর হইয়া। এক মূর্তত্বে উপস্থিত হইলেন ঐ স্থানীয় সমুদ্রে এক মাত্র ছিল ও তাহাতে কেবল একটা সের ছিল তথা সেনার। শিবির করিল।
কিন্তু তাহাদের কোন কর্তা ছিল না সুতরাং এককুরক্ষের।
কোন প্রস্তাব হয় নাই সেনাপতিদিগের যে ২ শ্রান্ত তার বোধ হইল সেই ২ শ্রান্ত নিজেকে সৈন্য স্থাপন করিলেন অবশেষে সেনাজ্ঞাতে শুলাৰী সৈন্যেরা। ঐ মাথকে অষ্টাদশ শত্রুদিগের প্রতি কামান করিতে অংশ করিল বৃহৎ কামানহারা। পশুক্ত জঙ্গলের সৈন্যেরা অত্যন্ত বিন্দুক হইল তাহাতে তিনি নির্বাচন্তাপ্রযুক্ত অংশাধিকার সৈন্যাঙ্গে মাঠ উভীর হইয়া সম্পাদন করিতে আহ্সাক করিলেন তাহারা বহুক্ষেলে জলকদম্ভগার হইয়া গুড়কালিনীতে উপস্থিত হইবামাত্রে সৈন্যাঙ্গে সৈন্যেরা চতুরতাপূর্বক তাহাদের অক্ষম করিল এই তুমুলমুক্তকালে পশুক্তজঙ্গল প্রীতিকালিকের কাইতু আসনঘোষ করিতে দীর্ঘমুখায় মদেপানে এমন মত হইলেন যে সহজক্ষেলে বিন্দুতে শক্তি রহিল না।

তাহার সেনাপতির। পশ্চাতঃ আসিয়া সৈন্যাঙ্গের অধিপত্য করিতে অনুরোধ করিলেন অন্তত তাহাকে এক গন্ধারি সেনায়ের একজন করিলেন এই কারণে তিনি মাথার ধারপ্রয়ান্ত আসিয়াতে বিপক্ষের সৈন্য হইতে এক গোল। আসিয়া কপালে লাগাতে তিনি হাওদার উপরে মরিয়া। গড়িলেন। সৈন্যেরা তাহার নিপাদের দেখিয়া। শুঙ্গ ভঙ্গ করিয়া। পলায়ন করিল দুই দিবসপরে শুবাদারের সেনাপতি। মহলাল পূর্ণিয়া। অধিকার
কলিকাতায় সৈদুর্যটন্তা হইয়াছিল তাহার সময় মাদুর-জে যাইবামাত্রে তথাকার শাসনকর্তা ও প্রধান সভাভূমি নিমগুহ হইলেন তাহার সকলফিশিয়েই বিপদ দেখিলেন কারণ ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা। পুত্র-দিন পুরুল হইতে ছিল কিন্তু পণ্ডিতরিতে ফরাসিদিগ। যদ্যপি অতিবলবান ছিল ও যদ্যপি নিজেদের অতি অস্থির ছিল তথাপি তাহার বাঙ্গালার সাহায্য পুশ্কম্বর কত্ত্ববা স্বার্থে করিলেন তাহারা তৎক্ষণাৎ কতিপয় পৌত্তলিক স্বর্ণপুরুষের কিয়ৎ সৈন্য সংগুহী করিলেন।
ওয়াটসন সাহেব নাবিক সেনাপতি হইলেন এবং কর্ণেল ক্রাইব সাহেব ভূমিকর্মের অধ্যক্ষ হইলেন তিনি ভ্রমরূপ বৎসরপূর্বে ও অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃ ক্রমে ভারতবর্ষে সত্যকর্ষে নিযুক্ত হইয়া। আসিয়া ছিলেন পরে তিনি রণেশ্বর থাকাতে যুদ্ধকর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া। মহৎসৌধাসত্তে খাত হইলেন বাঙ্গালায় আসি-বার সময়ে তাহার বয়স একশ্চিৎ শতবর্ষ ছিল তিনি বয়সে বালক কিন্তু ব্যবহারে অতির্গিত ছিলেন। মাদাজে উদ্যোগ করিতেই অধিককাল যাপন হইল। ১৭৫৬ শালের অক্টোবর মাসের পূর্বে জাহাজ সকল বাহির হইতে পারে নাই পরে উভয় পুরূরবশীলতে বাহু হওয়াতে তাহাদের কলিকান্তায় আসিতে ছয় সপ্তাহ হইল এবং সকল জাহাজ আসিলেও দুইখান অতিরিক্তে আসিল কলিকাতা। নগর উদ্বারার্থে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা।

সমুদ্রাঙ্গে নয় শত ইউরোপীয় ও পঞ্চদশ শত এতদেশीয় সিপাহ ছিল ২০ ডিসেম্বর তাহার। ফলতায় আসিলেন ২৮ তারিখ মার্চের পর্যন্ত আসিলেন। ঐ স্থানে তৎকালে মোর্গনদিগের এক দুর্গ ছিল ক্রাইব সাহেব রাজ্যে সমুদ্রাঙ্গে সমূদ্রাঙ্গে তাহার। অবতারণ করিলেন কিন্তু তথাকার পথপ্রদর্শকের। তাহাকে কুপথে লইয়া গিয়াছিল একাংশ তাহার। ঐ দূর্গের নিকট
মাইবার পূর্বে সূর্যোদয় হইল শুভামাঝারের সেনাপতি
মাণিকচাঁদ অচিন্তনীয়রূপে কলিকাতাইহইতে আসিয়া,
তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন তাহার সৈন্যরা।
যদি উচিত কর্ম করিতে পারিত তবে ইংরাজের। পরা-
জিত হইতেন ক্রাইব সাহেব অবিলম্বে বিপক্ষের প্রতি
কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন পরেএকগোলা মাণিক-
চাঁদের হাওদার মধ্যদিয়া যাওয়াতে তিনি অতি শয়নভীত
হইয়া। কলিকাতায় পলায়ন করিলেন অন্তন্তর অজ্ঞাত
যুক্ত তৎস্থলেও থাকিতে অসমর্থ হইয়া পঞ্চশত লোক
রক্ষক রাখিয়া। তরাপূর্বক সুরসিদাবাদে পুড়ির নিকটে
গমন করিলেন ক্রাইব সাহেব স্থলপথে কলিকাতায়
চলিলেন কিন্তু তাহার আগমনের পূর্বে জাহাজসকল
আসিয়া। দুইঘণ্টার মধ্যে ঐ স্থান জয় করিয়াছিল
এবং ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি তথাকার লোক
সকল নাবিক সেনাপতির অধীন হইল এইরূপে এক
মনোযোগের নাশ্বাতিরের কলিকাতা পূনঃ পুনর্গমন
হইল।

১ একাদশ অধ্যায়।

ক্রাইব সাহেব উত্তরকোপে জানিতেন যে নবাবকে
ভয়পুরস্কার না করিলে তিনি কদাচ সাংখ্য করিবেন না।
অতএব কলিকাতা পুনঃঅধিকারের দুইদিকের তৎ-
কালে প্রধানবাণিজ্যের ও অধিকাধিক স্থান হুগলি-
নগর লুট করিতে জাহাজ ও সৈন্য পুরুষকরিলেন। ইহা বোধ, হইতেছে যে কলিকাতাবাসের পরে তিনি মূলসিদাবাদে সেট্টিজের নিকটে সমাচার পাঠাইয়াছিলেন যে তাহারা ইংরাজদিগের ও নবাবের মধ্যস্থ হইয়া স্বদেশ নিষ্পত্ত করিবে এবং ইহাতে উক্ত আছে যে সেরাজউদ্দৌলা প্রথমতঃ আনন্দের সহিত তাহাদের পরামর্শ গুরুত্ব কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ক্রাইব সাহেব হুগলি স্থিত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিয়া লুট করিয়াছেন তখন তিনি শুনিলেন যে ক্রাইব সাহেব হুগলি স্থিত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিয়া লুট করিয়াছেন তখন অভিশাপ ফৌজদার বিষ হইয়া ভৎসকতা কলিকাতাবাস্তু যাত্রা করিতে সৈন্যদিগের প্রতি আঘাত করিলেন তিনি ৩০ জানুয়ারি সৈন্যের হুগলিতে নদীপার হইয়া ২ ফিব্রুয়ারি ক্রাইবের বিবরহইতে পাদকোশনে আসিলে নগরের পশ্চাৎ ভাগে তাহারা ফেলিলেন ক্রাইবের সৈন্য তৎকালে তৎকালে সুশাসন ইউরোপীয় ও দাদশ শত একদেশীয় ছিল কিন্তু নবাবের সৈন্য গ্রাম চতুর্থিশতিংশ সহস্র ছিল সেরাজউদ্দৌলার আসিবাবাতে ক্রাইব সাহেব স্বদেশ-প্রস্তাব করিতে তাহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন এবং সামঞ্জস্য করিতে ইচ্ছা। জানাইলেন এইরূপে নবাবের নিকটে দূত প্রেরিত হইল তাহাতে যদ্যপি তাহার সম্মিলিত উক্তি ছিল তথাপি তাহারা মৃণালিগুলো দেখিলেন যে তাহার অন্তরিক্ষ ইচ্ছা। সে-
বৃপনে তাহার আগমন কলিকাতার চতুর্দিকের লোকেরা। তীত হইয়া পলায়ন করিলেন ইংরেজদের খাদ্যসূচ্যের অভাব হইতে লাগিল অতএব ক্রাইব সাহেব নবাবের পুতি একবার আক্রমণ করা উচিত রূপে ছিল ৪ ফিব্রুয়ারী রাত্রিকালে নাবিকের পাথরের জাহাজে গিয়া। তাহার হইতে ছয়শত নাবিক লোক লইয়া। রাত্রি দুইপুরহয় একঘণ্টার সময়ে তাহাদিগের সহিত তারে অবতরণ করিলেন দ্বিতীয় ঘটিকার সময়ে সমুদায় সেনাক। অমৃদিগীর হইল এবং চতুর্থ ঘটিকায় নবাবের শিবিরের পুতি ধ্বংসাবশেষ হইল ক্রাইব সাহেব সমুদায় সাহসপূর্বক শত ইউরোপীয় ও অস্থায়ী সিপাহীর সহিত বিপক্ষের বিপক্ষের বিপরীত অধিক সেনার আক্রমণ করিতে সাহসপূর্বক গমন করিলেন শীতলতে যেকেন হইয়া থাকে সেইপর্যন্ত এমন নিবিড় কূটীরক্ত। হইল যে কোন সময় সমস্তে ছয়শত দ্বার দেখিলে পাইতেন। এই পর্যন্ত ইংরেজদের যুদ্ধ করিতে হলেন সর্বথায় দুইশত বিপক্ষের শিবিরভুক্ত পুরুষ করিলেন তাহাদের সর্বগ্রন্থ করিতে লোক মারা পড়িল ও আর পাইল কিন্তু নবাবের ইহার হইতে অতি অধিক অঞ্চল নষ্ট হইল এই সাহসপূর্বক আক্রমণে নবাব অস্থিরকাত হইয়া দেখিলেন যে কিংবা সাহসিক শতর সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে, আসিয়াছিলেন এবং
তৎক্ষণাং চারি ক্রোধ দূরে শিবির নাড়িয়া লইলেন ক্লাইব পুনর্বার আক্রমণ করিতে উদ্দেশ্য করিলেন কিন্তু সেরাজউদ্দৌলা যুদ্ধে মনঃপীড়া পাইয়া সন্ধি করিলে সন্মত হইয়া ৯ ফিব্রুয়ারি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন ঐ সন্ধিদার। ইংরাজের পূর্বের সমুদায় ক্ষমতা পাইলেন তাহাদের বাণিজ্য প্রাপ্ত এদেশে আনিতে পথিমধ্যে শুল্ক রহিত হইল এবং কলিকাতা সুরক্ষিত করিয়া মূদ্রালয় স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন এবং নবাবের যেসকল ক্রদ্য লইয়াছিলেন তাহা তাহাকে প্রতিদান করিতে হইল ও যেসকল ক্রদ্য নষ্ট হইয়াছিল তাহার নুম্বার দিতে হইল এইসকল সন্ধি নিয়ম নবাবের পক্ষে অপর অনুকূল ছিল কারণ তিনি বুঝিলেন যে ইংরাজের। বিজয়ী হইয়াছেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব জানিতেন যে ইউরোপে ইংরাজদের ফরাসিদের সহিত যুদ্ধ্যুদ্ধার্থ হইয়াছে এবং তাহার যাবৎ সৈন্য ছিল চক্ষু নগর ফরাসিদের। তাবৎ ছিল অতএব তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্বে নবাবহইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

এই উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধের সমাচার কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব ফরাসিদের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে ভারতবর্ষে উভয় জাতির। পক্ষপাতশূন্য থাকেন অর্থাৎ কেহ কাহাকে আক্রমণ করিবেন” চন্দনগরের
শাসনকর্তা। উভয় করিলেন যে তিনি এই প্রস্তাবে সম্পত্তি হইতে নিষ্ঠাবল্ল ইচ্ছুক আছেন কিন্তু যদি কোন করাসিদের অধিক সুস্থান সেনাপতি আইসেন তবে তিনি এসচ্ছি ভঙ্গকরিতে পারেন ক্রাইব দেখিলেন যে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহাতে নির্ভর করাযায় ও করাসিদের। এতাবৎ অধিক সৈন্য যেপার্শ্চ চন্দ্রনগরে থাকিবে তাহতে কলিকাতার রক্ষ। কোনমতে নাই এবং তিনি জানিতেন সেরাজউদ্দৌলা। কেবল ভরপূর সম্পদ করিয়াছেন অতএব পূর্ব অবসর হইবার মাত্র যেহেতু করিবেন সম্ভব। করাসিদের সহিত বন্ধুত্ব। করিবার চেষ্টায় ছিলেন এবং তাহাদের সাহায্যার্থে কিছু পাদাতিক পূর্ব করিয়াছিলেন সে যাহ। হউক ক্রাইব নবাবের অনুসার। বাটির রকে তৎস্থান আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু এই এক করিতে অনুক্রমার্থে নবাবের নিকটে যে সকল প্রার্থন। হইয়াছিল তাহ। তিনি ছলন সম্পন্ন করিতেন না। অবশেষে নাবিক সেনাপতি ওয়াটসন সাহেব তাহাকে একপত্র লিখিলেন যে তাহার যেখানে আশা ছিল তদনুসারে সেন। আসিয়াছে অতএব তাহার রাজ্যে এমন যুদ্ধ প্রজুলিত করিলেন যে সমুদায় গঙ্গার জলে নির্বাণ করিতে পারিবে না ইহাতে সেরাজউদ্দৌলা। অভিষয় তীত হইয়া ১৫৫৭শের ২০মার্চ নগুন তাপুজুরক এক পত্র
লিখিলেন তাহার তাংপর্য এই যে যাহ। উত্তম বোধ হয় তাহাইকের হ্রদ ক্রাইবের সাহেব এই উত্তরকে করাসিদের আক্রমণার্থে অনুর্ধি ব্যবধান মানিয়া। তৎক্ষণাং সেইনের ভূমিপথে চলিলেন এবং নাবিকের নাদীয় ওয়াটসন সাহেবের হাহাজের সহিত নদীদিয়া দিয়া। ঐ নগরের প্রান্ত-ভাগে নৌকর করিয়া রহিলেন ক্রাইব সাহেব তাহার স্বাভাবিক সাহসের সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন কিন্তু তৎস্থানের পরাতন পুয়া পোতদ্ব্যারাই হইল ভারতবর্ষ-মধ্যে ইংরাজের। এপর্যন্ত যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার সর্বাঙ্গেক্স। ইহা অতির্ক্ত হইয়াছিল নয়দিবসপর্যন্ত বেষ্টনের পরে ঐ স্থান অধীন হইল এবং যে এক কিশোর দত্তী আছে যে ইংরাজের। উৎকোচমাদার করাসিদের সেনা ও সেনাপতিদিগকে নষ্ট করিয়া। ধুস্রতাপূর্ণ চন্দ্রগোষ্ঠ নাশ করিয়াছেন ইহার মূল কারণ পন্থাত লিখিত হইতেছে। ইংরাজ দিগের জাহাজের আঁগন রোধ করিবার নিমিত্তে করাসিদের শাসনকর্তা নদী-মধ্যে, কিয়ৎ নৌকা মগু করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল এক স্থানে অতি অগ্রে বস্তা ছিল ও তাহ। অতিঃপর্ণালকে জানিত তরেকিয়ানামক একজন করাসিদের সেনাপতি কোনকার বিশেষ শাসনকর্তার রিনাদার। ঘৃণিত হইয়া ক্রাইবের পক্ষে আসিয়া। ঐ পথের উপদেশ করিলেন পরে ঐ ব্যক্তি। ইংরাজ দিগের কর্মে নিয়জু
খাকিয়া কিঙ্কিত্থম উপাধিইত কলিয়া। কুলুয়াদেশ বুদ্ধিপিতাকে তাহার কিঙ্কিত্থম পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পিতা। অধুন রিখাসংঘাতকহইতে আসিয়াছে বলিয়া কিঙ্কিত পাঠাইলেন তাহাতে তরণীয় এমত দুঃখিত হইলেন যে তিনি নিস্তারে গাঠমার্জনী গলায় দিয়া পূণত্যাগ করিলেন।

সেরাজ উদ্দৌলার সহিত সম্পর্কিত ইংরাজের মুদু-লয় ও দুর্গকরিতে অনুমতি পাইলেন কিন্তু ঐ বিষয়ের নিমিত্তে পূর্বে বক্তব্যসম্পত্তি বৃত্ত করিয়াছিলেন যে পুরাচীন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করিয়াছি-লেন তাহ। গুরুতাবে নির্দেশ্ত হইয়াছিল ঐ সম্মিলের পরে ক্রাইব সাহেব এমত দুর্গ আরোহ করিলেন যে এতদেশীয় কোন স্বাক্ষর তাহ। অধিকার করিতে না পারে ১৭৫৭ সালে তিনি আল্প প্রতিহিত এই দুর্গ দুর্গ-তরুণের আরোহ করিলেন তিনি যখন ইহার কমনা করিলেন তখন তাহাতে কিশর/ব্য় হইলে তাহ। চিন্তা করেন নাই যদ্যপি তাহাতে কমে ২ দুইকাটি মুদুলায় হইল তথ্যাপি একবার আরোহ করিয়া তাহার কোন অপর পরিবর্ত করিতে পারেন নাই এবং ঐ বং-সরে এক মুদুলায় স্থাপিত হইল তাহাতে ১৭৫৭ সালের ১৯ অগস্থ ইংরাজি সপ্তম। প্রথম আরোহ হইল।

ক্রাইব সাহেব বলপূর্বক ইংরাজদিগের মঙ্গল
স্থাপন করিয়া, স্পষ্টতরপথে দেখিলেন যে ঐ উপায়-দ্বারাই তাহার রক্ষাকরিতে হইবে তিনি প্রথমতই বুঝিলেন যে ইংরাজেরা। স্থিরতর থাকিয়ে পারিবেন না তা’হাদের অবশ্যই অগ্নম হইতে হইবে একারণ করাসির। পুনর্বার বাঙ্গালায় পাদপঞ্জেপ করিতে না পারেন এমত করিতে চিন্তিত ছিলেন। দেকানদেশ-স্থিত বুলিনামক একজন করাসি সেনাপতি অনেক জয় করিয়া অতিশয় শক্তিমান হইয়াছিলেন সেরাজ-উদ্দৌলাহ। মুখে ইংরাজদিগের সহিত বঞ্চিত একাশ করিয়া বুলিনের আঘাত করিতেছিলেন ক্রাইব সাহেব তাহার পত্র পথিমধ্যে আটক করিয়াছিলেন নবাব ইংরাজদিগের অপমানগুপ্ত হইয়া। তাহাদের ক্ষমা করিতে অশ্রু ছিলেন তাহার ক্রোধ ক্রমে ২ অপরি-নিত হইল তাহার সত্বায় উয়োটস সাহেবকে একদিন আস্থাকরিবার ভয় দেখিলেন পরদিন তাহাকে সহু মজনক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন এবং একদিন ক্রোধে ক্রাইব সাহেবের পত্র ছিন্ন করিলেন পরদিন তাহার নিকট নিন্দা বীকার করিয়া লিখিলেন এইরূপে ইংরাজের। দেখিলেন যে যাহও ঐইহানুমায়ী, বালক বাঙ্গালায় রাজা ধাকিবেন তাহও তাহাদের পক্ষে মঙ্গল নাই তাহার। আম্মরকাত নিমিত্তে কি করিলেন এইরূপ চিন্তায় যখন বিষম ছিলেন তখন
ক্ষতিপূর্ণ নবাবের, সভাস্থিত অধিকৃতলোকের তাহাদের নিবেদন করিলেন যে নবাবের লোভ ও কুর্তাহর। তাহাদের মন তাহাহইতে পৃথক হইয়াছে ও তাহাদের ধন মান এবং জীবন বিপদ সাগরে মথ হইয়াছে তাহারা। পূর্বত্রুত্বর্তে শোকত-জন্মকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে ঐকনরত করিয়া। ছিলেন কিন্তু সে আশায় নিরাশা হইয়াছেন তথাপি তাহারা বিপদভয় ‘নাকরিয়া। সেরাজউদ্দৌলাহার পদচ্যুত করিতে ঘৃতপূর্বতত্ত্ব হইয়া। ইংরাজদিগের সাহায্য পৃথিবীর গুত্তাত্বে লোকেরণকরিলেন। যেহেতু হিন্দুদিগের বোধ আছে যে তাহাদের জনিদারের। সেরাজউদ্দৌলাহারের রক্ষার্থে ইংরাজদিগের অধিকার করিয়াছিলেন এইচেতে উচিতবাদে স্থিরতা-পূর্বক লিখিতেছি যে বর্তমান নবমূল রাজসাহি প্রভূতিতে কোন জনিদারের। এইচক্রমেতে। ছিলেন না তাহারা কেবল রাজস্ব আদায় করিতেন এক কর্ম করিতে কিছু পারেন। এই পুস্তকের পুধার সহস্রায় বন্ধ অভিপ্রায়কান্ত সেটের। সৈন্য-দিগের আজ্ঞাদায়ক ও ধনাঘিত মহানশ্রেষ্ঠ এবং ওমিতাহ ও কোলা ওয়াজিদনাহার দুইধনী বন্ধ এই কর্মে লোক ছিলেন ইহারাই সেরাজউদ্দৌলাহার পদচ্যুত করিয়া। তৎপরে মহানশ্রেষ্ঠকে স্থাপনার্থে
ইন্সট্রাক্ট সৈন্য অনিতে ক্লাইবসাহেবকে আহ্বান করেন এবং ইন্সট্রাক্টের। দেখিলেন যে তাহাদের সাহায্যার্থে কিছু পরিবর্তন হইবে তাহাতে যদি সহায়তা করেন তবে অবশ্য কিছু বিচার হইবে সহায়তা প্রায় সকলেই কীভাবে ঐ মনোকষ্টে যুক্ত হইতে তবে। করিলেন নার্কিস সেনাপতি ওয়াটসন সাহেবও বিলেবেন। করিলেন যে এদেশে পরিয়েছে সেকল লোকেরা কুড় বিক্রিয়া ছিল তাহার। যে দেশের অধিপতিকে পদচূল করিতে যায় ইংরাই বড় সাহসিক উদ্যোগ বটে কিন্তু ক্লাইবসাহেবের অন্তর্ভুক্ত অতি বলবৎ ও সাহসিক ছিল তাহার নেনই কেবল বিপদচিন্তায় উভাপ হইল।

তিনি মূর্তিসিদ্ধার্থ ওয়াটসন সাহেব হইয়া আশ্রয় মে দুইমাসপর্যন্ত নবাবের আমলাদিগের সহিত ঐ গুল্মগ্রস্থাব এমন শুষ্ক ভাবে চালাইলেন যে সেরাজউদ্দৌলার। একবারে প্রকৃত সময় ভিন্ন পর্ব্বে কদাচ সনেহ করেন নাই যখন তাহার বোধ হইল তখন নীরসক্রিয়কে অপ্রীতি করিয়া। কৌশলসম্পর্কে শুরু করাইলেন যে তিনি তাহার বিধায়ী দাখিলেন সমুদায় বিষয় প্রস্তুত হইলে ওয়াটসন এ প্রস্তাব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তিনি অতি থানী ও তথাপি অতি-শয় লোভী ছিলেন বাবদন আগ্র হইবে তাহার বিশ-
শৃঙ্খলাসমূহে তাহাকে দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া একদিনের সায়ঃ কালে ওয়াটস সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি তাহাকে ত্রিংশং লক্ষ মুদ্রা অধিক দিতে স্বীকার না লিখিয়া দেন তবে তিনি তৎক্ষণ্ঠ শুভাদ্যারের নিকটে গিয়া সমূদায় চাত্রীর একাশ করিবেন তাহাতে ওয়াটস সাহেবের ও এতবাদায় অন্যান্য লোকের তৎক্ষণ্ঠ প্রাণনাশহইতে পারিত ওয়াটস সাহেব কালবিলম্বার্থে ঐ বিখ্যাতস্থানক ব্যক্তির সাহায্যা করিতে চেষ্টা করিলেন অবিলম্বে কলিকাতায় সমাধি লিখিলেন ক্রাইব সাহেব ঐ সমাচারের শবণে হতজ্ঞান হইয়া একম কুঠিনতিভূদুহরার। ধনচেষ্টা করাতে ওমিতাদের সকলের শত্রু দেখিলেন এবং কোন চাত্রীর্মারা তাহার পরাভব কর। উচ্চত দুঃখিলেন পরে ওয়াটেস সাহেবের দিতে স্বীকার করিয়া আঁখ করিলেন এবং দুইপুষ্পত সম্ভপত্ত করিলেন তাহার একতে ওমিতাদের ত্রিংশং লক্ষ মুদ্রা হইতে স্বীকার ছিল অপরে ছিল না। এই পূর্বোক্ত পত্ত, তাহার মনস্তত্র নিমিত্তে তাহাকেই দরিষ্ট হইল পরে মৌজাজের সহিত এক নিমিন স্থির হইল যেই রাজদিগের সৈন্য অধিবা মাতে তিনি পুড়ি সৈন্য ত্রাগার নিজঞ্জীনের সহিত তাহাদের পক্ষে আসিবেন।
এইসময়ে সমূদয় পৃথিবী ক্রাইব সাহেব সেরাজ, উদদৌলাকে এক পত্র লিখিতেন তাহাতে ইংরেজদের পৃতি তিনি যে অপকার করিয়াছিলেন তাহা। নিজের হইল অর্থাৎ তাহাকে সম্বিত্ত্ব দোষে অপরাধী করিলেন তিনি লিখিলেন যে নবাব ইংরেজদের নিভাড়ের যে মূল। দিতে স্বার্থ করিয়াছিলেন তাহা দিলেন না। তিনি করাসিদিগকে ইংরেজদের দূরী করণার্থে আহান করিয়াছিলেন অতঃপর রাজসভায় পুিখানা ব্যক্তিদিগের বিচেচনাদাতার। এই সকল বিবাদ ভঙ্গ করিতে স্বরূপ মুরসিদাবাদে চলিলেন এই লিখিলেন পত্র সমাপ্ত করিলেন শুধু তার এই লিখনের ধারানুসারে বিশেষত ক্রাইবের আগমনসমাধান ভীত হইয়া। সেইনে, পলাশী চলিলেন ক্রাইব ১৭৫৭ সালের জুনমাসের পূর্বে সেইনে। কুহিনার হইয়া। ১৭ তারিখে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া। পরবর্তী তথাকার দূরী আক্রমণ করিয়া। অধিকার করিলেন ১৯ তারিখে অতিশয় বর্ষা আরম হইল, পরে ক্রাইব অগুসর হইয়া। নবাবের সহিত সংগ্রাম করিবেন কিষ্ণ। পুত্তাগমন করিলেন একইসে অত্যন্ত সন্ধিত্ত হইলেন কারণ সীরজেফরের কোন চিহ্ন পাইলেন না। তাহাহইতে এক পত্রমাত্রও পৃথিবী হইলেন না। তিনি এক যুদ্ধিয় সভা পৃথিবী করিলেন তাহাতে সকল্লেই যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্থির করিলেন ক্রাইব পুথমত
তাঁহাদের বিবেচনা গুরুত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু বিলক্ষণ-কৃপাবিবেচনা। করিয়া অবশেষে সমুদায় বিপদ গুপ্ত করিয়াও যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন তিনি উত্তম রুপে দেখিলেন যে যদি এতবৎপর্যন্ত অগুসর হইয়া পুত্র-গমন করেন তবে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের মঙ্গল এক-বারে মগ্ন হইবে ২২ জুন সূর্যের দায়ে কালে সেনায় মায়া পার হইতে আরম্ভ করিল দুইপুহুর চত্বরঘটিকার সময়ে সমুদায় লোক অপরতা উত্তরাং হইল এবং অবিশ্বাসে টিলিত। রাত্রি দুইপুহুর এক ঘটিকার সময়ে পলাশীর নিকুঞ্জে উপস্থিত হইল পুত্রাতিকালেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল কালে সাহেব নীরজেফর ও তাহার সৈন্যকে বাগু হইল। অনেকে করিতে লাগিলেন কিংবা তৎকালেও তাহাদের দর্শন হইল না। নবাবের পঞ্জ-দশ সহস্র আত্মাবধি ও পঞ্চত্রিশ সহস্র পদাতিক ছিল তিনি কতিপয় স্তবকলঙ্কদার। বিপুল হইলার সেনাদিগের পশ্চাতভাগে তাঁহার মরিয়াছিলেন যখন নীরজেফর যুদ্ধ অরম্ভ করিলেন তখন নীরজেফর সৈন্যের তাহার নিকট থাকিয়াও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। পরে প্রায় দুইপুহুরের সময়ে এক কামানের গোল। নীরজেফরের পুতি বিপুল হইল। তাহার পাদদণ্ড ছিল করাতে তিনি নবাবের তাঁহার পাদদণ্ড ছিল করাতে তিনি নবাবের তাঁহার সংখ্যায় পুরুষ অভাগ। করিলেন নবাব
তখন অতিশয় ভীত হইয়া সকলভূতার্দিগের চাতুরী শব্দ করিতে লাগিলেন তিনি আরজেফরকে আহ্বান করিয়া তাহার পাদে উপহীর রাখিয়া অতি-ননুতাপূর্বক নিবেদন করিলেন যে তাহার মাতাম-হের নিমিত্তে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া। আবশ্যক সময়ে তাহার পক্ষে থাকেন জেফর প্রভূত থাকিতে প্রতিজ্জ্ব করিয়া। তাহার প্রনামগ্রুপে নবাবকে পরা-মর্শে দিলেন যে অদ্য অধিক বৈলা হইয়াছে অতএব সৈন্যদিগকে পুত্রাগমন করিতে আদ্যা করুন আগামি দিনে পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আমরা সেনা আনিয়া যথোদ্যোগ করিব নবাবের সেনাপতি মোহনলাল ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণ মথ হইয়াছেন এমততম দিয়ে প্রত্যাগমনের অন্তর্ভুক্ত পূর্ক তাহা মানিলেন তাহার প্রশান্তিতায় সৈন্য-দিগের মনোভঙ্গ হওয়াতে তাহারা চতুর্দিকে পলায়ন করিল ক্রাইবসাহের এইরূপে অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়পুরুষ হইলেন। সেরাজউদ্দৌলার এক উদ্দেশ্যের আরো-হণ করিয়া দুইশহুর আত্মাক্ষেপ সহিত তাবত্ত্রাত্মি গমন করিয়া পরদিন অষ্টেক্তার সময়ে মুরীদাবাদে। উপমিত ইংলিনের পরে সকল সেনাপতি ও মর্দিদিগকে তাহার নিকটে আসিতে সম্মাচার দিলেন কিন্তু তাহার। লিজিণে গৃহে গমন করিয়াছিলেন তাহার
শূন্যের তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন তিনি সমস্তদিন পুরীনীম্বে প্রায় একাকী থাকিয়া হতাশশ্রাপ্ত দুঃখপ্রতিজ্জ্ব হইলেন। কতিপয় আঘাতদিত শকটোপরি নিজ পত্রী ও প্রিয়পাত্রদিগকে আরোপণ করিয়া তাহাতে বাবৎসর্ণ ও রুদ্ধ থাকিতে পারে তবৎ লইয়া রাত্রি দুইপূর্ব্বর তিন ঘণ্টার সময়ে ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন পরে ফরাসিদিগের সেনাপতি লা সাহেবের নিকট যাইবার মানসে তথায় নৌকা আরোহণ করিয়া চলিলেন তাহাকে পাটনাহইতে আসিতে পূর্বের এক পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই যে পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ধের গুরুভাদৃষ্ট হইল তাহাতে ইংরাজদিগের বিপুলতি ইউরোপীয় সৈন্য ও পশ্চাত সিপাই হত ও আহত হইল। যুদ্ধের পরে মীরজেফর ক্রাইসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিংশশতিতম তাহার বন্ধন। করিলেন অনির্নীত উভয়ে একত্র হইল। মুরাগিরানী চলিলেন এবং মীর-জেফর রাজপুরী অধিকার করিলেন পরে নগরের প্রথমেনেকেরী ও রাজকীয় আমলার তথ্য আসিয়া দরবার আরও করিলেন ক্রাইসাহেব আসনহইতে উঠিয়া মীরজেফরের হস্তশ্রীরিয়। তাহাকে সিংহসনে বসিলেন এবং বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন অনন্তর তাহারা।
অনেক ইউরোপীয় ভ্রমলোক ও ক্লাইবসাহেবের দেওয়ান রামচাদ্র মুনসী নবকুঞ্জের সহিত ধনাগারে মাইনা দেখিলেন এক্ষণ্ডক্ষণের অধিক ছিল তৎকালের ইতিহাস লেখকে বলেন যে উহা কেবল বাহ্য কোষ ছিল কিন্তু তখন অন্তঃপুরস্থদ্বয়ে যে নূতন ভাগ্নার ছিল তাহ। ক্লাইবসাহেব নামাননিতে পারেন এইপ্রকার যতপূর্ব্বক রক্ষিত ছিল ঐস্থুলে রক্ষণ রক্ষত ও রক্ষতে প্রায় স্থটিকোটী মূল্য ছিল এবং ঐইতিহাস-বেত্তা কহেন যে মীরজেফর ইমরাবেগার্থ। রামচাদ্র ও নবকুঞ্জ এইজন্য জন্মে ঐ তথাহী সামাজিক-ব্যবস্থা করিয়া লইলেন এবং ঐহাও অন্ধোপন বোধ হয় না কারণ রামচাদ্র দের মানিখ বেতন তৎকালে স্থটিগুৰ্দ্ধা ছিল কিন্তু তিনি দশবৎসরপরে এককোটী পঞ্চবিংশতিলক মূল্য রাখিয়া মরিলেন তথা নবকুঞ্জ মুনসীর মানিখ বেতন স্থটিগুৰ্দ্ধার অধিক ছিল না তিনি কিঙ্কিক্ত্রাপ্তে রাজা নবকুঞ্জ হইয়া নাতুশূল্ডে নায়লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন।

অভ্যন্তরে ইংরাজদিগের দুর্ভাগ্য ঘৃটিল ১৭৫৬ সালের জুনমসে তাহাদের কারখানা লুট হইল বাঙ্গালিক রোথ হইল এবং অধ্যায়ের। জুটতাপূর্বক হত হইলেন ও তাহাদের বাঙালায় স্থিতিরোথ হইল কিম্বদ ১৭৫৭ সালের জুনমসে তাহার। কেবল ঐ কারখানা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এমত বুঝে প্রধান শত্রু সেরাজউদ্দৌলা-
কেও পরাভূত করিয়া আপনাদের মনোনীত নবাব করিলেন এবং তাহাদের বিপক্ষ ফরাসিদের বাঙ্গালা-হইতে ভাড়াইলেন কেবল গুরুসিদাবাদে ধনাগার-হইতে ক্ষতি শুধরান করিবা ছিল তাহাতে সরকারের ক্ষতিনিমিত্তক কোম্পানীকে কোটীমুদ্রা। দত্ত হইল কলিকাতায় লুটপাত যে সকল ভঙ্গ ইংরাজদিগের সম্পত্তি নষ্ট হইল হইল তাহাদের পঞ্চাশং লক্ষমুদ্রা ও এতদখৈরোয়ালোকদিগের বিশতিলকনোন্মুদ্রা এবং অর্মানীয়দিগের সপ্তলক্ষমুদ্র। দত্ত হইল এত- দিন মুন্স স্থলজ্ঞচরিরসনদিগের অধিক ‘পারিতোষিক’ দত্ত হইল এবং যেসকল সরকারের সেনাপতিত্র নীর জেফরকে নবাব করিলেন তাহার এবং এবং ইহা বর্ণিত হইল যে ইংরাজদিগের পূর্বে যেকপ করতা ছিল তাহ তাহার সকলি পাইলেন মহারাজাইয়ার মধ্যে ও তাহার বাহিরে যোগাযোগ হইল হইল সমুদায় দুজ্ঞাত হইল এবং কলিকাতায় দুঃখ কূলপী- পর্যায়ক্ষণ কোম্পানীর তথা ফরাসিয়া কোম্পানী বাঙলায় থাকিতে পাইলেন নাই হিস্তিক হইল।

সরাজউদ্দৌলা ভগবানগোলাহইতে অস্থায় করিয়া পত্রীরীতিপুষ্পীর আহারার্থে পাক করিতে রাজ-
মহলে অবতরণ করিলেন তিনি পূর্বে যে এক ককিলের
অপেক্ষ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে যাইবামাত্রে
এই ককিল তাহার ক্ষেত্রে মলোকদিগের সমাদ করি-
লেন তাহার। তৎক্ষণাৎ আইসিয়া তাহাকে ধরিল তিনি
এক সপ্তাহপূর্বে যে সকল লোকের সহিত আলাপ
করেন নাই তাহাদের নিকটে অতিশয় বিনয় করিলেন
কিন্তু তাহার। তাহার রোদনে বুদ্ধির হইয়া সকল স্বর্ণ
রত্ন অপহরণ করিয়া তাহাকে পুনর্বার মুরসিদাবাদে
আমি সেরাজউদ্দৌলার এ নগরে আগমন কালে
মীরজেফর অধিক পরিদান আক্রান্ত। করিয়া
স্নাতকবিক নিদ্রায় মঝি ছিলেন তাহার অভিযুক্ত পুত্র
মীরন তাহার আগমন শুনিয়া নিজগুহের নিকটে
আসেধ করিতে আহ্বান করিলেন পরে দুই এক ঘণ্টার
মধ্যে বহুলোকদিগের নিকটে পুনর্বার করিলেন যে
তখন গ্রহণ। তাহার হত্যা করেন কিন্তু তাহার। একজন
অন্যকার করিল অবশেষে আলিবদ্ধির প্রতিপালন
মহামাঝদিবেগনামক এক দুরার্থ ঐ দুঃখের স্বিকার
করিল ঐজন হতভাগ্রাজার গৃহে যাইবামাত্রে তিনি
তাহার বৃহস্ত জানিয়া অতিথেদজনক বরে করিলেন
হসিন মুলিহার হতার পূজা শতকার্ত্ত্বের আমি অবশ্য
মরিব এইবার। সমাজ হইবামাত্রে ঐ গুরুত্বের
ছুরিকা বাহির করিয়া পুনঃ অমাত্যভাবা। তাহাকে
চিহ্ন করিলেন এইখানে হসিনকুলিকরণের প্রতিকল হইল এই শেষসম্পত্তি করিয়া। তিনি নৃত হইল তাহার পাদে পতিত হইলেন এইরূপ মূত্র পরে তাহার শরীর টুকরাং করিয়া ছিল হইল ও অপরতুপুর্বক হস্তিকর উপরে আরোপিত হইল লোকাভিক রাজপথদিয়া।
গোষ্ঠীতে শ্রদ্ধিত হইল এই সময়ে এক অবর্ত্ত ঘটনা হয় অর্থাৎ অগ্রাহাণ মাস পূর্বে সেরাঙ্গুড়- দেলের বেহাসে হসিনকুলিখাকে কাটিয়া এই নিদর্শী ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন সেইস্থানে এই পুরুষ- পকোন কারণেই বিদ্যুতে কিঙ্কিৎসাল হস্তিরক্ত করায় ঐবিদ্যশারীরহইতে কিয়ৎ রক্তবিন্দ্র পতিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

তিন দেশের সর্বত্র মীরজেফরের পুত্র এককালে স্বীকৃত হইল কিছু শাস্ত্র সকলে বোঝ করিল যে তিনি কর্মসূচীপূর্বক বুদ্ধিমান নহেন এবং অতি দূর্বল ও নিষ্ঠুর ও শোক ছিলেন পুরুষবর্ত্তী শুদ্ধরায়দিগের অধিনে যে সকল হিন্দু আমালার। অধিকাংশ সন্ধ্যা করিলো চিহ্ন তিনি প্রথমত তাহাদের এই ধন অপহৃত করিতে ইচ্ছা হইলেন তিনি প্রথমে রাজ্যারায়দুর্লভানন্দ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ঐ মহাশয়ের যেকোন ধন ছিল সহিকর হয় সহস্র নিজেরায় ছিল এবং যেসকল মহাশয়রা মীরজেফা সিংহাসনে
স্থাপন করেন তত্ত্বায় তিনি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন সেরাজউদ্দৌলাহকে পদচ্যুত করিতে যখন যুদ্ধ-যন্ত্র হইয়াছিল। তখন রায়দুল্লভ যুদ্ধযন্ত্রকারিদের নিকটে প্রস্তাব করেন যে সেরাজউদ্দৌলার পরিবর্তে নীরজেফরকে নবাব করা উচিত হয় নীরজেফর তথাপি একারণ তাহার সর্বনাশের চেষ্টা করিলেন নীরজেফর তাহাকে এমত বিদেশী বোধ করিলেন যে তিনি সেরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠতাতার পক্ষে আছেন এইরূপ সন্দেহপ্রমুখ ঐ নিদর্শী যে সেরাজউদ্দৌলার ভুতা। তাহার প্রাণনাশ করিলেন দুর্লভ কেবল ইংরাজদের শরণাগত হইয়া প্রাণরক্ষা পাইলেন। নবাব বহ্নুকালাবধি বেহারের নায়ের শাসনকর্ত। রায়-নারায়ণের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া। তৎপরে নিজ ভুতাকে স্থাপন করিতে স্থির করিলেন কিন্তু রাইব সাহেব কহেন যে তাহার ভুতা। তাহার অস্পষ্ট নির্দেশ ছিলো। মেঠিনীগুতের শাসনকর্ত। রাজারাম-সিংহ, নবাবের প্রতি ভর্ত্তিত হইলেন কারণ নবাব তাহার ভুতাকে করাগারে রোধ করিয়াছিলেন পূর্বীয়ের নায়ের, শাসনকর্তা আদলসিংহ রাজসভার কুমস্ত্রাণ্ডার। রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন এইরূপে জেফরের রাজ্যপুস্পিতর পর পঞ্চমানের মধ্যে তিনি প্রদেশে তিন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল নীরজেফরকে সুতরাং
ক্রাইবসাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল কারণ তাহার পুতি বাঙ্গালায় সকলের বিশ্বাস ছিল তিনিই বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন যেহেতু তিনি যুদ্ধব্যতিরিক্তে ঐ তিন বিবাদ ভঙ্গ করিলেন। নবাবের অতি-শয় বিনয়পূর্বক তিনি ইংরাজি সাহেবের সহিত পাঠনায় গমনের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন তাহার অধিক অন্য অদ্ভুত থাকাতে ক্রাইব সাহেব রাজধানীতে আসিয়া। তাহার পরিশোধার্থে নিয়ম করিতে কহিলেন তাহাতে নবাব সঠিক হাকে বস্ত্রমান নবদ্রীপ ও ছুঁগলি এই কয়েক স্থানের রাজস্ব ধার্যর করিয়া দিলেন এই বিষয়ের অবধারণা হইলে এতদ্দেশায় ও ইংরাজি সাহেব একমতে পাঠনায় চলিল রামনাতর্যাণ ক্রাইবের দিকে আসিয়া কহিলেন যে যদি ইংরাজেরা তাহাকে রঙ্গ করেন তবে তিনি ঐ প্রভুপ্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্রাইব দুর্ভাগ্যের অধিনতাগুহুর করাইতে নবাবের সমীপে যথেষ্ট হেতুবাদ করাতে অবশেষে নবাব মহাকার্যকরিতে রামনামাতর্যাণ তৎক্ষণাং তাহুতে আসিয়া মহরজেফরের সম্মান করিয়া সুপাদ দূরস্ত হইলেন অনন্তের ক্রাইব ও নবাব উভয়ে রায়দুর্লভ সহিত মুরসিদাবাদে আসিলেন রায়দুর্লভ দেখিলেন যে যাবৎ ইংরাজেরা তথায় আসেন তাবৎ তাহার আত্মরক্ষা
আছে। এই রূপ তাহাদের কর্ষের পরিধান হওয়াতে মীরা অভিষয় ক্ষুদ্র হইলেন কারণ তাহার ও তাহার পিতার। মানস ছিল যে পরক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন করিয়া তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া। কিন্তু এইরূপ যাতায়াত তাহাদের শক্তি স্পৃহীকৃত হইল তাহার। উভয়েই রাজের শক্তিতে অহিতক্ষন করিতেন জেফরন নামমাত্রে তিনবারের শুবদার ছিলেন কিন্তু সেবাপ সামর্থ্য ছিল না। সকল বিষয়ের কর্ত্তা। রাজ সাহেব ছিলেন দুইবৎসর পূর্বে ইংরাজের। যেসকল প্রধান লোকদিগকে নবাবের নিকটে উত্তমরথা কাদিবার নিজের ধনপ্রদান করিতেন সম্পূর্ণ তাহাদের ইংরাজদিগের উপাসনা করিতে হইল মূলমন্ত্রের। দেখিলেন যে বিখ্যাত হিন্দুলোকের। শক্তিহীন নবাবের উপাসনা নাকরিয়া কোন প্রার্থনা করিতে হইলে রাজের অনুভূত্তী হইতেন তিনিও এমত বিবেচনাপূর্বক ও পরিনিততে ব্যবহার করিতেন যে যাবৎ পর্যন্ত তিনি কর্মনিষ্ঠতাকে ছিলেন তাই কোন বিরোধ ছিল না।

সম্পূর্ণ বাঁধালাগুলোৰ এক নূতন শত্র উপস্থিত হইল দিনের হতমায়া মাহারাজের পুত্র, শাহালী পিতার সহিত বিবাহ করিয়া। প্রয়োগ ও অর্থাধার শুবদারের সহিত মিল করিয়া। কিং সাহেবের সহিত বেহার দেশে আহ্মলন। করিতে আসিলেন ঐ দুই শুবদারের এতদ্দেশে।
গুরুভূত হয় কি না ইহা দেখিতে কেবল মানস ছিল যুব-রাজ্যের সাহায্য করিতে কেবল ছিল না যুবরাজ রায়-বকে পুনঃ২ পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি তাহার ইচ্ছায় সাহায্য করিবেন তবে তাহাকে কোন ২ পতাকা প্রদান করিবেন তাহাতে রায় উত্তর লিখিলেন যে তাহার ভক্তি মীরেজেফরের নিকটে বঙ্গ আছে অপর মহারাজ তাহার বিদ্রোহাচার্যপুত্রকে আসেখ করিয়া পাঠাইতে রায়ের প্রতি আজ্ঞা লিখিলেন তৎকালে মীর-জেফরের সেনার বেতনাভাবে যুদ্ধের এত অবধ্যা হইয়াছিল যে ঐ আক্রমণবিবর্তনে যুদ্ধেপূর্বক ছিল না। অতএব কাইবের নিকটে নিবেদন করাতে ১৭৫৮ সালে তিনি অবিলম্বে পাটনায় যাত্রা করিলেন কিন্তু তাহার উপস্থিতির পূর্বেই ঐ ব্যাপারের প্রায় নিশ্চিত হইয়াছিল প্রয়াগের শুভদার ও যুবরাজ নয়দিবসস্পর্য্যন্ত্র পাটনা বেষ্টন করাতে তৎস্থানের অধিকার হইত কিন্তু তাহারা শুনিলেন যে ইয়োরাজেরা আসিতেছেন ও অন্যান্য শুভদার প্রয়াগের শুভ-দারের অভ্যবকালে সুযোগ পাইয়া তাহার রাজধানী বেষ্টন করিয়াছেন এইচমাদ শুনিলা তিনি যুবরাজকে স্বকীয় উপায় করিতে রাখিয়া স্বরাজ্যার্কার্কের সত্ত্রে চলিয়া যুদ্ধে মারা পড়িলেন অন্তর যুবরাজের সেনার। তাহাকে ত্রায় প্রতিষ্ঠাগ করিল কেবল তিনশত
মনুষ্য দুঃখভাগী হইতে তাহার অনুযায়ী কাহিনি তিনি অতিশয় দুর্বলস্বাগান্ত হইয়া। কাহিনির নিকটে ভিক্ষা করাতে কাহিনি দানশীলতাপ্রয়োজ্য তাহাকে দুঃখসহৃদয় স্বর্গীয়। দিলেন মীরজেফর এইকাপে নির্ভর হইয়া কুতক্ত-তার চিহ্নিত হয়ে কাহিনি করিয়া ওমরানাম দিয়া। এক নিকট জাহিদের প্রদান করিলেন কলিকাতার। ঐ জমিরির নিমিত্তে কোম্পানিতে রাজস্য দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন উহার বার্ষিক রাজস্য তিন লক্ষপঞ্জু। নিবেদিত ছিল।

কিঞ্চিৎ কালপরে মীরজেফর কাহিনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিতে কাহিনি, অভিমানে। তাপ্রয়োজ্য তাহার অভাবন্ত। করিলেন মীরজেফরের তথ্যের স্থিতিকালে ওলন্দাজবংশের পণ্ডিত সন্ত যুদ্ধহাজার আনিয়। নদীমুখে লোকজন করিল ইহার শীঘ্র প্রকাশ পাইল যে তাহার। নবাবের অনুমতি-ব্যতীতে আসেন নাই তিনি ইউরোপীয় সৈন্য আনিয়। ইৎ রাজবংশের পরাক্রম রোধ করিবার কারণ কিঞ্চিৎ কালবংশি চুক্তির ওলন্দাজবংশের সহিত বিলুপ্ত করিতে ছিলেন এবং এইসময় চলন আমিরসিদ্দিকের অনুগুহাপ্রতি খোজ ওয়াজিদনামক একজন কাশ্মী-দেশীয় বিশিষ্টের। সম্ভাবনা হয় তিনি সমুদ্রের খণ্ডের একচেতনা করিয়াছিলেন, এবং এমত ধনবান্ধ ছিলেন যে প্রতাপ সহস্র মুল্লা। বন্ধ হইত এবং একবিবরে।
নবাবকে পঞ্চদশলক্ষমুদ্রা উপায়ে দিয়াছিলেন তিনি পূর্বে সুরিন্দাবাদে করাসিদের অধ্যক্ষ ছিলেন পরে চন্দনগরের লূটদার। তাহাদের সর্বনাশ হইলে ইং-রাজপী পক্ষে আসিলেন তিনি সেরাজউদ্দৌলার অতিবিশালী ধাকিলেও যেসকল মহাশয়ের তাহাকে পদচূপ করিতে। ইংরাজদের আধুন করিয়াছিলেন তিনি তন্মধ্যে প্রধান উদ্যোগ ছিল ঐ রাজপরিবর্ত হইলেও ইংরাজদের নিকটে তাহার আশাপূর্ণ না হওয়াতে তাহাদের নিবারণার্থে ওল-ন্দাজদির এক প্রকৃত বৃহৎ অল্প আমিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন তৎকালে চুড়ায় সত্তা দুই অংশে বিভক্ত হইল এক অংশের প্রধান বিস্তারনামক তাহাদের শাসনকর্তা ক্রাইবের বদ্ধ ছিলেন এবং তিনি চিরস্থায়ি নির্বাচনের ইচ্ছা ছিলেন বর্ণরহিত অপরাপর প্রধান ছিলেন তাহার পক্ষের লোকেরা অতি দুর্ভাগ্য ও চুরুড়ার মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল। ইংরাজের ওলন্দাজদের রক্ষার্থে নদীনথে তাহাদের জাতীয় নাবিকলোক নিবারণ করিয়াছিলেন অতএব তাহাদের নিমিত্তে এতদেশীয় আপদ নিবারণ করিবার আশায় অধিক সৈন্যপ্রার্থনায় বটবীরয়কে লিখিলেন।

এই সৈন্যগমনে ক্রাইব বৃহৎ বিপ্লবিতে পড়িলেন ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা বৃষ্টমূলে ছিলেন এবং
ওলন্দাজদিগের যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার তৃতীয়াঁশাত্রত তাহার ছিল কিন্তু ক্রাইব দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নত করিতে উদ্যোগ করিয়া কহিলেন যে ভাবত-বর্ষিত সরকারি আমলার। নিজগতায় রঙ্গ দিয়া কর্ম করেন তিনি বাঙালীয় করাসিদাহের শক্তি নাশ করিয়া। ওলন্দাজদিগের শক্তি হৃদয় করিতে নিষ্ঠুর করিয়াছিলেন এবং মীরজফরকে কহিয়াছিলেন যে ওলন্দাজ সৈন্যদিগের শীঘ্র প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করেন তাহাতে নবাব উদ্দীপন করিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং হৃদয়ের গির্জা তদ্বিষয় নিষ্ঠুর করিবেন কিন্তু তিনি তথায় আসিয়া ক্রাইবকে লিখিলেন যে ওলন্দাজদিগের সহিত নিয়ম করিয়াছেন তাহার। সুসময়ে জাহাজ বিদায় করিবেন ক্রাইব সহজেই ঐ চাতুরী বুঝিয়া। নদীগত্বা ওলন্দাজি নেকাই আ- গমন রোধ করিতে মনস্ত করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে তানানামক স্থানে উত্থম রক্ষা করিলেন কিন্তু প্রথমে দম্পতি করিতে উদ্যোগ করিলেন না। ওলন্দাজেরা জাহাজ আনিয়াই দূর্গ আক্রমণ করিলেন পরে তথায় ব্যাঘাত পাইয়া সমৃদ্ধ ইউরোপীয় ও অষ্টুর মুল্যদেশীয় সৈন্য অবতারণ করিয়া। গভর্নর পশ্চিমভূর্দিয়া গ্রাম চুরুঁড়ায় গমন করিলেন ক্রাইব পুর্বেই ঐ স্থান ও চন্দ্রনগরের মধ্যে শিবির করিতে তাহার ক্ষুদ্র সৈন্য
কর্ণেল কর্দাহেবের সহিত পাঠাইয়াছিলেন ওলন্দাজ জি সেন। অগন্তর হইয়া চুুড়ার এককোশদক্ষিণে শিল্পর করিল কর্দাহেব দুইজাতির বিরুদ্ধে নাদেখিয়া আক্রমণ করিলার পূর্বে সভার আজ্ঞাত্মে লিখিলেন ক্রাইব সাহেব তাস্ক্রীড়া করিতেছিলেন এমত সময়ে ঐ পত্র পাইয়া সীক্ষেকীয়ী দ্বারা তদানে পশ্চাদকুকরীভিত্তে উভয় লিখিলেন প্রিয়তম কর্দ অবলম্বে মূল্য কর আমি পরিদিনে সভার অনুমতি পাঠাইব কর্দ এই আজ্ঞা শুনিবামাত্রে ওলন্দাজ সেনীয়ের প্রতি আক্রমণ করিয়া। একদমেখলা তাহাদের ছিল ভীষ্ম করিলেন পুন তৎসমকালে তাহাদের মেসকল জাহাজ নদীমধ্যে আসিয়াছিল তাহ। ইংরাজরা। অধিকার করিলেন সুতরাং ঐ সাহসিককর্মের শেষ হইল চুুড়ার যুদ্ধের শেষ হইয়ামাত্রে ছয় সাত সহস্র কায়লু সেনীয়ের সহিত রাজপুত্র মীর আসিলেন যদি ওলন্দাজরে। জয়ী হইতেন তবে তিনি অবশ্বই তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইতেন কিন্তু তদভাবে তিনি তাহাদের অনুশাসন আর্জিয়ার সহিত সমিলিত হইলেন কর্ণেল কর্দ যুদ্ধাসাম্বনে চুুড়া। বেষ্টন করিলেন ঐ নগর বহুকাল স্বাধীন থাকিতে পারিত না কিন্তু ওলন্দাজরা সত্ত্বেও ক্রাইবের নিকটে ক্রমপ্রাপ্ত হইলেন তাহার। যুদ্ধের ব্যাপ্তির দিতে এমন ক্রাইবের তাহাদের জাহাজ ফিরিয়া।
হিতে সম্মত হইলেন অতঃপর ক্রাইব সাহেব ধনে মালে
বিপুল হইয়া এবং তিন বৎসরপর্য্যস্ত অধিক পরিশ্রম করিলেন। শারীরিকসুষ্ঠতায় শুন্য হইয়া বন্দিতার
সাহেবের হষ্টে রাজকীয়কর্ম সম্পর্ণ করিলেন। ১৭৬০
শালের ফিবুয়ারিমাসে ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন।

কিন্তু এতদেশীয় বিরোধের শিবায় হইল না।
গ্রামের নবাব মীরজেফকে নিজপুত্র মীরের হষ্টে রাজ-
কীয় শক্তি অর্পণ করিলেন ঐ নতুন নবাব অহকারধারার।
আমলালোকদিগকে ও অপকারধারার পুজালোক-
দিগকে তুচ্চ করিতেন। তাহার দুরাচারধারার সহায়
লোকে সেরাজউদ্দেলার দোষবিস্ফারণ হইল সর্বসাধার
রণের অনস্তোষধারার দিল্লীর মহারাজের পুত্র সাহার
বিজয়কার্য বহুলে আসিতে সাহস করিলেন। এবং
পুরুষীর কাদিম হিস্যির। নিজসেবায়
চিহ্ন তাহার পক্ষে অনুকূল করিতে উদ্যোগ করিলেন।
যুবরাজ নাহির সীমায় কষ্টক্ষণ ধীরে হইয়া গুলিয়ান যে সামুদ্রিক উপজির কুরতম ইস্লামলোক
তাহার পিতাকে নারিয়া হিন্দুর সমুটি হইয়া। অনুমান
ধারার শুধুদারকে উজির আর্থিক পুলিন্দী করিয়াছেন
কিন্তু তিনি কষ্টবিনো ও পুজাহীন মহারাজ ছিলেন
তাহার রাজধানী ও শত্রুহস্তে ছিল সুতালা নিজরাজ্যে।
প্রাণরাজ্য ব্যক্তিত্ব ছিল। যুবরাজ পাটী আক্রমণ
করিলে ঐ সাহসী রামনারায়ণ তৎস্থানের একপ্রকার রঙ্ক। করিয়া অভিশয় বিনয়পূর্ণসর মুরসিদাবাদে লিখিলেন যে তাহার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরিত হয় । তৎকালে কর্ণেল কালিয়ার সেনাপতি হইয়াছিলেন তিনি ইংরাজি সৈন্য লইয়া নবাবি সৈন্য ও মীরের সহিত একত্র হইয়া চলিলেন তৎকালে ঐ সর্বাঘ্নিত দুরাঘ্ন। দুইজন সেনাপতির প্রাণনাশ করিয়াছু রিকাব্দার। যদ্যপি অন্তঃপুরস্থিত দুই রমণীর শিরোনেন্দ্র করিলেন আলির । বদ্ধির দুইই বধ্বর। দুইতে। নেওয়ারিসাহেমদ ও সাহাদ- আহমেদের পত্নী জুন্নুতীবেগম ও এমানবেগম কর্তৃ। কালপৰ্য্যস্ত ঢাকা অভিত্তবাদে ছিলেন মীরের এই মুখ্যত্রাতকালে তাহাদের প্রাণনাশার্থে আহ্বান পাঠাইলেন ঢাকার শাসনকর্তা। তাহা করিতে অযৌক্তি করায় মীরের একজন নিজভূত। পাঠাইলেন ও তাহার প্রতি আহ্বান করিলেন যে তাহাদের মুরসিদাবাদে অন্যতমে নৌকায় আরোপণ করিয়া তাহাদের নৌকা নগ্ন করিতে এবং এই দুর্ভাগ্যার্ধের আজ্ঞা কৃতজ্ঞতা- পুর্ব্বক সূর্জন করিল যখন নৌকামজ্জনার্থে ঘাতকের। চিপি খুলিয়া ছিল তখন বিনিময় ভাৰিয়ী অথবা নিয়মিত থেকোইল্কি করিল হে সর্বপ্রতিষ্ঠান পরম্পরা। অনন্য উভয়ে পাপি ও দোংশি বেটে কিছু তীরবর্ণে কোন অপ- কার করিনাই বরং এই সংসারে নে জন সমূহ।
বিষয়ে আমাদিগকে উপকার হইয়াছে। মীরণ গান কালে আলুকক অৰ্থাৎ অৰ্ণ রাখিবার বহিতে তিনশত লোকের নাম লিখিয়া যে প্রত্যাগমন হইলে তাহাদের হতা করিবেন কিন্তু তাহার আর প্রত্যাগমন হইল না।

কর্ণেল কালিয়দ্বেপর্যস্ত না যাইতে পারেন রাম-নারায়ণকে তবে মহারাজের সহিত সম্প্রসার করিয়া নিষেধ করিলেন কিন্তু তিনি ঐপরামর্শ নাথুনিয়া। যুদ্ধ করায় সম্পূর্ণরূপে পরাভৃত হইলেন পাটনার মহাক-শুন্য হওয়াতে মহারাজ এক আয়ত্তেই অধিকার করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি দেশ লুট করিয়া কাল যাপন করিলেন ইতি। কালিয়দ শাহেব সৈন্যের সহিত আসিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুদিগের প্রতি গমন করিতে পুনরায় করিলেন তাহাতে মীরণ কহিলেন যে ২২ ফিব্রুয়ারির মধ্যে তারাশূন্য হয় না। ২০ তারিখে মহারাজ ঐ মিলিত সৈন্য আক্রমণ করাতে মীরণের পুঞ্জসূচ সহিত অন্ধকার সৈন্যেরা ছিল ভিন্ন হইয়া পালায়ন করিল কিন্তু কালিয়দ স্থিরতর হইয়া সাহস-পূর্বক মহারাজকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্র তাহার সৈন্যদিগকে তাড়াইলেন সাহাবালে ঐ রাজ্যেতে শিরির ভঙ্গ করিয়া। যুদ্ধক্রেতাহইতে পঞ্চকোশাত্তে পালায়ন করিলেন পরে তাহার সেনাপতি পঞ্চকোশাত্তে মধ্যদিয়া গমন করিয়া। অকস্মাৎ সুরমিদাবাদ অধিকার
করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তদনুসারে তাঁহারা শীতু যাত্রা করিলেন কিন্তু সীমান্ত ক্ষতগামিলে কাঠার। ঐবিপদ পিতাকে জানাইলেন অন্তর্মাহারাজ পবিত্র হইতে বহির্ভূত হইয়া। রাজধানীহইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে আসিলেন কিন্তু শীতু আক্রমণ নাকরিয়া। তথ্য বিলম্ব করাতে কালিয়দ সাহেব তাঁহার অনুসরণ করিয়া উপস্থিত হইলেন উভয়পক্ষীয় সেনাদের। পর্যন্ত দর্শনোৎপাদনে রহিল পরে মহারাজের নিকটে ইঁরাজের যুদ্ধপুল্লাব করিলে তিনি ঢালিত ভীত হইয়া পুনর্বার পাটনায় গমনপূর্বক তৎস্থানে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিলেন এবং পূর্ণীয়ার শাসনকর্তা কালিয়দভূমিতে ভাইয়া। তৎকালে সাহায্য করিবার সন্ধাদ পাঠাইয়া সেনায়, প্রেরণ করিলেন। মহারাজ নয় দিবসপর্যন্ত পাটন। আক্রমণ করাতে ঐ নগর অবশ্য তাঁহার হস্তগত হইত ইতিমধ্যে কাঠান নক্ষত্রগণ তাঁহার সহিত তথ্য উপস্থিত হইলেন তিনি করেল কালিয়দভূমি। প্রেরিত হইয়া বদ্ধমানহইতে ত্রয়োদশীদিনে উত্তরিলেন পরে রাত্রিকালে শত্রুদের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পরদিন বৈকালে তাহার নির্দেশ মাইতেছে। এমত সময়ে আক্রমণ করাতে মহারাজের সেনাদের। সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন তিনি নিজ তাঁহাতে অস্থি প্রদান করিয়া এক দিবস পরে
কাদিমহসিন খুলিন পূর্ণিমাদিদেশায় বোঝাশ সহস্র সৈন্যের সহিত হাজিপুরে আলিয়া পাটিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন কাপ্তান নকু অতিষ্ঠ ইউরোপীয় ও ঐতিহাসিক সৈন্য সমুদায়ে সহস্র লোকের মধ্যে লাইয়া নদীপার্বতী হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন ঐ সকল যুদ্ধমধ্যে ইহার অতিশীঘ্র ব্যাপার ছিল এবং ইহাতেই ঐতিহাসিক লোকের ইংরাজদিগকে অভিপ্রায়কার্য্য করিলেন এবং রাজা স্থেতাবরায় ইহাতে অভিসাহসদিতা খাটি হইলেন তাহার কারণ ইংরাজেরা তাহাকে অতঃস্থা প্রশংসা। করিয়াছিলেন পূর্ণিমার শাসনকর্তা পরাজিত হইয়া মহারাজের সহিত যুদ্ধ হইলেন অন্তত করেল কালিয়াদ ও মীরণ আসিয়া পদে ২ তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অন্তত বর্ষাকাল আরও হইল কিন্তু ইংরাজি সেনাপতি তথ্যপূর্ণ ইহার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলেন না। ১৭৬০ শেলের ২ জুলাই রাজকিলার অভিশাপ ঝড় বৃষ্টি হইল মীরণ ঐ সময়ে তাহু মধ্যে। গল্প গুলিতে ছিল ইতি মধ্যে একজন রাজপুত তিনি ও দুইজন তাহার সহচর মারা পড়িলেন এই দুরবস্থা কালিয়াদেকে শত্রু অনেক পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় অস্থি হইল পরে তিনি ঐ শোধনর্থপূর্ব তথ্য সৈন্যঘের আবার করিলেন।
মীরণ অভিশাপ দুরাচারী তথ্যপূর্ণ তাহার পিতার
রাজত্বের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তৎকালীন মুসল-মানিতিরহাসগল্পকের। কোন যে ঐ দূর্বল ও সূত্রাপ্তি বুদ্ধির যে বিখ্যাতি বিবেচনা ছিল তাইহাও নষ্ট হইল রাজকীয়কর্মের কোন নিয়ম রহিল না। সেখানে পূর্ববাদের ব্যবস্থায় রাজপুরীর চতুর্দিকে তথায়ের করিতে লাগিল নীরকরিম নামে নবাবের জা-মাতা বহি দুর্ধর হইল নিজধন্যের। তাহাদের স্তম্ভে করিতে পুরুষ কারিলেন পরে ইং রাজদের বহু বয় সাধ্য যুদ্ধ অনুশীলনই হইল কিন্তু কিছু কিছুই নাই ও হইল না। যে অধিকার তাহার। অচিন্তনীয়কাপে পাইলেন তাহাও বিনা বিবেচনায় বায় হইল তাহার। তখন নবাবের নিকটে আবদন কারিলেন কিন্তু তাহার কোষ শুন্য হইল ছিল সুতরাং তাহাদের সংকল্পের। আবশ্যক হইল ইহাই স্পষ্ট বোধ হইতেলাগিল যে ঐক্য অবস্থা বহুকাল থাকিবে। নবাব মনীরকরিমকে দৌটা কর্ম করিতে কলিকাতায় পাঠাইল্লি হইলেন কোপানীর তৎকালের পুরুষ অধ্যাত্ম বন্ধিতটি সাহেব ও হৃদিক্ষ-সাহেব তাহার বুদ্ধি বিশেষদের জানিলেন দ্বিতীয়বার দৌটা কর্মের আবশ্যক হওয়াতে মীর ক্ষুদ্র পুনর পুনর্ভিত হইলেন তাহাতে মাসনকর্তা। সাহেবের স্থির বোধ হইল যে বাঙ্গালার কর্মোদ্ধার কেবল ঐ নন্দু- দ্বারা হইতে পারে একাইয়া তাহাকে নায়েব নামিন করি-
বার পুস্তাব করিলেন মীরকরিমের তাহাতে তৎক্ষণাৎ। সম্ভব হইলেন পরে বন্ধিতার সাহেব ও হৃষ্টিৎস সাহেব কিরোত্তৈলনাতিবাহারে মূর্সিদাবাদে গিয়া নবাবের নিকটে ঐ পুস্তাব করিলেন কিন্তু নবাব তাহাতে অতি অসম্মত হইলেন কারণ তিনি জানিতেন যে এবিষয়ে তাহার জানান। শক্তিমানু হইবেন ও তিনি নিজস্বভাব পুনর্বলিকাপ্রায় থাকিয়েন বন্ধিতার সাহেব নবাবের অসম্মতি দেখিয়া। সাবধান হইলেন কিন্তু মীর-করিম নহারাজের সহিত মিলিত হইবার ভয়প্রদর্শন করাইলেন কারণ তিনি উভয়দের সুখে বৃথিলেন যে এতাবৎ-পূর্ব্যস্ত চেষ্টা করিবার পর মূর্সিদাবাদে কোনমতে তাহার রক্ষার নাই অতএব বন্ধিতার সাহেবকে বল-পূর্বক ব্যবহার করিতে হইল তিনি রাজবাচ্চীতে ইপ্র-রাজি সৈন্য থাকিয়ে আছে করিলেন মীরজেফকর তাহাদেখিয়া। অধিন হইলেন এবং তাহার পৃতি আক্ষে হইল যে কলিকাতায় বা মূর্সিদাবাদে বাস করিলেন তিনি বুঝিলেন যে যদি মূর্সিদাবাদে থাকিয়ে তবে তথায় পুরুষ থাকিয়া। পর্ব্যস্তন হইতে হইবে এবং জানাতাহইতে। অপমান হইবে অতএব কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন তিনি। এক সাধারণ নর্কীকে অস্তঃপুর্বে রাখিয়া তাহার অতিশয় বশীভূত ছিলেন যে তাহার কিঞ্চিৎকালের মধ্যে বেগমনামে পালিত। হইলেন।
মুসলমানহিতান্তরের করণে যে মীরজেফকর ও ঐ নারী পুণ্ডনের পূর্বে অন্তর্ভুক্তে গিয়া। মুরসিদী-বাদের অনেক রাজারা ক্রমে ২ যে সকল অন্যান্য রত্নসংগৃহ করিয়াছিলেন তাহ। সমত্বিবাহের লইয়া মর্যাদাজন্য রক্ষকের সহিত কলিকাতায় আসিলেন ॥

১৭৩০ ট্রয়াদশ অধ্যায় ॥

ইংরাজদিগের ইষ্টানুসারে ১৭৩১ সালের ৪ মার্চ মীরকস্মিন বেহার ও বাঙ্গালাদেশের শুনবার হইলেন ইহার দুটিক্রমে সর্দারের কোম্পানিকে বদ্ধমান দেশ দিলেন এবং কলিকাতার সতাপতিদিগকে বিশ-শতি লক্ষ মুদ্রা দিলেন ও তাহারা ঐবেদ পরস্পর বলতে করিয়া লইলেন। মীরকস্মিন অতিশক্তিমান ও বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি রাজাপ্রাপ্তিমাত্র ইংরাজদিগকে মীর-জেফকরের সেনাদিগকে ও নিজ ভূতাত্ত্বিকদিগকে যে ধরে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন প্রথমে উত্তম পরে তাহার গণন। করিয়া পরে পরিশোধার্থে উপায় করিলেন রাজমাত্রার ব্যয়ের সহিত করিলেন এবং মীরজেফকরের অন্য রাজের কাছে আমলা যে অধিকাংশ লইয়াছিলেন যত্নের যুক্ত তাহার হিসাব দেখিয়া ফিরিয়া লইলেন তিনি জমিদারদিগের পূর্বদিন আদায় করিয়া সফল সহানের নতুন মূল নিক্ষেপ করিলেন তাহার পূর্বে দুই দিদেশের বাণিজ্য রাজস্ব ১২২৫০০ মুল্লা ছিল তিনি তাহার হিসেবে ২৫৬২৪০০০ মুল্লা।
মুদ্রা করিলেন। তৎকালে প্রজ্ঞাদিগের এমন অধিক কর অসহ্য হইল এই উপায়স্বরূপ। শীঘ্র তাহার পূর্ণ করিয়া দেশপরিশোধ করিলেন তাহার নিজ সৈন্যসেবার নিয়মমতে বেতন পাইয়া আজ্ঞাবদ্ধী রহিল তিনি ইংরাজদিগের শক্তির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথা-পি তাহাদের অধীনতা মোচনার্থে বিলক্ষণ যত্ন করিলেন কারণ তিনি জানিতেন যে যদ্যপি সর্বসাধারণে তাহাকে নবাব বলিয়া দীক্ষার করিয়াছেন তথাপি যে সকল লোক তাহাকে পদচিহ্নিত করলেন এদেশে তাহার রাজ যথার্থ নবাবের শক্তি এবং ঐশ্বর্য পাইয়াছেন তিনি কলিকাতাতয়ের অধীনতা মোচনে কেবল বলবানীরেকে অন্য উপায় নাই। সৈন্যবৃত্তিতে নন্দোযোগ করিলেন তিনি অকর্ষণ সেনাদিগের বহি- সাক্ষা করিয়া। অপর সেনাদিগকে ইংরাজি রীতিনূ- রসারে সুশিক্ষিত করিলেন এবং পারসীকান্তর্গত ইম্পা- হান নামেপুরাণ নগরে জাত জজির অথবা গুপ্তরিকান- নামক একজন আরম্ভিত যে সনাতক করিলেন ঐ জন অসভ্য বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি পুরুষত্ব-ব্যত্র বিক্রয় করিতেন কিন্তু যদ্যপোযোগী বুদ্ধি থাকাতে মীরকসিম তাহাকে স্বক্ষর্ম নিয়ুক্ত করিলেন তিনিও দুর্গতির পুকুরে ইংরাজদিগের অনন্ধীন করিলে উদ্বুদ্ধ হইলেন তিনি রুদ্রুক নিষ্ঠান করিলেন ও কামান
নির্দেশ করিতে অভ্যাস করিলেন এবং গৌরন্দাজ-দিগকে শিক্ষিত করিলেন অতএব তাহার আত্মাবর্তী। সৈন্য এমত উভয় হইল যে বাঞ্ছালায় কোন রাজার সেবা ছিল না। মহারাজাদের ইংরাজদিগের অগ্রভাবে নিজকম্পনার সম্পূর্ণতা করিবার কারণ মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া। মুঘলের রাজধানী করিলেন তথায় তাহার আর্মাইনীয় সেনাপতি বন্দুক নির্মাণের কারখানা করিলেন এবং তথায় বন্দুকের যে প্রশস্ত অদ্যাপি আছে সে কেবল ঐ যুবী জর্জার্ন থাইহে হইয়াছে তিনি তৎকালে ব্রিটিশ স্ত্রোয়র বন্দুক ছিল ছিলেন। ।

১৭৬০ সালের বর্ষায় মুঘলের কার্ণক সাহেব মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে অগুনোর হইলেন মহারাজ তদবধি বেহারের ইতিহাসে শুমণ করিতেছিলেন কার্ণক তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সিদ্ধ ও স্বাভাবিক রাজের শেষেরাজার নিকটে সমাধি গাঠিলেন তিনি তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষপূর্বক সম্ভভাব হওয়াতে ঐ ইংরাজি সেনাপতি মহারাজের ভাবুতেগিা তাহার সম্মান করিলেন ইতিমধ্যে মহারাজাদের সহিত ইংরাজদিগের কথাপকথন শুনিয়া ভীত হইলেন এবং যদি তাহার পক্ষে কোন অপকার ঘটে তাহা নিবারণার্থে বয়ঃ পাটনায় গমন করিলেন মুঘলের কার্ণক সাহেব তাহাকে মুহুর্ত্তের নিকটে যাইতে
নিবেদন করিলেন কিন্তু তিনি অতিশয় অহংকার পূর্বক, তাহা করিলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে ইত্রাজদিগের কারখানায় উভয়ক্ষেত্রে আসিবেন তথায় এক কান্তিক সিংহাসন পুস্তক হইল তদুপরি ঐ তিনির বংশীয় জরীজা পলায়িত হইয়া হিন্দুস্তানের মহারাজ বসিলেন। মৌর্যকালের মহাবিক্রমপূজা পুরুষ তথায় পুরুষ করিলেন মহারাজ তাহাকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার শুবদাতাতে স্থাপিত করিলেন তিনি করিয়া দেয়। বিশেষ যুদ্ধ পরিসরে শ্রীকার করিলেন অনন্তর মহারাজ দিল্লীতে যাত্রা করিলেন কার্যকারী সাহেব কর্মনাশার তীরপর্য্যন্ত তাহার সহচর থাকিলেন তখন বিদায়কালে মহারাজ কহিলেন যে ইত্রাজদিগের যখন ইন্দ্র হইবে তখনি তিনি এই তন্দ্রেশিকে দেওয়ানী তাহাদের দিবেন। এখানে ঈহা বলা উচিত হয় যে ১৭৫৫ সালে যদাপিও উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয় দিগের দুর্বল হওয়ায় অনন্য দেশ হইতে পৃথক হইয়াছিল তথাপি সুবর্ণেরখান্দাইর উত্তরভাগ এতদেশীয়নাববেরে অধীন থাকিতে উড়িষ্যা নামে বিদিত ছিল।

করিমালী সমুদ্রায় জিনিদারদিগের সম্পূর্ণরূপে অধীন করিলেন কিন্তু পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণের কিতুই করিয়া পারেন নাই তিনি অতিশয় ধনিয়ালেন বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু যথার্থ ইত্রাজদিগের
দ্বারা রক্ষিত ছিলেন তিনি তিনবৎসরপর্যন্ত হিসাব পরিকার করেন নাই কারণ ঐসময়ে যুদ্ধার্থ সৈন্যদ্বারা বেহারের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল নবাব কাহিলেন যে মাবৎ রামনারায়ণ দেয় প্রিয়াধূত নাকরেন তাৎক ইৎ-রাজদিগের প্রাপ্ত দিতে পারিলেন না তাহাতে কলিকাতা স্থিত স্থান যুঁই অঞ্চল হইল এক ঐ অঞ্চল মীরকল্লীনের বিপক্ষ হইল ও যোগ্য শাসনকর্তা বন্ধুনিটার সাহেবে ছিলেন সেনাক্ষ তাহার সেনাক্ষ হইল পূর্বে বন্ধুনিটার-সাহেবের পক্ষ প্রবল হওয়াতে পাতনাস্থিত রামনারায়ণের রক্ষক ইৎ-রাজি সৈন্যদিগের আঞ্চল হইল রামনারায়নের সুত্রাপতি গুরুদাদারের দয়া তিরিক্ত উপায় রহিল না গুরুদাদার অবিলম্বে তাহাকে আত্মক করিয়া আসেধ করিলেন ও এখনও প্রকাশ্যে তাহার ভূতাঙ্গকে অতিশয় ক্রুশ দিলেন কিন্তু তথা রাজক্রীয় ব্যাপার-পযুক্ত হইতে অধিক ধন প্রুষ্ট হইল না বন্ধুনিটার সাহেবের রাজতন্ত্রোপাধ社会 এই এক প্রধানাউল ছিল কারণ এই ব্যাপারবাদ এবং শীঘ্রের ইৎ-রাজদিগের পাহাড়ের বিশ্বাস ভঙ্গ হইল।

মীরকল্লীন ও বহুল উত্তমবোধে রাজত্ব করিলেন অতঃপর কোম্পানির তৃতীয়দের সোত্রাপতি কিংবা তাহার পতন হইল তাহার বঞ্চনা করিল। তাহাতে কোন অঙ্ক হইয়া হনান্তর করিতে হইলে সাধ্য দিতে হইত হইল।
এবং এ মাসুলদারের অধিকাংশ রাজস্থান উৎপন্ন হইত
kিন্তু রাজস্থানীর এবং কুৎসিত রীতি ছিল কারণ
eহৃতে বানিজ্যের ব্যাঘাত হইত তথাপি এ রীতি
তৎকালীন পুলিল ছিল এবং ১৮৩৫ সালের পূর্বাংলি
ইংরাজ রাজী অনেকা করেন নাই যখন ইংরাজি-
কোম্পানিতে উত্তর বাণিজ্যের কিন্তু পাইলেন তখন
বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রাদানে তাহাদের মাসুল রহিত
হইল কলিকাতাতে পুধান অধিক যেমনকে স্বাধী
করিতেন শুল্যানেহরিদের তাহ। দেখাইলে কোম্পানির
তিন। শুল্যে যাইত কেবল কোম্পানির বানিজ্য
শুরুপ সূচন ছিল কিন্তু ইংরাজী। নিজলেখ
বীত নবাবস্বাধীন করিয়া এদেশে এসম বলবান হইলেন
যে প্রথম কোম্পানির সকলাইটার। নিজে বাণিজ্য
করিতে আরস্ত করিলেন ক্রাইসাহেবের অন্যথায়
এদেশে ছিলেন তদবধি তাহার। এতদলের ছাড়ি편ের
ন্যায় শুল্যে দিতেন কিন্তু তিনি এদেশে গমন
করিলে এই সত্তাহার তৃতীয় নবাব স্বাধীন হওয়াতে
ইংরাজীর পূর্বাদেশ। অধিক বলবান হইল। মাসুল-
বাণিজ্যের বাণিজ্য করিতে স্বাধীন করিলে বাঙালীর
তাহাদের সামর্থ্য এমত অধিক ছিল যে নবাবের কোন
তৃতীয় লোক তাহাদের প্রতিবাদক হইতে পারিতেন না
অতএব ইংরাজীরা ক্রমে ২ অধিক দুর্দশ হইলেন তাহা।
দের গোমস্তার। ইছানুসারে ইংরাজি নিশান পাড়িয়া। এতদ্দেশীয় বর্ণিক্লোকিডিকে ও সরকারিভাষা।
 দিতেন কোন ইংরাজের স্বাক্ষা-
 রিত দশক পাইলে স্বয়ং কোম্পানিভূল। সম্ভাব্য
 হইতেন যদি নবাবের আমলার। কোন ব্যাধিত করি-
 তেন ইউরোপীয় ভূদলোকের। তৎক্ষণাং সিপাই পাঠা-
 ইয়া। তাহাদের কারাগারে রোধকরিতেন মাসুল ব্যাতি-
 তরকে নিজন্দৃশ। চালান করিতে হইলে নাবিক কোম্পা-
 নির নিশান তুলিয়া দিতেন এইখোজ নবাবের শক্তি লঙ্গ
 হইল এতদ্দেশীয় বর্ণিক্লোকিডিগের সর্বনাশ হইল এবং
 ভূদ্র ইংরাজের। বিপুল ধনী হইলেন শূবাদারের রাজ্যের
 অভিক্ষীণ হইল কারণ ইংরাজের। এথানে মাসুল
 দিতেন না সেইখোজ তাহাদের ভূতেরা। নাবিক করিয়া
 সমস্ত রাজকর মুক্ত হইতেন মীর কমিয়া এই সকল
 ক্রেশভিষর কলিকাতার সভায় অভিযোগ করিলেন
 এবং যদ্যপি ইহার নিরারণ না হয় তবে এককালে
 রাজ্যনাথ করিবার ভয় দেখাইলেন।

 . বন্ধুশিষ্টার সাহেব ও হস্তিপ্স সাহেব এই দোষ
 নিরারণ নাবিক বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু এই দোষারার
 অন্যান্য সত্যপতিদিগের প্রতি থাকাতে তাহাদের
 যত্ন বিকল হইল পরে এই অবস্থার এমত বৃদ্ধি হইল
 যে এতদ্দেশীয়লোকদিগকে ইংরাজদিগের গোমস্তা-
কার্তুক নিকাশিতনূলে। আবি ক্যু বিংশিয করিতে হইল অতঃপর নীরকস্মিন স্প্রইক্লুপে ইংরাজদিগকে বলিয়া করিলেন এবং উভয় পক্ষে সুব্ধ হইবার বিলক্ষণ সত্ত্বে হইল বন্ধিত সাহেব তাহার নিবারণার্থে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্থষ্ট মৃত্তে গমন করিলেন নীরকস্মিন সৌহার্দ্যপূর্ণক তাহার অভিযোগ করিয়া। প্রকৃতঃ কোল্পানির ভূত্যদিগের দৌরান্ত ও বিনা শুধু বাণিজ্যের দেশের অপকারবিয়ে করিতে অধিযোগ করিলেন বন্ধিত সাহেব তাহার সাক্ষাৎ সচেত্নক হইয়া প্রস্তাব করিলেন, যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ও ইংরাজেরা তুলা ব্রাহ্মণ সকলের শতকরা নয টাকা মাসুল দিবেন এবং কহিলেন যে কলিকাতায় স্থায় অনুন্নত্ব ব্যতিরেকে এমত ব্যবস্থা করিতে তাহার সাংস্কৃত নাই কিন্তু এইরূপ করিতে তিনি পরামর্শ দিবেন। নবাব অতিশয় অর্থভাব ঋত্তিপূর্ণক তাহার স্বাক্ষর করিয়া কহিলেন যদি এই পরিহার না হয় তবে সমস্ত মাসুল রহিত করিয়া ইউরোপীয় ও এতেক ভূখর সাহেবরা করিলেন বন্ধিত সাহেবের যে বিষয় সত্যই পূর্ব করিতে সহধরে কলিকাতার আসিলেন নীরকস্মিন তাহাদের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া শুরু করিলে প্রতি ইংরাজদিগের প্রতি ইংরাজদিগের প্রতি ইংরাজ।
রাজ্যদিগের দ্বয়ে শতকরা নয়টাকা আদায় করিতে তৎপরতা অপূর্ব। করিলেন ইংরাজেরা তাহাদের দিতে অমুকার করিয়া। এতদেশীয় আমলাদিগের করা করিলেন এবং নানাদেশীয় কারখানার প্রাধানলোকের। যুদ্ধস্থানহইতে শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেন কেবল হস্তিনী সাহেবব্যতিরেকে সকলেই শতকরা নয়টাকা মাসুলবিষয়ে বন্ধিতাই সাহেবের প্রস্তাব যুদ্ধপূর্বক তুর্কি করিলেন তাহার। কেবল লবণবিষয়ে সাদা দুই মূড়। দিতে সম্পত্তি হইলেন। মুঘলমসিম তৎকালে নেপালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু তথায় সুসিদ্ধ হইলেন না তথাহইতে প্রত্যাগমনকালে শুনিলেন যে কলিকাতায় সভাপতির মাসুল দিতে অষ্টিকর করিয়া। তাহার আমলাদিগকে আটকে করিয়াছেন তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা ও বহার সমুদায় অঙ্কে মাসুল রহিত করিলেন সভাপতির। তাহাতে অভিষয় কোথায় নির্দিত হইলেন তাহাদের ইচ্ছা। যে নবাব নিজপ্রজাহইতে পূর্ববৎ মাসুল আদায় করিলেন ও ইংরাজেদিগকে বিনামাসুলে বাণিজ্য করিতে দিবেন কোথায় পূর্বক তাহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল হস্তিনী সাহেব কহিলেন যে প্রধান রাজামুঘলমসিম নিজ প্রজাদিগের তাহাদের কথা কিছু না করিবেন তাহাতে ঢাকার কারখানার চর্চা বাটিনসাহেবে কহিলেন যে এইবাক্য।
মহাবের অধীনলোকের উচিত যেটে কিন্তু এসভাগতি-
দের রোগ নহে হংস্তসাহেব প্রতুলতর করিলেন যে
অভি নির্বাধ না হইলে এমত বাক্য বলে না। ঐ আব-
শ্রেক বিষয়ে সভাগতির এই রুপে স্বভাবে কখো-
পক্ষের হইল অবশেষে তাহাদের নির্ধারণ হইল যে
এতদেশীয়বাণিজ্য পূর্বেকৃত শুনক নির্ধারণ করিতে
মীরকুসিমের প্রবৃত্তিকারণ আমিয়াটসাহেব এবং
হে সাহেব তথয় প্রেরিত হইলেন তাহার। তথয়
গিয়া ব্যবহার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং
প্রথম বোধ হইল যে এতদিনের সন্ধ্যা হইতে পারে
কিন্তু কোম্পানির ভূত্যমধ্যে অতিদুর্লভ ও পাঠন নামে।
প্রধান ইলিস সাহেবের দুরাচারের। সম্পর্ক
অন্য। এই হইল নবাব আমিয়াটসাহেবকে পিছাইয়ঃ
করিয়া ইন্দোনেশিয়ার কারাগারস্থিত নিঃস্ব ভূত্যদি-
গের মোতলারে প্রতিভূতঃপূর্বকে হে সাহেবকে রাখিলেন
ইলিস সাহেব আমিয়াটসাহেবকে নবাব পুন-
কৰ্য্য। গুহুণ করিতে পারেন এমত বুখিযঃ। সহসা
পাঠন। নগর অধিকার করিলেন কিন্তু তাহার সৈন্যরাও
মদ্যপানে যুদ্ধ হইযঃ। বিশ্বাস হওয়াতে শুবাদারের
অধিক সৈন্য আমিয়া ঐনগর পুনরাধিকার করিল এবং
ইলিস সাহেব ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের। কারাগারে
রুক্ষ হইলেন কৃস্তিতালি এই পাঠনার বাণীর
编写的书：'হইল' একারন বহিঃস্থিত কারখানার সকল ইউরোপায়দিগের আটক করিতে ওকলিকাতার পথিমধ্যে আমিয়াটসাহেবকে রোধ করিতে আদালা করিলেন ঐ নামাশয় মূলসিদাবাদের নিকটে যাইতেছেন এমতসময়ে তথাকার অধিকূর্তের নিকটে ঐ আদালা আসাতে তিনি তাহাকে আদালা করিলেন আমিয়াট সাহেব তাহান। মানান্তে মহৎ কলঙ্ক উপস্থিত হইল তাহাতে তিনি মারা পড়িলেন। মূলসিদাবাদস্থিত জগৎসেটের গৃহের প্রধান বণিকেরা ইৎরাজদিগের। পক্ষে আছেন একপ 'সন্দেহপ্রযুক্ত মীরকস্মিন তাহাদের মুঘ্রে আনিয়া মনে রাখিলেন।

আমিয়াট সাহেবের মৃত্যুস্মাদ ও ইনিস সাহেবের অং তাহার সহচরদিগের আসের সমাদ করিকাতায় আসিবামাত্রে সভাপতির। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে চেয়ার করিলেন বন্দিটাইট সাহেব ও হইলস সাহেব পাটনাস্থিত ভ্রমলোকের। যেসময় মীরকস্মিনের হস্তগৃহে মুক্ত হইল তাহার কোন ফল হইল না সত্যের অধিকাংশত্বারী ইৎরাজি সৈন্যদিগের তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে আদাল। হইল এবং তৎকালে তাহার মীরজেফরকে পুনর্জার রাজা প্রণ করিতে স্বাক্ষর করিলেন কারণ তিনি।
ঈশ্বরচন্দ্রের বিনোদনাসূচা বানিজ্য ও এতদ্দীনীয়
বাণিজ্য পূর্ববৎ মাসুলসমাপনে অনুষ্ঠান করিতে
বাচার করিলেন ঐ বৃক্ষ মহাশয় হিসাবমিতিরবর্ধন
ও কৰ্মরোগিদারী গতিশীলত্বহীত তথাপি ইশ্বরচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কলিকাতাহইতে মূর্তিৰ্ম্মীবাদে চলি-
লেন॥

মীরকসিম ইশ্বরচন্দ্রের বৃহবিধ আয়ৰাস করি-
যাহিলেন এবং তাহার সৈন্য একাধ উঠিয়া ছিল যে
এতদ্দীনীং কোন রাজার কোন সেক্ষেত্র ছিল না। তাহার
আরম্ভজীৰ্য্য সৈন্যপতি জর্জেনিলক্ষণ সুধীরস্বরূপে নির্দেশ
ছিলেন কিন্তু তথাপি দীর্ঘকাল দুৰ্গৃহস্থ হইলেন নবাবের
সৈন্যপতিদের পরস্পর অন্যক্ষেত্র হওয়ায় ১৭৬৩
শালের ১৯ জুলাই কাটোয়ায় তাহার সৈন্যেরা পরাজিত
হইল ২৪ তারিখ ইশ্বরচন্দ্রের। মুতিলে লেখিলে স্নেহ-
সৃষ্টি নবাবের সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া মূৰ্ত্তিদান
বাদ অধিকার করিলেন ২ আগষ্ট সৃজিরনিকটে পরাজি-
ত্যায় একমুখ হইল তাহাতেও মীরকসিমের সৈন্যের
আঘাত পাইলেন নবাব রাজমহলের সমীপে উৎপাত
নরে দৃঢ়তর শিবির করিয়াছিলেন তাহার সমুদায়
সৈন্য তথায় গমন করিল। তিনি 'স্বয়ং এতত্ত্বস্থূল
মুন্দরে ছিলেন অতঃপর উদ্ভিদত্বসৈন্যের নিকটে
বাহিতে শীর্ষ করিলেন কিন্তু মাত্রার পুরুষ এতদ্দীনীং

বন্ধুলোকদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন কথিত আছে যে পাটনায় শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণের পলায়ন বালুকাপূর্ণগোনী বন্ধ করিয়া নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন এবং ঢাকায় নায়েব শাসনকর্তা রাজা রাজবলভ তাঁহার পূৰ্ব্ব রায় রয়ান কৃষ্টদাসপ্রভূতি রাজা উমেদসিংহ রাজা বনিয়াদসিংহ রাজা কটেসিংহ ও অন্যান্য দিগকে হত্যা। করিলেন এবং সেটায় শীতের দুই ধনীরক্ষক কে দূর্গৃহিত বুরুজহইতে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন যেহেতু ঐ হতভাগীরা মরিলেন নামিকের অনেকেই পর্যন্ত তাঁহাদের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কস্মিসমালি এইসকল হত্যা। করিয়া উদয়স্থিত সৈন্যের নিকটে চলিলেন আক্টোবর মাসের প্রথমে ইংরাজেরা। তাঁহার শিরিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন পরাভবের দুই একদিবসপরে তিনি মৃত্যুর আসিলেন কিন্তু তাঁহার অনুষ্ঠানের যে সকল ইংরাজিসৈন্য আসিতে ছিল তাঁহার পরাভবে বয়ঃ অক্ষম বৃহিয়া সনে পাটনায় পলায়ন করিলেন যেসকল ভর ইংরাজেরা। তাঁহার হস্তে পশ্চিম ছিলেন তাঁহাদের সমভিবাহারে। লইলেন মুজ্জ্বোহইতে যাত্রাকরিয়া। দ্বিতীয় দিনের নবায়ন তীরে উপস্থিত হইলেন দৈবাতত্ত্বে তাঁহার সৈন্যস্থে কলরব উপস্থিত হইল সকল নদীগার হইতে ব্যাগু দূর্শ। হইল এবং কৃতিগার
মনুষ্য এক মৃতশরীরের নিখোঁজতার্থে লইয়া যাইতেছিল পরে জিজ্ঞাসা। করিলে তাহারা কহিল যে ঈহা প্রধান সেনাপতি জরিন্থের শরীরের এইবার অব্যন্ত নবাবের সম্ভূম্য হইল। ইতিহাস দ্বারাবোধ হইতেছে যে দিবা-বসানে তিন চারি জন মোগল বলপূর্বক তাবুতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মারিয়াছেন এবিষয়ে জনক্ষণ্ট হইল যে তাহারা। প্রাপ্ত আদায় করিতে গিয়াছিলেন পরে সেনাপতি তাহাদের দূরীকরণ করাতে তাহারা খড় গাছঃ করিয়া। তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন কিন্তু তাহার নিকটে প্রাপ্ত কিছুই ছিল না নয়দিবস পুরুষে সমৃদ্ধায় দত্ত হইয়াছিল ঈহা হইতে স্থির এই যে কলসিল আলি সেনাপতির বধার্থে তাহাদের প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার কারণ কোচাপোটনামে বিদিত জরিন্থের এক ভ্রাতা কলিকাতায় ছিলেন বন্ধুরাট সাহেবের ও হস্তি-সাহেবের সহিত তাহার, পরস্ব বন্ধু ছিল অতএব তিনি শুনিতে জরিন্থকে নিয়িয়াছিলেন যে তিনি নবাবের কষ্ট পরিত্যাগ করিয়া ও নবাবকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন নবাবের প্রধান চর এবিষয় জানিতে পারিয়া। রাজ্য দুইপ্রহর একমাত্র সময়ে প্রভুকে জাগাইয়া কহিলেন যে তাহার সেনাপতি ঐবিজে বিদ্যাধারণ হইয়াছেন পরে চতুর্বিদ্ধতি ঘটিকার মধ্যে তৎকালের অর্থপ্রধান এই আরম্ভাগী সেনাপতি জরিন্থ নারায়ণপুড়িলেন ॥
মৌরকস্থিম ত্রাপূর্ব্ব পাটনায় প্লানায় করাতে সুচের ইংরাজদের হস্তগত হইল পরে তিনি দেখিলেন যে তাহার ঐ রূপে পাটনাপরিত্যাগ পূর্বে এদেশহইতে পূর্বে প্লানায় করিতে হইবে। ইংরাজ দিগের প্রতি তাহার অগ্রণী ক্রোধ হইল তিনি পাটনাপরিত্যাগের পূর্বে কারাগার স্থিত লোকদিগের নৃত্য বাঙ্গু করিয়া সেনাপতিদের প্রতি আত্মা করিলে যে তাহার কারাগার গিয়া। ঐ সকল লোকদিগের প্রাণ লাশ করেন। তাহার উত্তর করিলেন যে ঐ সকল লোকের হস্তে অস্ত দিয়া। বাহির করিলে আমারা যুদ্ধ করিব না তোমার হত্যাকারী নাই যে বিনাপরাধে তাহাদের শিরোমণ্ড করিব পূর্বে নবাব সমর নামক একজন ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষ তাহাদের সংহার করিলেন ঐ দুর্বল পুরুষ করাসিদের চিকত্সক ছিল এবং তৎকালে মৌরকস্থিমের কর্ষে নিযুক্ত ছিল সে তৎক্ষণাৎ ঐ কর্ষের তাহ নইয়া। কিছু সৈনের সহিত তথায় গিয়া। ঐ নিরাধার লোকদিগের অগ্রিয়া। দেহান্ত-করিয়া। মারিল কেবল ফুরাইত, সাহেব প্রাণ রক্ষা পাইলেন অন্য সকলেই মারাত্মিলেন ঐপাটনায় হত্যাতে অষ্ট চালাইত। তবু ইংরাজ ও সালার্সের সৈনের প্রাণ হারাইলেন সম্রু অতঃপর নানা রাজার উপাধি করিয়া। অবশেষে সর্থার দেশের রাজধানী পালিলেন।
ব্যক্তিগত ভঙ্গ ইংরেজীর মারাত্মক সংস্কার ছিলেন তথ্যের কলিকাতার সভাপতি ইলিস্সাহেব হে সাহেব ও উনিস্টন সাহেব ছিলেন ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর পাটনা ইংরেজদের হস্তগত হইল ও মীররাজার অমো-ধ্যায়ের সুবাদারের নিকটে পালায়ন করিলেন এই কারণে গ্রাম চারিমালার মধ্যে যুদ্ধের শেষ হইল পরবর্তী এক অক্টোবরের ইংরেজি সেনাপতি বক্সারের অমো-ধ্যায় সৈন্যের সহিত। যুদ্ধকরিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন এই জয়ের পরে উজিরের সহিত যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহ। বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে বলা উচিত হইতে সে এই মাত্র বলি যে তিনি মীররাজার প্রথমচতুর্থ আঘাত দিয়াছিলেন পরে তাহার ধন অপহরণ করিয়া তাহাকে পালায়ন করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু নবাব পুনর্বার বাঙ্গালায় উপরোধ করেন নাই।

মীরবেকর দ্বিতীয়বার বাঙ্গালারাজ্য হইতে দুই দিনেই ইংরেজদের যে ধন দিতে স্বীকার করিয়াছেন তাহ। কোনমতে হইতে পারেন। তৎকালে তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং ক্রমে২ রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার জ্ঞান বিভিন্ন শব্দে মুরসিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন তাহার পর-বন্ধুর নবাব নির্ধারণ করা। মহারাজার কষ্টব্য ছিল কিন্তু তিনি ঐমত শক্তিযুদ্ধ ছিল যে স্বত্বায় রাজার
খানিতে যাইবার উপায় ছিল না অতএব ইংরাজদিগের যেকোন স্বেচ্ছায় হইল তাহাই করিলেন সভাপতিতার। মণিবিবাহের গভীরতাতে নীরজেকরের পুত্র নজরউদ্দীনকে বহুধন লইয়া নবাব করিলেন তাহার সহিত তাহার। নূতন নিয়ম করিলেন সৈন্যদারার দেশরক্ষা তাহাদের অধীন রহিল এবং দেশের কোজদারী ও দেওয়ানী বিচারার্থে নবাবদ্বারা এক নামের নাজিম নিযুক্ত করিলেন। নবাব এই কথ্যে দুরাভাষ। নক্ষত্রমারকে নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু সভাপতিতার। নিশ্চিত কৌশলে তাহাকে আয়োজন করিলেন ভাবি ভাষনকভা। দিগের পাঠার্থে বন্দিতাট সাহেব তাহার দোষ বিরক্ত কৌশলে লিখিলেন অবশেষে আলিবির্দির কুটুম্ব মহীশ্রেষ্ঠ। তৎক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়।

কোটলা বিভিন্ন ক্রাইবিসাহেব ভূতুলি-লের দুরাভাষ। ঐ সকল উপদ্রব অর্থাৎ মীর-কস্মিন ও উজিলের সহিত সংগ্রাম এবং পাটনার হত। শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন তাহাদের এই ভয় ছিল যে তাহারা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও নষ্ট হইতে পারে। তাহার। বিবেচনা। করিলেন যে ঐ দেশ যে জন জয় করিয়াছেন। তাহার তুল্য আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবেন না। অতএব ক্রাইবিসাহেবকে
পুনরায় যাত্রা করিয়া তাহাদের কর্ষের প্রতিকার করিতে প্রস্তুত। করিলেন ক্রাইবসাহেব রাজাবাবু। তথায় মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ইঁদুলেখ গমনোভ্র ভিরেডটারে। তাহার উপযুক্ত মর্যাদা করেন নাই এবং তাহার জাগির কার্য্যালয়ে ছিলেন তথাপি তিনি ভারতবর্ষে অগমন স্থির করিলেন তিনি সম্পূর্ণ শক্তির সহিত বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতিত্বকর্মে ও শাসন কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইলেন ভিরেডটারে। তাহার করিলেন যে তাহাদের ভূত্যবর্গের বাণিজ্যী দুঃখের কারণ হইয়াছে অতএব তাহার রহিত। করিলেন। এক নবাবের পরে অপর নবাব স্থাপন করাতে অতিথ অষ্টবর্ষের মধ্যে ভূত্যবর্গের এতাদৃশীয় লোক হইতে দুইকোটি অপেক্ষা অধিক মুদ্রা উপায় পাইয়াছেন এক রূপ উপায় নিবারণ করিতে করিলেন তাহার। অপর আজ্ঞাকরিলেন যে মুদ্রবিষয়ক বা বিচারবিষয়ক সকল দৃঢ়ত্বের নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহার। দুই সহস্রের অধিক যে উপচারের পাইবেন তাহায় সরকারি ভাঙ্গারে পাঠাইবেন এবং কর্তা সাহেবের কদিগের অনুক্ষণ ব্যতিরেকে সহস্রের অধিক মুদ্রা উপহার লইতে পারিবেন না।

ক্রাইবসাহেব এইসকল উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন তিনি ১৭৩৫ সালের ৩ মে কলকাতায়
অন্তর্ভূত করিয়া দেখিলেন যে সকল বিপর্যিত্বার। কোট-আবর্তিরেক্টরের। তীত হইয়াছিলেন তাহার নিপ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু রাজকীয় কর্ম নিয়মশূন্য হইয়াছে সভাপতির। অবধি কোন বাহিতি কোম্পানির মন্ত্র দেখেন না। সকল তৃত্যদিগের ইচ্ছ। ছিল যে কোন উপায় দ্বারা। শীতু ধর সংগ্রহ করিয়া। ইংল্যাণ্ডে বাহিতে পারলে। সকল অংশেই অবিচার হইতেছিল এতদ্দেশীয় গ্রাহ- 
দিগের প্রতি এমত দৌরাধ্য হইতে ছিল যে ইউ-রোপীয় নামে যুগ জমাইল রাজসভায় শিষ্টা বা 
মর্যদ। কিছুই ছিল না কোটআবর্তিরেক্টরের। গতবৎ 
লরে আজ্জ। পাঠাইয়াছিলেন যে তাহাদের ভূতের। 
উপায়গুহুল নাকরেন কিন্তু ঐ আজ্জ। প্রাণপ্রকাশে 
পাঠিন। নবব সীরাজের মরণ শর্যায় থাকাতে সভ- 
পতির। ঐ আজ্জ। বহিতে না লিখিয়া নববের স্র 
গোত্রের। নূতন নবব করিয়া তাহ। হইতে অগ্ন্যায় 
উপায় লইলেন এবং ঐ পত্রে ডিভিক্টরের। লিখিয়া 
ছিলেন যে তাহাদের ভূতের। নিঃশর বাণিজ্য ত্যাগ 
করিবেন কিন্তু ঐ আজ্জ। পরেই সভাপতির। নূতন 
নববের সহিত ব্যবস্থা করিলেন যে তাহার। বিনাশলে 
পূর্ববৎ বাণিজ্য করিবেন।। ক্রাইবসাহেব আগমন মাত্রে ডিভিক্টরদিগের আহ্মাচালাইতে প্রতিষ্ঠা 
করিলেন সভাপতির। বন্ধিতটি সাহেবকে খেষে।
দেশনে রাখিয়াছিলেন তাহাকে সেইবারে রাখিয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু ক্লাইবের ঐ মহাশয় অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ছিল তিনি তাহাদের উপচে করলে নালাইয়া। নির্যন্ত থাকিতে স্বাক্ষর করিলে অনুরোধ করিলেন যেসকল ব্যক্তির তাহ। অধীকার করিলেন তিনি তাহাদের তৎক্ষণাৎ পদচূল্পে করিলেন কেহু তাহার স্বাক্ষর করিলেন এবং যাহারা বুঝিলেন যে এদেশ হইতে অধিকতার পাইয়াছেন তাহারা গুহগনেন করিলেন কিন্তু সকলেই তাহার বিপক্ষ হইলেন।

২৪ জুন ক্লাইব কলিকাতাহইতে পশ্চিম দেশে যাইয়া। সন্ধ্যা করিলেন স্থির করিলেন কারণ যুদ্ধটাতে সম্ভাব্য রাজস্ত নষ্ট হইতেছিল নজরাউদ্দীলার সহিত নূতন নিয়ন্ত্রণে করিয়া। দেশের কর্তব্য ইংরাজদের অধীন করিলেন নবাবের ধন্যতার তত্ত্বাবধানের ব্যায় ও ধার্মিক পঞ্চাশট্টুস্ক মধ্যে দিতে নিয়ম করিলেন এবং এদেশ সহজে রেজাখাঁ। রাজা দৌর্লভরাম ও জগত্তসেট এই কয়েককলেকের পারস্যানুসারে ব্যায় করিলে ব্যবস্থা করিলেন পরে অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল কিন্তু তাহার যাত্রার অতি প্রধান কল এই ছিল যে কোম্পানিতে মহারাজহইতে তিনিদেশের দেওয়ানী পাইলেন আসার। পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরাজের যখন প্রার্থনা করিলেন তিনি তখন ঐপদ দিলেন।
একপ স্বীকার করিয়াছিলেন ক্লাইব সাহেব প্রয়াগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া। ঐ প্রতিষ্ঠা পূর্ণ করিতে প্রার্থনা করিলেন তিনিও নিঃসন্দেহে তাহা। করিলেন ১২ অগাষ্ট মহারাজ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কোম্পানির নিমিত্তে ক্রাইবসাহেবকে দিলেন তিনিও মহারাজকে রাজস্থানে প্রতিষ্ঠাস দুই লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন। এঃ হলে ইংরাজ বলা উচিত যে মহারাজ স্বর্ণে পলায়িত থাকাতে তাহার নিচে সিংহাসন ছিল না। দুইখানা ইংরাজদিগের চোজ্যাসনযোগ্য কাঠামো বিচিত্রবর্ণালঙ্কার হইয়া তাহার সিংহাসন হইল মহারাজ ঐ সময়ে বসিয়া দুইকোটি বার্ষিক রাজস্থানে তিন কোটি প্রজাদিগকে ইংরাজদিগের অধীন করিলেন এবং মুসলমান ইতিহাসের কথা যে অনুসময় একপ আবশ্যকতায় বিজ্ঞত তত্ত্বে ও ক্ষতায়ানুরূপীদিগকে প্রেরণ করিতে হইত এবং নানাপ্রকার বাদামুবাদ হইত কিন্তু তৎকালে পাশ্চাত্যবিদ্রোহের অপেক্ষা এই মৃত্যুকর্ম অপস্কালে হইল পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের এই ঘটনা অতি শুভদায়ক ছিল কারণ ঐ যুদ্ধের পরে তাহারা যথার্থ দেশের করত। হইয়াছিলেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকের তাহাদের কেবল বিজয়ীবোধ করিতেন পরে মহারাজের এই প্রসাদের।
তাহাদের স্থায়ী দেশের স্বাগী দেখিলেন এবং নুর-নিদাবাদের নবাব নিয়ুল হইলেন অনন্তর ক্রাইব সাহেব ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় প্রতিবাদন করিলেন।

কোম্পানিতের ভূত্তেরা নিজে বাণিজ্যে নিয়ুক্ত থাকাতেন না। এজন্য আপন ঘটিয়াছিল অতএব কোর্ট আবার টার্করের পুনঃ তাহা নিবারণের আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের ভূত্তেরা সর্বদা আলোচনা করিতেন তাহাদের শেষুপর্যন্ত প্রায় সম্ভব ছিল না।

কিন্তু ক্রাইব সাহেব দেখিলেন যে দেওয়ানীবিষয়ের ব্যবস্থান্ত কোম্পানির ভূত্তেরা বেতন অত্যন্ত অতএব অথোন্তিক প্রতিরোধ করিয়া গিয়াছিল। একারণ তিনি বাণিজ্য রক্ষক রাখিলেন কিন্তু তাহাদের রীতি উভয় করিলেন তিনি এক বাণিজ্যের সভাস্থাপন করিলেন তাহাদার। গুরুত্ব তবাক্কু ও লবণ এই কর্মের দলের বাসিদা চরিল তাহাতে হস্তক্ষর সভাস্থাপন করিলেন তাহাদার। গুরুত্ব তবাক্কু ও লবণ এই কর্মের দলের বাসিদা চরিল তাহাতে সচক্র ৩৫ টাকা মাসুল করিয়া স্বাগী দেখিলেন এবং অবশিষ্ট ফার্স মুদ্রাতে ও ক্রাইব সাহেবের বাসা তাহাদের অংশ হইল নীচপদের তাহাদের অংশহইল নীচপদের তাহাদের অংশ হইল। ক্রাইব সাহেব তঁর কর্তৃত্বদিগকে এই কথা নিবেদনকারে লিখিলেন যে তাহাদার শাসনকর্তার বেতন্বৃদ্ধি করেন।
তাহার হইলে তাহার বাণিজ্যের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু এই উভয় পরামর্শ পঞ্চদশবৎসরপর্যন্ত গাছ হয় নাই। ডিএনিকোরা এই নূতন সভা গুনিয়া কতুরাখা নিন্দা করিয়া তাহার স্থাপনের নির্দেশ করিবে ক্রাইবেদেরী করিলেন এবং তাহার নির্বাণের আদালত করিয়া সকল ভ্রতীদের বাণিজ্য নিয়ে করিলেন।

ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্মের অধিকারীদের সমূহ রাজস্থ এপর্যন্ত নষ্ট হইয়াছিল কোম্পানীর যদ্যপি নামমাত্রে অধিকৃ আই ছিল তথাপি তাহার দের সবচেয়ে ভূতোরানুর নির্দেশ হইয়া লুট করিতেন। যখন ইংল্যাণ্ডে ক্রাইবের নিকটে জিন্নাতা হইল যে এমন অধিক আয়সত্তে কোম্পানী কিকারণ নির্ধারন হইলেন তাহার তিনি উত্তর করিলেন যেকোন ব্যক্তির হিসাব করিতে নির্দেশ করা যায় তিনিই সংখ্যা করেন কিছু ফলতঃ সৈন্যদ্বারা অধিক বায় হইত ইংরাজি সৈন্যেরা যেপর্যন্ত নবাবের নামে যুদ্ধ করিত তিনি তাহাদের পারিতোষিকযোগ্য অধিক ধন দিতেন ঐপারিতোষিকের নাম ছিল দিঘুরা বাহ্ব। সৈন্যেরা এমন অধিকারপর্যন্ত ঐপারিতোষিক পাইয়াছিল যে পরে চিরকালের ন্যায় প্রাপ্ত বোধ করিল ক্রাইব
দেখিলেন যে সৈন্যদিগের ব্যবস্থায় নাহিলে কোন মতে রাজস্ব উদ্দীপ্ত হইবে না এবং জানিতেন যে ঐ লাওয়ের কম্পনীয় অর্থণীতির বাধা হইবে কিন্তু তিনি এমত দৃঢ়চিন্তা ছিলেন যে একবারে দিঘুর বাটী রোধের আক্ষেপ হইলেন ইহাতে সেনাপতি জানিতেন অতি-শয় অপকার হওয়াতে তাহারা কহিলেন যে তাহাদের বাহ্যবল দর্শন অতএব তাহাদের উপকার কর। উচিত হয় কিন্তু তাহাতে ক্রাইবের মানস করিল না। তিনি তাহাদের বৈদিক করিয়ে প্রস্তুত ছিলেন তথাপি তাহাদের ব্যবস্থায় হইতে দৃঢ়প্রতিদ্বন্দ্ব হইলেন অনেকক্ষণ সেনাপতিরা। তাহাকে আপনাদের ইচ্ছায় অধীন করিতে বড় শত্রু হইলেন তাহারা গুণভাবে পরস্পর সম্মান করিয়া একদিনে কর্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন ক্রাইব সাহেব প্রধান সেনাপতিদের কর্ম পরিত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রথম বিপদের সমূদয় সেনাদিগের একমত সমস্ত করিয়া নানা প্রাকর বিপত্তির সম্ভাবনা করিলেন তাহার বয়সে এমত কঠিন বিষয় করিয়া যাই মহারাজার পুনর্ভাবে দেশ আক্রমণ করিয়া উদ্যোগ করিলেন এবং সেনাদিগের আর্থিক শক্তি প্রকাশ করিয়া মাদুর স্থিত সেনাপতিদিগের আসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং
যেসকল সৈন্যাধিক্ষেরা অন্যান্য হুলো বিদ্রোহী ছিলেন না তাহাদের পূর্বের ফিরাইলেন প্রধানন্ধরূপে, কারিদের পদচূর্তিপূর্বক আটক করিয়া ইংল্যান্ডে পাঠাইলেন এই কঠিনব্যাবহারব্যাপার সৈন্যদিগের পূর্বার অধীন করিয়া ও রাজ্যের বহুকালাবধি বিপদ দূর করিলেন।

ক্রাইব সাহেব ভারতবর্ষে বিশ্বাস মাস থাকিয়া কোম্পানির কম্পের সুনিয়ম করিলেন রাজকীয়ব্যাপারের হুসাস করিলেন এবং দেহৃয়ানী পাইল। বর্ষের পুর্বে দুই কোটি যুদ্ধ আয়ুৰ্বৈজ করিলেন তিনি সৈন্যদিগের অতি ভাল বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলেন এই নানা পুকুর পরিশুন্ধন শরীর অপসার হওয়াতে তাহাকে ইংল্যান্ডে যাইতে হইয়া রাজ্য বাঙ্গালায় পুথম আগমনাবধি দশ বৎসর পরে ১৭৬৭ সালের ফিরিয়ারিমাসে জাহাজে আরোহণ করিলেন ইহাও তাহাকে বলা যাইতে পারে যে এই দশবৎসরে তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজদের সামরিক হপত্তা করিলেন পুর্বেরও দোষ নিবারণকালে তাহার অনেক বিপক্ষ হইয়াছিলেন এবং তাহাদের কেহু বচ্ছন লইয়া ইংল্যান্ডে গমন করিয়া। তথাকথিত ভারতবর্ষসম্পক্ষে গৃহে শক্তিপূষ্প হইয়াছিলেন অতএব ক্রাইবের ইংল্যান্ডে গমন হইলে তাহারা। তাহাকে পার্লিয়ামেণ্টনামক
সভাতে ও ডিরেক্টরদিগের সভাতে কটুক্তিপূর্বক অপমান করিলেন তিনি সকলকে স্বীকার করিয়া অকৃতজ্জ্বলতা পুকার দেখিলেন অতএব সামুদ্রিক স্থাপন করিয়া ও শত্রুদিগের হিংসাচারা কৃত বিক্ষত হইয়া। ১৭৭৪ সালের ২২ নবম্বর অন্যান্য মৃত্যুতে পুণ্ডত্যাগ করিলেন।

ইংরাজের দেওয়ানী পাইয়াছিলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার রাজস্থানী আদায় করিয়া অনুরোধ পাইয়াছিলেন কিন্তু কিপক্কে কস্তা নির্বাহ করিতে হয় তাহার জানিতেন না কোন পরিবারের ইউরোপীয় ভূতীয় একাপ্ত সরকার বা স্বাদু বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহার। তুমোলজ্জর বিষয়ে কিহুই জানিতেননা পূর্বকুল্য শুরু করিয়া ঐ ক্ষেত্রের তার হিন্দু দিগের দিয়াছিলেন কারণ তাহারা ধীর ও হিসাবে পারদী ছিলেন ইংরাজের। যে দেশ পুলিস হইয়াছিলেন তাহাতে অন্তভিজ্জ ছিলেন বিশ্বেষত তাহাদের এতদশীর তৃতীয় তাহারা নাজালিতে পারেন এমন বিভিন্ন চেষ্টা করিতেন অতএব তাহাদের সকলি পুরস্কার রাখিতে হইল রাজা শেতাব রায় বেহারের দেওয়ান হইয়া পাটনায় রাখিলেন মহম্মদ রেজাখান। বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া মুরসিদাবাদে রাখিলেন এইকালে ১৭৭২ শী এর পর্যন্ত পুলিস সত্যবৎসল রাজা চলিয়া পরে ইংরাজের। স্বাদু নিবাস করিতে আরম্ভ করিলেন ঐ কালের মধ্যে দেশ পুলিস অরাজক।
হইল জমিদারেরা ও পুজার। কোনজনের অধীন ধারকের তাহা জানিতে পারলেন নাই।

নবাবের ও তাহার মন্ত্রিদের হস্তে বিচারের ভার নামমাত্র ছিল কিন্তু ইংরাজের সর্বত্র এমন পরাক্রম ছিলেন যে এদেশের আমলার। তাহাদের দন্ত করিতে পারিতেন না এবং পার্লিয়ামেন্টের, আঙ্গ্রাসারে বলিকাতাশ্চিত বড় সাহেবের এমন ক্ষমতা ছিল না যে মহারাষ্ট্রীয় খালের বহিঃস্থিত দোষীব্যক্তির দণ্ড করিবে অতএব ইংরাজদের দেওয়ানীপুণ্ড্রের পরে সপ্তাহ-সর্পার্থ্যত দেশের গোলযোগ ও দুঃখের অবধি ছিল না।

রাজত্বের অনিয়মবাদ। তকরিপদের সাহসবৃদ্ধি হইলে সকলজিলায় তাকায়িতের দল হইল তাহাতে কোন ব্যক্তির বিষয়ের রক্ষা ছিল না তাকায়িতে এমন চলিত হইল যে ১৭৭২ সালে স্বাধীন রাজকোষ লইবার কালে কোম্পানিকে কঠিন ব্যবস্থা করিতে হইল তাহার আঁখা করিলেন যে তাকায়িতলোককে ধরিয়া তাহার নিরুপণে ফাঁসিদিবেন তাহাতে তাহার পরিবারলোক দেশের দাসসর্বপে থাকিবে এবং ঐ গুমের প্রতোক লোকের অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড করিবেন।

মহারাজাদিগের কলাকে এই প্রায় অনেক নিকরভূষি হয় বাঙ্গালার রাজস্বের ভার ইংরাজদের বাঙ্গালার রাজস্বের ভার ইংরাজদের
নিকটে নাবিক হইলেও তাহার আদায় কলিকাতার নানাভাবে হইয়া মূল সিদ্ধান্ত দ্বারা হইত এবং ভারতীয় তথ্য ছিল রাজ্যবিভাগের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ দেশের রাজ্য বা রাজাদের তাঁহারা সমুদায় নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং কর আদায় ও প্রকল্প করিয়া কেবল তাঁহাদের অনন্য যোগ্যতার রাজ্যের প্রধান আদায় কর্মকাণ্ডে ছিলেন যে জনসাধারণ। তাঁহারা প্রায় চত্বারিংশতলক্ষ বিগা ভূমি ব্যাখ্যাগকে নিজের করিয়া দিয়াছিলেন ইংরাজিদের দ্বীপগুলির পূর্বে এইকপে রাজ্যের ত্রিশতে বা চত্বারিংশতলক্ষ বাল্কার কর নষ্ট হইয়াছিল এইকপে জনসাধারণের সরকারিধরনের অপহরণের। এবং মূল সিদ্ধান্ত অন্যদিগের চৌর্য্যার দ্বীপচারী মুল্লীয় বার্ষিক কর থাকিলে ভারতবর্ষের ইংরাজিদের রাজ্যে ধন কিছুই ছিল না। প্রত্যুত্তর লিখিত হইয়াছিল।

ভূতানিদের লক্ষণ ও অন্যান্য ঢাকার বাণিজ্য নিবন্ধনার্থে কর্টআর্বমিত্রন্তরদিগের শেষআদানের অর্থাৎ ১৭৬৭ সালে ভারত সাহেবের পরিবর্তে বন্ধনী বাণিজ্যাদিয় বর্ত্তানিদের হইলেন ভিডিকট্রিকার প্রাচীন সাহেবের। এইভাবে করিয়া ছিলেন যে দেশীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণ-রূপে দেশীয় লোকের। করিলে ভারতে কোন ইউ-
বোধিষ্ণু লোকেরা নিযুক্ত থাকিবেন না, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধাবৃত্তায় বেতন অপূর্ব থাকাতে তাহারা ভূমিজ্ঞানমূলক হইতে শতকরা। সাধু চুইমুদ্রা যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক সমৃদ্ধায়ুভুতাবতাদের উচিতনতে বণ্টন করিয়া, দিতে আচা। করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রাইসাহেবের যাত্রায় পরে কোম্পানির কৌশল পুনর্ব্যাপার অমিত হইল ভারতবর্ষ সরকারি আয় অধিক হইল ও বাণ্য ততোধিক হইল ভাঙ্গারের শুন্যতায় পুনর্ব্যাপার ভয়বীজ হইতে নাগিল ১৭৬৯ সালের অক্টোবরমাসে করিকাটাইয়া বড়-সাহেব হিসাবের। দেখিলেন যে অধিক গুণ হইয়াছে এবং আরো অধিক ঋণকরণের আবশ্যকতা হইযাছে ভাঙ্গারপূর্ণের উপায় এইমাত্র ছিল যে কোম্পানির ভূতোর। যে ধন উপাল্লিত করিতেন তাহার বড়সাহেব কোষে লইয়া পণনে কোর্ট আবদিকেরক্টর-হইতে দিতে আচা। পাঠাইতেন ডিসেন্টরদিগের ঐ সকল হুইলের টাকা দিতে অন্য কোন উপায় ছিল না। কেবল ভারতবর্ষের হইতে যে সকল হর্ষ, প্রেরিত হৃদিত তাহা বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন পরে কলিকাতায় অশ্চুর বড়-সাহেব ও প্রধান সভা। এইভাবে অধিক গুণ করিতে নাগিলেন কিন্তু যদিও অতি অপ্রভাব। প্রেরণ করিতেন অতঃপর ডিসেন্টরদের হুইলের টাকা দিতে অস্বর্থ হইল। কলিকাটায় বড়সাহেবের পুতি আচা করি-
লেন যে তিনি তৎপ্রক হঠাৎ নাপাঠাইয়া। একবৎসরের নিমিত্তে কলিকাতায় ঋণ করিবেন তাহাতে তাহাদের ভূতেরা। কেবল ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের ইউ-রোপে নিজস্ব ধন পাঠাইতে আরো করিলেন অর্থাৎ চন্দ্রনগর চুঁড়া ও শ্রীরামপুরের ভাবুরে ধন দিয়া ইউ-রোপের অনায়ার্থ কোম্পানিইতে প্রাপ্তির আহ্বান লইতেন তাহার। ঐ ধনদারী দুর্বল করিয়া পাঠাইতেন ঐ দ্বায় পুরুষ হঠাৎ দানযোগ্যসময়ের পূর্বে ইউ-রোপে গিয়া বিক্রীত হইত এইরূপে ভিন্নদেশীয়দিগের বাণিজ্যার্থে ধনাভাব ছিল না। কিন্তু ইট্রাজিকোম্পানির অভিজ্ঞ দুর্বল। হইল পরে ডারেক্টরদিগের নিয়ে থাকিলেও কলিকাতা স্থানীয় রাজসভাকে ১৭৬৯ সালে খত লিখিয়া ঋণ করিতে হইল এবং ইঙ্গরূপে হঠাৎ পাঠাইতে হইল তাহাতে লগুনে কোম্পানিয়ন কম্পার্ষের শেষ হইল।

১৭৬৫ সালে জেফরর্থার পরিবর্তে নেক্সিউমুল্ডোলা নামিয়া হইয়া। পরবর্তীতে মরিলেন পরে সেকুলার্ডোলা তত্ত্বে স্থাপিত হইয়া ১৭৭০ সালে বসত্ত্রোগে মরিলেন তাহার ভ্রাতা মবারিকুল্ডোলা তত্ত্বে ‘অভিজ্ঞ হইলেন কলিকাতার স্থানীয় রাজসভার রায়ার্থে যে ধন নির্দিষ্ট ছিল তাহাহেও তাহাই দিতে ঘীকার হইল।
কিন্তু ভিরেক্টরেরা তাহার হৃদয় করিয়া বৎসর যোজন লঙ্কা মূর্ত্তি দিতে আত্মা করিলেন।

বাজারার ইতিহাসের ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অতিদূর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ চিহ্নিত চিহ্নিত আরো আরো দূর্ভিক্ষের বাজারা-দেশের প্রায় নমুনা হইয়াছিল। দরিদ্রতারের সাহা দুঃখ হইয়াছিল। তাহার বর্ণনা করা সন্দেহসাত্ত্ব নাথে ইহুদি তৃতীয়াংশ মনুষ্যের সাহায্য হইয়াছিল। এই উক্তি-বা পাঠকবর্গ বিলেচনা করিলেন। এই বৎসরে ভিরে
ক্টরেরা মুরিসিয়ার ও পাটনায় রাজস্ব তমারাই কত সত্ত্ব স্থাপন করিলেন এবং আত্মা করিলে যে তাহারের ইহুদিরাজদিগের সত্ত্ব স্তূত্যর। নিমত্ত থাকিয়া রাজ্য-বিষয়ে অনুসরণ করিলেন এবং বিভিন্ন কার্য্য নির্বাহ হয় কিন্তু তাহার দেখিলেন কিন্তু তথাপি রাজ
স্থের নির্বাহ। এতদেশীয়লোকের হস্তে রহিল মহামাদের নৈতিক মূলতর মুরিসিয়ার রহিলেন এবং রাজ। স্বভাবতায় পাটনায় রহিলেন ভূমিবিষয়ের যে কোন কাগজপত্র
লকেই তাহারের সুনামিত ছিল।

বারিষ্ট সাহেব ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে এদেশের কর্তৃক কর্তৃত্বকর্ষ পরিতাপ করাতে কারাগ সাহেব তৎপুদ পাইলে।
কিন্তু কলিকাতা তাহিতি রাজস্বতার কীণতাগ্রযুস্ত কোম্পানির সর্বনাশ হইবার উদ্যোগ হইল অত্যন্ত কলিক
তাতার পুরুষবদ্ধ সাহেব বল্লিটার্ট ফ্রান্টন ও কর্ণেল
ফর্দ এই কয়েক সাহেবকে দোষোদ্ধার করিয়া বললে-
খাবার পাঠাইতে শিল্প হইল কিছু তাহার। ভারতবর্ষে
কদাচ আসিতে পারিলেন না তাহারা যে জাহাজে
আরোহণ করিলেন তাহ। অত্রৌশ উভীর হইলে পরে
কি হইল তাহার সম্মাদ পাওয়া যায় না বোধ হয়
তৎপ্রতিভূক্তের সহিত সমুদ্রমধ্যে মার। পাড়িয়াছে।


d-পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৭৪২ সালে কার্তীর সাহেব অধ্যক্ষতা পরিভাষে-
করিলে ওরাওয়ান হিস্টিংস সাহেব তৎক্ষণ পাইলেন
ভারতবর্ষে কোম্পানির নিয়োজিত যে সকল সন্ন্যাস ছিলেন
তাহাদের সকল অপেক্ষা তিনি অতি প্রধান ছিলেন।
তিনি ১৭৪২ সালে অট্টাদায়শবর্ষবয়সে সভাক্ষের
আসিয়া। অতিপরিশমপূর্বক এতদ্দেশীয় রাজনীতি ও
ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৭৫৭ সালেঃ
তাহার বয়স চতুর্থ শতাব্দীর মাত্র থাকিলেও ক্রাইব
তাহার ফরাসি দায়বদ্ধদের দরবারে রাখিয়াছিলেন 
ক্ষেত্র তৎকালে অতি প্রধান ও কেবল বড়ো সাহেবের
নীচে ছিল বন্দিস্টার সাহেব যখন কলিকাতায় সর্বো-
পরিহত হইলেন তখন তাহার কেবল হিস্টিংস সাহেবের
পুরুষ মিশ্রিত ছিল ১৭৩১ সালের শিক্ষার মাসে 
পুরুষ সাহেব কলিকাতায় সভায় আসিলেন এবং বন্ধিস্টার
সাহেবের নতুন কেবল তাহার নতুন ছিল নতুন। সকল
সভাপতিদের মত বিপরীত ছিল সকলে ষেবাপথ চৌর্য করিতেন তিনি ষেবাপথ ছিলেন না তাহার সহচরের। এক নবাব রহিত করিয়া অপর নবাব স্থাপনদ্বারা বিপুল ধন সঞ্চয় করিলেন কিন্তু তিনি কদাচিৎ কিঞ্চিৎ নহে- য়াছেন এমত সংদেহও হয় নাই তিনি ১৭৬৫ সালে তাহার বন্ধু বন্দিটাঁটি সাহেবের সহিত যখন গৃহগমন করিলেন তখন এমত নিঃস্ব ছিলেন যে ভিন্নদেশীয়লোক-হইতে অস্পষ্ট ঋণ করিতে হইল তাহার অধীন খো- জাপেট্রুস তাহাও তাহাকে দিলেন না। ১৭৭০ সালে তিনি নাড়াজৱিত সভায় দ্বিতীয় অধিপতি হইয়া আসিলেন এবং তথায় এমত উত্তমরীতি করিলেন যে ডিরেক্টরের তাহাকে অতিশয় ধনবাদ দিলেন এবং যখন কলিকাতায় বড়সাহেবের কম্বর থালি হইল তখন তাহার। বুঝিলেন যে হস্তিংস সাহেবহইতে তৎক্ষণে অপিক উপযুক্ত কঠিন নাই অতএব তিনি চতুরিঙ্গশশং-বর্ণবয়স্ব বাঙ্গালার বড়সাহেব হইলেন।

এভেদতেশীয় লোকাধীরা ভূমিজ্জকরের নিপতত্ত্ববাচুর ডিরেক্টরের। যুন্ত করিলেন এবং ক্রমে আয় হৃদচিন্তা দেওয়ানী পুষ্পিত সপ্তবৎসর পরে যথার্থ দেওয়ান হইতে স্বর্গকরিলেন অর্থাৎ ইউরোপীয় ভূত্তা দ্বারা রাজ্য আদায় ও তাহার নিপতন স্বহস্ত করিতে আরও করিলেন এই নূতন নিয়ম সকল হস্তিংস সাহেব
নিশ্চয় করেন তিনি ১৩ আপিল বড়সাহেব হইয়া ১৪ নে সভাহীতে আঞ্চারিলেন যে রাজস্বের ক্ষুঁ তাহারা স্বয়ং চালাইবেন ইউরোপীয় যে সকল আম লারা রাজস্ব আদায় করেন তাহাদের নাম কালেক্টর থাকিবে এবং কিয়দোষের নিমিত্তে ভূমি ইজার। দেওয়া যাইবে পরে আঞ্চার হইল যে চারিজন সভাসদ এক সম্পুদায় হইয়া দেশের সর্বত্র গমন করিয়া সমুদায় নিপত্তি করিবেন। ঐ সম্পুদায়ে কৃষ্ণনগর বিশ্বাস পরিশ্রমকরিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু ভূমির কর এমন অপেক্ষের সৌন্দর্য স্মৃতি স্মৃতি করিয়া বুদ্ধি করিতে শুম করিলেন যদি প্রাচীন জ্ঞান দার অথচ তালুকদায়ের উপযুক্ত ধন দিতে স্মৃতি করিতেন তবে তাহাদের পূর্ব্ববৎ অধিকারে রাখিতেন নতুন তাহাদের কিঞ্চিৎ বৃত্তিদ্বারা তৎপর লোকা স্মৃতি স্মৃতি করিতেন এবং তৎকালে মৃদুসিদ্ধান্ত হইতে কলিকাতায় ভাঙ্গার আনীত হইল কারণ তাহাতে বড়সাহেবের দৃঢ়ী থাকিবে এবং এই সকল পরিহর্দার। দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারীক্ষণের পরিবর্ত্ত আবিষ্কার হইল প্রতিনিধির দৃঢ় আদায় স্থাপিত হইল ফৌজদারী বিষয়ে কাজ ও মুক্তির সহিত কালেক্টরের সাহেবের বিবেচনা করিতেন এবং দেওয়ানী বিষয়ে দেওয়ান ও অন্যান্য আমলার সহিত
এই কালক্টর বিচার করিতেন অপর ঐ সময়ে পুনর্বি
চারার্থে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজঘনত্ত আদালত 
কলিকাতায় স্থাপিত হইল সদর দেওয়ানীতে দেওয়ানী- 
বিষয়ের ও সদরনিজঘনত্ত কৌজদারীবিষয়ের পুন- 
বিচার অর্জন হইয়া ইহার পূর্বে বিচার্যবর্তী তুরীয়- 
ভাগ আদালতে বিচারকত্বা লইতেন তাহ। অদর্শে 
রহিত হইল ও শুরুতর ধনদণ্ড রহিত হইল এবং উত্তম 
ষ্ট্ট। ক্রমে অধ্যায়কে আসেধকরিতেন তাহ। রহিত 
হইল প্রতি পর্গনামিত মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টাক। পর্য্যন্ত 
অভিযোগের নির্ভর হইল ইংরাজদের স্বর্ণতানুষারে 
বাঙ্গালায় রাজ্যের এই প্রথম উদ্যাম হইল।

ভরতের কহিয়াছিলেন যে মহানন্দ রেজাকের 
দুরাচারের বাঙ্গালায় রাজ্যের হানিহইয়াছে তাহার 
পদপ্রাপ্তি অবধি তাহার। তাহার প্রতি সন্দেহ করি- 
তেন কারণ তিনি যখন মীরজেফরআলির নায়েব 
হইয়া ঢাকা অঞ্চলে ছিলেন তখন সেখানে কিয়ৎ লক্ষ 
সুদার নূনতা হইয়াছিল তাহ। তাহাদের সরণঞ্চি ১৭৭০ 
শালের মহাদুর্ভিককালে নিজঘনত্তে চাউলের 
একচটিয়া করিয়াছিলেন একারণ কেহৈ৷ তাহার প্রতি 
অভিযোগ করিয়াছিল অতএব সন্দেহ হইল যে তিনি 
রাজ্যহৃদয় ও প্রজাপীড়ন করিয়াছেন। মুরসিদাবাদে 
তাহার পদ সরোগরি ছিল তিনি নায়েব শুরুদার
সঙ্গৰে রাজস্বের সম্পদায় বিলি করিতেন এবং নায়েব
নাজিমসঙ্গৰে দেশসম্বায় তাহার তাহার ছিল ভিডেক
টরেরা। জানিতেন যে তাহার একুপ পদসম্ব কোন জন
তাহার দোমোঁগ্রাম করিতে সমর্থ হইবেনা। অতএব
তাহার সপরিবারে আটক করিয়া। কলিকাতায় রাখিতে
এ সমূদায় তাহার কাগজ পত্র আটক করিতে আক্ষে
পাঠাইলেন হুঁকিরা সাহেব দেশদিনমাত্র সভাস্থিত
হইয়া। রাজিসেষে ঐ আক্ষে পাঠাই পরিদিন প্রাতঃ
কালে মুরজিয়াবাদস্থি নিভিলটনসাহেবকে লিখি
লেন যে তিনি মহানদেরজাঁকালে কলিকাতায় পাঠাই
বেন নিভিলটন সাহেব তাহার সপরিবারে নৌকায়
আরোপণ করিয়া। তৎপরে, প্রতিনিধি রহিলেন রেলজ
ং চিতগুলো অস্টলে ঐইজুপ ব্যবহারের কারণ জানা
ইতে একজন সভাপতি প্রেরিত হইলেন এবং হুঁকিরা
সাহেব তাহাকে লিখিলেন যে তিনি ভিডেকটরেদিৰের
ভূত্য আহেলে একারণ তাহাদের মানিতে হইল
কিম্ব বিপ্লব তাহার মঙ্গলের চেষ্টা করিবেন।

বেহারের নায়েব দেওয়ান প্রৌতাবরায়ের প্রতি
ঐইজুপ সন্ন্যাহ থাকায় তিনি কলিকাতায় আনীত
হইলেন তাহার বিচারের শীত্যু শেষ হইল তাহাতে
তাহার কোন দোষের প্রমাণ হইল না। সুরায় তিনি
মসুনতুত্তরক বিদ্ধর হইলেন তৎকালের মুসলমানু
ঈতিহাসলেখকে তাহার বিচারের বিষ্ট্র পুলকে করিয়া কহেন যে অন্যান্য এতদেশীয় সুবল ব্যক্তির নায় অধীনলোকহইতে বলপূর্বক ধনগুহণ করিয়া তাহাকে অপরাধীবর্তী আখ্যাত যে অপরাধ হইয়াছিল তাহার মাজ্জর্নাথে সভাপতির। তাহাকে সন্নমজনক পরিচ্ছদ দিয়া। বেহারের রায়কর্মী করিলেন কিংবা তাহার যে অপমান হইয়াছিল তাহাতে অভিশাপ মানসিক ব্যথা পাইয়াছিলেন ইংরাজদের যেসকল এতদেশীয় ভুত্ত ছিল তাহার সকল অপেক্ষা খেতাবরায় অধিক মান্য ছিলেন অতএব তাহার মানসে রাজত্ব-চুক্তি কলিকাতায় প্রেরণ ও সত্তাবিদ্যের বিচারের সহ হইল না তিনি পাঁচনায় পুত্রাগমনের পরে অতি-ক্ষীণ হইয়া লোকান্তরগমন করিলেন তাহার পুত্র কলিকাতায় আবিষ্কৃত হইলেন পাঁচনায় যে অতি সুখুম আঙ্গুর ফল হয় তাহার আদি কারণ খেতাবরায় ছিলেন তিনি পুথিনে তথ্যায় ঐ আঙ্গুরের ও খরমুজের চামকরেন।

নর্মান্দারেজাঙ্কার বিচার হইতে অধিক বিলম্ব হইল এ কলকাতির নন্দকুমার তাহার দোষ দেখিতে পুরুষ হইলেন তিনি সর্বপুকুরদোষে দোষী ছিলেন একারণ পুখ্মতঃ বোধ হইয়াছিল যে তাহার দোষ স্পর্শান্ত হইবে কিন্তু দুই বৎসরপর্য্যন্ত অনেক অনুরাগানের পরে
তিনি নিরূপে হুইলেন তথাপি রাজকীয় কর্ম পূর্ণ প্রাপ্ত হুইলেন না। নূরসিদ্দাহেহতে তাহার স্থানান্তর করণের পরে তাহার নিজস্ব তথ্য নামে অংশে বিভক্ত হুইল নবাবের শিক্ষার ভার সহিবে হুইল নবাবের শিক্ষার ভার হুইল এবং তাহার ধনবায়নের ভার হুইল সাহেব নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে দিলেন। তাহাটে অনেক সহাপতির বিন্দু আপনি করিয়া তাহাট। কহেন যে গুরুদাস অধিবাস অতএব তাহাকে নিযুক্ত করিলেই তার সাহেব অবিনাশী তাহার পিতাকেই নিযুক্ত কর। হয় হুইল সাহেব তাহাদের পরামর্শন গুরুদাস ঐ পরিবারে অনুগুহ করিয়া একথা দিলেন।

অতঃপর ইংল্যান্ডে কোম্পানির কর্ম শেষ হুইল ১৭৬৭ সালে ক্রাইবসাহেবের সমন্বয়ে হুইল ১৭৭২ সালে হুইলসাহেবের নিয়োগপর্যায়ে পঞ্চবৎসর ভারতবর্ষে যে সুব্যবস্থা ছিল না ইংল্যান্ডে টার্টলজের ব্যবহার তত্তাবধিক ছিল। কোম্পানির প্রায় নিদর্শন হয়েন এমত সময়ে এস দিগেকে শতকরা সাঙ্গর দ্বাদশমূঢ় ভাগ দিতে শিখ হুইল যদি উত্তমরূপে তাহাদের কর্ম চলিত তবে উহা কদাচ নায়া হইত না। এইতপন্তর নির্বাচনের কর্ম করিয়া ত্রিয়কিত্রে পশ্চাৎ ভাগার শূন্য দেখিয়া অতএব তাহাদের ইংল্যান্ডের বিধাসপাতিহইতে প্রথমে চন্দ্ররিপণ্ডলকে পরে
বিশ্বকর্মকম্প্রায় হইল এবং অবশেষে খত লিখিয়া কোটীসুদ্র। হাইল করিতে রাজাস্বপ্ন দ্বিতীয় নিকটে যাইতে হইল।

কোম্পানির এইপ্রভূ দুরায়স্থ হইলে পালিয়া- নেটিবাগতিরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নিশ্চয় করিলেন তাহার। এই সময় ভারতবর্ষীয় ব্যাপারে নেতা- যোগ করেন নাই কোম্পানির রাজত্বভার। একে সরল দোকান উৎপল্লীত হইয়াছিল তাহার পরীক্ষা এক সুন্দর স্থান হইল তাহাদের সম্বন্ধের। সভাপতিরা বৃদ্ধি- লেন যে বসন্তে পরিবর্তন না করিলে কোম্পানির রক্ষা কোন নাই- পালিয়া-নেট ঐ দোষ গুহরিবার নানাপুরকার পুলিস হইল ডাইরেক্টরের। ঐ প্রস্তাব সর্ব শক্তির নিবারণ করিলেন কিন্তু তাহাদের কুব্যবহার এই সময় প্রত্য ছিল এবং সকল্লোকে তাহাতে এই বিরক্তি ছিলেন যে তাহাদের বাধা নানুরিয়া পালিয়া- নেটে ঐ প্রস্তাব প্রায় করিলেন অতএব ভারতবর্ষীয় রাজ্যের সমুদায় রীতি দেশে বিদেশে পরিবর্তিত হইল। নূতন ডাইরেক্টর করিবার রীতি কিন্তু পরি- বর্তিত হইল তাহাদের। ইন্দিনগুর অনেক দোষ নিবা- রণ হইল এবং বর্ষা ছয় জন ডাইরেক্টরদিগকে বিদায় করিয়া তৎপরে অপর ছয় জন নিযুক্ত করিতে আত্ম হইল এবং বাঙ্গালার বৃদ্ধাবস্থায়েক সমুদায়
ভারতবর্ষের বড়োসাহেবের করিয়া রাজকীয়ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য তাহার অধীন রাখিতে আচ্ছা হইল অপর বড়োসাহেব ও অন্য সভাসদদিগের মধ্যে যে পরম্পর প্রাধান্যের বিরুদ্ধ হইত তাহা তে বড়োসাহেবকে সর্বপ্রধান ও কলিকাতারাজ্যের আচ্ছাদনকরা করাতে তাহার নিপুণ হইল বড়োসাহেব, অন্য সভাসদ ও অপরবিচারকর্তাদিগের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিত।

বাণিজ্য বেতন বড়োসাহেবের সাহায্য দুইলক্ষ ও অপর
সভাসদদিগের প্রতি কে অর্থাত সহস্র নুৰ্ত্র নির্ধারিত হইল অপর নিয়ম হইল যে কোম্পানিতে অথবা ইংল্যান্ডের কর্মকারী কোনজন উপায়ে লাইভ সাধন না এবং ভারতবর্ষের রাজ্যের একজন কাগজ পত্র যাইবেতাহ। রাজনিতিবিদের নিকটে পাঠাইতে ডিইমিটরিদিগের প্রতি আজ্ঞা হইল।

পরে বিচারার্থে কলিকাতায় এই বড়োসাহেবের স্থাপিত হইল উহাতে অর্থাত সহস্র নুৰ্ত্র বাণিজ্য বেতনে একপ্রধান বিচারকর্তা ও প্রতিকে অর্থ সহস্র

নুৰ্ত্র বেতনে তিনজন কুৰ্ত্র বিচারকর্তা নিযুক্ত হইলেন এবং এই নিয়ম হইল যে তাহারা কোম্পানিতে
অধীন থাকিবেন না ও রাজ্য স্বয়ং তাহাদের নিযোগ করিবেন এবং তাহারা কেবল ব্রিটিশদেশীয় প্রজাদি-গের তদনুসারে বিচার করিবেন পালির-
যায়েরদ্ধীয় এই যেসকল ভারতবর্ষের নিয়ম হইল ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট অবধি তাহার ব্যবহার হইলে।

এই ব্যবস্থাই সমাপন হইলে বাঙ্গালার বড়সাহেবের সমুদায় ভারতবর্ষে মনোযোগ হইল কিন্তু আমরা বাঙ্গালাদেশের সংক্ষেপইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ঐ রাজ্যের রীতিবিরুপ সরকার অতএব বড়সাহেবের আঞ্চলিক উপরে ক্রমে হিন্দুস্থানের নানাস্থানে যেসকল জয় হয় তাহার অনুষ্ঠানে পাঠকর্ম ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দৃষ্টি করিতেন।

ইতিহাসসাহেবা এমত ক্ষমতাপূর্বক বাঙ্গালার কর্থ নিশ্চিত করিয়া ছিলেন যে প্রথমত তিনিই সমুদায় ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইলেন এই সঙ্গে তাহার বৃদ্ধি ও কর্ণের শুষিয়া বিদিত থাকিলেও যেসকল লোকের এদেশের কিছুই জানিতেন না তাহারা অথচ মরিচিত বলিয়া তাহার হিংসা করিতেন কলিকাতার পুরান সভায় বারওয়ের সাহেব কর্নেল মনস্থ সাহেব সরকার ক্রেরিং সাহেব এবং ফুয়সিস সাহেব এই কৃষক মহাশয়রা নূতন সভাসদ হইলেন ইহার নধে বার- ওয়েল সাহেব পূর্বক ভারতবর্ষে সভ্য কর্থে নিযুক্ত ছিলেন অপর তিন মহাশয়রা। ইতিহাসসাহেবের নিযুক্ত হিংসাত্মক হইয়াআসিয়া তাহার সকল কর্ম দোষ দেখিতে লাগিলের ইতিহাসসাহেব তাহাদের
মাদ্রাজে আগমন শুরুর বিদ্যাসাগরের পুস্তকে একটি পত্র লিখিতে পারে তাহার। খাজুরীতে আসিলে পুরান সভাসদ সাক্ষাৎ করিতে পেরিত হইলেন এবং বঙ্গাদেশের একজন নিজের অভ্যর্থনা করিতে পেরিত হইলেন পরে তাহার। কলিকাতায় আসিলে লার্ড্রাইব ও বন্ধুটির সাহেবের অগ্রেক্ষ অধিক মন্যাদ পূর্বক গৃহীত হইলেন তাহাদের সমান সত্ত্বে সদ্ধ তোপ হইল ও সমুদ্রায় সভাসদের। একত্র হইল অভ্যর্থনা। করিলেন তথাপি তাহাদের পুষ্ট অহংকার পূর্ণ সম্ভাবনা হইল না তাহার। কোটাহারের অভিযোগ পূর্বক লিখিতে যে তাহাদের উচিত সম্মান হয় নাই তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে আরও। আহত হইয়া নাই সমান সত্ত্বে বহু সুখক তোপ হয় নাই এবং তাহার সভাপতিতে আনিত না হইত। বরং হস্তিপাত সাহেবের বাটীতে আনিত হইলেন এবং যে রাজসভার অধিক হইল। আসিলেন তাহাতে কোন ঘটা হইল না।

১৪ অক্টোবর ঐতিহাসিক সভাসদের খাজুরীতে আসিলেন কিন্তু তাহাদের কলিকাতায় আসিতে পশ্চিমাঞ্চল হইল ২০ তারিখের পথে সভাহীন কিন্তু বারওয়েল সাহেব সেপ্তম্বর নামাসতে কেবল সুতর রাজসভার ঘোষণা। নাট হইল আগামি সোমবার ২৪ তারিখ কর্তৃত্বে উপবিত্র হইবার দিব্য হইল উক্ত সময়ে সভা হইলে হস্তিপাত সাহেব
ভারতবর্ষীয়কর্মী সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ঐ সহচরদিগের সন্দেশে সরকারিকর্ত্রের সকলবিষয়ে কোংপানির অবস্থা জানাইলেন কিন্তু ঐ প্রথম সভায় এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে তাহাতে, প্রায় সপ্তবর্ষপর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজসভা স্থিরকরণে হয় নাই বারওয়েল-সাহেব কেবল বড়সাহেবের পক্ষে ছিলেন অপর তিন সভাসদের মত সকলবিষয়ে তথ্যে বিপরীত হইত তাহাদের পক্ষে অধিক হওয়াতে বড়সাহেব শক্তি-শুলা হইলেন যখন তথ্যকরণে সকল শক্তি তাহাদের হইল হঠিংসাহেবের প্রতি দেষ্ট্রান্ত তাহারা যেবিষয়ে বাদানূবাদ করিতেন তাহাতে হেতু প্রায় ছিল না কেবল কোংপানি মূল ছিল অতএব পার্লিয়ামেন্টের এই নূতন কম্পানাবধি ১৮৮০ শালপর্যন্ত ছয়বৎসরের মধ্যে যে ভিলনতাবলন্ত একেবারে উচ্চিত হয় নাই ইহা অভি আশ্চর্যের বিষয় হঠিংসাহেবের মিডলটনসাহেবকে লক্ষণোত্তে স্থাপিত করিয়াছিলেন ঐ সভাসদর। তথ্যকরণে অধিক হওয়াতে প্রথমসভার দুইদিনপরে তাহাতে আধান করিলেন এবং হঠিংসাহেব নবাবের সহিত যে কারণ নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা না মানিয়া তাহাহইতে অধিক প্রার্থনা করিলেন হঠিংসাহেব তাহাদের একেবারে কম্পে নিরস্ত রাখিতে বিস্তর নিয়ে করিলেন তিনি
কহিলেন ঈহাতে অত্যন্ত অপকর হইবে কারণ ঈহাতে সমর্থ বিদিত হইবে যে রাজসভায় নতুন হইয়াছে যেহেতু এতদেশীয় লোকেরাও যান যে রাজসভার প্রধান বড়সাহেব বদী তাহাকে শহিদী দেখে তবে সহজে বুঝিবে যে রাজসভায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু সত্যিও কে তাহাই। শুনিলেন না অতএব তাহাদের ব্যবহারে মূর্ত্তা ও অবিবেচনা সমর্থ বিদিত হইল।

দেশহীনোকেরা অবিলম্বে রাজসভার বিবাদ দেখিয়া মুখিলেন যে হিন্দুসং সাহেব পুরুষ প্রধান ছিলেন কিন্তু একাং তাহার কোন সাম্ভিক নাই অতএব যেকালে মনোযোগ তাহার বিচারে অসম্ভব ছিলেন তাহার ফুর্ন্যার নিকট ও তাহার অন্যবস্থার নিকটে অভিযোগ করিলেন তাহার ও তাহ। ঈহাতে পুরুষে গুহুর করিলেন বর্ধনামের মূত্রজা তিলকচণ্ডীর পত্নী স্নীয় পুত্রের সহিত ঐ সময়ে কলিকাতার আসিয়া নিবেদনপত্র পাঠাইলেন যে রাজার মরণাবধি ঈশ্বরাজপদের দিগকে ও তাহাদের ভূতাধিক উৎকোচ দানে তাহার নয়লক্ষমূৰ্ত্ত। বয় হইয়াছে তাম্র হিন্দুসং সাহেব পঞ্চদশ সহস্রুমূৰ্ত্ত। লইয়াছেন হিন্দুসং সাহেব তাহার বাঙ্গালি বা পারসীক হিসাবে দেখিয়া পুরান করিলেন কিন্তু রাগি তাহার কিছুই পাঠাইলেন না তৎক্ষণে।
লোকের মর্যাদাধান প্রধানরাজসভাসদের অধীন ছিল কিন্তু হটিংস সাহেবের বিপক্ষের তাহার অপমান করিবার মানসে ঐ রাণীর বালকপুত্রের বহুমূল্যক্ষেত্রে এক খেলোয়াঙ্গ পারিতোষিক দিলেন হটিংসলাহেবের দোষ দেখাইতে সমর্থলোকদের গ্রতি পারিতোষিক হইতে লাগিল সুতরাং৷ কঙ্কালার সকল স্থানহইতে ত্রাপলোকের৷ আনীত হইল হটিংসলাহেবের বহুবিধ নিদা। শীতল৷ আমিতে লাগিল এতদেশীয় এক জন আবেদন করিল যে হঘর্লির ফৌজদার বৎসরে ৫২,০০০ মুদু। বেতন পায়েন তাহার হইতে ৩৬,০০০ হটিংসলাহেবকে ও ৪,০০০ তাহার দেওয়ানাকে দিয়া থাকেন অতএব ৩২,০০০ মুদু। বার্ষিক বেতনে তিনি ঐকর্ষ প্রার্থনা করেন৷ যেমনহইল এতদেশীয় ব্যবহার জানেন৷ তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে এ কিরূপ দোষ কিন্তু ইহাও রাজসভায় গুহ্য হইল এবং ঐ সভাসদের অধিকাংশই সাক্ষা লহয়৷ তাহ৷ নিশ্চিত বলিলেন এবং ঐ ফৌজদারকে বিদায় করিয়া ঐ আকারণনকারিকে তৎকষ্ট না দিয়া লোকাংকৃতে অস্পষ্ট বেতনে ছিলেন ৷ একমাসের মধ্যে অপর অপর হইল মণিবেগ নয়লক্টাকার হিসাব দিতে পারেন নাই তাহাকে গিড়াপিড়ী করিলে কহিলেন যে হটিংসলাহেব যখন তাহাকে পাদমৃত্ত করিতে গিয়াছিলেন
তখন তাহাকে সার্বলক্ষ্য টাকা ভোগার্থে দিয়াছিলেন হর্ষিং সাহেব কহিলেন যে এই ধন তিনি লইয়া সরকারি হিসাবে ব্যয় করিয়া। কোম্পানির লভ্য করিয়াছেন তাহার উদাহরণ দেখাইলেন যে বাজালার নবাব কলিকাতায় আসিলে প্রত্যহ বর্ণার্থে সহস্রমুদ্রা পাইতেন তাহার এই উদ্দেশ্যে সত্যাসদ্ধিগণের সন্তোষ হইল না। কিন্তু ঐ ধন কোম্পানির হিসাবে ব্যয় হয় নাই এবং অনুমানে কোন প্রমাণ ছিল না।

তৎকালে যে কোন অখ্যাতি গুণাহ হওয়াতে ঐ সর্বনিবিষ্ট নন্দকুমারের হর্ষিং সাহেবের নামে অভিযোগ করিলেন তিনি কহিলেন যে মুরসীদাবাদে মনিবেগমকে ও তাহার নিজ পুত্র গুরুদাসকে নবাবের গুরুক্ষে নিয়োগকালে বড়সাহেব তিন লক্ষমুদ্রা লইয়াছেন তাহাতে জুমলিস সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়েরা সঞ্চালনার্থে তন্নন্দকুমারকে ঐ সভায় আনিবার প্রস্তাব করিলেন হর্ষিং সাহেবের কহিলেন যে তিনি সেইস্থায় কর্তা। আছেন সেখানে তাহার দোষী ব্যক্তিকে আলিখাতে দিবেন না। এই অধীনতাধূর সমূদ্রা ভারতবর্ষীয় লোকের নিকটে বড়সাহেবের কম্র ঘৃণিত করিলেন না। অতএব ঐ বিবেচনায় বড়সাহেবকে সোপরোধ করিলেন পরে তিনি গাত্রোৎখন করিয়া। ঐ সভাহইতে বহির্ভূত হইলেন।

[ ২৭৫ ]
বারুয়েল সাহেব তাহার পশ্চাত চলিলেন অনন্তর কুল্লাসি, সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়ের। নন্দকুমারকে আঘাত করিলেন নন্দকুমার এক পত্র পাঠিয়া কহিলেন যে মণিবেগম যে উৎকোচ দিয়াছেন তাহ। আমাকে এইপত্রে লিখিয়াছিলেন মণিবেগম ঐ সভায় আর এক পত্র লিখিয়াছিলেন সর্জনান্তি আয়িল ঐ পত্র বাহির করিলেন সকলে ঐ উত্তরপত্রের তুলতা আছে কিনা। এই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে উভয়ে সুত্র। তলা কিন্তু ইন্টাক্স বিভিন্ন ছিল নন্দকুমারের সর্জনান্তির ঐ দুইতাত্ত্বিকার পাইল যে বাঙালার সর্বল প্রধান মনুষ্যের কৃত্রিম সুত্র। তাহার নিকটে ছিল অত্যর ঐ পত্র নন্দকুমার কৃত্রিম করিয়াছিলেন ও ঐ সুত্র নন্দকুমার দ্বারা। হয় ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সভাসদদের নন্দকুমারের বাক্য সত্য। জানিয়া হইতে সাহেব নন্দকুমারের নামে ঐকৃতিতে সাহেব জানিয়া হইতে সাহেব বড়সাহেবের সহিত অপরিণাম পুরোপুরিত তিন সভাসদ বড়সাহেবের সহিত অপ্রশস্ত প্রকাশ করিতে নন্দকুমারের, সহিত সাহেব করিতে গমন করিলেন একপ ব্যবহার তারতম্যে অবধিক্রিয়া হয় নাই এইয়েলে ফুল্লাসি সাহেব ও তৎপক্ষীয়েরা।
হৃষ্টিসাহেবের বিপক্ষতা করিয়া বহুকালাধিক রাজত্বের অনিয়ন করিলেন।

হৃষ্টিসাহেব নন্দকুমারের প্রতি অভিযোগ করিলে কতিপয়নিনের পরে কোনলুকোননামক একজন নন্দকুমার কৃত্রিমভাবে কোনবিষয়ে তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া ঐ বড়ুদালাতে আবেদন করিলেন তাহাতে নন্দকুমারের দৌয় সুপ্রমাণ হওয়া তে ১৭৭৫ সালের জুলাইমাসে তাহার কাঁটি হইল ঐতিহ্যে শীর্ষলোকেরা কল্যাণফলগুলি ভারতবর্ষের অর্থ প্রাধান ও বৃহত্তম নন্দকুমারের কাঁটি দেখিয়া বজ্রাত্ত তুলা বোধ করিলেন ইংরাজদিগদার। উচ্চপদস্থি ঐতিহ্যে শীর্ষলোকের হত। এই প্রথম হইল এবিষয়ে উত্তর প্রাপ্ত হইলে এ অবস্থায় লক্ষ্যবিধিক লোকেরা ঐ ফাসিকাটের চত্বর্থে শেষপর্যন্ত ছিল তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাকে পুরাতন নষ্ট করিবেন। কিন্তু যখন দেশিলে নিতান্ত তাহার প্রাণনাশ হইল তাহারা একত্র হইয়া সকলেই শুধু হইতে গজারান্থে চলিল নন্দকুমারের মৃত্যুতে সকলে হৃষ্টিসাহেবকে দৌয়ি বোধ করিলেন কারণ তাহাদের বোধ হইল যে তিনি ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার যথার্থ ঐ বড়ুদালাতের ঐক্য নিয়ম ছিল এবং কিয়ুৎবর্ষের ঐ আদালতের পুত্তিকুলে যেসকল বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহার
মধ্যে এই বিষয় ছিল কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ মাই যে এতদেশীয় সকল লোক অপেক্ষা নন্দকুমারের চরিত্র অতিকৃতিগত ছিল বাঙ্গালার বড়সাহেবের। একে ২ অনেকে তাহাকে অবিশাসী বলিয়াছিলেন তিনি ইং-রাজদিগের বিপক্ষের সহিত মিল করিয়া তাহাদের বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় ছিলেন তাহার প্রকাশ হইয়াছিল এবং গলাশীর যুদ্ধের পরে নানা জাতীয়ের সহিত এই করিয়া। ছলনায় চেষ্টায় ছিলেন কিংবা তথাপি এই-বৃক্ষ মন্ত্রণে হইল বড়সাহেবে যেদোক্ষণ। তাহার পুনে দুঃখ হইল এই দোষ তিনি ঐ আদালতস্থানের চারি বৎসর পূর্বে করিয়াছিলেন তত্ত্বাবধায় তিনি সুন্নাত ঐআদালতের অধিকারে ছিলেন না হিন্দুশাসনতে তাহার দোষ অন্তর্গত ছিল না অতএব তাহার হত্যা উত্তমবিচারপূর্বক হয় নাই। মৃত্যুকালে তাহার অধিক ধন ছিল তিনি যেসকল কর্ম করিয়াছিলেন তাহার এক কোটীহইতে অধিক মূল্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মহাশ্রমের বিচারের যে নিশ্চিত হইয়াছিল তাহার সম্পদ ইংল্যান্ডে যাইলে ভিরক্টরের। কহিয়াছিলেন যে তাহার নির্দোষিতা হওয়াতে ও তাহার দোষ্যায়ক নন্দকুমারের উইঁতাপ্রতাপে তাহার। সম্পূর্ণ হইয়াছেন তাহার। আক্ষা করিলেন যে নবাবের গৃহ-কন্ধে গুরুদাসের পরিবর্তে মহাশ্রমের বিচারের রিয়ুক্ত সন্ধান।
হইবেন। অনন্তর কলিকাতার্থে সদর নিজস্ব আদালত বিচারালয়ের রাজসভার সময় মাথাকাঠে সভা। সেদের। পূর্বকর্ম ঐদেশীয়লোকের অধীনে ফৌজদারী রাখিতে স্বীকৃত করিলেন অতএব ঐ আদালত কলিকাতার্থে সুরমধুবাবাদে স্থাপিত করিয়া। সন্ধ্যা- রেজাখানে তাহার প্রধান অধ্যক্ষ করিলেন॥

॥ বোড়শঅধ্যায় ॥

লেখা করোড়' কারুণিক অংশায় ১৭৭২ সাল হইতে পঙ্ক- বৎসরের নিমিত্তে সকল ভূমির ইজারা হইয়াছিল কিন্তু প্রথমবৎসরেই দুই হইল। যে জনিদারেরর। যাবৎ দিতে পারলে ও তাঁহাদের যাবৎ দিবার সানস ছিল তাহার হইতে অষ্টে তাঁহার। চুক্তি করিয়াছেন ঐ রাজস্বের অধিকারের আদায় হইল ন। সমুদয় পঙ্কবৎসরে রাজসভাকে একবৃত্ত অষ্টাদশলক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে হইল কিন্তু। তথাপি জনিদারদের নিকটে এক বৃত্ত বিস্তরিতকম্প্রবাকী রাহি তথ্যে অধি- কাংক্ষণার প্রতিসেবায় ছিল ন। উভয়পক্ষীয় সভা- সদর। নূতন চুক্তি করিবার রীতি সম্বন্ধে পাঠাইলেন কিন্তু ডিকেরটিভে। উভয় রীতিতে অণুষ্ঠান করিলেন ১৭৭৭ সালে পাউডার সময়, উভয় হইলে তাঁহাদের অঙ্গানুসারে একবৃত্তের পিনিতে ভূমির ইজারা হইল এবং ১৭৮২ সালপর্যন্ত ঐ রীতিতে বর্ষে২
ইজার। হইত এইরূপ নিয়মের তাত্পর্য। এই ছিল যে পূর্ব তিনবৎসরের প্রাপ্ত উভয়ক্রমে আদায় হইবে এবং কোনমতে পূর্বজমিদারদিগকে দিবার সানাবনা থাকিলে অপর লোককে দেন হইত না।

১৭৭৬ সালের সেপ্টেম্বরমাসে কর্ণেল মন্সন মরিলে তৃতোশীয় সভাপতি চুইজন থাকাতে হৃষ্টিংস সাহেব পুনর্বার শক্তিমান হইলেন কারণ তাহার আজ্ঞা বলবতী ছিল।

১৭৭৮ সালের শেষে নবাব মবারিক উদ্দৌলা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসভায় এক প্রারম্ভনাপত্র লিখিলেন যে মহান্দেরজাখাকে তাহার কক্ষ রহিত করেন কারণ তিনি তাহার প্রতি কইলনা করিয়া থাকেন হৃষ্টিংস সাহেবের পরামর্শানুসারে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ঐ নায়েবশুধুমাত্রী কক্ষ রহিত হইল এবং নবাবের গৃহক্ষেত্রে তাহা মণিবেগমের রহিষ্ঠ কিন্তু একপ ব্যবস্থায় কোর্টআবস্ট্রিক্টরের। অতি অস্মুতী হইলেন তাহারা অবিষয় গুণবিনামতে আজ্ঞা করিলেন সে ঐ কক্ষ পুনর্বার হইত করিয়া মহান্দেরজাখাকে দিয়ালো এবং মণিবেগমের প্রতি নবাবের শরীররূপার তার রহিত করিলেন।

১৭৭৮ সালে বাঙালি অর্থে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে বাঙালির ইতিহাসমতে ঐখাল চিন্তকর-
গীর আছে এন হালেহেদানাক অভিবুদ্ধিমান এক জন ভ্রম সাতের ১৭৭০ শালে সজ্জাকৃতি লইয়া বাঙালীয় অদ্যাবস্থায় তিনি এতেহলীয় ভাষাশিক্ষায় নিয়ন্ত্র হইয়া এমত্ব বৃত্তপতি করিলেন যে ইহার পূর্বে কোন ইউরোপীয়ের সেবায় হয় নাই। ১৭৭২ শালে এতেহলীয়কর্মে ইউরোপীয় আমলাদিগের নিয়ন্ত্রকালে তীব্র সাহায্য বিবেচনায় করিলেন যে ঐ আমলাদিগের এতেহলীয় ব্যবস্থা জানা উচিত হই অতএব তাহার সাহায্য হওয়ায় হালেহেদা এদেশীয় প্রস্তুত হইতে হইল হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থা সূত্রপথ করিয়া। ১৭৭৫ শালে নির্দীপ্ত করিলেন। তিনি এমত পরিশুন্ধন পুরস্কার বাঙালী ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন যে সকলে বোধ করেন যে ইংরাজদিগের মধ্যে পুথিমে তিনিই উল্লেখযোগ্য ঐ ভাষায় বিদ্যা হইয়াছিলেন তিনি ১৭৭৮ শালে ঐ ভাষার এক ব্যাক্তি করিলেন ঐতিহাসিক ব্যাক্তি ইহার পূর্বে ছিল না। ঐ ব্যাক্তি লিখিতে নির্দীপ্ত হইল কারণ তৎকালে রাজধানীতে মৃদুমন্ত্র ছিল না। চিরকাল অর্ধে যোগ চারসন উল্লিখিত সাহেব ইহার পূর্বে এতেহলীয় ভাষাশিক্ষায় রাখ ছিলেন এবং তিনি অতি উত্তম শিপ্রি ও অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন তিনি পুথিমে সহসে বাঙালী অক্ষর খোদিত করিয়া তাহাতে সীসক চালিয়া। অক্ষর করিলেন পরে ঐ,
অক্রমরী। তাহার বদ্ধু হালহেভ্যসাহেবের ব্যাক্তির মুদ্রিত হইল ॥

বড়োআদালতের ও রাজসভার পরস্পর বিবাদার। আদালতের অভাব দুঃখ হইয়াছিল ১৭৭৪ শালে ঐ আদালত কোম্পানীর রাজ্যের অনধীন হইয়া স্থাপিত হয় ঐ আদালতের বিচারকর্তাদিগের আগমনকালে বোধ ছিল যে প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত দৌরান্ত হইয়াছে ও ঐ দুঃখানুসারে প্রধান উপায় বড়োআদালত হইল এই মহাশয়েরা ঠাইপালের ঘাটে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে এদেশীয় লোকের আলিপায়ে গমন করিতেছে তাহাতে এক জন হইলেন ও এ বদ্ধু দেখিয়া এদেশের লোকের প্রতি কিন্তু দৌরান্ত হইতেছে এদেশে বড়োআদালতের অবশ্য-কত নাই স্থাপনা হয় নাই আমার বোধ হয় আমাদের আদালতে ছয়মাসের মধ্যে ঐ দুঃখ লোকদিগের পাদদুঃখ ও নোঙার সুখবোধ হইবে। ঐ আদালতের শক্তি ভারতের সম্প্রতি সমূদয় ইংরাজ লোকের উপরি ও মহারাষ্ট্রীয় লোকের মধ্যে নিবাসি এদেশীয় লোকের উপরি হইয়া এবং সাক্ষাৎ বা পরস্পর কোম্পানির কর্মকারী অত্যন্ত বৃত্তের দেশের লোকের কর্মকারী জনের উপরি শক্তি হইল এই নিয়মমধ্যে বিচারকর্তাদিগের দেশের অন্যান্য বস্তুত লোক।
দুইগুলো এই আদালতের অধিকারে আনীতে আরম্ভ করিলেন তাহার। কহিলেন যে যেসকল মনুষ্যেরা
কর্মপ্রদান করিয়া থাকেন তাহার। সকলেই কোষ্ঠানির
কর্মকারীর মধ্যে আছেন অতএব পার্লিয়ামেণ্টের এই
ভূমি ছিল যে তাহার। উত্তমরূপে ঐ আদালতের শক্তি
নির্ধারিত করেন নাই এবং একস্থলে পরলোক নির-
পেক্ষ ও বিরোধী দুই পক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন
তাহার। দুই পক্ষে অবিলম্বে পরলোক বিবাদ উপস্থিত
হইল বড় আদালত স্থাপিত হইবামাত্রে মিজ অধিকার
বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন যে কোন জন তথ্য গিয়া
যদি পৃথকপূর্বক বলিতেন যে সাদ্র্য দুই ইষ্ট কোষ্ঠানি-
শ্চিত এক জমিদার তাহার অধিক আছেন তৎক্ষণাং
তাহার অধিকারের হইত ও ঐ জমিদারকে আনয়ন
করিয়া। কারায়ণ স্থাপন হইত তাহার যদি ঐ জমি-
দার কহিতেন যে তিনি ঐ আদালতের অধিকারে নাই
তবে সক্রাদাই তাহার মোচন হইত কিন্তু তাহার।
তাহার অপমানের মার্জন হইত না। এইরূপ রীতির
কল শীতূ দুম হইল যেসকল পৃহার। ইষ্টপৃথক কর
দিতেন না যখন, জমিদারদিগকে ও ইকারাদারদিগকে
কলিকাতায় আমান হইল তখন, তাহার। কোনমতে
কিছুই দিলেন না। পুণ্যমৃৎসর ঐ আদালতের এই
রূপ আমান প্রায় সকল জিলা প্রেরিত হইয়াছিল।
ইহাতে সর্বত্র অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল সকল পুজার। অতিভয়ানক ও নতুন বিপদে নিমগ্ন হইলেন যেনিয়মদ্বার। তাহাদের কলিকাতায় বিচারার্থে আন- যন্ত হইত তাহ। তাহাদের রীতি বুঝির বহিষ্কৃত ছিল তাহার। তাহার কিছুই জানিতেন না।

রাজস্ব আদায় নিমিত্তে স্থানে যে সময় স্থাপিত ছিল বড় আদায়তে তাহার শক্তি হীন করিয়া তাহাতেও স্বশক্তিবিস্তার করিলেন তৎকালে যদি কোন জমি-দার বহুকালের ভিতর নাইতেন তবে প্রাচীন রীতি-মতে তাহাকে কারাগৃহে স্থাপন হইত বড়আদালতে ঐরূপ নিয়মে পুরুষ হস্তক্ষেপ করিতে আরস্ত করিলেন জমিদারেরা। পুরুষ মতে রূপ থাকিলে তাহাদের বড় আদালতে আবেদন করিতে পরামর্শ দিতেন ও তাহ। হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতি ভুল হইয়া। মোচন করিতেন ঐ আদালতে 'নিবেদনবার। আসে মোচন দেখিয়া জমিদারের সূচনা' কর দিতেন না। এইরূপে রাজস্বের আদায় প্রায় স্থগিত হইল বড়আদালতে ক্রমে, সরকারি সমুদায় কথ্য হস্তক্ষেপ করিলেন তুমি বিবিধায়ের অভিযোগ তথ্য আনিত হইলে বিচার করতো। তদেশীয় ধর্মাধিকরণে সমর্পণ নাকরিয়া ব্যবস্থা নিষেধ করিতেন যদি কোন জমিদার মুক্ত করে নাইতেন তবে তাহার। ভুলী বিরুদ্ধে হইত
তাহাতে কেতাকে ঐ আদালতে আনয়ন হইত ও তাহাতে তাহার সর্বনাশ হইত যদি কোন জমিদার কোন বিষয় কর্ম করিয়া। তাহার কর আদায় করিতেন তাহাতেও নিঃস্ব বাকিরা তাহার নামে অভিযোগ করিলে তাহার অপমান ও অর্থদণ্ড হইত।

এইপারে বড় আদালতে দেশের অনুরাগ হলে কৌজ-দারীবিয়েও সামর্থ্যবিশ্বাস করিলেন কিন্তু রাজ-সভাধর। ঐ বিষয় মুরসিদাকাদের নবাবের হস্তে নিঃখিন ছিল ঐ আদালতের বিচারকর্তা। কহিলেন যে মরিরকউদ্দৌলা কমিঙ নবাব ও এক ভূগর্ভনূৰ্ন তিনি কন্মতে নূপত্তুলা নহেন এবং বড় আদালতের অধিকার সমুদায়রাজ্যে বিস্তৃত আছে অতএব তিনি ইংল্যাণ্ডীয়রাজার ও তাহার নিয়মের বশীভূত নাথাকিলেন ঐ আদালতে তাহার প্রতি আগ্রহ পত্র বাহিরকরা। উচিত বুঝিলেন বিচারকর্তৃকদিগের এই মত ছিল যে এদেশের রাজস্ব ও রাজস্ব আদায় সমুদায় তাহাদের অধীন আছে এবং যেন তাহাদের আক্ষ্য। অমান্য করিবে তাহকে ইংল্যাণ্ডীয়নিয়ন্তায় কর্তিন দণ্ড দিবন তাহার। কহিলেন যে এই আদালত কোম্পানির ভূত্যসর্গের এদেশীয়লোকের প্রতি দৌরান্ত ও অবিচারনির্বাণার্থে হইয়াছে তাহাতে তাহাদের একাধ অধিক শত্রু নাহিলে। কিকুগে
তাহা সম্পন্ন হইতে পারে তাহাদের, মানস ছিল যে 
রাজসভাকে শত্রুবিহীন করিয়া সকলবিষয়ে বড় 
আদালতের শক্তিসম্পন্ন করেন।

ইহা উত্তমরূপে প্রকাশার্থে আমরা এক দেওয়ানী 
বিষয় ও এক ফৌজদারী বিষয় লিখি। পাটনায় এক 
জন ধনী মুসলমান একপত্রী ও এক তুলনাপূর্ব রাখিয়া 
মরিয়াছিলেন এবং অনেকে কহেন যে তিনি ঐ তুলনা- 
পুরুষকে পৌর্ণমিত্র করিয়াছিলেন উত্তরধুঃ ঐ ধন 
লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিলেন পরে তথাকার ধর্মাধিকরণে 
বিষয়ের অভিযোগ হইলে, বিচারকর্তার 
তৎকালীনরীতিতানুসারে কাজিকে ও মুক্তিতে সাঙ্ক্য 
লইয়া মুসলমানের ধর্ম শাস্ত্রানুসারে নিঃসন্দি করিতে 
পাঠাইলেন তাহার। দেখিলেন যে উত্তরধুঃ কাজের 
পত্র কৃত্য তাহার কোন ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারী 
বোধ হইল না। অতএব মুসলমানি ধর্ম শাস্ত্রানুসারে 
ভাগ করিয়া দেওয়া। উচিত রূপে চতুর্থাংশ ঐ বিধź 
বাকে ও অবশিষ্ট ঐ পৌর্ণমিত্রপুত্রের পিতা মৃত- 
ধনীর হতাহত হইলেন। ঐ সা বিধৃত বড় আদালতে পুন- 
বিচারার্থে আবেদন করিল এবং ঐ আদালতের 
অধিকার ছিল না। কিন্তু 'বিচারকর্তার অধিকারমধ্যে 
অনন্যার্থে হইলেন যে নৃত্তমী কোম্পানির কর- 
প্রদ অতএব কোম্পানির কর্ষকরমধ্যে ছিলেন এবং
সমুদায় সরকারি কর্মকারির উপরি তাহাদের অধিকার আছে।

এবং আরো কহিলেন যে ইংরাজিব্যবস্থামতে পাটনার বিচারকর্তাদিগের একপ সামর্থ্য নাইয়ে তাহারা কোনবিষয়ে বিচার করিতে লোক প্রেরণ করেন অতএব এই বিষয় ঘূর্ণৰ শ্রবণ করিতে স্বীর করিলেন পরে। ঐ বিধবার পক্ষে নিপতিত করিয়া তাহাকে তিন লক্ষ মুদা দেওয়াইলেন অধিকাংশ তাহার। ঐ কাজি ও মুক্তি ও ঐ হাতাপুটকে নিরোধ করিতে এক সংরক্ষণ প্রেরণ করিলেন এবং তাহার প্রতি আজ্জি করিলেন যে চারি লক্ষ টাকা প্রতিভ নাপাইলে তাহাদের কমাচ মোচন করিলেন। না কাজি কাছারিহইতে যাইতে ছিলেন এমন সময়ে তাহাকে কারাগৃহে লইয়া যাইল ইহাতে লোকের মনে কিরূপ উদয় হইবে এই বিবেচনায় তথাকার আদালতের বিচারকর্তারা অতিশয় ভীত হইলেন তাহার। দেখিলেন যে রাঙ্গসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে ও যথার্থ বিচারের স্বাধীন হইল অতএব ভাবিতে ত্যাদের নির্বাণার্থে তাহার। কাজির প্রতিভূ হইলেন বড় আদালতের বিচারকর্তারা তদ্বিধীয় আদালতের অন্তর্গত যে সকল লোক ঐ বিষয় বিচার করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকে আটক করিতে নিপাই পাঠিলেন ঐ কাজি অতিশয় ও ঐ আদালতে বক্তকার
বিচার করিয়াছিলেন পরে কলিকাতায় আগমনকালে 
পথিনথে, তাহার প্রাণত্যাগ হইল মৃত্তিকা চারিম বৎসরপর্যন্ত করালয়ে খাঁকা। পার্লিয়ামেন্টের 
নিয়মদ্বার। উদ্দীপ্ত হইলেন তাহাদের এইমাত্র অপরাধ 
হইল যে তাহার। কর্ত্তব্য কর্ম করিয়াছিলেন । ঐ বিচার- 
কর্তব্যা ইহাতেও সত্যই নাহিক। তদ্রুপায়ী আদালতের 
বিচারকর্ত্বর নামে বড় আদালতে অভিযোগ দায়া তাহার ১৫০০০ মুদ্রাদণ্ড করিলেন ঐ ধন কোম্পানির 
কোষহীতা দণ্ড হইল।।

বড় আদালতের বিচারকর্ত্বর খেদিতির দেশের 
কৌজ্যারীকর্ম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার 
এক উদাহরণ পশ্চাৎ লিখিতেছি ঐ আদালতের এক 
জন প্রতিনিধি ঢাকায় বাসকরিতেন ঐ নগরের কৌজ্যারী 
আদালতে একজন পিয়াদার নামে দৌরায়োর 
অভিযোগ হইল পরে তাহাতে দোষ প্রমাণ হওয়াতে 
যে পুর্বতন সে ক্ষতি ধরিয়া নার্দিবে তন্তুধি কারাগৃহে রাখিতে আন্ত হইল পরে তাহাকে বড় আদালতে 
আবদ্দন করিতে পরামর্শ দেওয়াতে সে তাহা করিল 
তাহাতে এক জন বিচারকর্তা। ঐ পিয়াদারের নির্ধারিত 
আসনবিভাগিতে ঐ কৌজ্যারী আদালতের দেওয়া- 
নকে রোধ করিতে আচ্ছা পাঠাইলেন ঐ ইউরোপীয় 
প্রতিনিধি একজন এক্ষেত্রীয় লোককে কৌজ্যারীর
বাঁচিতে পাঠাইলেন কৌজদার আদালতের আমন্ত্রণ ও বক্তৃতাশীল আছেন ইতিমধ্যে এ লোক তথায় প্রবেশ করিয়া। তাহার দেওয়ানকে গুহণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহারা তাহাতে বাধা দেওয়াতে তাহার প্রতি নিকটে প্রত্যাগমন করিতে হইল এই প্রতিনিধি তাহা শুনিয়া নাইলেন। বলপূর্বক এ বাঁটীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন কৌজদার তাহার স্ত্রীদেরকে। যে বাঁটীতে আছেন তাহাতে এইরূপ উপদেশ দেওয়া। ধারোধ করিলেন তাহাতে তুমুলবিবাদ উপস্থিত হইল এই প্রতিনিধির একজন সহচর কৌজদারের পিতার মন্তকে আঘাত করিল এবং তিনি যখন কৌজদারের ভগিনী-পতির পুত্র পিত্র মহিলাকে কিন্তু তাহাতে তাহার পুণ্যনাশ হইল না। হাইদারাবাদ বড়ো আদালতের এক জন বিচারকত্ব। এই বিষয় শুনিয়া ঢাকায় সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া যে তিনি ঐপ্রতিনিধির সহায়তা করেন এবং ঐপ্রতিনিধিকে বিজ্ঞাপন করিতে লিখিলেন যে তাহার একরূপ ব্যবহার বড়ো আদালতের সত্ত্বে হইয়াছে ও ঐ আদালতদ্বারা তাহার উপযুক্ত সহায়তা হইবে। ঢাকায় আদালতে বড়ো হইবেকে লিখিলেন যে অতঃপর সমুদয় কৌজদারী বিচার রোধ হইল
এবং এইস্কুল উপদেশের পরে আর কোন এদেশীয় আমলার স্বকায়্য করিবেন না।

বড়মাহেব ও অন্যান্য তৎসমভাগেরা দেখিলেন যে বড়moz আদালতবাদী রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন বাধা দিতে সাহস হয় না কারণ বিচার-কর্তারা বলেন যে তাহারা রাজ্যের নিয়োজিতককোম্পানির রাজ্যের সমূদায় আমল অপেক্ষা পুরাতন শক্তি-মান এবং তাহাদের আচরণ না মানিলে দণ্ডভয় দেখা-ইতেছেন কিন্তু অতঃপর এমত এক বিষয় উপস্থিত হইল যে তাহাতে উভয়পক্ষের বিবাদের শেষ হইল।

১৭৭৯ সালের ১৩ আগষ্ট কাশীবাড়ির রাজ্যের সাথে তাহার কলিকাতার পুলিসের কাশীনাথ মাতুচক্রার এক অভিযোগ অর্থনীতি হইল ঐ রাজ্যের অধিবাসীর তন লক্ষ্যের পুস্তিভূ পার্থন। হইল ঐ অধিবাসীর নিয়োজিতককোম্পানির পত্র থেকে তিনি পালায়ন করিলেন তাহাতে ঐ পত্র নিষ্কল হইয়া ফিরিয়া আসিল পরে তাহার স্বাবর জন্ম সমূদায় সম্পত্তি অটক করিতে অপরপরে প্রেরিত হইল তথাকার দণ্ডনায়ক একপ করিতে যষ্টি পদাতিক ও এক সার্বজন পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজ্যের রাজসভায় নিবেদন করিলেন যে তাহার আমিল তাহার ভূতাত্ত্বিক আচরণ করিয়াছে তাহার গুরুভঙ্গ করিয়াছে অন্তঃপুরে এবেশ করি-
মাছে সমুদ্রায় ধন লুট করিয়াছে দেবমন্দির অগবিন্ধ করিয়াছে ও বিগুরুহৃদেতে অলঙ্কার হরণ করিয়াছে রাজস্ম আদায় নিবারণ করিয়াছে এবং প্রহ্লাদের ভবিষ্যৎকর দিতে নিষেধ করিয়াছে অতঃপর বড়- আহেব সত্কর হইতে প্রতিত্তা করিলেন কারণ যদি এক্ষণ দেখিয়া কিছুই না বলেন তবে অবশ্যই রাজ- ত্বের শেষ হইবে তিনি রাজাকে ঐ আদালতের শক্তি মানিতে নিষেধ করিলেন এবং তথাকার সেনাপতির প্রতি ঐ দশুনায়কের লোকদিগকে রোধ করিতে আদ্ধ করিলেন। রাজার গূহ লুট ও ঐ সকল উপদৃহ সমান হইলে ঐ আদ্ধ যাইল কিন্তু যাইবারাত্রে তৎ- পক্ষীয় সমুদায় লোক রূপ হইল এইকালে বড়সাহেব সমুদায় জমিদার ও তালুকদার এবং চৌহারিদিগের নিকটে আদ্ধ পাঠাইলেন যে যাবৎ তাহারা ব্রিটেন- দেশীয় প্রজা না হয়েন অথবা কোন বিশেষায়নে বন্ধ না হয়েন তাবৎ কদাচ ঐ আদালতের শক্তি মানিবেন না এবং প্রদেশীয় সেনাপতির প্রতি ঐ আদালতের সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন।

বড় আদালতের বিচারকর্তার ঐ সার্জন এবং তাহার সকলের অন্তেহ শুলিবাদেতে কলিকায়াস্থিত কোম্পানির নিয়োগকৃতার প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে লাগিলেন ও সাহারণকারালয়ে তাহাকে রূপহ করিলেন।
পরে কাশীনাথবাবুর অভিযোগে আমলাদিগের আসে-ধাক্কার বদ্ধ হেতু বড়ো সাহেবকে তাহার সত্তার্থনালকের সহিত আহ্বান করিলেন কিন্তু হস্তিনাস সাহেব একে-বারে উত্তর করিলেন যে তিনি কিছু তাহার সহচরেরা। বিচারকর্তাদিগের সহকারী বিবিধতিকে নিয়মানুসারে আঞ্চল গুলি বলে মা ১৭৮০ শালের মার্চ মাসে একবার ঘটনা হইল ও কলিকাতাসাবি বিন্দুনেদেশীয়ারা এবং বড়ো সাহেব সত্তার্থনালকের সহিত পার্লিয়ামেন্টে ঐ আদালতের দৌরান্ন মোচন প্রথম করিলেন তথায় এবিষয়ে উত্তর দিতে পারে এক নূতন নিয়ম হইল তাহাতে ঐ আদালতের বাঁধুতা সমূদায়দেশের অধিকার লুট হইল।

এই নূতন নিয়মের অন্ত্বর আর্সাবার পূর্বে হস্তিনস-সাহেবের বিচারকর্তাদিগের মুখে আহ্বান দিয়া বড়ো আদালতের সাহসুন করিয়াছিলেন তিনি প্রধান বিচার-কর্তা। সরাইলিজা ইম্পিকে পঞ্চসহস্র মুদ্রা মার্কিনের অধিক দিয়া সদরের যাত্রী আদালত প্রধান বিচারকর্তা করিলেন এবং ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধে চুংড়া ইংরোজদিগের হস্তগত হইয়াছিল তথায় একজন কুলি বিচারকর্তাকে নূতন পদ করিয়াছিলেন অতঃপর কিয়ৎকালের মধ্যে বড়ো আদালতের আপত্তি গুলা যায়। এইসময়ে হস্তিনস সাহেব নানা স্থানে আদালতের
উন্নতি করিলেন তিনি নানাস্থানে দেওয়ানীবিষয়ের বিচারার্থে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন এবং যেসকল প্রদেশীয় আদালত পূর্বে ছিল তাহদের কেবল রাজস্ববিষয়ে নির্ভর করিতে আহ্তা করিলেন।

এ প্রধান বিচারকর্তা।” সদরদেওয়ানী আদালতের থাকিয়া দেকার সমুদ্রদেওয়ানী আদালতের উপ- দেশার্থে কিয়া বিধি করণা করিলেন অবশেষে ঐ বিধি সমুদায়ে নবি সংখ্যক হইল এবং তাহার লাভকরণালিসের দেওয়ানী ব্যবস্থাগুণের মূল হইল।

সরইলিজাইম্পিকের ঐক্যে নিয়োগসম্যান ইঙ্গল্যান্ডে মাইন কোর্ট অ্যাবভিরক্তরের। ইহা। অতিশয় অপ- রাধ বোধ করিলেন তাহার। বুঝিলেন যে হইতে সাহেবের কেবল বিরোধভঙ্গজনিতে এক্ষণে করিয়াছেন কিন্তু ইহা। অবৈধ হইয়াছিল ঐ রাজে। সরইলিজাইম্পিকের আশ্যান করিয়া। তাহার ঐ কম্প্রুড়ণজনিতে অভিযোগ হইল তাহার বিচারার্থে সরলিজাইম্পিকের সাহেবের নিয়ুক্ত হইলেন যিনি পরে লাভমিল্টনামে ভারতবর্ষের বড়ভাগের হইয়াছিলেন।

১৮০০ শের দুই জানুয়ারির কলিকাতাতে নতুন সমাদপত্র হইল ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে তাহা কদাচ পুনরুজ্জব নাই।

অতঃপর চারিবৎ সরসর্পর্য্যস্ত হইতে সাহেব বাজা-
লার কর্ণে পুন বিরত থাকিয়া বারাণসী ও অযোধ্যার কর্মনির্বাহ করিয়াছিলেন এবং নাইসর্দেশীয় রাজা হাইদরালির সহিত যুদ্ধ ও ভারতবর্ষীয় সমুদায় দেশে সঞ্চি করিয়াছিলেন তাহার পশ্চিম দেশীয় ব্যবস্থাসম্পন্ন কোর্ট আবির্ভিন্ন করিয়াছিলেন ও পার্লিয়ামেন্ট-সভাপতিরূপে উভয়েই মিলিত। করিয়াছিলেন এবং হোসেন-আবকামানসহ ও প্রস্তাব হইয়াছিল যে তিনি ইংলণ্ডের সম্রাট ও উপকারের প্রাতিকল্প করিয়াছেন অতএব তাহাকে রদেশে আম্বানি উচিত হয় কিন্তু সকলের সমর্থনে তাহা হন্তোয়াতে তিনি স্বপনে রহিলেন ১৭৮৪ শালের শেষে অযোধ্যায় পুনর্যাতাকরিয়া। ১৭৮৫ শালের পুরোনে কলিকাতাতে পুনর্যাতাকরিয়া করিলেন পরে মেক্সিকোর সাহেবের হস্তে ধনাগার ও ফোর্ট ওলিয়াম রাজ্য “সম্পর্ক করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া জুনমাসে তথ্যের উপস্থিত হইলেন।" 

১৭৮৪ শালে ঐদেশের পরমোপকারিক ক্রেবিল্পুর সাহেব লোকসান্তর গমন করিলেন তিনি অতি বাল্যকালে সভ্য কর্ম লইয়া। ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন আগমন সাতে ভূগলপুর জিলার কর্ণে নিযুক্ত হইলেন পরে ঐ স্থানের দক্ষিণ অঞ্চলে পর্যটন শ্রেণীতে যেসকল বন্য অসভ্য জাতির বাসস্থল তাহাদের পুষ্পীপুত্র-পূর্তিকরি-
লোকের। অতিশয় দৌরায় কয়লাতে তিনি তাহাদের
উন্নিতি নিষিদ্ধে মনোনিবেশ করিয়া শক্তিনূসারে তাহাদের সূচী করিতে সর্বতো ভাবে যত্নকরিলেন এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধ হইলেন তাহার ব্যবস্থা দ্বারা দেশের শ্রী অবিনয়ে কিরিল যেসকল লোকেরা অপকারিদিগের লূট করিত তাহাদের নির্বিরোধ চরিত্র হইল কিন্তু ঐ দেশে উত্তম কৃষিকর্ম নাথাকাতে অতি শয়ন পীড়া। হইত তাহাতে ক্রেকিলওয়ের শরীর পীড়িত হওয়াতে তাহাকে সমুদ্রে যাত্রা করিতে হইল ও তথ্য উন্নতির বৎসর বয়সে তাহার প্রাণত্যাগ হইল কোর্ট অবভিরুক্ত রে। তাহার গুণে বাধা হইয়া তাহার আর গার্থে এক স্তূপ নির্মাণ করিতে আহরি করিলেন এবং যেসকল পবিত্রীয় দরিদ্রলোকের তিনি সভ্যত। করিয়া ছিলেন তাহার। তাহার গুণের আর গার্থে এক স্তূপ নির্মাণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল ইউরোপীয় ব্যক্তির আর গার্থে এদেশীয় লোকের। কেবল ঐ স্তূপ মাত্র করিয়াছেন।

১৭৮৩ সালে সরউলিয়াম জোনস বড়ো আদালতের বিচারকর্তা। হইয়া এদেশে আসিলেন তিনি যদেহে অতি পাত্রতরমের খ্যাত ছিলেন তাহার ভারতবর্ষের আগমনের প্রধান হেতু, এই ছিল যে তিনি এদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস ধর্ম ও রীতি অনুসন্ধান করিতে পারিলেন অতএব আগমনমাত্রে তিনি সংক্ষুত অভ্যাস
করিতে আরসন করিলেন কিন্তু তাহার পশ্চিমপার্শ্বে দুর্ভট হইল কারণ রাজকরে। তাহাদের ধর্ম্মভাষা ও ধর্ম্মগুলি অপবিত্রলোকদিগের জানাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন পরে বহুব্যথা এক উহম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পঞ্জ- ধর্ম টাক। মানিক বেভলে তাহাকে ভাষা অধ্যাপন করিতে সম্ভত হইলেন জোন্সসাহেবের সংস্কৃতের এমন ব্যবস্থা হইলে যে তিনি মনুকণ্ঠিত ইংরাজি করিলেন তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বীর্য ভাষা ও রাজকীয় বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ ১৭৮৪ সালে এসি- য়াটিকসেক্সাইটিনামে সভা কলিকাতায় স্থাপন করিলেন যেসকল রাজিদের ঐ অনুসন্ধানে অনুরাগ ছিল তাহার। এককে তাহার সহযোগ করিলেন এবং তাহাদের অনুসন্ধানদার। এবিষয়ে প্রথমতই ইউরো- পৌর সকল লোকের মানস হইল হৃদিপ্রসাদ সাহেবের ঐ সহার অভিষেক উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া। ক্রমে সর্ব- প্রধান হইয়াছিলেন যেসকল ইংরাজের। ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাহাদের সকল অনুপ্রাণ। সরোবরিয়ম জোন্স অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অদ্যাপি এদেশীয় উভয় পশ্চিমের তাহার নামে অভিষেক মহাশয়। করিয়া থাকেন তিনি এদেশে দশবৎসর থাকিয়া উনপঞ্চ- শৎ বর্ষবয়সে মরিলেন।

হৃদিপ্রসাদ সাহেব ইংল্যাণ্ডে যাইতেন তাই ডাক্টরের।
প্রকাশিতবাকে, তাহার চরিত্রের গ্রাহ্যতা প্রকাশ করিলেন তাহার ভারতবর্ষীয় অনেকক্ষেপে নিশ্চিত ছিল কিন্তু ইহা। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে তিনি সুবুদ্ধি ও দৃঢ়তাপূর্বক কর্ম করিয়াছিলেন এবং ক্রাইবসাহেব এই সামুদায় জয় করেন তিনি ইহার দৃঢ়তা করেন। তাহার আধিকারিকভাবে গঙ্গাপোরিবিন্সিংহ কান্দুবরুন ও দেবীসিংহ এই তিনজনের প্রধান শক্তি ছিল ও তাহার বিপুলধর্ম সংগৃহ করিয়াছিলেন এই তিন জনের মধ্যে দেবীসিংহ অতিদুঃখিত চরিত্র ছিলেন। তিনি জনিত দুরাস্থার সর্ব্বত্র বিশেষত দিনাজপুরের প্রদেশে ক্রুঠাব্য বহির্ভার যেজন পূর্বে গুরুন নাই তাহার স্বাধীনভাবে অবশ্যই ভূঞ্জন বেঞ্চ হয় ইঞ্জেনে এইসকল বিষয়ে হইতেীসাহেবের নিশ্চয় হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকের উজ্জ্বলরূপে জানিয়া যে প্রভুর আচার ও ভূত্যদিগের দৌরাখ্যের মধ্যে কিপর্ক্স্ক্তভিত্তি ছিল তাহার রাজত্বের প্রথমার্জন বৎসর রাজসভা প্রতিষ্ঠা শক্তিীনামে তাহার অপনান ও সন্ত্রাং করিয়া ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে বড় আদানপ্রদান তাহার শক্তিীনামে উুহিলু
হইয়াছিল কিন্তঃ তিনি উদারতাপূর্বক কহিলেন যে তিনি স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন না কারণ সে অতি কঠিন ব্যাপার ছিল তাহার এমত সাহস ও শক্তি ছিল যে অত্যন্ত বিপদেও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিত না। রাজত্বের শেষাবস্থায় তিনি হাইডর আলির সহিত যুদ্ধে নিবিষ্ট হওয়াতে সমুদায় রাজস্ব বয় হইল তিনি পুনঃ ২ ধনাভাবে ক্রেশ পাইতেন কিন্তু ধনপ্রাপ্তিতে কখনো আশ্চর্য উপায় করিয়াছিলেন অতএব তিনি সর্বাঙ্গে মহাত্মা ছিলেন এদেশীয় লোকেরা তাহার অতিশয় সম্মান করিয়া থাকিয়া এবং অদ্যাপি সম্ভাবনার্থে দয়াপূর্বক ওয়ারেন হইতে সাহেবের নামাক্রান্ত করিতে শিক্ষিত থাকিয়া।

১৭৮৩ শালে কোম্পানির রাজকীয়ব্যাপারে পার্লিয়ামেন্টের দৃষ্টিগোচর হইল এবং প্রধানমন্ত্রী ফাকস সাহেব ভারতবর্ষীয় রাজত্ববিষয়ে এক নূতন রীতি প্রস্তাব করিলেন যদি সেরীতি চলিত হইত তবে এতদ্দেশে কোম্পানির বিহ্স হইত। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজ তাহাতে বিমূঢ় হইলেন ও ফাকস সাহেব পদচার হইলেন তাহার পরিবর্তে উলিয়ান পিট্স সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইলেন তৎকালে তাহার বর্ণচক্রবর্তী শাতি-বর্ষমাত্র ছিল কিন্তু তিনি অমাত্যত্ব প্রদান উভয় বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি এতদেশীয় রাজ্য নির্ভার হইতে এক নূতন
রীতির প্রস্তাব করিলেন তাহা বয়ঃ রাজার ও পার্ল-মেন্টের উভয়েরি গুরুহ হইল ইহার পূর্বে কোট্টাব্‌-বিরক্টেরা। রাজমন্ত্রির আজ্ঞাবিনিমূখে এদেশ শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৮৪ সালে পিট্সারহের নিয়মপত্তায়। ভারতবর্ষঘৰ্ম্ম রাজকীয় ব্যাপারে দৃষ্টি পাত করিয়াছেন। বোর্ড অফ কমিশনর, অথবা কার্ট্রিচ নামে কতিপয় কর্মকারকের একসমাজ স্থাপিত হইল ঐ সমাজাধিপতির। রাজান্ধরা নিযুক্ত হইলেন এবং কোম্পানির বাণিজ্যিক ভারতবর্ষঘৰ্ম্ম সকল কর্মে তাহাদের হৃদ্ধারণ করিয়া দৃঢ়তা রহিল অতঃপর ইংল্যাণ্ডে এদেশীয় রাজত্বের নির্বাহ রাজস্বরূপ ও কোম্পানি উভয়দিগ। হইতে আরম্ভ হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়

হৃষ্টিসেহরের সারণী মেকিনসন সাহেবের হস্তে রাজত্ব নিঃক্ষুপ করিয়াছিলেন কোট্টা আবিষ্কারকের। তাহার গুহুগমন সমস্ত পাইয়া লার্ডকর্নওয়ালিসকে শাসনকর্তা সেনাপতিত্ত ও আজ্ঞাদায়কত্ব এই মিলিত তিনি করিলেন তিনি অতিৰিক্তন ত্রা- বঃশীর্য এবং ধর্মবান ও সূবৃদ্ধ ছিলেন তিনি নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার সরকারিকর্ম করিয়া সকল বিষয়ে বিদ্যাহীন ছিলেন তিনি ১৭৮৩ সালে ভারতবর্ষে উপ- প্রতিষ্ঠ হইলেন পরে। যে সকল ক্রিয়াকার। হৃষ্টিসেহর-
হেরের রাজত দুর্লভ হইয়াছিল তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্র ও প্রধানশক্তিবাহ। তাহার একবারে শেষ হইল তিনি সপ্তবৎসর পূর্বে সূন্দরিয়া করিলেন মাইসর দেশের অধিপতি হাইদরা আংলির পুত্র টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া। তাহার দর্শন সর্বমাত্র করিলেন এবং তাহাকে নিজ রাজ্যের অধিকাংশ ও যুদ্ধের ব্যবহার ইংরাজের দিয়া সন্ধি করিতে হইল।

ইংলণ্ডে হস্তিস্মৃতি হেরের প্রতি লোকের হিংসা ক্রমে পুরুষ। হইল পরে ১৭৮৮ সালের ১৩ ফিব্রুয়ারি হোসাইন হোসাইন আলাবর্দিসের নিকটে তাহার অপরাধ ও দুঃখশিশু নিহিতে অধিনায়ক করিলেন অসারায়ণ পুলিস পূর্বক তাহার বিচার আরম্ভ হইল তাহাতে রাজকীয় পরিবার সমুদায় কুলীন কুলীন।

ও ইংলণ্ডে স্থানীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের। তাহার দোষ দর্শন করিয়াঃ ঐ সমুদায় সভায় উপস্থিত হইলেন তাহার চরিত্রের যেকোন বাচনেণ হইল ইহার পূর্বে রাজকীয় সমুদায় ব্যক্তির কদাচ যেকোন হয় নাই নানাপুকুরে। তাহার বিচারে সাতবৎসর বিলম্ব হইল পরে ১৭৩৫ সালের ২৩ আপ্রিল হোসাইন আলাবর্দিসের পুত্র সকলেই তাহার প্রতি যে দোষের অভিযোগ হইয়াছিল তাহার মোচন করিলেন।

বাঙ্গালা ও বেহার দেশের ভূমি রাজস্বের চিত্রনাট

[ ৩০০ ]
চুক্তি করাতে ভারতবর্ষে কর্ণওয়ালিসের নাম চিরক্ষরণীয় আছে সবর্বূর্ধ। রাজস্থান আদায়ের পরিবর্ত হওয়াতে কোনো আর্ব ডিএলেক্টরের দেশের অপকার বোধ করিলেন তাহার। বুঝিলেন যে দেওয়ালী পুকুর্প্তি অবধি পায়ত্রিশৎ বৎসর অতীত ইহল অতএব ইউরোপীয় আমলার। ভূমিভিক্ষা বিশেষ বুদ্ধিমান অবগত হইয়া থাকিলেন তাহার। বহুপুকুর বিভক্ত করিলেন যে এক্ষণে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথার্থ রাজস্থান আদায় হইতে পারে এবং তাহা হইলে পুজ্জাদিগের পক্ষে ও রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল হুয় অতএব চিরকালের নিমিত্তে রাজস্থানের নির্ধারণ করিতে তাহার। নিতান্ত ইচ্ছাকে ছিলেন কিন্তু ল্যাঙ্কাস্ট্রান্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে এবিষেয়ে রাজস্থান যথেষ্টক্ষণ নাই অতএব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত পুরুষের রীতিচালনের বর্তমান রাজস্থানের চুক্তি করিলেন এবং তৎকালে কর্মাদালীগুরুদিগের পুরুষের কর্তিকাপ পুরুষ পাঠাইলেন যে তাহাদের উত্তরদান। ভূমিভিক্ষা রাজস্থানের উত্তরদান হইতে পারে তাহার। যেহে নিবেদন পাঠাইলেন তাহার সম্পূর্ণ ছিল না কারণ উত্তর কেবল এদেশীয় আমলাদিগদ্বয় লিখিত হইয়াছিল ঐ আমলার। এবিষেয়ে বিলক্ষণ দৃশ্যকর করিলেন ঐ সকল সম্বন্ধ যদ্ধপূর্ণ অসম্পূর্ণ ছিল তথা পায়ত্রিশৎ বৎসরে তদ-পেক্ষ। উত্তর পাওয়া যাইত না। অতএব দশবৎসরের
নিম্নে চুক্তি হইল এবং ঘোষণা হইল যে যদি কোটি আবাদিক্ষেত্রের ইহা পুরন করেন তবে ঐকাল চির-স্থায়ি হইবে জান যোগ নামক একজন কোম্পানির সভাযূত মধ্যে অতি পুরন রাজসভায় বিশেষ বৃদ্ধি লিখিতে নিযুক্ত হইলেন ঐ বিষয় তিনি যত্ন পুরকে অভ্যাস করিয়াছিলেন তিনি চিরক্ষণ চুক্তির পুলায় করিয়া স্বর্ণ বাধা পাইয়াছিলেন তথাপি উহা করিতে রাজসভায় অনিবার্তনীয় সাহায্য দিয়াছিলেন ঐ দশ বার্ষিক নিষ্পত্তি ইহানি নিদিষ্ট ছিল যে যেকল জনিদারের এখনো কেবল রাজস্ব আদায়-মাত্র করিতেন তাহাদের অতঃপর ভূমির স্বাধীন বোধ-হইবে ও তাহাদের সহিত করের চুক্তি হইবে যে সকল গ্রাহীর রাজস্বের খাতা এদেশীয় আমলার নষ্ট করিতে পারেন নাই সেকল অনেক করাতে অতীত-কালের রাজস্বের গড়িগিলে রাজস্বের স্থিরতা হইল ঐনামে মধ্যস্থ ও মধ্যস্তের রাজস্ব আদায় নিষ্পত্তি হইল অতঃপর জনিদারদের এবিষয়ে ব্যায়ের অন্ত্র হইল রাজসভায় আরো কহিলেন যে নিকষ ভূমির সহিত এচুক্তির কোন সম্পদ রহিল না। ঐ সকল ভূমির বিষয়ে তাহারা আদালতে নিচার করিয়া যাহার যথার্থ বুঝিতে তাহার ব্যাঘাত করিয়া। ঐ ভূমি গুহণ করিবেন এই সম্ভায়
প্রস্তাব কোর্টের কর্তৃক লিখিত হইবামাত্রে তাহার অবিলম্বে গুহুক করিয়া। ঐবিষয় চরিত্র করিতে লার্ডকর্পালিসে লিখিলেন ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ বাঙ্গালাও বেহার দেশের রাজস্বের নির্দেশনা চরিত্র করিতে যেখানে হইলে তাহাতে বাঙ্গালাও বেহারদেশে ৩১০৮-৯৫৫০ মুদ্রা। এবং বরাণসীতে ৪০০০৬১৫ মুদ্রা। বার্ষিক কর স্থান হইলে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে চরিত্র চুক্তিদার। বাঙ্গালার মঙ্গল হইয়াছে যদি পুর্বের পুনঃ২ রাজস্বের পরি-বর্ত হইত তবে দেশের এমত উত্তম অবস্থা কদাচ হইতে না। কিন্তু ইহাতে দুই দোমু হইয়াছিল পুর্বের 'ভূমি সকল ও তাহার মূলা উত্তমকাপে নাগানাতে কোন২ স্থানের অতি অধিক ও কোন২ স্থানের অতি অপ্রক কর ধার্য হইয়াছিল দ্বিতীয় ক্ষুদ্রদের রক্ষার্থে কোন উপায় হয় নাই এতদেশীয় যেসকল রাজস্ব আদায় কারিবক্ষির জমিদারের পদার্থেমক হইলেন কৃষক দিগের মধ্যে অনেকের তরপক্ষা অধিক কর্না ছিল।

বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ১৭৯৩ সালে অপর অর্থ-নীয় বাণী ব্রিটেনদেশীয় রাজস্বের রাজনিয়ম বাঙ্গালায় এ সালে পুথমে হয় ক্রেতে যেসকল নিয়ম হইয়াছিল লার্ডকর্পালিস তাহা সংগুহ করিয়া। অনেক পুকার নূতন নিয়মের সহিত একত্র করিয়া। একগুলু
পুকাশ করিলেন ঐগুস্ত তাবি সকলনিয়মের নূনিভূত হইল ১৭৯৩ শালের ঐযাবৎ নিয়ম কঠিনতাবর্জিত ও অতিবিক্ষতাপূর্বক হইয়াছিল এবং তাহাতে বড়গৃহেরপরিসর সকলের অতিশয় অশ্রদ্ধা হইল ঐনিয়ম সকল এদেশীয় 'ভাবায় অনুবাদিত হইয়া দেশের সর্বত্র প্রেরিত হইল সম্পূর্ণতাকার এদেশীয় লোকেরা। 'অবশিষ্টনিয়মে অজ্ঞ থাকিলেও ১৭৯৩ শালের ঐ নিয়ম ঢাকাপুি এমত অভ্যস্ত রাখিয়াছেন যে ইচ্ছাক্রমে তাহার পুনর্গত দেখাইতে পারেন ঐনিয়ম ফরষ্টরসাহেব বাঙ্গালা 'ভাবায় অনুবাদিত করিলেন তিনি তৎকালে সর্বাংশে উত্তম ব্যাঙ্গালা জানিতেন তিনি কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গালাভাষায় অতিথাপন যথামত করেন উত্তম বিদ্বান এন, বি, ওড়ুম্মৈর সাহেব ঐ নিয়মগঞ্জ পার্সীক ভাবায় অনুবাদিকের এবিযরে উক্তান্তে যে তাহার ঐ নির্মিতি দ্বারা রাজসভাগতির এমত সমষ্টি হইয়াছিল যে তাহাকে দেশসহস্রমুখ পারিতোষিক দিলেন ঐ নিয়মগঞ্জ ধর্মাংশিকে যে রীতি হইল তাহা এদেশীয় লোকের দেওয়ানী আদালতে পদবৃদ্ধির পূর্বে সম্পর্কে চর্চা চিরস্থবর্জন্য ছিল লাল্ট কর্নওয়ালিস দেওয়ানী আদালতে কমেঃ। বিচারার্থে পাঁচ থাক করিলেন যথা মূনসেফ এরণ সদর আশীর্বাদ ও রেজিষ্টার ও
জিলার বিচারকর্তা ইহাদের সর্বপরি আটু জিলায় একূ ধর্মার্থিকরণ এবং ভারতবর্ষমধ্যে সর্দর দেওয়াল আদালত সর্বশেষ হইল কর্ণওয়ালিস উৎকোচ নোনিনিরন্ধর কেম্পানির সম্ভবত্তাদিগের বেল্লন বৃদ্ধি করিলেন কিন্তু তৎকালে একশ্ীলত্ত্বত্ত্বদিগের বেল্লন অতি অগ্রগতি হইল ইউরোপিয় আমলার অধি- রুপদে কিছু শত মুদ্রা। মাসিক পাইলেন অতীস করিয়া হইল এদেশীয় লোকের পুর্বে অতি উদ্ধৃত বেল্লন ছিল যেমন কৌজাদারের। বর্ষা ধর্ষণ কিংবা সগতি সহস্রা মুদ্রা পাইলেন এবং দশের নায়েবদোয়ানের বর্ষা নিশ্চিত করা রুপদে বেল্লন ছিল কিন্তু ১৭৯৪ সালে প্রধানপন্থিত এদেশীয় লোকের মাসিক বেল্লন শত মুদ্রার অধিক রহিল না বা যাহা দ্বিতীয় তথাপি নতুন কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা। দশের সর্বত্র প্রিয় বোধ হইল তিনিই কেবল রাজসভার মূর্ত্ত। করিলেন ও চির- প্রণয়ান্তরের একদিন লোকের অনেকের সিদ্ধি করিলেন প্রাঙ্গার। যে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সে তাহার দয়াও বুদ্ধির উপযুক্ত বের কোন্টাইন- দিরেক্টরের। তাহার গুলি বোধ প্রকাশের ইংল্যাঙ্গল ভারতবর্ষ হুইল ঘটু যে বাণী আছে তাহার তাহার প্রতি মুন্ত্রিসমূহ করিতে আঙ্ক করিলেন এবং তিনি বোধ ভারতবর্ষ হুইল যাঙ্গ করিলেন তদবধি
বিপ্লবিত সর্পর্শিত তাহাকে ৫০০০০ মুদ্রা বার্ষিক
বৃত্তি দিয়াছিলেন।

২৮ অক্টোবর সর্জনায়ক বড়সাহেবের কর্মে
প্রবৃত্ত হইলেন তিনি বাল্যকালে ভারতবর্ষে সভ্য
-কৃম্মের আসিয়া। অবিলম্বে উত্তরবাঙ্গা ও বিবেচনাহীনভাবে
খ্যাত হইলেন তিনি দশবার্ষিক চুক্তিকালে এদেশের রাজস্ববিষয়ে এই সচিবদিত বৃত্তাত্ত্ব লিখিয়াছিলেন পরে ইংলণ্ডের পুরুষ মন্ত্রী পিটসাহেবের সম্মুখে ঐ
লিখন পেশিত হওয়াতে তিনি লেখকের বুদ্ধিমত্তাও
পারস্তান্ত্র এমন চন্তকৃত হইলেন যে কোই-
আবির্ভাবের সভায় হইতে আমাদান করিয়া
তথ্য লাভকরণওয়ালিসের অন্তর্যামায় যোগসাহেবকে
তথ্য নিযুক্ত করিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণে
ঊঁ তাহাকে বেরোনেট উপাধিদাতারা সভাকৃত করিলেন তাহার পদপ্রাপ্তির পরবর্তী ঐ অপক্ষপাতি
বিচারকৃত। এবং পুপিত পশ্চাতে সরুটলিয়ন্ডোন্স
সভার সভ্যত্ব বয়সে পুণ্ডত্যাগ করিলেন তিনি
সর্জনায়কের পরমানন্দী ছিলেন অতএব যোগসাহেব
তাহার জীবনের বৃত্তাত্ত্ব সংগৃহ করিলেন।

১৭৯৫ সালের বাব মস্তারিকুড়েলাম। মরিল। তাহার
পুত্র নাকির উল্লেখিত পিতৃপদ পুনর্দুলিলেন কিন্তু
তৎকালে মুররসিদাবাদের নবাবনিয়োগ অতি সামান্য।
কন্যায় ছিল অতএব এই বিলাসে যে তাহার পিতার
যেমন ছিল তাহ। তাহার রহিল। সরসনের বর লাহার
টেনমোরথনামে পঞ্চবৎসর পর্যাপ্ত নির্বিভাদে ভারত
বর্ষ শাসন করিয়া। সপ্তদশ পতিত্যাগ করিতে পারিনা
করিলেন ঐ কাল মধ্যে লিখনাপোষক কোন ব্যাপার
ঘটে নাই তাহার রাজত্বের শেষার্থায় বিপদ উপস্থিত হইল এবং তাহার সৈনীয়। অসন্তোষের চিহ্ন
দেখাইতে লাগিল মাইসরদের রাজা টিপু সুলতান
ফরাসিদের সহিত তৎকালে একমত করিলেন ফরা-
সিদের তৎকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ হইতে ছিল
সুলতান নিজসাহায্যত্বে তাহাদের সৈন্য পার্থনা
করিলেন ইংরাজের। শেষার্থে তাহার দর্প খর্ব করি-
য়াছিলেন তাহার তাহার বিলক্ষণ ভরণ ছিল এবং পুত্র
হিংসা করিতে ক্রোধে দশপায় ছিলেন এবং ফরাসিদের
সাহায্যতার। ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদের
dুরীকরণের আশা করিয়াছিলেন কোন আবারিয়েক্ট-
রের। এই সকল অবস্থা। অবগত হইয়া একজন সুবুদ্ধ
বর্ণসাহেব পাঠাইতে স্থির করিলেন তাহার লার্ড-
kর্ণোয়ালিসকে পুনরায় রাজ্যভার লইতে বিনয়চুক্ত
নিবেদন করিলেন তাহার তিনিও সম্মত হইলেন
kিন্তু তাহার আগমনের উদ্যোগকালে তিনি আইর
লণ্ডনের বড়সাহেব হইলেন॥
ডাইরেক্টরেরা তৎক্ষণাত লার্নমরিংটনের সাহেবকে ঐ উক্তপদপ্রদান করিলেন তাহার নাম, পরে নারকুরিস ওয়ালাস্নি হইলালাভ করণ ওয়ালিসের সুতাহার নিকটে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশিক্ষায় সতত রত ছিলেন তিনি ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মে কলিকাতায় আসিয়ন তাহার ঐ বিপৎকালের উপযুক্ত ভবিষ্যদ্ব্যাখ্যা শক্তি ও স্বর্ণপ্রতিবিঃপ্তিত করিলে ছিল তিনি ভারতবর্ষীয় কর্ষে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এই মহারাজাদ্বয়ের যে সকল বিপদের সত্যাবল ছিল তাহার অদৃশ্য হইল এবং সকললোকের মনে বিশ্বাস হইল তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিলেন তখন কোম্পানির প্রতি লোকের এমত অবিশ্বাস ছিল যে কোম্পানির কাগজের বার্ষিক বৃত্তি শতকারা বারটাকা থাকিলেও তাহার বিক্রয়কালে শতকারা চারটাকা। ক্ষতি হইত আর সৈন্যরা অতি দুর্বল ও অনাগ্রহ হইয়াছিল এবং উহার সিদ্ধি যারা ও দক্ষতে টিপুর। ভয়প্রদর্শন করাইতেছিল ও করার ক্রমে ভারতবর্ষে শক্তি প্রাপ্ত হইতে ছিল তিনি অতিশীঘ্র সৈন্যদের সুনিশ্চিত করিলেন করার স্বত্বের যে সন্তুষ্টিরা হইয়াছিল বিপুল সৈন্য রাখিয়াছিল তাহার দুর্বল করিল। তাহার দের সাধ্যতা সৈন্যদের ছিল ভিন্ন করিলেন এবং
তৎপরিবর্তে তথ্যের একমুক্ত ইংরেজি সৈন্য স্থাপিত করিলেন পরে টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন কারণ তিনি সকল শত্রু অপেক্ষা পরিপক্ক হইয়াছিলেন কিন্তু মাদ্রাজের সভাপতিরা তাহার বাঙালির সহায্য নাকরিয়া বিপরীত হওয়াতে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ তথ্যযাইলেন এবং তাহাদের দুরালাহঁর দমন করিয়া সমুদায় কার্যভার স্বল্প লইলেন পরে শীঘ্র এক প্রস্তর হইল। পুনরুৎসর হইল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭ মার্চ টিপুর সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল তাহাদের গতি এমন তরাপূর্বক হইয়াছিল যে ৪ মে টিপুর রাজধানী শূর্মূদাপাটাম ইংরাজদের হস্তগত হইল টিপু স্বয়ং যুদ্ধে নার। পতিতা ছিলেন অতএব এইরূপে হাইড পরিবারের রাজকীয় শীতল কোর্টের অবস্থানের অন্তর্গত হইল।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের আক্টোবর মাসে ডাক্তার মার্টিন সাহের ওয়ার্ডসাহেব এবং তাহাদের বংশোদ্ভুক্তরা বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথমে শীরশ পূর্বে প্রোটেস্টাংলির অর্থ খুচ্চীয় নিয়ে বিশেষ লোককে ভঙ্গ করাইবার নিমিত্তে এই স্তর দুর্লভ পুরুষের করিবার উদ্দেশ্য করিলেন ডাক্তার কেরিসাহেব হয় বংসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়া মালাদ অগ্নিটে ছিলেন তিনি অবি-
লম্বো আসিয়া তাহাদের সহিত যুক্ত হইলেন সংবিধিত আছে মেগিরিয়ার মীর তাহা। ঐ তিন বৎসর স্থাপন করিয়া ইহার প্রধান অধিপ্রায় এই ছিল যে ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান ধর্মের প্রচার করেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ ছাপাতেন। করিলেন এবং চারণের উল্লিখিত সাহেবের বাঙ্গালী অক্ষর খুঁছিতে এদেশীয় যে লোক সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাকে পাইয়া প্রায় এদেশীয় সকল প্রকার অক্ষরের মূল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন তাহারা। মহাভারত রামায়ণ ও অন্যান্য বাঙ্গালী পুস্তক প্রকাশ করিলে এভাবে উন্নতি প্রাপ্ত হইলে এবং নিজ ধর্মীয় পুস্তক সকল বাঙ্গালী সংস্কৃতেও ভারতবর্ষে চলিত অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হইলেন তাহার। ইউরো-পীয় রীতানুসারে পুথিম বাঙ্গালী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তাহারা বিনাপ্রতীক্ষা এবং দশ পরিশীলন করিতেন এবং নিজ যে অধিক আঁক ছিল তাহাও ঐ বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেন তাহাদের চেষ্টার বাঙ্গালী। ভাষার যেমন উন্নতি হইল সেই অনুকোল জনের মতে হয় নাই এবং ইহঁাও বলা যাইতে পারে যে এদেশের সভ্যতা ও উন্নতির উদ্দেশ্যে পুথিম প্রিয়ানগুলো হয় ।

লা র্দ'ওয়ালেস্লি দেখিলেন যে সভ্যতাতে রা এদে-
শীঘ্র ভাষা উন্নতমর্পণে জানেন না অতএব ১৮০০ শালে কলকাতায় ফোর্ট উলিয়মনামক পাঠশালা স্থাপন করিলেন যাহাকে কোম্পানির বারিক বলা যায় সকল কোম্পানির করণীরা। ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পুথমে তথায় থাকিতে লাগিলেন পরীক্ষায়ার। তাহাদের উত্তম বিদ্যা পুকাশ নাহিলে এবং কোম্পানির কম্পে পারগ এমত সমাধ নাহিলে সরকারি কর্ম্ম পুনঃ হইতেন না তথায় উত্তরাধিকার পণ্ডিত নিযুক্ত হিলেন নানাপুকার গুহা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত হইয়া নুহিত হইল এইরূপে ওদেশের উন্নতিতে নতুন প্রবৃত্তি হইল এদেশীয়ভাষাশিক্ষা করাইতে যে ২ লোক নিযুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে উড়িষ্যানিবাসী মুটুৎজায় বিদ্যালকার প্রধান ছিলেন তাহার উৎক্ষেপণ দ্বারা পাঠশালায় অত্যন্ত সংখ্যা হইল কোর্ট আর্থিকরেক-রেরা এইপাঠশালাস্থাপন শুনিয়া একপ রীতি গ্রহ করিলেন কিন্তু একপ ব্যাপার অধিকবার্তায় বলিয়া তাহার সংক্ষেপ করিতে আদ্য করিলেন তথাপি বহু কলিপজ্জু উত্তম পণ্ডিত নিযোগ করিয়া এদেশীয় ভাষাশিক্ষা হইতেছিল অতএব আর স্থির করিতে পারি যে বাঙ্গালাভাষার শিক্ষা ও উন্নতিনিমিত্তে শ্রীরামপুর মিসনে ও ফোর্ট উলিয়ম পাঠশালায় প্রথম
উদ্দাম হয় ডাক্তারকেরি নাহেব ঐ স্কুলে ঐ ভাষার শিক্ষা ছিলেন ॥

১৮০৩ সালে লাভ ওয়ালসলিকে সিদ্ধিয়ার সহিত ও হল্কারের সহিত যুদ্ধ করিয়া হইল কিন্তু ইহার মৃত্যুপাতি শীতল হইল ঐ উত্তর প্রবল রাজার। পরাজিত হইয়া খর্ব হইলেন কিন্তু তাহাদের রাজ্যের অংশে অংশ ইংরাজদিগের সামুদ্রে আসিলেন। সেপ্টেম্বরতার ইংরাজীরা মুসলমানদিগের পুরাচীন রাজধানী দিল্লী অধিকার করিলেন মহারাড়িয়েরা তথাকার মহারাজের প্রতি দৌড়িয়া করিয়া। কৃত্রিম করিয়াছিলেন পরে তাহাকে শিক্ষা প্রতিরক্ষা পুনরায় মহারাজের সন্তুষ্ট দিয়া পঞ্চদশক মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন। এসময় নগপুরের রাজার সহিত লাভ ওয়ালসলির বিবাদ উপস্থিত হইল তিনি অবিলম্বে এক প্রস্তুত স্বরূপ উড়িশ্য পাঠিলেন তাহাতে মহারাড়িয়েরা পালায়ন করাতে ১৮০৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ইংরাজী সৈনিক জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল এবং অধিবাসির রাজভির শেষবৎসরে উড়িশ্যাদেশে মহারাড়িয়েরদিগের দন্ত হইয়াছিল অঞ্চলের সংরক্ষণের পরে বাঙালীর সহিত যুদ্ধ হইল পুরাস্তিতপূর্ব হইল। পুরোহিতদিগের পুত্তি অভিযুক্ত। ও মান্যতাপুর্ক ইংরাজদিগের ব্যবহার হইল তাহাদের প্রতি মন্দি-
রের কর্মনির্বাহই করিতে ও স্বেদ্ধাঙ্গণে, দেবতার কর আদায় এবং বয় করিতে অনুমতি রহিল কিন্তু কত্তিবর্ষণ করের দৃঢ় করিতে রাজসভাপতির। মন্দিরের ভার লইয়া সজ্জাতীয় আমলাদারকৃ কর আদায় করিতে আরো করিলেন যে কর উৎপাদ হইত তাহার কিয়দংশ দেবতার বাসার্থে দান হইত অবশিষ্ট সরকারি ভাগ্যে আসিত।

এদেশে বস্থারাবধি অপর এক' রীতি ছিল যাহা কাল ক্রমে পিতামাতার অরণ যোগ্য নহে যে তাহারা নিজে সম্পদ গহ্নাসংগে নিঃস্ফুল করিতেন সম্পদ দিগকে তথাকার উপরূপে লইয়া ধর্ষিতগমন ও পূজার সমাপ্ত হইলে সমুদ্রধারে নিঃস্ফুল করিতেন 'এইরূপ ব্যবহার ধর্ষাস্থত্তায় কিন্তু কোন শাস্ত্রে এরূপ করিবার নির্দেশ নাই। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট বড় সাহেবের এইরূপ ব্যবহার নিবারণার্থে এক নিয়ম করিয়া একেবারে তথায় এক প্রস্তুত সেপ্টেম্বর পাঠাইলেন মুদ্রিত এই এরূপ নির্দেশ দেশের ধর্মের প্রতি হিংসা করা হইল তথাপি দেশস্থত্রে কোন জনব শুনে গেল না এবং পশ্চিমগৃহ তর্কের। সত্য প্রাপ্তকার যাদামুদারে ঐ বিষ্যের উত্তাপন করিতে অনুভব হইল রো তাহার এমত বিস্মৃত হইয়াছে যে এরূপ ব্যবহার হার ছিল ইহাও অনেকে বীর্যকর করিল না।
ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে ল্যাঙ্গোয়েলেস্লির চরিত্র দেধীপ মান আছে তাহাকে নামঘৃতন যুদ্ধ করিলে হইলাছিল এবং তাহাতে এই সামুদ্রাগোষ্ঠী পুরা-পোকাতী ক্ষুদ্র অধিক বিস্তারে করিয়াছিলেন ও পশ্চিম ছুটকোটি চতুর্দিক শইলস্থল নুডরাগর্ভ্য রাজস্থানের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু এই অধিক রাজস্থান ধাঁকিলেও পূর্বা-পশ্চিম। অধিক ঋষি হইল ড্রেকটাইটেরা তাহার দুইজনক উপায়ে রত্নাকাতে অতিশয় অসভ্য প্রকাশ করিলেন তাহাদের বাণ্ডু ছিল যে তিনি বিরোধী মূল্য রাজ নীতিব্যবহার করেন তাহাতে তাহাদের প্রাপ্তব্যের কিয়দৃঢ় পরিবর্তন করিতে হইলেও স্বীকার ছিল তাহার। এপর্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে ভারতবর্ষের তাহার সকলবিষয়ের নিষিদ্ধকারক হইবেন অথবা সকলবিষয়ে শক্তিহীন হইবেন তাহাদের এমন ভুল ছিল যে পার্লিয়ামেন্টের এক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া। ল্যাঙ্গোয়েলেস্লির ক্ষোদিত করিলেন তিনি দেখিলেন যে ড্রেকটাইটের দিগের তাহার প্রতি অবিশ্বাস হইয়াছে একাধারে সত্তাহইতে ঐকাশপূর্ব তাহাদের পত্রের উল্লেখ পাঠাইলেন পরে রাজসত্তাহইতে বহি-ভূত হইবার প্রতি করিলেন ১৮০৫ সালের শেষে তিনি ইংল্যান্ডে যাত্রা করিলেন তখন্তে উপস্থিতিভাবে পার্লি- মেনেটের মধ্য। ও বাহিরে উভয়স্থলে তাহার প্রতি
অভিযোগ হইয়া তাহার পূর্ববর্তী কাহার সাহেব ও হস্তির্স সাহেব এই দুই নামাঙ্কিত প্রতি যেকোন হইয়াছিল সেইকার হইল (কিছু তাহার প্রতি তাদৃষ্ট প্রচণ্ড হইয়াছিল নাই তাহার যোগাযোগ। বসন্ত যোগাযোগ তাত্ত্বিক রাজনীতি ও পুনরায় জয়নাম। এই সমুদ্রায়ের এমত অধিক বিষাক্ত হইয়াছিল তাহার এইরূপ পুনরায় করিল পার্লিয়ামেন্টে তাহার পুনরায় অভিযোগ এই এক আশরাহা ঘটনা হইল যে হৌসলাবাদে নাড়ু নয়রা সাহেব হইল তাহার চরিত্রে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন যে তিনি পার্লিয়ামেন্টের নিয়মের বিপরীতে অধ্যাপকের জয় করিয়াছেন কিন্তু তদবধি দশক সংগের মধ্যে নাড়ু নয়রা স্বয়ং বড় সাহেব হইয়া লাড় ওয়েলসলিকে যেনিমুখে নিন্ধা করিয়াছিলেন সদ্ভাবনা অধিক যুদ্ধ ও অধিক জয় করিয়াছিলেন অতঃপর তাহার। এসিয়াতে কদাচ আসেন নাই ও এইচিস শীলনোকামনা ব্যবহার করেন নাই তাহাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যাংশী যথার্থ বিবেচনা কর। এমত কঠিন হইতেছে॥

অন্ততঃ কোর্ট অবিভিন্ন তক্তের। অধিক হারিতো বিরোধ তঙ্ক করিয়া বংশ লাগিব করিতে খুঁড়ি করিলেন তাহারা। লাড় কর্ণও রাজনীতিকে নূতন বড় সাহেব করিতে ইচ্ছা। করিলেন তিনি অতিশয় পাদটী হইয়াছিলেন তথাপি তাহাদের প্রার্থনায় সমর্থ হইয়াছিলেন।
লুন এবং কলিকাতায় যাত্রা করিয়া ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুলাই তথায় অবতরণ করিলেন পরে এতদৈশী রাজা-দিগের সহিত সঙ্গে করিতে অবিলম্বে পশ্চিমদিকে চলিলেন কিন্তু গমনকালে ক্রমে অসুস্থ হইয়া ঐ শতাব্দীর ৫ অক্টোবর প্রাণত্যাগ করিলেন তাহার মৃত্যুস্থান ইংল্যান্ডে বাইলে কোটআবুদলরিয়েটরেরা তাহার সম্বন্ধ জানাইতে তাহার পুত্রকে ৪০০০০ পেণ্ডু উপায়ন দিলেন।

রাজসভায় প্রধান সভাপতি সর্বজনবালো তৎক্ষণাৎ তৎপ্রচে বড়সাহেব হইলেন কোটআবুদলরিয়েটরেরা তাহার ঐ উচ্চপদ নিয়োগ স্থির করিলেন কিন্তু রাজমন্ত্রীর। তাহাদিগকে জানাইলেন যে একক্ষে নিয়োগ গের ভার তাহাদের আছে এবং বাচা প্রথম রাজনীতি ভাসল অবশেষে লাইরিয়েটকে বড়সাহেবের কথ্যে নিয়োগ করিয়া। বিবারের শেষ হইল সর্বজনবালোর রাজসভায় মধ্যে এইমাত্র কর্ষ হইল যে রাজসভায় জগতের শিশু রাজসভায় জগ-স্থানের নিকটে তীর্থযাত্রার্থের যোগ্য করণুম্র নিয়োগ করিয়া। মন্ত্রির কর্তৃস্বরূপ করিতে স্থির করিলেন প্রজাদিগের তথ্যের গমনে প্রবৃত্তি দিয়ে নানা প্রকার উপায় করিত। হইল। এইরূপে তথাকার রাজসভার বৃদ্ধি হইল এবং তৎকালে যে তাহার হইয়াছিল তাহ। তৎপরে তীর্থ বৎসরহইতে অধিকালপর্যন্ত প্রবল ছিল।

[ ৩১৬ ]
লাভনিক ১৮০৭ সালের ৩১ জুলাই কলিকাতায় অবতরণ করিলেন তাহার রাজত্ব ১৮১৩ শালপর্যন্ত ছিল কিন্তু তথমেরা বাঙ্গালার কর্ষে কোন আবশ্যক পরিবর্ত্ত হয় নাই কেবল কর্ণওয়ালিস ১৭৮৮ শালে স্থানান্তরীকৃত হেরাম মাসুল রহিত করিয়া। ১৮০১ শালে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন তিনি তৃণহাটে এক নূতন ও অতিক্রম রীতি করিলেন এইপ্রকার দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি হইল কিন্তু বাণিজ্যের ব্যায়াত্ম ও প্রজা-দিগের অত্যন্ত অপকার হইল ১৮১৫ শালে ইংরাজেরা বোধ ও মারিসুলাম দুই উপদীপ করালী হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং পন্যবসর ও গন্ধাজ হইতে বিপুল ধনমূল জাগী। উপদীপ কাড়িয়া লইলেন।

পার্লিয়ামেন্টে বিশেষতিবর্ধনিমিত্তে কোম্পানিকে যেসনদ দিয়াছিলেন ১৮১৩ শালে তাহার শেষ হওয়াতে এক নতুন সনদ দিলেন কিন্তু এই সময়ে এদেশীয় কর্ষে বিশেষ পরিবর্তে হইল ইহার দুইশত বৎসর অপেক্ষ। অধিক পুরুষবধি ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ড

এই দুই স্থানের মধ্যে বাণিজ্য কেবল কোম্পানির হস্তগত ছিল কিন্তু কোম্পানির প্রথমে ভারতবর্ষে খাতাবাদী করিয়া বাণিজ্য অংশ করেন পরে তথাকার রাজ হইলেন ইংহাতে বিবেচনাসিদ্ধ এই হইল যে রাজার বাণিজ্য করা উচিত নাহে অতএব এই বয়ের নূতন ব্যবস্থা।
ছাড়া কোম্পানির রাজত্ব রহিল ও বাণিজ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে আসিতে আচ্ছা পাইতেন না। কিন্তু তাহা একান্ত সহজ হইল যেকলোককে ড্রাই টেক্স্টিল ও অন্য দেশ দেশায় মানিতেন তাহার। বৌদ্ধ আবকায়ের নামাকার সমাজ হইতে অনুমতি দিতেন।

১৮১৩ সালের ৪ অক্টোবর লাড্ড মিট্টাসাহেব ভারত রাজ্যের রাজত্ব লাড্ড ময়েরার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করিলেন কিন্তু নিজ গৃহগমনের পূর্বে তাহার প্রাণ্যাগ্রহণ হইল এই ময়েরাসাহেবের নাম, উত্তরকালে মারুকুয়োস আবহৃতিস হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

লাড্ড হ্রিষ্টিয়া সাহেব রাজত্ব গুরুহরণ করিয়া দেখিলেন যে নেপালীয়ের। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে পারে তখন রাজ্যের শাসক হইলেন। পরে ক্রমে রাজ্যের সীমাবদ্ধি করিয়া লাড্ড মিট্টাসাহেব নামাকার বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন লাড্ড হ্রিষ্টিয়া দেখিলেন (যে নেপালীয়দিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইল তিনি বিরোধ ভঙ্গার্থে শক্তিরূপে সকল উপায় করিলেন কিন্তু কস্তুমদুর মাত্র দিগের অহংকারপ্রাপ্ত ১৮১৪ সালে তাহাকে যুদ্ধে হইল)
করিতে হইলে প্রথম যুদ্ধে কিছুই হইল না কিন্তু ১৮১৫ শালের যুদ্ধে সেনাপতি আক্টোলনিনের অধীন ইং-রাজী সেনারা সম্পূর্ণরূপে জয়ি হইলেন নেপালীয়-দিগের স্বরাজ্যের অদ্বিতীয় দিয়া। সম্প্রতি করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যস্থান পিন্ডারীজাতীয় বহস্ত-থ্যাক তন্ত্রের। অখ্যানের পৃথক বহুকালান্তর তথা-কার সমুদায় লুট করিত তাহারা। অবশেষে ইংরাজদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিল তদ্ভেদের প্রধান লোকের। ও অনেক রাজ্যে তাহাদের রক্ষক ছিলেন। তাহারা পঞ্চশত ক্রোশহইতে অধিকদুরপর্যন্ত লুট করিতে আরব করিল এবং রাজবংসের তাহাদের নিবারণার্থে ইংরাজ রাজসভাকে এক প্রস্তুত সৈন্য রাখিতে হইত তাহার বহুব্যয় হইতে আরব হইল। অবশেষে তাহাদিগকে দেশহইতে নিম্নুল করিবার কারণ সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে পরামর্শ স্থির হইল লাভ-হক্টিং কোট আবর্তনকর্ত্রহইতে অনুমতি পাইয়া।

তিন রাজ্যের সৈন্য একত্র হইতে আদৃত করিলেন পরে সৈন্যেরা খনী ঐদুসূদিগের অধিক বেষ্টিত করিয়া। একো সমুদায়কে নষ্ট করিল এবং নিশ্চেষ্টের তাহাদের দল ভঙ্গ করিল কিন্তু সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্রে পিন্ডারী-দিগের অনেক করিতেছে এমতকালে পেশওর ও নাগ-
পুরোর রাজা ও হল্কার এই কয়েক জন নিমিত্তভূ দ্বারা এদেশহইতে ইম্রাজ্জেডিগকে তাড়াইবার অসামান্য এক পূর্বক উদ্যোগ হইলেন কিন্তু ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিতে পরাভূত হইলেন পৌরোপ ও নাগপুরের রাজা। রাজ্যচুত হইলেন এবং তাহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইম্রাজ্জেদিগের রাজ্যসাধ হইল এই সকল ব্যাপার মারকুরিয়ন্ত ইস্তাম্বাহেরের আঞ্চলাত্যায়ের কৃত হইয়াছিল কিন্তু তিনি দেশবংশর পূর্বে মারকুরিয়ন্ত উত্তেজন সুলির ঐ প্রাঙ্গণ রাজনীতি দূষ্য করিয়াছিলেন তিনি ব্যক্তিবর্গ বয়ক হইয়াও এক্ষণ্ড সৃষ্টিবিপুক্ত করিয়াছিলেন পিঙ্গোরিদিগের ও নাবারামিকদিগের শক্তি সম্পূর্ণেরে নষ্ট হইল এবং ইম্রাজ্জের ভারতবর্ষদেথে সর্বপুরুষ হইলেন।

লাউ ইস্তাম্বাহেরের পুরো এদেশীয়লোকের শিক্ষার্থে কোন উদ্দেশ হয় নাই এদেশীয়লোকের শিক্ষা দেওয়া। রাজনীতিময় নিমিত্ত বোধ ছিল কারণ তাহাদের সুর্য্যায় ইস্তাম্বাহের এক প্রকার নিরাপদ বোধ ছিল লাউ ইস্তাম্বাহের ইস্তাম্বাহের এই নিকুঁত পরিভাষা করিলেন তিনি কহিলেন যে প্রজাদের মহাত্মা ভারতবর্ষে ইম্রাজ্জেদিগের রাজ্যে স্থাপিত হইবারে অতএব তাহাদের সভ্যতা বৃদ্ধি করা ইম্রাজ্জেদিগের অপব্যক্ত কর্ম হইবারে তাহার রাজ্যকালে
নৃতন সময়ে উপস্থিত হইল নানাস্থানের পাঠশালা। স্থাপন হইল এবং এদেশীয় লোকের মনের উচ্চতা করিবার চেষ্টায় এই প্রথম উৎসাহ হইল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ মাসে পালাকাঞ্চনদের জাতির অন্য সম্প্রদায়গুলিকে ভারতবর্ষনধ্যে শ্রিরাম-পুরের হাটে পাঠান। পুজার দিগের সহযোগিতায় তাহার এক সমাধিপুর পাইয়া। পুজার দিগের সহযোগিতায় এই উভয় চেষ্টায় ভীত নাইলে। রাজসভায় বাইলেন পরে চিলে ভাকারামের প্রাণাত্মক তাহা ইতিহাসের পাঠাইতে আচ্ছা করিলেন এবং প্রায় এ সময়ে লাড়ান্ডুরলে। পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব বিশেষত বলিয়া বি বেলি সাহেবর ও ভাষার কেরি স হেবের চেষ্টার। কুল্লুতানো সাইটিনামিকা সত্য করিকাতার স্থাপিত হইল এবং এদেশীয় বালকদের শিক্ষার্থ পাঠালাভ হাপানবান রাজধানীতে আর এক সহযোগিত অন্য সময়ের সহযোগিতার ভাষা শিক্ষার্থ করে সহায়তায় নৈতিক ও প্রোগুরের ধর্মান্তিয় তথাকার নৈটিক এক ২ বৃহৎ পাঠালাভ হইল অপর যে হিন্দুকালের নামক পাঠালাভ সহস্র বাজি। ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন তাহাও এ সময়ে সর এদের অর্ভাই ইঙ্গ্রিস্টন ভেটি হীরের ইতা ব্যাবহার। স্থাপন করিলেন সকল ইউরোপী-
যেই ও এদেশীয়লোকেরা লাউহহিস্টিংজের এইরূপ উপকারক উৎসাহ প্রদান করলেন এবং অনেক বৎসরাবধি যেসকল পাঠালারা বিশ্ব কেহ যুগে যুগে অর্থ করলেন নাই—তাহা অনেকে বহুব্যয়পূর্বক সাহায্য করিয়া উদ্ধত করিলেন।

১৮২৩ সালের জানুয়ারিমাসে লাউহহিস্টিংজ ভারতবর্ষে উৎসাহ করিলেন তাহার অন্তত বহু বছরের মধ্যে কোনো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজস্ব বৃদ্ধি ও অস্কার হইল ভারতবর্ষের ইতিহাসিদের সামুদ্রিক এমত উত্তম অবস্থা দুই হয় নাই তৎকালে ভাঙ্গার পরিপূর্ণ হইল এবং ব্যাঙ্গালে গ্রাম দুই কোটা নুড়া বার্থিকিয়া আয় অধিক হইল।

রাজমন্ত্রীদের মধ্যে সকলের জম্যকারিনি সাহেব বোঁর্ড আইবার্মুনুনামক সমাজে বহুকাল প্রভূত করিয়া ভারতবর্ষীয়ক্ষেষে দক্ষ হইয়াছিলেন অতএব লাউহহিস্টিংজসকল তাহার করিলে তৎকন্তৃতে তিনি নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তিনি আদতের উদ্যোগ করিলে পর তাহার এক জন সহচর মনাতে ইত্যাদি অতিরিক্ত সমৃদ্ধি পদ্ধতি হইলেন অতঃপর ভ্রমের দ্বিতীয়েরা লাউহ আমুকা কে বহুলাস্বরূপ করিয়া পাঠাইলেন তিনি দস্বতৎ পূর্কে পেকিন শহরে ইংল্যাণ্ডের রাজার দুই হইয়া আঁশিয়াছিলেন লাউহ আমুকের আগমন
এই লাভ হৃষ্টিঃসের গমনাবধি ১৮২৩ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত পুরান সভাপতি জান্ন আদম সাহেব বড়-সাহেবের কর্ম করিয়াছিলেন ছাপাখানার শক্তির সীমানিষ্ঠার কারণে কেবল তাঁহার রাজত্ব নিষ্ঠুর-করে খ্যাত আছে।

লাভ আঞ্চলঁকে কলিকাতায় আসিবানাতে বঙ্গ-দেশীয়দিগের দুরাচারে শীতে মনোযোগ করিতে হইল ইংরাজেরা। যৎকালে বাঙ্গালী অধিকার করিয়াছিলেন তৎকালে ঐ বঙ্গদেশীয় রাজপরিবারের আবাসগ্রে রাজত্ব পাইয়াছিলেন। পরে ঐ রাজা মণিপুর ও অসাম জয় করত অহংকারী হইয়া বাঙ্গালী জয়পুর্বক স্বরাজ্যব্যঙ্গের আশা করিলেন যে পর্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত মিল ছিল তথম তিনি কাছার ও আরাকানাঞ্চলে কোম্পানির রাজ্যমধ্যে তৈনন্দ পাঠাইয়া সাপ্তুরীনামক উপদ্বীপ আক্রমণ করিলেন এবং তথাকথিত অপ সৈন্যদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন ঐ উপদ্বীপ আরাকানের তীরস্থিত টিকনা কুন্দীর সম্মুখে আঁটে পরে আবার তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অহংকারপূর্বক উত্তর করিলেন যে যদি ঐস্থানে 'তাঁহার অধিকারে সমস্তি নাহয় তবে তিনি বাঙ্গালী অধিকার করিবেন এই সকল উপদ্রোহচ্ছাড়া। ১৮২৪ সালের ৫ মার্চ বড়সাহেব
ব্রহ্মদেশীয়দের সহিত যুদ্ধের প্রথম করিলেন ১১ নে ইংরাজদের সৈন্যের। ব্রহ্মরাজের অবতরণ করিয়া। সমুদ্রভীরে রাঙ্গুনের বহুবন্ধুর বাণিজ্যস্থান অধিকার করিল পরে আসাম ও আরাকানদেশ এবং মগুর্যি পুদেশের নিকটস্থান অধিকার করিল অন্তর অপেক্ষ আবাসগরের রাজধানীর প্রতি গমন করিল এবং গমনকালে প্রতিষ্ঠান ও নগর অধিকার করত ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া। চলিল পরে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম অমরপুরের অভিনিবৃত্ত উপ-স্থিত হওয়ায় তথ্যাকার রাজ। নিজপুরীপরিক্ষেত্রে ইং-রাজের। যেরূপ সম্ভব প্রস্তাব করিলেন তাহাতেই সমস্ত হইলেন অস্তরের মানিকারুণায় সধির নিশ্চিত হইল ঐ সংগ্রহে ব্রহ্মদেশীয়ের। ইংরাজদিগকে মণি-পুর আসাম ও আরাকান দেশ ও মার্কোবান প্রদেশের সমুদায় দিলেন এবং যুদ্ধবায়ারে কোটী মুদ্রা দিতে সম্ভব হইলেন।

ইংরাজদিগের সৈন্যের। যখন ব্রহ্মদেশীয়দের সহিত যুদ্ধে নিষ্কৃত ছিল তৎকালে ভরতপুরের কর্তৃ। দূর্বলনশালের সহিত বাদানুবাদ উপস্থিত হইল তিনি নিজ ভূমিত। মধুসুন্দরের সহিত একত্র হইয়া। তাহার পিতৃবৃদ্ধি অভিবাক বলবৎসৃষ্টিতে হতৃহইতে রাজত্ব লইবার চেষ্টা করিলেন সর চারলস সেট্ফাক্
সুর্জনশালার গুরুবোধার্থে বিবিধচট্টি করিলেন কিছু সেসকল নিষুদ্ধ হইল অতএব বাহ্যভেদ নির্ভর করা। আবার ক হইল কিছু ঐস্থান অধিকারকরণ অতিদংসাধা কর্ম ছিল ১৮০৫ শালে লার্ড লেক সহেব এ স্থান বেষ্টন করিয়াছিলেন তাহাতে এমত অধিক সেনাও সেনাপতিদের নারা পড়িল যে ইংরাজকর্তৃক ভারত-বর্ষমধ্যে কোন নগরবেষ্টনে সেরুপ হয় নাই এবং যদ্যপি তথ্যকার রাণা ইংরাজদিগের নিবারণার্থে বিশ-শতিলক্ষ মূল্য দিয়াছিলেন তথাপি ইংরাজদের সেনাবাহিনীর অধিকার করিতে পারেন নাই। অতএব কোন এর ক্রমায় তাহারা বেষ্টন করিয়া গুহায়ে অস্য হইল হইলেন ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া জনবর হইল যে তাহার ভুরত-পুর অধিক করিতে অসমর্থ হইলেন ঐ দুর্গকে চতুর্দিকে মূলত তিনি ছিল এবং তাহার মুলে থাক ছিল অধিক সৈন্যের যাবৎ ব্র্যাদেশে নিযুক্ত ছিল তথায় বিশ-শতিসহস্র সৈন্য ও একতলা কামান ঐ দুর্গরে সম্ভু খে আনীত হইল এবং সমূদ্রায় ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংহার পরিণাম দেখিতে নিত। স্ট্রাইম্যুকল হইলেন ২৫ ডিসেম্বর যুদ্ধ অঞ্চল হইল পরে ১৮২৬ শালের ১৮ জানুয়ারি সৈন্যদিগের আজ্জাদায়ক লার্ড কোর্কামিয়র ঐ স্থান অধিকারকরিলেন দুর্জনশাল ইংরাজদিগের হস্তে পড়িয়া। পূর্বদিকের দুর্গে পুরুষ হইলেন প্রথম দেশের
ও ভরতপুরের এই যুদ্ধে ইংরাজদের ব্যয়-দোষ কোটী মূর্ত্তি আপেক্ষা অধিক আলো হইল।

১৮২৭ সালে লাউয়াম পশ্চিম দেশে যাত্রা করিয়া প্রথমে দিল্লীতে যাইলেন এবং ইংরাজদের বাব-হাট ও অবস্থা তখনকার রাজাকে জানাইলেন এবং বিশেষ করিয়া জানিলেন যে ইংরাজদের তিনি তাহার পরিবারে যে অধীনতা ছিল তাহার শেষ হইল অর হিন্দুস্থানের রাজত্বে। তাহাদের হস্তগত হইয়াছে পলাশীর যুদ্ধের বর্তমান হইলেন এই উক্তি হইল ইহাতে রাজসিংহরের অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে মহারাণী দিগের তাহাদের নানাপ্রকার অপমান হইলেও ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যে তাহাদের রাজস্ব সমুদ্র ছিল কিন্তু এক্ষণে রাজদণ্ড চিরকালের নিন্দিতে তাহাদের বিহৃত হইল সমুদ্রায় ভারত-বর্ষে প্রজাদিগের এবিষয়ে কিছুই উত্তর নাহও আর কিছুই পুকার পাইল না।

লাউয়াম উলিয়ম বটলওয়ার্থ বেলিসাহেবের হস্তে রাজত্ব অর্পণ করিয়া ১৮২৮ সালের মার্চ মাসের শেষে ইংল্যান্ড পুত্তাগগন করিলেন তাহার কর্পোরেশন তাহার সময় ইংল্যান্ড যাইলে লাউয়াম উলিয়ম বেলিস কোটা বিভাগের নিকটে ঐ রাজার্থার্থে করিয়ানাতিস্তি বিশেষতর্থ অপেক্ষা।
অধিক কালপুর্বে মাদ্রাজে বড়সাহেব ছিলেন কিন্তু ডিরেক্টররা। সম্বন্ধিতেন। নাকিরিঙ। তাহাকে সপ্তদশ গুড়গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহারা। এবিষয়ে তাহার পুর্বনা। গ্রাহ্য করিয়া ১৮২৭ সালে তাহাকে বড়সাহেবের কর্মে নিয়োগ করিলেন ইহা অবশ। দীর্ঘকাল করিতে হয় যে এমন প্রধানক্ষেপে তাহার তন্ত্র উপযুক্ত লোক ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। তিনি ১৮২৮ সালের ৪ জুলাই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন প্রায় ছয় বৎসরপূর্বে লার্ডবেঙ্গল সাহেব রাজস্বের উঠিতি করিলেন কিন্তু তাহার আগমনকালে পুনঃবার রাজস্বের দুরবস্থা হইল ও সরকারি আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল তাহাতে ঋণ অধিক হইল কিন্তু লার্ডবেঙ্গল আগমনের পূর্বে ডিরেক্টরদের নিকটে বলিয়াছিলেন যে তিনি ব্যয়ের লাঘব অবশ করিলেন অতএব আগমনমাত্রে মুদ্রার ও বিচারর্থক উভয়বিধ ভূমিকায় কোন বিষয়ে সরকারি ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে ইহার। অনুসন্ধানার্থে দুই সমাজ স্থাপন করিলেন পরে তাহাদের পরামর্শ নুসারে সকলবিষয়ে ব্যয়ের লাঘব করিলেন ইহ। অতি নিদর্শনীয় ব্যবহার হইল এবং লার্ডবেঙ্গলের লাঘবব্যবহার যেসকল লোকের ক্রেশ হইল তাহার। ঐতিহ্যরেক্টরদের আজ্ঞাপ্রতিপালন
করাতে তাহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠা। করিলেন সরকারি যেসকল তৃত্যাদিগের ভাগ্যক্রমে ঐ লাঘব ঘটিল তাহাদের তাহাতে সত্ত্বাদির আশাছিল না কেবল ভাববিবক্তি হইতে আশা হইল এইরূপ তাহার প্রতি সকলে আগন্তি করিলেও যেমন রাজকায় বায়লাম-রহস্য ও ঋণ মাশের উপায় সুসিদ্ধ না হইল ভালো দৃঢ়তা পূর্বক সমতানুযায়ী ছিলেন।

সত্তীগমনবিচ্ছিন্ন বুঝাকলাবধি রাজসভার মনো-যোগ হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পর্যন্ত একমাত্র ব্যবহার হইতেছে ও ইহাতে প্রজাদিগের কিছু মনোনিবেশ অচে এরূপে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল অনেক আমলার। সমাদ পাঠাইলেন যে এদেশীয় লোকেরা ইহাতে অত্যন্ত আসক্ত আছেন অতএব ইহার রহিত করাতে বিপদ উপস্থিত হইবে নারুেন্টিক এবিষয় জাতি যত্নপূর্বক বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহা অনায়াসে রহিত করায় পরে রাজসভা পতির। সকলেই তাহার মত গ্রহণ করাতে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐ চিরকালীন নিয়মস্থির হইল তাহাতে ইহরাজ্যদিগের সমুদায় রাজ্যমধ্যে ঐ হস্তাক্রান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত হইল এদেশীয় অনেক ধনী ও মানুষ বাজিত্রা ঐ হিতকরমে অহি ধান করিয়া বুঝিলেন যে তাহাদের ধন্যোক্ষেপে হস্তাখণ্ড হইল অতএব এ
নিয়মনিবন্ধার্থে বড়সাহেবের নিকটে আবেদন করিলেন তিনি। সতীগমনরূপগুলি নানাবিধ হেতু দেখাইয়া তাহাদের আবেদনে সর্বত্র হইলেন না। কিন্তু তিনি ঐ আবেদনকারিদিগকে বিশ্বাসপূর্বক কহিলেন যে যদ্যপি ও বর্ষে বহুপ্রাগাগার্থ এই ব্যবহার ইংরাজরাজদিগের রাজসভাকে রোধ করিতে হইল তথাপি অন্যান্য যেসকল বিষয় চলিত আছে তাহ। তাহারা অগ্রহে করিবেন না। ইতিহাসে ধারাকারায় ঠাকুর রাজ-কালীনাথ চৌধুরীপ্রভু এদেশীয় তেজস্বী কতিপয় ব্যক্তির সতীগমনরূপ করাতে লাভ বেশীতে সাহেবের নিকটে অত্যন্ত ধনবাদ ও কাশ করিয়া এক নিবেদন পত্র পাঠাইলেন যেসকল ব্যক্তিরা সতীগমনস্থাপন পক্ষে ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাং কলিকাতায় এক ধর্মসভাস্থাপন করিলেন এবং চাঁদাচাঁদার বহুবন সংগঠনপূর্বক ইংল্যান্ডীয়রাজসভায় ঐ ব্যবহারস্থাপন প্রার্থনায় এক নিবেদনপত্রের সহিত একজন প্রতিনিধি পাঠাইলেন কিন্তু রাজসিদ্ধর তৎপক্ষীয় সমুদায় রূপান্তর শুনিয়া। রোধগুলি হটাই করিলেন ময়বৎসর হইল ঐবিধির নিষেধ হইয়াছে কিন্তু অস্ত্রের মিছুর টিন নাই বোধ হয় এ অসভ্য ব্যবহার এক্ষণে স্বার পান। হইয়াছে অতএব যদাপি ইতিহাসমধ্যে
না লেখা যায় তবে এরূপ ব্যবহার ছিল ইহা ও ভবিষ্যৎ
লোকে বিশ্বাস করিবে না।

১৮৩১ সালে আদালতে অনেক পরিবর্ত হইল এ-পর্যন্ত এদেশীয়লোকের। অপেক্ষায় কুত্ত্ব বিষয়
বিচারে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু বেশিক্ষা সাহেব অধিক
কন্তাপ্রদানপূর্বক তাহাদের সমুদ্রবৃক্ষি করিতে স্বীয়
করিলেন এবং সেরা মূল্য ও সর্দারজানির বেতন
ও কন্তাবৃক্ষি হইল এবং অধিকবেতন ও অধিক
কন্তার বহিষ্কায় সদর আমল নুতন আমল। স্থাপিত
হইল রেজিষ্টারের কর্ষণ ও প্রবিন্সিয়াল কোট অর্থাৎ
পুনর্চারার্থ ন্যায়স্থানের আদালত রহিল হইল অত:-
এব কেবল এদেশীয়লোকের আদালত ও প্রতিভেলায়
একাং ইউরোপীয় বিচারকভার আদালত এবং সর্দ-
দেওয়ানী আদালতমাত্র রহিল এই নূতনীন্দ্রিত আনুল
কাহিলায় এই সময়ের অধিকবেতন চলিত হইয়াছে
ইহাতে স্বীয় হইল যে এদেশীয় আমলাদিগের আদালতে
প্রথমতঃ অভিযোগ শুনা মাইলে এবং তথায়
নিঃসন্দেহ হইলে পুনর্চারার্থ ইউরোপীয় বিচারকভার।
শুনিয় লাভ বেশিক্ষা ফোজ্ঞারী আদালতের এরূপ
উপরি করিয়াছিলেন পূর্বে কোট আবসনকুট দ্বারা। অর্থাৎ
নানা স্থানে বিচারার্থে স্থাপিত আদালতদার। হয়মা-
সত্ত্বেও একাং বার বিচার হইত এবং তৎকালেও তিন
নামেন্দ্রে কমিসনর সাহেবেরা একবার বিচার করিতেন লাভ বেষ্টিক্ষণাধিব আঞ্চলের করিলেন যে গৃহস্থাচার জিন্তার বিচারকর্ত্তারা একবার কোনোদিন বিচারের করিবোন ভাষায় কুরহালয়ে বঙ্গলোকদিগের ও সাক্ষিদিগের দুঃখ দূর হইল লা́র্ড বেষ্টিক্ষের রাজ্য কালে এ দেশীয় লোকের মধুর রূপে বুদ্ধি বরুণ করিতে ও সরকারি কর্মকের সুগন্ধ করিতে যেসকল উন্নতি হইয়াছিল তাহার এই সংক্ষিপ্ত গুস্তে বিশেষ বৃদ্ধি বাহ। যাহাতে পারে ন।

১৮৩১ সালে রাহমনোহান রায় ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করিলেন বাঙ্গালায় তক্তবরা বিচ্ছিন্ন স্তোক বহুকালাবধি হইয়া নাই তিনি বিপুলকে জানিয়া রাজসরকারে বিশ্বাসিকারে নিযুক্ত ছিলেন তিনি বাঙ্গালা সংস্কৃতপারসীক ও ইং-রাজী এই কয়েক ভাষায় নিপুণ ছিলেন এবং তাহার মনে নানাপুকার জ্ঞাননোদয় ছিল তিনি সাহিত্যীয় লোক-দিগকের দেব দেবীভাষনাইইতে নিবৃত্ত করিয়া। এদেরকে অতিমোচন ধর্ষে পূর্বত্তির দিতেন ইহা বড় আশ্চর্য যে এ-দেশীয় হিন্দুরা বেদমতে রত আছে কিন্তু তথাপি তাহার মোহাকে ঐ সকল হিন্দুরা নাত্তিক বলিতেন অম্পর যে সকল লোকের তাহার মতে বিষমতা করিতেন তাহারাও তাহার উচ্ছেদ বুদ্ধির পুষ্পকান্ত করিতেন এবং বুদ্ধি-তেন যে একপ মনুষ্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশের মর্যাদা হইয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে লাার্ড আমরহট্ট
সাহেবের অধিকারকালে তিমরবংশীয়রাজপুরি-বারের প্রধানত। নষ্ট হইয়াছিল ঐ মহারাজ নষ্টসমুহ উদ্ধারার্থে ইংলণ্ডে আবেদন করিতে স্বীকৃতি হইয়া। রামমোহনরায়কে প্রতিনিধি স্থান করিলেন হিন্দুদিগের পূর্বকালে সমুদ্রগমনে কোন দোষ ছিল না কিন্তু কলিয়োগে বোধ হইতে যে সমুদ্রগমনে জাতি-জুটি হয় রামমোহনরায় সজাতীয় লোকের উপহাসে মনোযোগ নাকিরিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন এবং তথায় অভিভাষণপূর্বক তাহার অভাবন্ত হইল কিন্তু তাহার মানস সিদ্ধ হইল না। তিমরবংশীয়রের, 'প্রিংশান্স'-এর প্রয়োজন বৃত্তিভোগী থাকাতে ব্রিটিশদেশীয় রাজ্য-ধিকারি। ঐবংশের প্রধানতাধীনকার করিলেন না। কেবল রামমোহনরায়ের অনুরাঘপ্রযুক্ত তিন লক্ষ মুদ্রা বৃত্তির্দ্বী করিয়া। দিলেন রামমোহনরায় প্রভাগনের গুরুত্বে লোকাত্বর গমন করিলেন তাহার শরীর বিনিষ্ঠাট নেই। নিখুঁত আছে।

১৮৩৩ সালে বঙ্গীয় ইতিহাসগুলার আরণীর আছে কারণ ঐশালে বড়ো বণিকসহ নিদর্শ হইলেন তাহাদের কেহই পঞ্চাশং সর্বপ্রথম বাণিজ্য করিলেন সর্বপ্রধান - পান্ডুরকোম্পানী। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যের শৈখ করিলেন অপর পঞ্চ বণিকের। তিন চারিবৎসর অধিকপর্যাপ্ত বাণিজ্য রাখিয়াছিল-
লেন অবশেষে তাহারা নির্ধারণ হইয়া সাধারণ লোকের প্রায় সৌভাগ্য কোটী মুদ্রা নষ্ট করিলেন তাহাদের অব- শিল্পবিষয়ে হইতে দুই কোটী মুদ্রা ও প্রাপ্ত হইল না।

এবং কোম্পানির সনদের বিশেষত্বসহ অভিযুক্ত হওয়ায় পূর্বোক্ত নূতন সনদ হইল তাহাতে এদেশীয় কলম্বার অধিক পরিবর্ত হইল কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য একেবারে পরিধান করিতে হইল তাহাদের কারখানা। বিক্রয় করিতে আচ্ছা হইল গতবিশেষত্বসহ তাহাদের চীনেশে বাণিজ্যের দ্বারা বহুপক্ষে হইতেছিল তাহারও পরিধান করিতে হইল তাহারা ২৩৩এর সর্পরস্যত্বে যে স্বীকার্য্যে ছিলেন তাহ। তাহার পূর্বে কেবল ভারতবর্ষীয় রাজ্য দেশে উচ্চ। থাকিতে হইল বিশেষত্বসর্পরস্যত্বে বর্ষে ভারতবর্ষীয় রাজ্য হইতে ৬৫ লক্ষ মুদ্রা ইষ্টিগ্রাম-ধনের ভাগিনিগণের দেশে গির হইল ইহাতে সকলেই যথার্থকর্পে নিন্দ। করিতাহার থাকিয়া মুক্তিতায় লেজিসকে ফোনসেলনামে এক সভাস্থানে হইল তাহাতে রাজসভার নিয়মমন্তসভাপতি। ও কোম্পানির ভূত্য দিন এক জন, সভাপতি নিদীষ্ট হইলেন তাহাদের কর্ম এই হইল যে সমুদায় ভারতবর্ষের নিয়ম চালাইবেন এবং বড়োআলাদাতের নিয়ম দন্ত করিবেন অথবা সমুদায়দেশের নিয়মগুলি করিতে লাকানিসলনামক
সমাজস্থাপন হইলে ভারতবর্ষের সর্বত্র, বড়োদারের সর্বপ্রধান হইলেন অন্যান্য রাজা তাহার শক্তির অধীন রহিল এবং রাজ্যের কলিকাতাও আগে এই দুই নামে দুই অংশে বিভক্ত হইল নতুন সন দ্বারা এই সকল পরিবর্ত হইল।

লাভবেষ্টিকের রাজ্যকালে প্রজাদের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষত ইংরাজি ভাষায় সাহায্য দিয়াছিল ১৮-১৩ শতকে পার্লিয়ামেন্টে আঙ্কুরিরিয়া ছিলেন যে প্রজাদের বিদ্যা শিক্ষার সরকারির রাজ্যের হইতে বর্ষা একক সুদৃশ্ব যৌবনে হইবে প্রায় স্মৃত্য ঈশা সংস্কৃতি ও আরবীয় বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার হইত কিন্তু এতদূর্ভাদিতি মেগান্টাই প্রজাদের উপকারী ছিল না। লাভবেষ্টিকের বিচেচনায় ইংরাজিভাষার অভ্যস্ততা তাঁর উপায়ে বোধ হইল অতএব ইংরাজি পাঠ্যালং স্বাপনে পার্লিয়ামেন্টের দানপ্রদেশ তিনি অধিক ব্যয় করিলেন এবং এমন ময়ে আঙ্কুরিরিয়া করিলেনের রাজকীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় পাঠ্যালং ছাত্রদের যে বেতন দেওয়া যাইত তাহ বর্তমানে বৈতরনীচাচের বহির্ভুত হইলে আর নতুন হইবেনা। ইত্যাদি উপায়ের দেশের সর্বত্র ইংরাজি ভাষায় নিতাঙ্ক ইস্কা হইল।

তাহার রাজ্যকালে অপর এক পর্যন্তপালক কর্ম

[ ৩৩৪ ]
হইয়াছিল যে তিনি বহুজনপ্রবক্তা এদেশীয়লোকের চিকিৎসাশিক্ষার্থে কলিকাতার এক বৈদ্যকচার্টের পাঠশালা স্থাপন করেন এদেশীয়লোককে অস্ত্রচিকিৎসায় ও ওষুধচিকিৎসায় নিপুণ করিতে শাস্ত্রের নানা নাথা অধ্যাপনার্থে উন্নতগতির বিশেষ নিয়ূক্ত হইলেন এবং ঐ পাঠশালার দায়িত্বের অনুসারে দেশের উপ-কার হইবার সহায়তা হইল।

লাভবেষ্টিতক্ষণ রাজনীতিকে এদেশীয়প্রজাদিগের পরিনিঃসরণ করিবার কারণ সেবিত সভ্য কর্তৃপালকে এক অপর্যাপ্ত হইল এবং তাহাতে অভাবিশিষ্ট হইল। পরে তিনি দুর্গিতাশ্রমের প্রতি মনোরোগ করিতে বহু লাভকারী বিদেশের রোগিতি ছিল যে এক স্থানহইতে দেশের অপরস্থানে কোন হ্রদ্বি ললিত যাতে হইলে শুল্পপ্রদান করিতে হইত নানা রাজ্যের জন্য ও স্থানে শুল্পপ্রদানের পূর্ব ছিল তথা-স্থিতভূতের। সকলদ্বয়ের অনুসারণ ও রোগ করিত এইরূপে বাণিজ্যে ব্যায়াম করিয়া রাজ্যের রাজ- ব্যবস্থায় হইত অর্থ ঐ শুল্পস্থানে নিযুক্তভূতের।

রাজার একটাকাগুহায়া বয়স্ত দুইforks অধিক হইত তাহারা এমত দৌরাত্ম্য করিত যে এবিষয়ে নিযুক্ত একজন ইউরোপীয় আসিল। ঐ রীতির নাম অভিষেপ বাণিজ্যের ছিলেন ইংরাজের যুখন মুসল্মানহইতে রাজ্য
ভার লইলেন তখন ঐরীতি চলিত দেখিয়া ক্রমাগত রাখিয়াছিলেন কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিসের অভিমহৎ অহংকারে ঐসকল দোষের একটি উদয় হইয়াছিল ১৭৮৮ সালে তিনি ঐরীতি রহিত করিয়া দেশ সহে। শুল্কস্থানরোধ করিয়াছিলেন ত্যযোদশ বৎসরপরে ইংরাজদের রাজত্ব রাজ্যের দিকে হওয়া ঐশ্বুলকের পুনঃপাপন হয় লার্ড বেন্টিসক বাঙ্গালার সত্যকথায় নিযুক্তি দীর্ঘভিত্তিক সাহেবকে ঐরীতির অনুসন্ধান করিয়া সরাসরি লিখিতে নিযুক্ত করিলেন পরে শুল্ক রহিত করিবার, উত্তম উপায় বিবেচনাতে একসমাজের পাপন করিলেন যদ্যপি তাহার রাজনীতিক পথে শুল্ক রহিতকরণের শেষ হয় নাই তথাপি রহিতকরণের প্রথম উদ্দেশ্যপূর্বক তাহারিং শুল্ক হইল ইহা বলিতে হয়।

লার্ড বেন্টিসক স্কীয়াবিকারের পুথমাবধি বাঙ্গালায় নদীতে ও সহুলে বাস্তুনোক চালাইতে চেষ্টিত ছিলেন তিনি ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষমধ্যে একসমাজে গমনাগমন হয় এবিয়ায় সাধারণ স্তরে চেহ। করিলেন কিন্তু ফরকর্টের ইহাতে নানাপুকার ব্যাঘাত করিলেন এবং তিনি বোধে ও সুযোজনস্বরূপ পত্রাদিপুরে গত্তে হই লিখিতেন শিন। তরণী নিযুক্ত করাতে তাহাকে অত্যন্ত তিরক্ত করিয়াছিলেন লার্ড বেন্টিসক
তথাপি বাঙ্গালার ও পশ্চিমাঞ্চলের নদীনগ্রে লৌহ- 
নির্মিত৷ বাস্তুনৌকো চালাইতে লাগিলেন এদেশীয় 
লোকেরা ও ইউরোপীয়রা তাহা অতি ব্যবহার্য্য দেখিলে 
নয় যে ঐনৌকার দিগুগণস্থা। কোনোতে হইল এবং 
বোধ হয় ইংলণ্ডে ও এমেরিকায় যেহেতু আবশ্যক 
ও চলিত অাছে কালক্রমে এখনও সেইপুপু হইবে ।

১৮৩৫ সালের মার্চনামে লাউ বিটিকের রাজ 
ব্রের শেষ হইল তন্মধ্যে কোন দুরন্তী শত্রু। উপ- 
দেহ করে নাই ইহার নির্বিশেষে যাপন হওয়াতে ক্ষেত 
প্রজাপতির উপরিত হইয়াছিল এবং তৎক্ষণাত ক- 
মিত উপায়ের ফল যেপায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত 
না হইতেছে তবু তাহার রাজভর যথাযথ স্বরূপ 
জানা যাইতে পারে না তাহার কোনো কম্পনাদিক বিবে- 
চনার অম্পত ছিল কিন্তু তথাপি এই বৃহৎ সামুদ্রিকের 
ইতিহাসন্দ্বা তাহার রাজত্বকাল অবশ্য উত্তো বর্ণ- 
নীয় আছে এবং এদেশীয়লোকদিগের তাহার নামে 
বহুকাল ধনবাদ করিবার নানাহেতু আছে ।

|| সমাপ্তোয়া গ্রুথোঁ ৪২।
<table>
<thead>
<tr>
<th>পৃষ্ঠা</th>
<th>পংক্তি</th>
<th>অগ্ন্য</th>
<th>শুদ্ধ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১৬.</td>
<td>৬</td>
<td>মূত্যু</td>
<td>মূত্যু</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭.</td>
<td>২০</td>
<td>সম্মত</td>
<td>সম্মত</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮.</td>
<td>২</td>
<td>যুদ্ধ</td>
<td>বুদ্ধ</td>
</tr>
<tr>
<td>২০</td>
<td>১৬</td>
<td>নিশ্চয়</td>
<td>নিশ্চয়</td>
</tr>
<tr>
<td>২২</td>
<td>২০</td>
<td>মহামাদ</td>
<td>অহোম মুসলমান</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩</td>
<td>২২</td>
<td>মসলমান</td>
<td>মসলমান</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪</td>
<td>২</td>
<td>শাহাকে</td>
<td>শাহাকে</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫</td>
<td>৬</td>
<td>বেষ্টন</td>
<td>বেষ্টন</td>
</tr>
<tr>
<td>৩২</td>
<td>৪</td>
<td>পঞ্জ</td>
<td>পঞ্জ</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৩</td>
<td>১৩</td>
<td>উপকার</td>
<td>উপকার</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৪</td>
<td>১৬</td>
<td>উড়িষ্যা</td>
<td>উড়িষ্যা</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৫</td>
<td>৩</td>
<td>বৃদ্ধিশাল</td>
<td>বৃদ্ধিশাল</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৮</td>
<td>৯</td>
<td>বেষ্টন</td>
<td>বেষ্টন</td>
</tr>
<tr>
<td>৬২</td>
<td>৬</td>
<td>বেষ্টন</td>
<td>বেষ্টন</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| পৃষ্ঠ  | পান্ডিক্ত | অগ্নি | বত্তিয়ার | উপস্থিত | উৎসরোত্তি | গেথন | হিন্দু | দ্বৈ | ১৫৮৯শেলে | হিন্দু | মূৰ্ত্ত্য | সম্মথে | মুদ্রা | সর্তে | দ্রুতাপূৰ্বক | কিঞ্চিম্পাক্ত | ব্যাখ্যা | উত্তরাধীন | ব্যাধাস্তা | যুদ্ধ | সামর্জার | যুদ্ধ | সামুদার | যুদ্ধ | সামুদার |}
|-------|---------|-------|------------|----------|------------|-------|-------|-----|-------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|----------------|---------|------------|-------|---------|-------|---------|
পৃষ্ঠ ১

পংক্তি ১

অগুদ্ধ

হাত

ঘুড়

হাত

বন্ধুৎ-ব্যবহার

বন্ধুৎ-ব্যবহার

স্থল অপথিদি

স্থল অপথিদি

মীরজমল

মীরজমল

সাহায্য/দারার

সাহায্য/দারার

উপাধিপতি

উপাধিপতি

বন্ধ

বন্ধ

হিংস্ক

হিংস্ক

নির্মাণ

নির্মাণ

হইয়াছিল

হইয়াছিল

কাশালীজারের

কাশালীজারের

ত্রিচত্রারিংশ

ত্রিচত্রারিংশ

১৬৮৬ শালের

১৬৮৬ শালের

ঘরনাথ

ঘরনাথ

সুন্দানুটি

সুন্দানুটি

সন্তোষ

সন্তোষ

সাধুনাথের

সাধুনাথের

ভূত্যবর্গকে

ভূত্যবর্গকে

দিল্লীহইতে

দিল্লীহইতে

তাহার

তাহার
অগ্নিশোধন

পূঃ ১০৫  পঞ্চিক অগ্নি
 ৫  তাহার
 ৩  গুড়াসিংহ
 ৪  লুট
 ২  কর্ষ
 ২  কোমেত
 ১  বাছযুদ্ধ
 ২  কিছু
 ৩  হিন্দুলোকেরা
 ২  মুক্ত
 ২  বায়ুতে
 ২  যুদ্ধ
 ১  যুদ্ধের
 ১  আহত
 ২  নিয়ূক্ত
 ২  জনের
 ৩  নিয়ূক্ত
 ০  জনক
 ২  নম
 ২  যেলার
 ২  উজ্জল
 ১  চাকায়
 ১  পুরূর্গত
 ১  পুরূর্গত
 ২  কিছু
 ২  হিন্দুলোকেরা
 ২  মুক্ত
 ২  বায়ুতে
 ২  যুদ্ধ
 ১  যুদ্ধের
 ১  আহত
 ২  নিয়ূক্ত
 ২  জনের
 ৩  নিয়ূক্ত
 ০  জনক
 ২  নম
 ২  যেলার
 ২  উজ্জল
 ১  চাকায়
 ১  পুরূর্গত
 ১  পুরূর্গত
<table>
<thead>
<tr>
<th>লেখক</th>
<th>পংক্ষ</th>
<th>অশ্লো</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
<th>অশ্লো</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>শতদিগের</td>
<td></td>
<td>১৩৮</td>
<td>কিছুকাল</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>পৌষ্পপত্র</td>
<td></td>
<td>১৪২</td>
<td>পৌষ্পপত্র</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>বন্ধুত্ব</td>
<td></td>
<td>১৪৫</td>
<td>বন্ধুত্ব</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>শত্রুধিতা</td>
<td></td>
<td>১৪৫</td>
<td>শত্রুধিতা</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নরসিদাবাদ</td>
<td></td>
<td>১৫০</td>
<td>নরসিদাবাদ</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>মুক্ত</td>
<td></td>
<td>১৫১</td>
<td>মুক্ত</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>শত্রুপক্ষে</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>শত্রুপক্ষে</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>বন্ধুত্ব</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>বন্ধুত্ব</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>শত্রুধিতা</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>শত্রুধিতা</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>পুনরায়</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>পুনরায়</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>বন্ধুত্ব</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>বন্ধুত্ব</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>শত্রুপক্ষে</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>শত্রুপক্ষে</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>মুক্ত</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>মুক্ত</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>শত্রুধিতা</td>
<td></td>
<td>১৫২</td>
<td>শত্রুধিতা</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>পৃষ্ঠ</td>
<td>পংক্তি</td>
<td>অনুস্থান</td>
<td>গুড়ি</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৮</td>
<td>৩</td>
<td>শত্রুনাশ</td>
<td>শত্রুনাশ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৭</td>
<td>৪</td>
<td>শত্রু</td>
<td>শত্রু</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৬</td>
<td>৫</td>
<td>শত্রুরা</td>
<td>শত্রুরা</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৫</td>
<td>৬</td>
<td>শীত্য</td>
<td>শীত্য</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৪</td>
<td>৭</td>
<td>শীত্যরা</td>
<td>শীত্যরা</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৩</td>
<td>৬</td>
<td>মহারাণীরা</td>
<td>মহারাণীরা</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫২</td>
<td>৫</td>
<td>মহাসমারোহ</td>
<td>মহাসমারোহ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫১</td>
<td>৪</td>
<td>কঠীন</td>
<td>কঠীন</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫০</td>
<td>৩</td>
<td>কুর</td>
<td>কুর</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৯</td>
<td>২</td>
<td>নিষ্ঠুরতা</td>
<td>নিষ্ঠুরতা</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৮</td>
<td>১</td>
<td>সুন্দর</td>
<td>সুন্দর</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৭</td>
<td>৬</td>
<td>পুর</td>
<td>পুর</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৬</td>
<td>৫</td>
<td>গুীম্য</td>
<td>গুীম্য</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৫</td>
<td>৪</td>
<td>লুটে</td>
<td>লুটে</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৪</td>
<td>৩</td>
<td>প্রফুল্ল</td>
<td>প্রফুল্ল</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৩</td>
<td>২</td>
<td>প্রীরামপুর</td>
<td>প্রীরামপুর</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪২</td>
<td>১</td>
<td>উষ্মত</td>
<td>উষ্মত</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪১</td>
<td>৩</td>
<td>বদ্ধুলোকের</td>
<td>বদ্ধুলোকের</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪০</td>
<td>৫</td>
<td>রূপেছুক</td>
<td>রূপেছুক</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৯</td>
<td>৮</td>
<td>মনুষ্য</td>
<td>মনুষ্য</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৮</td>
<td>৬</td>
<td>তদনুসারে</td>
<td>তদনুসারে</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
পৃষ্ঠ  পঞ্চিকী অনুষ্ঠান
248  ২২'  ষষ্ঠপে
252  ৬  ভূত্যাঞ্জের
260  ৮  কৃষ্ণগরে
8  ৭  কিঞ্চিম্বাত্র
8  ২০  মুফ্তিির
268  ৪  পারিয়াসেন্ট
270  ১৯  কর্ষে
272  ১  তন্মতে
273  ১৫  তিলকচন্দ্রের
281  ২  সভ্য/কর্ষ
8  ২০  উদ্মোগী
290  ৬  কোম্পানির
294  ২  কর্ষরন্বাহ
8  ৩  যুদ্ধ
304  ১৩  প্রস্তত
307  ৫  সাহায্য/দারা
308  ১০  যেসকল
309  ২  যুদ্ধ/র
8  ৬  শীর্ষ
311  ৩  যায়
313  ৯  যোগ্য
319  ৭  পুর্বক